অন্নদাকল্পতন্ত্র

(মূল ও বঙ্গানুবাদসহ)

পঞ্চানন শাস্ত্রী

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

অন্নদাকল্পতন্ত্র

অন্নদাকল্পতন্ত্র

(মূল ও বঙ্গানুবাদসহ)

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

নবভারত সংস্করণ

মাঘ, ১৩৮৩

প্রকাশক : শ্রীরণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স : ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : আর. সাহা, প্যারট প্রেস : ৭৬/২ বিধান সরণী, (ব্লক কে ওয়ান) কলিকাতা-৬

অন্নদাকল্পতন্ত্র

প্রথমঃ পটলঃ

ওঁ নমঃ পরম-দেবতায়ৈ ।

নিত্যানন্দময়ীং সদাশিবমনঃসম্মোহিনীং চিৎকলাম্
সংসারার্ণব-তারিণীং ত্রিজগতামুৎপত্তিমূলাশ্রয়াম্ ।
ধ্যান-জ্ঞান-নিদানহেতুবিভবাং ব্রহ্মাদিভিঃ সেবিতাম্
ভূতানাং পরিপালনাশ্রয়তমাং তামন্নপূর্ণাং শ্রয়ে ॥*

শ্রীভৈরব উবাচ
শৈবানি গাণপত্যানি সৌরাণি বৈষ্ণবানি চ
শাক্তানি মন্ত্রজাতানি শ্রুতানি বহুশস্তব ।
কল্পানি চৈযামন্যানি কথিতানি ত্বয়া মম ।
কথয়স্বান্নদাকল্পং যদি তেঽস্তি দয়া ময়ি ॥ ১

---

* ব্রহ্মতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব মায়ায় প্রতিবিম্বিত হইয়া স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও তূরীয় বা ত্রিগুণাতীত এই দেহ চতুষ্টয় অবলম্বন করেন। তন্মধ্যে স্থূলাপেক্ষা সূক্ষ্মে, সূক্ষ্মাপেক্ষা কারণে এবং কারণাপেক্ষা তূরীয়ে প্রতিবিম্বের প্রতিফলন অধিক মাত্রায় হইয়া থাকে। যেমন বিম্বভূত সূর্য্য পৃথিবীস্থিত স্বচ্ছ কৃপাণে, কৃপাণ অপেক্ষা স্বচ্ছতর কাচে, কাচাপেক্ষা স্বচ্ছতম জলে অধিকরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। এইজন্য স্থূলাপেক্ষা সূক্ষ্ম দেহ শ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্মাপেক্ষা কারণদেহ শ্রেষ্ঠ, কারণদেহ অপেক্ষা তূরীয় দেহ শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা স্থূল দেহাভিমানী, বিষ্ণু সূক্ষ্মদেহ-স্বামী, শিব কারণদেহ-স্বামী এবং মহামায়া বা ভগবতী তূরীয়া দেহাভিমানিনী, সকলের কর্ত্রী, পাত্রী, শাস্ত্রী, নিত্য নিজানন্দে আনন্দময়ী, সদাশিব হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সকলের চিত্তের উপর প্রভুত্বশালিনী, অথচ ধ্যান, ধারণা ও জ্ঞানের গোচর সুখোপাস্যা। সেই সর্ব্ব জীবের প্রতিপালিকা ও আশ্রয়রূপিণী দয়াময়ী ভগবতী মাহেশ্বরী অন্নপূর্ণার শ্রীচরণ আশ্রয় করি।

শ্রীভৈরব কহিলেন। হে শিব! আপনার অনুকম্পায় আপনার মুখ পদ্ম হইতে বিনির্গত শৈব, গাণপ, সৌর, বৈষ্ণব ও শাক্ত মন্ত্রসমূহ, কল্পশাস্ত্র ও নিগমাদি শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে কৃপা করিয়া অন্নদাকল্প প্রকাশ করুন। ১

শ্রীশিব উবাচ

শৃণু পুত্র পরানন্দ পরাপরবিভাগবিৎ।
পরমার্থরসাবিষ্ট পরমব্রহ্মভৈরব ॥ ২
বিনান্নেন ন কুত্রাপি সৃষ্টিস্থিত্যাদি জায়তে।
অন্নাস্তবন্তি ভূতানি ইতি চাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ ॥ ৩
যদি ত্বং সৃষ্টিকর্ত্তা স্যাঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মিকাম্।
নিত্যাং ভগবতীং মায়াং ভজস্বান্নপ্রদাং শিবাম্ ॥ ৪
রূপাণি বহুসংখ্যানি প্রকৃতেঃ সন্তি যদ্যপি।
অথাপ্যন্নপ্রদারূপং মম প্রাণপ্রদায়কম্ ॥ ৫
মৃত্যুঞ্জয়োঽহং যদি বা তৎ পাদাব্জ-প্রাসাদতঃ।
জীবামি পবমেশানঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বতত্ত্ববিৎ ॥ ৬
নির্গুণঃ সগুণশ্চেতি শিবোঽহং দ্বিবিধঃ পরঃ।
নির্গুণশ্চ তয়া হীনঃ সগুণোঽহং তয়া সহ ॥ ৭

শ্রীশিব কহিলেন। হে পুত্রস্থানীয় ব্রহ্ম ভৈরব! তুমি পরমার্থ রসে রসিক, ব্রহ্মানন্দ ও ভোগানন্দের প্রভেদ বিশেষরূপে অবগত আছ, অতএব অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য শ্রবণে অধিকারী। তুমি আমার মুখ নির্গত দেবী-তত্ত্ব অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ২

অন্ন ব্যতীত সংসারে সৃষ্টি ও পালনাদি হইতে পারে না। অথর্ব্ব শ্রুতি বহুবার কহিয়াছেন, অন্ন হইতে জীব জগতের উৎপত্তি, অন্ন পরিণামই রস, রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা ও শুক্ররূপে দেহ সংগঠন করে। ৩

হে ভৈরব! যদি সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতি জগৎকার্য্য সম্পাদনে তোমার বাসনা থাকে, তাহা হইলে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-রূপিণী নিত্যানন্দময়ী ভগবতী অন্নপ্রদায়িনী মহামায়ার সেবা কর। ৪

মহামায়ার মূল প্রকৃতি ভগবতীর যদিও নানাবিধ রূপ ও মূর্ত্তি আছে তথাপি এই অন্নপ্রদা মূর্ত্তি প্রাণপ্রদাত্রী হেতু আমার অতিশয় প্রিয়। ৫

আমি যে মৃত্যুঞ্জয়ত্ব লাভ করিয়াছি, অথবা আমার সর্ব্বজ্ঞতা ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ, তাঁহারই পাদপদ্ম প্রসাদে জানিবে। ৬

শিবাখ্য ব্রহ্মবস্তু সগুণ ও নির্গুণভেদে দ্বিবিধ। তাঁহার সহিত মিলিত হইলে ব্রহ্ম সগুণ হন। তিনি পরিত্যাগ করিয়া গেলে শিব শব অর্থাৎ নির্গুণ নির্ধর্ম্ম হন। ৭

অনুমানের সাহায্যে অথবা স্মৃতির সাহায্যে তাহাকে জানা যাইতে পারে। সুতরাং তাহাকে জানা যাইলে আর তাহা নাই এইরূপ আপত্তি করা চলিবে না। উদয়নের এইরূপ সমাধানেও সকল দোষ অপসারিত হইল না। তখন প্রশ্ন এই যে, অনুমানের সাহায্যে যদি সেই জ্ঞানকে জানিতে হয় তাহা হইলে সেই অনুমানের হেতু কি হইবে? যদি এইরূপ ধরিয়া লওয়া হয় যে, বিষয়প্রকাশ কার্য এবং অজ্ঞাত জ্ঞান কারণ তাহা হইলে এই কার্যকারণভাব থাকায় কার্যের দ্বারা কারণের অনুমান হইতে পারে। কিন্তু এই কার্যকারণভাব সিদ্ধ হইবে কিরূপে? জ্ঞান যখনি বিষয়কে প্রকাশিত করিতেছে তখনই যদি জ্ঞান জ্ঞাত না হয় তাহা হইলে এই উভয়ের কার্যকারণসম্বন্ধ নির্ধারিত হইতে পারে না। স্মরণের সাহায্যেও জ্ঞানকে জানা যায় না। স্মরণ কেবলমাত্র পূর্বানুভূত বিষয়ের সম্বন্ধেই হইয়া থাকে। যদি পূর্বে জ্ঞান জ্ঞাত না হইয়া থাকে তাহা হইলে তদ্বিষয়ে স্মরণও হইতে পারিবে না।

এখন মনে করা যাউক্ যে, অনুব্যবসায়ই উক্ত জ্ঞানের প্রমাণ। অনু-ব্যবসায় হইল জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান। ঘটবিষয়ক জ্ঞান ব্যবসায় এবং ব্যবসায়বিষয়ক অর্থাৎ ঘটবিষয়কজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান অনুব্যবসায়। পুনরায় প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, ব্যবসায় অনুব্যবসায়ের অবশ্যবেদ্য কিনা। যদি তাহা হয় তাহা হইলে প্রথম জ্ঞানটি দ্বিতীয় ক্ষণে অনুব্যবসায়জ্ঞানের বেদ্য হইবে। প্রথম জ্ঞানটি যে দ্বিতীয় জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হইতেছে এবং নিজের দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারিতেছে না তাহার কারণ জ্ঞানও বিষয়ের মতই জড়। দ্বিতীয় জ্ঞান স্বীকার করার আবশ্যকতা এই যে, প্রথম জ্ঞানকে আমরা যদি দ্বিতীয় জ্ঞানের দ্বারা জানিতে না পারি তাহা হইলে প্রথম জ্ঞান আছে এইরূপ আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু এই দ্বিতীয় জ্ঞানটিও যে বিদ্যমান আছে তাহাতে প্রমাণ কি? তাহাও জড় এবং বস্তু সুতরাং তাহারও অস্তিত্বসিদ্ধির জন্য অন্য জ্ঞান আবশ্যক। এইভাবে দেখা যাইতেছে যে, অনুব্যবসায় স্বীকার করিলেই এই সমস্যার সমাধান হইয়া যায় না।

যদি ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, ব্যবসায়ের পরবর্তী ক্ষণে নিয়তই অনুব্যবসায় উৎপন্ন হয় এবং অনুব্যবসায়ের সাহায্যে ব্যবসায়কে জানা

যায় এবং আরও অনুব্যবসায়ের অস্তিত্ব সিদ্ধ করার জন্য যদি কোন প্রমাণের অপেক্ষা থাকে না বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলেও ইহা সিদ্ধ হয় না যে, অজ্ঞাত জ্ঞান বিষয়ের প্রকাশ করিতেছে। যদি একটি জ্ঞান অপর জ্ঞানের দ্বারা পরক্ষণেই অবশ্যবেদ্য হয় তাহা হইলে নৈয়ায়িকগণের মতও বেদান্তিগণের তুল্যই হইয়া পড়ে। বেদান্তিগণ জ্ঞানের উৎপত্তিক্ষণেই প্রকাশ স্বীকার করেন আর নৈয়ায়িকগণ পরবর্তী ক্ষণে প্রকাশ স্বীকার করিতেছেন। একক্ষণের পার্থক্য আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। তারপর নৈয়ায়িকগণ এই কথা স্বীকার করায় তাঁহাদের মত রক্ষা করিতে পারিলেন না যে, অজ্ঞাত জ্ঞানই বিষয়ের প্রকাশ করিয়া থাকে যেহেতু প্রত্যেক জ্ঞানই পরবর্তী জ্ঞানের দ্বারা অবশ্যই বেদ্য হইবে। আবার এতগুলি জ্ঞান স্বীকার করা সত্ত্বেও সমস্যাটি পূর্ববৎ অসমাহিতই রহিয়া গেল। প্রত্যেক জ্ঞানই যে-অপর-জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ্য হইবে সেই অপর জ্ঞান যে অপ্রকাশ ও অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে। জ্ঞানধারার শেষ জ্ঞানটি সকল সময়েই অজ্ঞাত থাকিবে। সুতরাং এই মত গ্রহণ করিলে অনবস্থাও আসিবে অথচ সমস্যার কোন সমাধান হইবে না।

এই আপত্তির নিরসনের জন্য উদয়ন বলিলেন, বিষয়ের জ্ঞানের জন্য জ্ঞানকে জ্ঞাত হওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। জ্ঞান অজ্ঞাত থাকিলেও তাহা বিষয়কে প্রকাশ করিতে পারিবে। জ্ঞান অজ্ঞাত থাকিলে তাহার অস্তিত্বের সম্বন্ধে সন্দেহ হয় ইহা সত্য। এই জন্য তাহার অস্তিত্বের সাধক প্রমাণ আবশ্যক। জ্ঞান অজ্ঞাত থাকিয়াই বিষয়ের প্রকাশ করিবে এবং তাহার অস্তিত্ব আছে কিনা এই বিষয় যখন আকাঙ্ক্ষা দেখা যাইবে তখন পরবর্তী জ্ঞানই তাহার প্রমাণ হইবে। এইরূপে দ্বিতীয় জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যখন জিজ্ঞাসা বা আকাঙ্ক্ষা দেখা যাইবে তখন তৃতীয় জ্ঞানই তাহার প্রমাণ হইবে। যখন জিজ্ঞাসা হইবে তখনই পরবর্তী জ্ঞান স্বীকার করা হইবে, নতুবা নহে।* অতএব অনন্ত জ্ঞানধারা স্বীকার করায় যে অনবস্থা দোষ দেখান হইয়াছিল তাহাও কার্যকরী হইবে না।

উদয়নের এই সমাধান আপাততঃ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ

---

* যদি জ্ঞানবিষয়ং জ্ঞানমবশ্যং জ্ঞায়েত অবশ্যং বা জিজ্ঞাস্যেত তদা জ্ঞানপরম্পরালক্ষণা অনবস্থা স্যাৎ, সা তু অনুপলম্ভবাধিতা। (তাৎপর্যপরিশুদ্ধি, ২০১ পৃঃ, এসিয়াটিক সোঃ সং)

দোষ থাকিয়াই যায়। অজ্ঞাত জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা হইলে পরবর্তী জ্ঞানের দ্বারা পূর্ববর্তী অজ্ঞাত জ্ঞান জ্ঞাত হয় এবং তাহাতেই তাহার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা উল্লেখযোগ্য যে, যে বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত তদ্বিষয়ে কোন জিজ্ঞাসাই হইতে পারে না। যে বিষয় সামান্যতঃ জ্ঞাত আছে কিন্তু বিশেষতঃ জ্ঞাত নাই সেই বিষয়েরই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রথম জ্ঞানটি যখন উৎপন্ন হয় তখন তাহা পূর্ণরূপে অজ্ঞাত থাকে সুতরাং তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা তো উৎপন্নই হইতে পারিবে না। আর জিজ্ঞাসা যদি উৎপন্ন না হয় তাহা হইলে তাহার প্রমাণ দ্বিতীয় জ্ঞান স্বীকার করা হইবে না। দ্বিতীয় জ্ঞান স্বীকার না করিলে প্রথম জ্ঞানের অস্তিত্বই সিদ্ধ হইবে না। স্বয়ং অসিদ্ধ প্রথম জ্ঞান বিষয়ের প্রকাশও করিতে পারিবে না।

জ্ঞান অন্য জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হইয়া থাকে এই মত স্বীকার করিলে যে বহু দোষের উদ্‌ভব হয় তাহা দেখা গেল। সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, যদি জ্ঞান জ্ঞানান্তরের দ্বারা জ্ঞাত হয় তাহা হইলে জ্ঞানের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যাইবে না। অজ্ঞাত জ্ঞান স্বীকার করিলে ও তাহার দ্বারা বিষয়ের প্রকাশ হয় বলিলে এই সকল দোষ হইয়া থাকে। আমরা অনুভবের দ্বারাই বুঝিতে পারি যে, জ্ঞান কখনও অজ্ঞাত বা অপ্রকাশিত থাকিতে পারে না। যদি কোন জ্ঞান অজ্ঞাত বা অপ্রকাশ থাকিতে পারিত তাহা হইলে সেই জ্ঞানের সম্বন্ধে সন্দেহ অথবা বিপর্যয় হইতে পারিত।* অর্থাৎ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও সন্দেহ থাকিতে পারিত যে, সেই জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে কিনা অথবা জ্ঞান হয় নাই এইরূপ বোধ হইতে পারিত। কিন্তু এইরূপ যে হয় না তাহা অনুভবের দ্বারাই জানা যায়। ইহার দ্বারা স্পষ্টই জানা যায় যে, জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহা জ্ঞাত হইয়াই উৎপন্ন হয়। তাহাকে জানিবার জন্য অন্য জ্ঞানের আবশ্যক হয় না আবার তাহা নিজের দ্বারাও জ্ঞাত হয় না। সুতরাং জ্ঞানকে স্বতঃপ্রকাশ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। জ্ঞানকে স্বতঃপ্রকাশ বলিয়া স্বীকার না করিলে তাহাকে জানার জন্য অন্য জ্ঞান, আবার

---

* অনুভূতিরর্থপ্রকাশনসময়ে যদি ন প্রকাশেত তথা সত্যনন্তরক্ষণে জিজ্ঞাসোত্তর সন্দেহো বিপর্যয়ো বা বিপরীতপ্রমা বোদিয়াৎ। (চিৎসুখী, ১৬ পৃঃ)

তাহাকে জানার জন্য অন্য জ্ঞান এইরূপ অনন্ত জ্ঞানপরম্পরা স্বীকার করিতে হইবে এবং তাহার দ্বারা বিষয়ের প্রকাশ কখনও হইবে না।

এইভাবে পূর্বপক্ষীরও জ্ঞানের সন্দেহ ও বিপরীতনিশ্চয় হয় না বলিয়াই জ্ঞানের স্বপ্রকাশতা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। তাঁহারা বলেন যে, জ্ঞান বিষয়ের প্রকাশস্বরূপ হইলেও জ্ঞান নিজে নিজের প্রকাশস্বরূপ নয়। এজন্য ব্যবসায়জ্ঞানকালে বিষয় ভাসমান হইলেও ব্যবসায়জ্ঞান নিজে ভাসমান হইতে পারে না। কিন্তু জ্ঞান নিজে ভাসমান না হইলেও জ্ঞানের বিদ্যমানতাদশায় জ্ঞানের সংশয় বা বিপরীতনিশ্চয় হয় না। জ্ঞানাতিরিক্ত ঘটাদিবিষয় অভাসমান বলিয়া সেই ঘটপটাদিতে সংশয় বা বিপরীতনিশ্চয় সম্ভব হইলেও অভাসমান জ্ঞানের বিদ্যমানতাদশাতে জ্ঞানের সংশয় বা বিপরীতনিশ্চয় হয় না, জ্ঞানের স্বরূপসত্তাই জ্ঞানের সংশয় বা বিপরীতনিশ্চয়ের বিরোধী। এইরূপ নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন। এই মতে, যে-পুরুষ ঘট জানিতেছে সেই কালে ঘট ভাসমান হইলেও ঘটজ্ঞান ভাসমান হয় না আর তাহাতে জ্ঞাতৃপুরুষের আমার জ্ঞান হইয়াছে কিনা এইরূপ সংশয় অথবা আমার জ্ঞান হয় নাই এইরূপ বিপরীতনিশ্চয়েরও আপত্তি হয় না। কারণ জ্ঞানের স্বরূপসত্তাই ঐ সংশয় ও বিপরীতনিশ্চয়ের বিরোধী হইয়া থাকে। এইরূপে নৈয়ায়িকগণ জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার না করিয়াও জ্ঞানকালে অনুভববিরুদ্ধ জ্ঞানের সংশয় ও বিপরীত নিশ্চয়ের বারণ করিয়া থাকেন।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, নৈয়ায়িকগণও প্রকারান্তরে জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার করিতেছেন। ভাসমান বস্তু বিষয়েই সংশয় বা বিপরীতনিশ্চয় হয় না। ঘট যখন ভাসমান নহে তখন ঘটবিষয়ক সংশয় বা বিপরীতনিশ্চয় হইতে পারে। কিন্তু জ্ঞান নিজে ভাসমান না হইলেও জ্ঞানের বিদ্যমানতাদশাতে সেই জ্ঞানবান্ পুরুষের নিজের জ্ঞানে কখনও সংশয় বা বিপরীতনিশ্চয় হয় না। জ্ঞান প্রকাশমান হইলে যে কার্য হইত জ্ঞান অপ্রকাশমান হইয়াই সেই কার্য সম্পাদন করে বলায় জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ববাদিগণের সহিত অস্বপ্রকাশজ্ঞানবাদী নৈয়ায়িকগণের বিশেষ বৈলক্ষণ্য থাকিতেছে না। জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ববাদিগণও জ্ঞানের বিদ্যমানতাদশাতে জ্ঞানের সংশয়, বিপরীতনিশ্চয় হয় না বলিয়াই জ্ঞানের বিদ্যমানতাদশাতে জ্ঞান ভাসমান বা স্বপ্রকাশ বলিয়াছেন। অস্বপ্রকাশ-

বাদিগণও যদি জ্ঞান অপ্রকাশমান হইলেও জ্ঞানের সংশয়, বিপরীতনিশ্চয় হয় না বলেন তবে তাঁহারাও ভঙ্গ্যন্তরে জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্বই স্বীকার করিতেছেন। জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার করিলেই বা ইহা অপেক্ষা আর কি বৈলক্ষণ্য হইত? স্বসত্তাতে প্রকাশাব্যভিচারই স্বপ্রকাশত্ব। তাহা না হইলে স্বসত্তাতে সংশয়াদি হইতে পারে। নৈয়ায়িকগণও জ্ঞানের সত্তাতে প্রকাশাব্যভিচার স্বীকার না করিয়াও প্রকাশাব্যভিচারের যে ফল তাহা স্বীকারই করিতেছেন। সুতরাং জ্ঞান স্বপ্রকাশ নহে এইরূপ বলায় তাঁহাদের দুরাগ্রহ মাত্র বুঝিতে পারা যায়।

আরও কথা, নৈয়ায়িকগণের মতে আত্মা স্বপ্রকাশ নহে কিন্তু তাহা প্রকাশ্য। আত্মবিষয়ক জ্ঞানের অভাবকালে আত্মবিষয়ক সংশয় বা বিপরীত-নিশ্চয় কাহারও হয় না। আমি আছি কিনা অথবা আমি নাই এইরূপ সংশয় বা বিপরীতনিশ্চয় উন্মত্তেরও হয় না। এ জন্য এস্থলেও নৈয়ায়িক-গণ আত্মার স্বরূপসত্তাকেই উক্ত সংশয়াদির বিরোধী বলিয়া স্বীকার করেন। ব্রহ্মসূত্রের ২।২।২৫ সূত্রের ভামতীতে আত্মার স্বপ্রকাশত্ব যে পামর জনেরও প্রসিদ্ধ তাহাই দেখাইবার জন্য বলিয়াছেন—"বিবিধজন-সংকীর্ণগোপুরেণ পুরং নিবিশমানং নরান্তরেভ্য আত্মনির্ধারণায় অসাধারণং চিহ্নং বিদধতমুপহসন্তি পাশুপতং পৃথগ্‌জনাঃ।"

আরও বক্তব্য যে, ঘটপটাদি ও জ্ঞানাত্মাদি সমস্তই তার্কিকাদি মতে বেদ্য বস্তু। ইঁহাদের মতে স্বপ্রকাশ বলিয়া কোন বস্তু স্বীকৃত হয় না। কিন্তু বেদ্য ঘট-পটাদি স্বরূপসত্তামাত্রে ঘটাদিবিষয়ক সংশয় ও বিপর্যয়ের বিরোধী হয় না, আত্মা ও জ্ঞান তাহা হয়। এইজন্য বেদ্য ঘটপটাদি হইতে আত্মা ও জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য তাঁহারাই স্বীকার করিতেছেন। এই বৈলক্ষণ্যই অস্বপ্রকাশত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব। তাঁহারা ইহা স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও ফলতঃ তাহাই বলিয়াছেন। বেদ্য ঘটপটাদির বৈলক্ষণ্য যে জ্ঞানাদিতে আছে ইহা নৈয়ায়িকগণেরও সিদ্ধান্ত। বেদান্তমতে স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার করিয়াও অস্বপ্রকাশ ঘটাদি হইতে বৈলক্ষণ্যই বলা হইয়াছে। আর তাহা নৈয়ায়িকগণও স্বীকারই করিতেছেন। সুতরাং কোন বস্তুই স্বপ্রকাশ নহে ইহা বলা তাঁহাদের দুরাগ্রহমাত্র। বস্তু স্বরূপ-সত্তামাত্রে স্ববিষয়কসংশয়াদির বিরোধী হয় না ইহা ঘটপটাদিতে সিদ্ধ আছে। অথচ জ্ঞান ও আত্মা স্বরূপসত্তামাত্রে সংশয়াদির বিরোধী হয়।

এই বিরোধ স্বীকার তার্কিকগণ বলপূর্বক করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মূলে কোন অনুভব নাই। আর এই বিরোধ স্বীকার না করিলে তাঁহারাও পামরজনেরই উপহাস্য হইয়া পড়িতেন। এই উপহাস হইতে নিস্তার পাইবার জন্যই নৈয়ায়িকগণ এইরূপ বিরোধ স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যুত, এই বিরোধ কল্পনার মূলে কোনও অনুভব নাই। এজন্য জ্ঞান-আত্মার স্বপ্রকাশত্ব সর্বজনস্বীকার্য।

যদিও ন্যায়সিদ্ধান্তে প্রকারান্তরে জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্বই বলা হইয়াছে তথাপি নৈয়ায়িকগণ স্পষ্টভাবে জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার করেন নাই। বস্তুতঃ, কোন তত্ত্বই স্বপ্রকাশ বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের সিদ্ধান্তে সমস্ত বস্তুই প্রকাশ্য ও জ্ঞেয়। "সপ্তানামপি সাধর্ম্যং জ্ঞেয়ত্বাদিকমুচ্যতে" (ভাষাপরিচ্ছেদ, ১৩ কাঃ)—ইহাই কণাদসিদ্ধান্ত। তথাপি যুক্তি অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ন্যায়সিদ্ধান্তেও জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে। জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্বে নৈয়ায়িকগণের অরুচির কারণ কি? ইহার অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায়, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে প্রবেশের ভয়েই নৈয়ায়িকগণ জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার করেন না। সর্বদাই যদি নিয়তভাবে বিষয়প্রকাশের সহিত বিষয়বিষয়ক জ্ঞানেরও প্রকাশ স্বীকার করা যায় তবে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয় বস্তুর সহোপলম্ভ-নিয়মপ্রযুক্ত বিজ্ঞানবাদেই প্রবেশ করিতে হয়। ধর্মকীর্তি বলিয়াছেন—

সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো নীলতদ্ধিয়োঃ।
ভেদশ্চ ভ্রান্তিবিজ্ঞানৈর্দৃশ্যেতেন্দাবিবাদ্বয়ে ॥

(ভামতীতে উদ্ধৃত, ৫৪৪ পৃঃ)

ইহার অর্থ—একটি চন্দ্রকে নেত্ররোগবশতঃ দুইটি বলিয়া দেখা যায়। এই দুইটি চন্দ্রের জ্ঞান সকল সময়ে এক কালেই হইয়া থাকে। এই দৃষ্টান্তের সাহায্যে অনুমান করা যাইতেছে, যাহাদের নিয়তসহোপলম্ভ হয় তাহারাও বস্তুতঃ একই। নীলবস্তু ও নীলজ্ঞানকে আপাততঃ ভিন্ন বলিয়া মনে হইলেও তাহাদেরও নিয়তসহোপলম্ভ হয় বলিয়া তাহারাও বস্তুতঃ অভিন্ন। তবে যে ভেদ প্রতীত হয় তাহা ভ্রান্তিজ্ঞানের জন্যই হইয়া থাকে। ধর্মকীর্তি আবার বলিয়াছেন—অপ্রত্যক্ষোপলম্ভস্য নার্থদৃষ্টিঃ প্রসিধ্যতি। অর্থাৎ অভাসমান জ্ঞানের দ্বারা বিষয়ের প্রকাশ হইতে পারে না।

এই সহোপলম্ভনিয়ম কথঞ্চিৎ অনুভবসিদ্ধও বটে। তথাপি নৈয়ায়িকগণ বিষয়প্রকাশকালে বিষয়বিষয়ক জ্ঞানের প্রকাশ স্বীকার করেন না। "ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানম্" (১।১।৪) এই অক্ষপাদসূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে টীকাকার বাচস্পতিমিশ্র ব্যবসায় ও অনুব্যবসায় ভেদে জ্ঞানের দ্বৈবিধ্য স্বীকার করিয়াছেন। সূত্রগ্রন্থ হইতে এই দ্বৈবিধ্য স্পষ্ট প্রতিভাসমান হয় না। এইজন্যই টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—

ত্রিলোচনগুরূন্নীতমার্গানুগমনোন্মুখৈঃ।
যথামানং যথাবস্তু ব্যাখ্যাতমিদমীদৃশম্॥

(তাৎপর্যটীকা, ১১৪ পৃঃ, মেট্রোঃ সং)

ইহার অভিপ্রায়—ত্রিলোচনগুরূপদিষ্ট পথের অনুসরণ করিয়া আমি এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিলাম। ন্যায়ের প্রকরণগ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়মঞ্জরীর প্রণেতাই বাচস্পতির গুরু ত্রিলোচন। জ্ঞানশ্রী প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্যগণ এই ত্রিলোচনকৃত ন্যায়মঞ্জরীর খণ্ডনাত্মক সমালোচনা করিয়াছেন।

সুতরাং ব্যবসায় ও অনুব্যবসায়ভেদে জ্ঞানের দ্বৈবিধ্য ত্রিলোচন প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকাচার্যগণ সম্প্রদায়পরম্পরাক্রমে স্বীকার করিতেন। ব্যবসায়ের পরে অনুব্যবসায় হয় বলিয়া ব্যবসায় ও অনুব্যবসায়ের সাহিত্য নাই। ব্যবসায় বিষয়ের প্রকাশ ও অনুব্যবসায় জ্ঞানের প্রকাশ। এই প্রকাশদ্বয় ক্রমিক হইয়া থাকে বলিয়া ন্যায়মতে জ্ঞান ও বিষয়ের উপলম্ভ এককালে হয় না। আর তাহাতে ধর্মকীর্তির প্রদর্শিত ব্যাপ্তিও লাগে না। ধর্মকীর্তি জ্ঞান ও বিষয়ের এক কালে উপলম্ভ স্বীকার করিয়াই জ্ঞান ও বিষয়ের অভেদ সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ন্যায়মতে বিষয়ের ও জ্ঞানের উপলম্ভ ক্রমিক হইয়া থাকে বলিয়া উপলম্ভের সাহিত্য নাই। এই ধর্মকীর্তি প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধচার্যগণের মতের বিরোধ করিবার জন্য শবরস্বামী, কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি মীমাংসকগণ জ্ঞানকে নিত্যানুমেয় বলিয়াছেন। তাঁহারা জ্ঞানের প্রত্যক্ষ উপলম্ভই নাই এই কথা বলিয়াছেন। নৈয়ায়িকগণ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ উপলম্ভ স্বীকার করিয়াও তাহার বিষয়ের উপলম্ভের সহিত সাহিত্য নাই এই কথা বলিয়াছেন। শবরস্বামী প্রভৃতি মীমাংসকগণ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ উপলম্ভেরই অস্বীকার করিয়াছেন।

মীমাংসকগণ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ উপলম্ভ অস্বীকার করায় মহামতি জয়ন্ত

ভট্ট তাঁহার ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থে এই মতের স্বীকার যে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক তাহা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। এস্থলে আমরা জয়ন্ত ভট্টের পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। "অহো বত ইমে কেভ্যো বিভ্যতঃ শ্রোত্রিয়াঃ পরং কিমপি বৈক্লব্যমুপাগতাঃ। ন খলু নিত্যং পরোক্ষং জ্ঞানং ভবিতুমর্হতি। জ্ঞাতোঽর্থঃ ইতি ক্বচিত্তদ্বিশিষ্টার্থপ্রত্যবমর্শদর্শনাদ্ বিশেষণাগ্রহণে শুক্লঃ পট ইতিবৎ বিশিষ্টপ্রতীতেরনুদয়াৎ। কশ্চায়মিয়ান্ ত্রাসঃ, বিষয়গ্রহণকালে বিজ্ঞানাগ্রহণমাত্রকেণ বাহ্যার্থনিহ্নববাদিনঃ শাক্যাঃ শক্যাঃ শময়িতুম্। (ন্যাঃ মঃ, ১৬ পৃঃ, কাশী সং)। ইহার অভিপ্রায়—কাহার ভয়ে শ্রোত্রিয় মীমাংসকগণ এতাদৃশ বিভ্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহারা যে জ্ঞানকে নিত্য পরোক্ষ স্বীকার করিয়াছেন তাহা অতি অসঙ্গত। কোন স্থলে "জ্ঞাতো ঘটঃ" এইরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই প্রত্যক্ষে জ্ঞান বিশেষণ ও ঘট বিশেষ্য। বিশেষণ জ্ঞান গৃহীত না হইলে জ্ঞানবিশিষ্ট বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যেমন শুক্লঃ পটঃ এইরূপ প্রত্যক্ষে শুক্লিমার প্রত্যক্ষ না হইলে শুক্লঃ পটঃ এইরূপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। আর মীমাংসকগণেরই বা এত ভয়ের কারণ কি? আমরা তো বিষয়গ্রহণকালে বিষয়বিষয়ক জ্ঞানের গ্রহণ হয় না ইহাই মাত্র স্বীকার করিয়া শাক্য ধর্মকীর্তিকে নিরস্ত করিতে পারিয়াছি। বিজ্ঞানবাদী শাক্যগণের নিরাসের জন্য জ্ঞানকে নিত্যানুমেয় বলিবার কোন আবশ্যকতা মীমাংসকগণের নাই। আমাদের মত অবলম্বন করিলেই মীমাংসকগণ অনায়াসে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের নিরাস করিতে পারিবেন।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মত নিরাস করিবার জন্যই নৈয়ায়িকগণ ও ভাট্ট মীমাংসকগণ জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ বলিয়া স্বীকার করেন নাই; স্বীকার করিলে তাঁহারা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে প্রবেশ করিতেন। নৈয়ায়িক মতে ও মীমাংসক মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ না হইলেও এই উভয়মতের বৈলক্ষণ্য পূর্বেই বলা হইয়াছে। জ্ঞানের অস্বপ্রকাশত্বে উভয়েই একমত।

প্রভাকরমতানুসারী মীমাংসকগণ জ্ঞান ও সংবিদের ভেদ স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, জ্ঞান নিত্যানুমেয় কিন্তু সংবিৎ স্বপ্রকাশ। তাঁহাদের মতে "জ্ঞায়তে অনেন" এই করণবাচ্যে জ্ঞানপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া জ্ঞপ্তি বা সংবিদের যাহা করণ তাহাই জ্ঞান। আত্মমনঃসংযোগকেই

ইহারা জ্ঞপ্তির করণ বলেন। এই আত্মমনঃসংযোগ অপ্রত্যক্ষ কারণ মন অতীন্দ্রিয় বা অপ্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষের সংযোগও অপ্রত্যক্ষ যেমন ঘটাকাশসংযোগ অপ্রত্যক্ষ। এইরূপ আত্মমনঃসংযোগও প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষের সংযোগ হওয়ায় তাহা অপ্রত্যক্ষ বলিয়া নিত্যানুমেয়। এইরূপে প্রভাকর মীমাংসকগণ শবরস্বামি-প্রদর্শিত জ্ঞানানুমেয়ত্ববাদের রক্ষা করিয়াছেন।

এইরূপে জ্ঞানের অনুমেয়ত্ববাদ রক্ষা করিয়াও প্রভাকরমতাবলম্বিগণ জ্ঞপ্তি বা সংবিদের স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ইহাদের মতে সংবিদের স্বপ্রকাশত্ব অদ্বৈতবেদান্তিসম্মত স্বপ্রকাশত্ব হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন প্রাভাকরগণ বলেন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে-কোনও জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তিনটি বস্তু ভাসমান হয়—বিষয়, সংবিদ্ ও আত্মা। পরোক্ষজ্ঞানে বিষয়ের পরোক্ষতার জন্য সংবিদের পরোক্ষতা ব্যবহার হইয়া থাকে। পরোক্ষ সমস্ত জ্ঞানেই সংবিদ্ ও সংবিদের আশ্রয় আত্মা অপরোক্ষভাবে ভাসমান হয়। কিন্তু বিষয় পরোক্ষরূপে ভাসমান হয় বলিয়া এই জ্ঞানকে পরোক্ষ বলা হয়। আর, প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বিষয়, সংবিদ্ ও তাহার আশ্রয় আত্মা-এই তিনই অপরোক্ষরূপে ভাসমান হয়। প্রত্যক্ষজ্ঞানে বিষয় কর্মরূপে, সংবিদ্ স্বাভিন্নরূপে ও আত্মা সংবিদের আশ্রয়রূপে ভাসমান হয়। সমস্ত জ্ঞানেই এই তিনটি ভাসমান হইলেও ভাসমানতার প্রযোজক ভিন্ন ভিন্ন। ইহাদের মতে, আত্মা সর্বত্রই সংবিদের আশ্রয় অর্থাৎ কর্তৃরূপেই ভাসমান হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানের কর্মরূপে আত্মা কখনও ভাসমান হইতে পারে না। এজন্য ইঁহাদের মতে প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষের * দ্বারা আত্মার স্থৈর্য বা একত্ব সিদ্ধ হয় না কারণ আত্মা প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না।

---

* পূর্বানুভূত বিষয়ের যখন "তাহাই এই" এইরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে তাদৃশ জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে। যেমন, দেবদত্ত আমার পরিচিত, সেই দেবদত্তকে যখন পুনরায় দেখিলাম তখন আমার জ্ঞান হইল "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" অর্থাৎ "সেই এই দেবদত্ত"। এই জ্ঞানটি হইল প্রত্যভিজ্ঞা। প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞানের "তৎ" অর্থাৎ "সেই" অংশটুকু স্মৃতি আর অবশিষ্টাংশ প্রত্যক্ষ। এই স্মৃতির অংশ চলিয়া গেলে জ্ঞানটি আর প্রত্যভিজ্ঞা থাকে না। দেবদত্তকে পূর্বে দেখিয়াও তাহাকে যদি আমি সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাই এবং পুনরায় তাহাকে দেখার পরও যদি তাহার স্মরণ না হয় তাহা হইলে কেবলমাত্র "অয়ং দেবদত্তঃ" এই জ্ঞানটি প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারিবে না, ইহা অভিজ্ঞাই হইবে। অভিজ্ঞাজন্য সংস্কারের সহিত মিলিত হইয়াই ইন্দ্রিয় প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষ জন্মাইয়া থাকে।

প্রাচীন প্রাভাকরগণের এইরূপে বিষয়, সংবিদ্ ও আত্মার প্রকাশ স্বীকৃত হইলেও তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে প্রদর্শিত নবীন প্রাভাকরগণের মতে বিষয়, সংবিদ্ ও আত্মা এই তিনই সংবিদের বিষয় হইয়া ভাসমান হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই মতে সংবিদ্ ও আত্মার বেদ্যত্ব আছে কিন্তু ইঁহাদের মতে সংবিদের স্ববেদ্যত্ব স্বীকার করা হয়। নৈয়ায়িকগণ জ্ঞানের বেদ্যত্ব স্বীকার করিয়াও স্ববেদ্যত্ব স্বীকার করেন নাই। নব্য প্রাভাকরগণের মতে সংবিদের স্ববেদ্যত্বই স্বপ্রকাশত্ব। সংবিদের স্ববেদ্যত্বরূপ স্বপ্রকাশত্ব বৌদ্ধগণের সম্মত। কিন্তু স্ববেদ্যত্ব সিদ্ধান্ত অতি বিরুদ্ধ। তাহাতে ক্রিয়াকর্মবিরোধ হয়। যাহা ক্রিয়া তাহাই সেই ক্রিয়ার কর্ম হইতে পারে না। ছিদা বা ছেদন ক্রিয়ার দ্বারা বৃক্ষ ছেদ্য হইলেও ছিদা ক্রিয়ার দ্বারা ছিদা নিজেই ছেদ্য হইতে পারে না, যেমন অঙ্গুল্যগ্র নিজেই অঙ্গুল্যগ্রকে স্পর্শ করিতে পারে না। বৌদ্ধমতের অনুসরণ করিয়া নব্য প্রাভাকরগণ সংবিদের স্বপ্রকাশত্ব বলিয়াছেন। আর তাহাতে নব্য প্রাভাকরগণেরও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে প্রবেশের আপত্তি হইয়াছে। সহোপলম্ভনিয়ম নব্য-প্রাচীন উভয় প্রাভাকরমতেই আপতিত হইয়াছে।

প্রাভাকরগণ বিজ্ঞানবাদে প্রবেশের বিরোধের জন্য বলেন, সহোপলম্ভনিয়ম-প্রযুক্ত বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয় বস্তুর অভেদ গৃহীত হইল কোথায়? কোনও দৃষ্টান্তভূমি না থাকিলে নিয়ম বা ব্যাপ্তি গৃহীত হইতে পারে না। ব্যাপ্তিগ্রহণের জন্য কোনও স্থল বা ভূমি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এতদুত্তরে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বলেন—যদ্ যেন সহ নিয়তসহোপলম্ভনং তত্ততো ন ভিদ্যতে। যথা একস্মাচ্চন্দ্রমসো দ্বিতীয়শ্চন্দ্রমাঃ। (ভামতী, ৫৪৪ পৃঃ)। ভ্রান্তিজ্ঞানে চন্দ্রদ্বয়ের নিয়তসহোপলম্ভই ব্যাপ্তিগ্রহণের স্থান। আর এই কথাই ধর্মকীর্তি "দৃশ্যেন্দোবিবাদ্বয়ে" এই কারিকাংশে বলিয়াছেন। ইহাতে প্রাভাকরগণ বলেন যে, ভ্রান্তিজ্ঞানে ভাসমান চন্দ্রদ্বয় উভয়েই দৃশ্য বা বিজ্ঞেয় বস্তু। দৃশ্য বা বিজ্ঞেয় বস্তুর নিয়তসহোপলম্ভ থাকিলে যদি তাহাদের অভেদ হয় হউক কিন্তু এই দৃষ্টান্তের দ্বারা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয়ের অভেদসিদ্ধি হইবে কিরূপে? নীলতদ্বিজ্ঞানে পরস্পরং ন ভিদ্যেতে, নিয়তসহোপলম্ভিকত্বাৎ, ভ্রান্তিদৃষ্টচন্দ্রদ্বয়বৎ। এই বিজ্ঞানবাদি-

বৌদ্ধপ্রদর্শিত অনুমানে "দ্বয়োর্বিজ্ঞেয়ত্ব"ই উপাধি।* এই উপাধি ভ্রান্তিদৃষ্ট চন্দ্রদ্বয়ে আছে কিন্তু পক্ষে নাই। এজন্য প্রদর্শিত সহোপলম্ভনিয়মদ্বারা

---

* যাহা সাধ্যের ব্যাপ্য হইয়া ব্যাপক এবং সাধনের বা হেতুর অব্যাপক তাহাই উপাধি। ধূমবান্ বহ্নেঃ এই অনুমানে আর্দ্রেন্ধনসংযুক্তবহ্নি উপাধি হইয়াছে কারণ যেখানে যেখানে আর্দ্রেন্ধনসংযুক্ত বহ্নি থাকে সেইখানেই ধূম থাকে বলিয়া আর্দ্রেন্ধনসংযুক্ত বহ্নি ধূমের ব্যাপ্য হইয়াছে। আবার যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানেই আর্দ্রেন্ধনসংযুক্ত বহ্নি থাকে বলিয়া আর্দ্রেন্ধনসংযুক্ত বহ্নি ধূমের ব্যাপকও হইয়াছে। কিন্তু যেখানে যেখানে হেতু থাকে অর্থাৎ বহ্নি থাকে সেইখানেই আর্দ্রেন্ধনসংযুক্ত বহ্নি থাকে এরূপ বলা যায় না। এমন স্থলও পাওয়া যায় যেখানে বহ্নি আছে কিন্তু আর্দ্রেন্ধনসংযুক্ত বহ্নি নাই। সুতরাং আর্দ্রেন্ধনসংযুক্ত বহ্নি হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। অতএব আর্দ্রেন্ধনসংযুক্ত বহ্নি সাধ্যের ব্যাপ্য হইয়া ব্যাপক হইয়াছে ও সাধনের অব্যাপক হইয়াছে বলিয়া তাহাতে উপাধিলক্ষণ রহিয়াছে। উপাধি সাধ্যসমব্যাপ্ত হইবে এই কথা নব্যনৈয়ায়িকেরা স্বীকার করেন না।

নব্য নৈয়ায়িকগণের মতে উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হইলেই চলিবে, সাধ্যের ব্যাপ্য হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। উপাধি প্রদর্শনের দ্বারা দেখান হয় এই যে, প্রদর্শিত হেতুটি সাধ্যের ব্যাপ্য নহে কারণ প্রদর্শিত হেতুর অব্যাপক উপাধিও যখন সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে অর্থাৎ উপাধিকে ছাড়িয়াও যখন হেতু বিদ্যমান থাকিতে পারে তখন উপাধির ব্যাপ্য সাধ্যকে ছাড়িয়াও যে হেতু থাকিতে পারিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? এইভাবে হেতুর দোষ প্রদর্শন করার জন্য উপাধির সাধ্যব্যাপকতাই যথেষ্ট, সাধ্যব্যাপ্যতার কোন আবশ্যকতা নাই।

নব্য নৈয়ায়িকগণের এই উক্তির প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে, উপাধি সাধ্যের ব্যাপ্য না হইয়া কেবলমাত্র ব্যাপক হইলেও তাহার দূষকতা থাকেই তথাপি "উপাধি"পদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত রক্ষা করার জন্য উপাধি সাধ্যের ব্যাপ্য হওয়াও আবশ্যক। প্রতিটি পদের প্রবৃত্তির বা প্রয়োগের কোনও বিশেষ হেতু থাকে। পদের যৌগিক অর্থ দেখিলেই সেই পদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত বুঝিতে পারা যায়। "উপাধি" শব্দের যৌগিক অর্থ—'উপ' সমীপবর্তিনি হেতৌ 'আদধাতি' আসঞ্জয়তি স্বধর্মং ব্যাপ্তিমিত্যুপাধিঃ। সমীপবর্তী হেতুতে ব্যাপ্তিরূপ ধর্মের আধান করে বলিয়াই এই উপাধি পদটি প্রবৃত্ত হইয়াছে। একটি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে—বৈধহিংসা পাপজনিকা হিংসাত্বাৎ ব্রাহ্মণাদিহিংসাবৎ। এই অনুমানে নিষিদ্ধত্ব উপাধি। একই অধিকরণে ব্রাহ্মণহিংসাতে হিংসাত্বও আছে আবার নিষিদ্ধত্বও আছে। বস্তুতঃ নিষিদ্ধত্বেই পাপজনকত্বের ব্যাপ্তি আছে। কিন্তু এই নিষিদ্ধত্ব তাহার সমীপবর্তী অর্থাৎ একাধিকরণবর্তী হিংসাত্বে ব্যাপ্তির আধান করিয়াছে; এইজন্য নিষিদ্ধত্ব এই অনুমানে উপাধি হইয়াছে। এই নিষিদ্ধত্ব আবার পাপজনকত্বরূপ সাধ্যের ব্যাপকও হইয়াছে এবং হিংসাত্বরূপ হেতুরও অব্যাপকও হইয়াছে। যেখানে যেখানে পাপজনকত্ব আছে সেইখানে নিষিদ্ধত্ব আছে আবার যেখানে হিংসাত্ব আছে সেইখানেই যে নিষিদ্ধত্ব আছে এরূপ নয়। সুতরাং উপাধির লক্ষণ নিষিদ্ধত্বে রহিয়াছে। কিন্তু উপাধি যদি

বিজ্ঞেয় ও বিজ্ঞানের অভেদসিদ্ধি হইতে পারে না। এই কথা নয়বিবেক গ্রন্থে ভবনাথ মিশ্র বলিয়াছেন।*

সাধ্যের ব্যাপ্য না হয় তাহা হইলে উপাধিতেই ব্যাপ্তি না থাকায় সে আর হেতুতে কোন্ ধর্মের আধান করিবে? তাহার ফলে "উপাধি" এই পদপ্রয়োগের সার্থকতা থাকিবে না।

ইহার উত্তরে নব্য নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, উপাধি শব্দ যৌগিক অর্থে গৃহীত না হইলেও তাহার রূঢ় অর্থে গ্রহণ করা চলিবে। তখন উপাধি শব্দটি একটি পারিভাষিক শব্দমাত্র হইবে এবং সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক ধর্মকেই উপাধি বলা যাইবে। তদ্দ্বারা হেতুটি যে সাধ্যব্যভিচারী তাহা অবশ্যই দেখান যাইবে, উপাধি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইবে।

এই স্থলে আরও একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, কেবলমাত্র উপাধি প্রদর্শন করিতে পারিলেই অনুমানকে দূষিত করা যায় না। উপাধি উদ্ভাবনকারী উপাধি প্রদর্শন করিয়া হেতু যে সাধ্যের ব্যভিচারী হইয়াছে ইহাই দেখাইয়া থাকেন। প্রতিপক্ষও তদ্রূপ দেখাইয়া থাকেন যে, প্রদর্শিত উপাধিও সাধ্যের অব্যাপক। উপাধি যদি সাধ্যের অব্যাপক হয় তবে আর তাহা উপাধি হইতে পারিল না। উপাধির লক্ষণে উপাধিকে সাধ্যের ব্যাপকই বলা হইয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, উপাধি হেতুর অব্যাপক আবার হেতু সাধ্যের ব্যাপ্য; সুতরাং উপাধি যদি হেতুরই অব্যাপক হয় তবে হেতুর ব্যাপক সাধ্যের তো অব্যাপক হইবেই। এইভাবে উভয় পক্ষ দুইটি নিম্নরূপ বিরুদ্ধ অনুমান প্রয়োগ করিয়া থাকেন—

উপাধি উদ্ভাবনকারীর অনুমান—

অয়ং হেতুঃ সাধ্যব্যভিচারী, সাধ্যব্যাপকোপাধিব্যভিচারিত্বাৎ।

উপাধি খণ্ডনকারীর অনুমান—

অয়ম্ উপাধিঃ সাধ্যাব্যাপকঃ, সাধ্যব্যাপ্যহেতোরব্যাপকত্বাৎ।

এইরূপে বিরোধী অনুমানদ্বয়ের সমাবেশ হইলে যে পক্ষ তাঁহাদের অনুকূল তর্ক দেখাইতে পারিবেন, তাঁহাদেরই জয় হইবে, অপরপক্ষ পরাজিত হইবেন।

উপাধি উদ্ভাবনের সহজ রীতি এই যে, যে ধর্ম দৃষ্টান্তে বিদ্যমান থাকিবে অথচ পক্ষে বিদ্যমান থাকিবে না তাহাই উপাধি। আর প্রসিদ্ধ মীমাংসাগ্রন্থ মানমেয়োদয়ে ইহাই বলা হইয়াছে—

তস্মাদুপাধিমিচ্ছদ্ভিঃ পক্ষভূমিমনাপ্নুবন্।
সপক্ষান্ ব্যাপ্নুবন্ ধর্মো মৃগ্যতামিতি সংগ্রহঃ॥ (প্রমাণপরিচ্ছেদ, ১১ কাঃ)

দৃষ্টান্তে সাধ্য বিদ্যমান থাকেই এবং তাহাতে যদি উপাধিও বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে সাধ্যসত্তায় উপাধির সত্তা থাকায় উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হইল। আবার পক্ষে হেতু বিদ্যমান থাকিবেই এবং পক্ষে যদি উপাধি বিদ্যমান না থাকে তাহা হইলে হেতু থাকিলেও উপাধি না থাকায় উপাধি হেতুর অব্যাপক হইল।

* যত্তু কীর্তের্হেতুত্রয়ং তস্মাদমিতি গুরুণা নোপন্যস্তম্। তথা হি—নিরাকারাপি ধীর্নীলাদিব্যবহারানুগুণতয়া নীলধীঃ পীতধীরিতি ব্যবস্থামর্হতি। সহোপলম্ভনিয়মস্তু উপলভ্যয়োরভেদসাধনম্, নোপলম্ভোপলভ্যয়োঃ। (নয়বিবেক, ১১০পৃঃ. মাদ্রাজ সং)

সাংখ্যমতে ও পাতঞ্জলমতে চিদ্রূপ পুরুষ স্বপ্রকাশ। এই পুরুষের স্বপ্রকাশত্ব অদ্বৈতবাদিগণের সম্মত আত্মার স্বপ্রকাশত্ব হইতে পৃথক্ নহে।" "চিদবিষয়ত্ব" অথবা "অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষত্ব" ইহা সাংখ্য-পাতঞ্জলমতেও স্বীকৃত। যদিও সাংখ্যমতের কোনও বিশেষ গ্রন্থ পাওয়া যায় না তথাপি সাংখ্যকারিকাতে পুরুষকে সাক্ষী বলা হইয়াছে। "সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য" (১৯ কারিকা)। এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ শ্রুত্যনুসারী কারণ শ্রুতিও বলিয়াছেন—"সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।" (শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ৬।১১)। এই সাক্ষীর সাক্ষ্য বস্তু বৃত্তিরূপে পরিণত অন্তঃকরণ বা অন্তঃকরণের বৃত্তি। এজন্য অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ জ্ঞানের গ্রহণের নিমিত্ত সাংখ্যেরা অনুব্যবসায় জ্ঞান স্বীকার করেন না। অতএব ইঁহারা মানসপ্রত্যক্ষও স্বীকার করেন না। যাঁহারা সাক্ষী স্বীকার করেন তাঁহারা মনকে ইন্দ্রিয় বলেন না, আর যাঁহারা মনকে ইন্দ্রিয় স্বীকার করেন তাঁহারা সাক্ষী স্বীকার করেন না। এজন্য মানসপ্রত্যক্ষবেদ্য জ্ঞানসুখাদি সমস্তই সাংখ্যমতে সাক্ষিসিদ্ধ। সাংখ্যকারিকাতে পুরুষকে সাক্ষী বলিয়াও সাক্ষ্য বস্তুর কোনও উল্লেখ করা হয় নাই। এই উল্লেখ না করায় অত্যন্ত বিভ্রমের সৃষ্টি হইয়াছে। সাক্ষিভাস্য বা সাক্ষ্য বস্তুর স্বীকার না করিলে সাক্ষীর সিদ্ধিই হইতে পারে না। এই সাক্ষ্যের উল্লেখ না করিয়া সাক্ষী স্বীকার করায় "প্রতি-বিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টম্" (সাংখ্যকারিকা, ৫ কাঃ) এই প্রত্যক্ষ লক্ষণের ব্যাখ্যাতে টীকাকারগণ অত্যন্ত বিভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আন্তর ও বাহ্য দ্বিবিধ প্রত্যক্ষের এইটিই লক্ষণ বলিয়া মনে করিয়াছেন। বাহ্য প্রত্যক্ষ যেমন ঐন্দ্রিয়ক, তেমন আন্তর প্রত্যক্ষ সাংখ্যমতে ঐন্দ্রিয়ক নহে, তাহা সাক্ষিপ্রত্যক্ষ। এইরূপ স্বীকার না করিলে পুরুষের সাক্ষিত্বস্বীকার নিতান্ত উন্মত্ত-প্রলাপ হইয়া পড়ে। আর এইজন্যই প্রাচীন সাংখ্যাচার্য ভগবান্ বার্ষগণ্য "শ্রোত্রাদিবৃত্তিঃ প্রত্যক্ষম্" (তাৎপর্যটীকা, ১৩২ পৃঃ)—এইরূপ বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিয়াছেন। তিনি আন্তর প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলেন নাই। সাংখ্যমতে আন্তর প্রত্যক্ষ ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষই নহে। ঐন্দ্রিয়ক ও অনৈন্দ্রিয়ক এই দ্বিবিধ প্রত্যক্ষের একটি লক্ষণ হইতেই পারে না। বার্ষগণ্যের এই লক্ষণটি যুক্তিদীপিকাকারও উল্লেখ করিয়াছেন (৪২পৃঃ)।

পাতঞ্জলসূত্রেও পুরুষের সাক্ষিত্বসিদ্ধান্তই সমর্থিত হইয়াছে। "সদা

জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামিত্বাৎ” (৪।১৮) এই সূত্রে স্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে—বিষয়ের প্রকাশ ও বিষয়বিষয়ক চিত্তবৃত্তির প্রকাশ সমকালে হইয়া থাকে। জ্ঞানসুখাদিরূপ যোগী চিত্তবৃত্তির অজ্ঞাত সত্তা নাই। ইহাই সূত্রকার পতঞ্জলি “সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ” কথার দ্বারা বলিয়াছেন। চিত্তবৃত্তির দ্বারাই বিষয়ের প্রকাশ হইবে। বিষয়বিষয়ক চিত্তবৃত্তি না হইলে বিষয়ের প্রকাশ হইতে পারে না। বৃত্তিনিরপেক্ষভাবে বিষয়ের প্রকাশ স্বীকার করিলে সুষুপ্তি ও মূর্ছাদিকালেও বিষয়ের প্রকাশের আপত্তি হইবে। সুতরাং বিষয়প্রকাশরূপ চিত্তবৃত্তি যখনই উৎপন্ন হইবে তখনই তাহা সাক্ষী পুরুষের দ্বারা প্রকাশিত হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাংখ্যপাতঞ্জলমতেও বিষয়ের প্রকাশ ও চিত্তবৃত্তির প্রকাশ নিয়ত এককালে হয় বলিয়া বিজ্ঞানবাদিগণের যুক্তি অনুসারে বিষয়ের সহিত বৃত্ত্যাত্মক জ্ঞানের ভেদসিদ্ধি হয় না। যদিও পাতঞ্জলভাষ্যে বিজ্ঞানবাদ খণ্ডনের জন্য বহু কথা বলা হইয়াছে তথাপি সহোপলম্ভনিয়ম প্রত্যাখ্যানের জন্য কোনও স্পষ্ট কথা বলা হয় নাই। আমাদের মনে হয়, সহোপলম্ভনিয়মের খণ্ডন ব্যাসভাষ্যে থাকিতেও পারে না। কারণ ভাষ্যকার ব্যাস ধর্মকীর্তির বহু পূর্বভাবী। এজন্য সাংখ্য-পাতঞ্জলমতে বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য অবশিষ্ট আছে। সহোপলম্ভ-নিয়মদ্বারা বৃত্তি ও বিষয়ের অভেদ হইবে না কেন—ইহা প্রতিপাদনের প্রয়োজন আছে। আর তাহা আমরা এই প্রবন্ধে অদ্বৈতমতে বিষয় ও বিজ্ঞানের অভেদ নিরাকরণের জন্য যে-যুক্তি প্রদর্শন করিব তাহার দ্বারাই সিদ্ধ হইবে।

অদ্বৈতবেদান্তমতে বিষয় ও জ্ঞান উভয়েই যুগপৎ ভাসমান হয়। অদ্বৈতমতে বিষয়াকার বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যই জ্ঞান। এই জ্ঞান সাক্ষিভাস্য। সাক্ষিভাস্য বস্তুর অজ্ঞাতসত্তা নাই। ন্যায়মতে সুখদুঃখাদির অবশ্যবেদ্যতা স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞানের অবশ্যবেদ্যতা স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু অদ্বৈতমতে সুখদুঃখাদি অবশ্যবেদ্য তো বটেই কিন্তু তাহার অজ্ঞাত সত্তাই স্বীকৃত হয় না। ন্যায়মতে সুখদুঃখাদি অবশ্যবেদ্য হইলেও ইহারা উৎপত্তি-সময়ে অজ্ঞাতই থাকে। উৎপত্তির দ্বিতীয়ক্ষণে তাহারা বেদ্য হয়। উৎ-পত্তিকালে সুখদুঃখাদির সহিত মনঃসংযোগ হইয়া দ্বিতীয় ক্ষণে মানস-

প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। সুখদুঃখাদির সহিত মনের মনঃসংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষ। মনঃসংযুক্ত আত্মা ও আত্মাতে সমবেত সুখদুঃখ। কিন্তু অদ্বৈতমতে সুখদুঃখ মানসপ্রত্যক্ষবেদ্য নহে, কিন্তু সাক্ষিভাস্য। সাক্ষিচৈতন্যে অধ্যস্ত অন্তঃকরণের পরিণাম সুখদুঃখ সাক্ষিচৈতন্যের সহিত সম্বদ্ধ হইয়াই উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহাদের অজ্ঞাতসত্তা নাই। সুখদুঃখাদির মত জ্ঞানও সাক্ষিভাস্য বলিয়া তাহারও অজ্ঞাতসত্তা নাই। এজন্য জ্ঞান হইতে বিষয়স্ফুরণ ও সাক্ষীর দ্বারা জ্ঞানের স্ফুরণ এককালেই হইয়া থাকে। এজন্য জ্ঞান ও বিষয়ের নিয়তসহোপলম্ভ থাকায় বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে প্রবেশের আপত্তি অদ্বৈতবাদের উপর আসিয়া পড়ে। এই আপত্তি নিরাসের জন্য ভামতীতে বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞানবাদিগণের প্রদর্শিত ব্যাপ্তিই অসিদ্ধ। যদ্ যেন সহ নিয়তসহোপলম্ভনং তত্তেন ন ভিদ্যতে—এই ব্যাপ্তিতে বহু ব্যভিচার আছে। ঘটের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষে প্রভা ও রূপ উভয়েই ঘটচাক্ষুষজ্ঞানের নিয়ত বিষয় হইয়া থাকে, অথচ প্রভা ও রূপ ঘটের সহিত অভিন্ন নহে। এইরূপ বিষয়মাত্রের জ্ঞান যাঁহারা কালবিষয়ক বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহাদের মতেও ব্যাপ্তি ব্যভিচারদুষ্ট হইবে। "ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যত্র কালো ন ভাসতে" এই সিদ্ধান্তানুসারে বিষয়মাত্রের জ্ঞানই নিয়ত কালবিষয়ক হইয়া থাকে। অথচ কাল ও বিষয় অভিন্ন নহে। এইরূপ সবিকল্পকজ্ঞানমাত্রেই শব্দের জ্ঞান হইয়া থাকে। এমন কোন বস্তু নাই যাহার সবিকল্পক জ্ঞান হইবে কিন্তু শব্দ সেই জ্ঞানে বিষয় হইবে না। অথচ শব্দ ও বিষয় অভিন্ন নহে। এইরূপে বহু ব্যভিচারদোষদুষ্ট বলিয়া ধর্মকীর্তিপ্রদর্শিত ব্যাপ্তিই অসিদ্ধ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার করিলেই বিজ্ঞানবাদে প্রবেশ হয় না। আর বিজ্ঞানবাদিগণ জ্ঞানের স্ববেদ্যত্বরূপ যে স্বপ্রকাশত্ব বলিয়াছেন ইহা অতি বিরুদ্ধ কথা এবং দুর্যুক্তিপূর্ণ। এইজন্য আমরা জ্ঞান বা আত্মার স্বপ্রকাশত্ব কি তাহা এই প্রবন্ধে প্রদর্শন করিব। আর তদ্দ্বারা সাংখ্যপাতঞ্জলমতেও চৈতন্যরূপ পুরুষের স্বপ্রকাশত্ব সমর্থিত হইবে।

সাংখ্যপাতঞ্জলমতে পুরুষকে চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া প্রকাশান্তরনিরপেক্ষ প্রকাশত্ব স্বীকার করিয়াও কণ্ঠরবে পুরুষের স্বপ্রকাশত্ব বলা হয় নাই। কিন্তু বস্তুতঃ কথা যে, সাংখ্যপাতঞ্জলমতেও পুরুষ স্বপ্রকাশ।

২

বিবেচনা করিয়া দেখিলে ন্যায়মতেও পুরুষ স্বপ্রকাশ। আত্মতত্ত্ববিবেক গ্রন্থে উদয়ন বলিয়াছেন—যমাশ্রিত্য চরমবেদান্তোপসংহারঃ মোক্ষনগর-গোপুরায়মাণত্বাৎ নির্বাণন্তু তস্যাঃ স্বয়মেব। যমাশ্রিত্য ন্যায়দর্শনোপসংহারঃ। (৯৩৬ পৃঃ)। ইহার ব্যাখ্যাতে রঘুনাথ শিরোমণি বলিয়াছেন—চরমেতি। শুদ্ধস্বপ্রকাশচিৎস্বরূপব্রহ্মপ্রতিপাদকবেদান্তানামুপসংহারঃ প্রতিপাদ্যান্তরবিরহাৎ। এই উক্তির দ্বারা রঘুনাথশিরোমণি শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপ যে স্বপ্রকাশ তাহাই কণ্ঠরবে বলিয়াছেন। আর তাহাই চরমবেদান্তপ্রতিপাদ্য। এই চরম-বেদান্তের উপসংহার যাহাতে হইয়াছে ন্যায়দর্শনেরও উপসংহার তাহাতেই হইয়াছে, ইহাই উদয়ন বলিয়াছেন। সুতরাং চৈতন্যের স্বপ্রকাশত্ব কেবল অদ্বৈতবেদান্তেরই স্বীকার্য নহে, কিন্তু সকলেরই স্বীকার্য।

জ্ঞানকে পরতঃ প্রকাশমান বলিলে আরও দোষ এই যে, যাহা পরতঃ প্রকাশমান হয় তাহা সর্বদা প্রকাশমান থাকিতে পারে না। কিন্তু কখনও প্রকাশমান হয় এবং কখনও প্রকাশমান হয় না। তাহার অপ্রকাশমান অবস্থায় তদ্বিষয়ক সন্দেহাদি উৎপন্ন হইতে পারে। তাহাতে পূর্বপক্ষী নৈয়ায়িক বলেন যে, সুখাদি পরতঃ প্রকাশমান হইলেও তদ্বিষয়ক সংশয়াদি যেমন উৎপন্ন হয় না তদ্রূপ এই স্থলেও হইতে পারে। ইহাতে বেদান্তী বলেন যে, সুখাদির ন্যায় অনুভূতির বা জ্ঞানের অজ্ঞাতসত্তা অস্বীকার করিলে অর্থাৎ অনুভূতি বিদ্যমান থাকিলে অবশ্যবেদ্য হইবে, এইরূপ স্বীকার করিলে পূর্বপক্ষী অত্যন্ত দুরবস্থাগ্রস্ত হইবেন কারণ অবশ্যবেদ্যত্বনিয়ম থাকিলে অনবস্থা দোষ যে দুরপনেয় হইবে তাহা তো দেখানই হইয়াছে। অনুভূতির অবশ্যবেদ্যত্ব স্বীকার করিলে সুষুপ্তিও হইতে পারিবে না। যদি অনুভূতিকে অবশ্যবেদ্য বলিয়া স্বীকার করা হয় তবে অনন্ত জ্ঞানধারা চলিতেই থাকিবে এবং তজ্জন্য ইন্দ্রিয়সকল ও বিশেষতঃ মন ক্রিয়ারত থাকিবে এবং তাহাতে সুষুপ্তি অসম্ভব হইবে। একই বিষয়ে যদি অনন্ত জ্ঞান স্বীকার করা হয় এবং সেইগুলি অবশ্যবেদ্য হয় তাহা হইলে বিষয়ান্তরের আর জ্ঞান হইতে পারিবে না।

আরও, পূর্বপক্ষী জ্ঞানের বা অনুভূতির অনুভাব্যত্ব দেখাইবার জন্য ব্যবসায়জ্ঞানের উদাহরণ দেন কারণ ব্যবসায়জ্ঞান অনুব্যবসায়ের অনুভাব্য হইয়া থাকে। ইহাতে প্রশ্ন এই যে, যে আত্মমনঃসংযোগের দ্বারা ঘটানু-

ভূতিরূপ ব্যবসায়জ্ঞান জন্মিয়াছে সেই আত্মমনঃসংযোগের দ্বারাই কি অনু-ব্যবসায়ের জন্ম হয়, অথবা অন্য আত্মমনঃসংযোগের দ্বারা? প্রথম কল্পটি যুক্তিযুক্ত বলা চলে না. অর্থাৎ একই আত্মমনঃসংযোগের দ্বারা ব্যবসায় ও অনুব্যবসায়ের জন্ম হইতে পারে না। কারণ অনুব্যবসায়ে কর্মকারক (বিষয়, object) রূপে অবস্থিত ব্যবসায়জ্ঞান অনুব্যবসায়ের অন্যতম কারণ বলিয়া মানিতেই হইবে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়কে কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ঘটের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব হইতে পারে যদি ঘট পূর্বে অবস্থিত থাকে। ঘট নাই অথচ ঘটের প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতেছে এরূপ অসম্ভব। প্রকৃত স্থলে, ব্যবসায়জ্ঞান অনুব্যবসায়জ্ঞানের বিষয় বলিয়া ব্যবসায়ও অনুব্যবসায়ের কারণ হইবে এবং তাহা হইলে ব্যবসায়কে অনুব্যবসায়ের পূর্বভাবী হইতে হইবে। অনুব্যবসায়জ্ঞানের জনক হইতেছে ঘটজ্ঞানরূপ ব্যবসায়জ্ঞান ও তজ্জন্য হইতেছে অনুব্যবসায়জ্ঞান। এই জন্য-জনকরূপ জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে পূর্বাপরীভাব থাকা আবশ্যক। সুতরাং একই মনঃসংযোগের দ্বারা যুগপৎ ব্যবসায় ও অনুব্যবসায়ের গ্রহ হইতে পারে না। ইহাতে পূর্বপক্ষী বলেন যে, একই মনঃসংযোগের দ্বারা ইহারা উৎপন্ন হইলেও ইহাদের উৎপত্তি ক্রমিক হইবে। ইহাতে বক্তব্য এই যে, একই কারণ দুইটি ক্রমিক কার্যের উৎপাদক হইতে পারে এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ, একটি আত্মমনঃসংযোগ দুইটি ক্রমিক জ্ঞানের জনক হয় ইহা স্বীকার করিলে অনেক আপত্তির উদ্ভব হইবে। কারণ অসমবায়িকারণভেদই জ্ঞানভেদের হেতু বলিয়া স্বীকার করা হয়।* অসমায়িকারণভেদকে † জ্ঞানভেদের হেতু বলিয়া স্বীকার না করিলে প্রত্যভিজ্ঞাস্থলে ঘটানুভব, তাহার স্মরণ ও তদ্বিষয়ক অনুমিতি প্রভৃতির জ্ঞান অনুভবের সমকালেই হইত। একই ক্ষণে ঘটাশ্রয়, ঘটাবয়ব প্রভৃতিরও

* প্রাগভাবভেদবশতঃ প্রতিযোগীর ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে এইরূপ বলা অতি অসঙ্গত, কারণ প্রাগভাবের ভেদও প্রতিযোগীর ভেদসাপেক্ষ। অতএব এই মতে অন্যোন্যাশ্রয় সুস্পষ্ট।

† যাহা কার্যের নিয়ত পূর্বভাবী এবং অন্যথাসিদ্ধ নহে তাহাই কারণ। ঘট নির্মাণ করিতে দণ্ডের আবশ্যক হয়। দণ্ড যেমন ঘটের নিয়ত পূর্বভাবী তেমন দণ্ডত্বও ঘটের নিয়ত পূর্বভাবী। দণ্ডকে ঘটের কারণ বলিলেই চলে, দণ্ডত্বকে আর ঘটের কারণ স্বীকার করা প্রয়োজন হয় না যেহেতু দণ্ড থাকিলে দণ্ডত্ব থাকিবেই। সুতরাং দণ্ডই ঘটের কারণ, দণ্ডত্ব

প্রত্যক্ষ হইতে পারিত কারণ তাহাদের সহিত সন্নিকর্ষ * তো আছেই। এই প্রকার "এই দিকে ঘট," "এই কালে ঘট" এইরূপ দিক্‌কালেরও প্রত্যক্ষ

অন্তথাসিদ্ধ। এইরূপ দণ্ডরূপ, আকাশ, কুলালপিতা ইত্যাদিও অন্তথাসিদ্ধ। এখন প্রশ্ন এই যে, দণ্ড কারণ এবং দণ্ডত্ব অন্তথাসিদ্ধ এরূপ না বলিয়া যদি দণ্ডত্বকেই কারণ বলা হয় এবং দণ্ডকে অন্তথাসিদ্ধ বলা হয় তাহা হইলে দোষ কি? তাহার উত্তরে বক্তব্য যে, দণ্ড ও ঘটের সম্বন্ধ সংযোগ এবং দণ্ডত্ব ও ঘটের সম্বন্ধ স্বাশ্রয়সংযোগ। কার্য ও কারণের মধ্যে সম্বন্ধ অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে। দণ্ডকে ঘটের কারণ না বলিয়া যদি দণ্ডত্বকে ঘটের কারণ বলা হয় তাহা হইলে গুরুতর সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে যেহেতু দণ্ডকে দ্বার করিয়াই দণ্ডত্বের ঘটের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। এই জন্য দণ্ডত্বকে কারণ না বলিয়া দণ্ডকেই কারণ বলা হয় এবং দণ্ডত্বই অন্তথাসিদ্ধ। সুতরাং যাহা অন্যথাসিদ্ধ হইবে না অথচ নিয়ত পূর্বভাবী হইবে তাহাকেই কারণ বলা হইবে।

কারণ তিনপ্রকার—সমবায়িকারণ, অসমবায়িকারণ ও নিমিত্ত কারণ। কার্য যাহাতে সমবায়সম্বন্ধে অবস্থিত থাকে তাহাই সমবায়িকারণ; যেমন ঘটের সমবায়িকারণ কপালদ্বয়। সমবায়িকারণে প্রত্যাসন্ন হইয়া যাহা কার্যের জনক হয় তাহাকে অসমবায়িকারণ বলে। অসমবায়িকারণের এই সমবায়িকারণে প্রত্যাসত্তি দুই প্রকারে হইতে পারে। দুইটি কপালের অর্থাৎ মৃত্তিকাখণ্ডের সংযোগে ঘট উৎপন্ন হইয়া থাকে। কপালসংযোগ ঘটের উৎপত্তির প্রতি কারণ। কার্য ঘট ও কারণ কপালসংযোগ সমবায়সম্বন্ধে একই কপালে বিদ্যমান থাকে। ইহার নাম কার্যৈকার্থপ্রত্যাসত্তি। এইরূপ কপালরূপ ঘটরূপের অসমবায়িকারণ। সেখানে ঘটরূপের সমবায়িকারণ ঘট ও কপালরূপ একই কপালে সমবায়সম্বন্ধে বিদ্যমান আছে। সুতরাং ঘটরূপের কপালরূপের সহিত স্বসমবায়িসমবায়সম্বন্ধে কপালে প্রত্যাসত্তি আছে। ইহাকে বলে কারণৈকার্থপ্রত্যাসত্তি। সমবায়িকারণ ও অসমবায়িকারণ ভিন্ন অন্য কারণকে বলে নিমিত্তকারণ, যেমন কুলাল, দণ্ড, সলিল, চক্র প্রভৃতি ঘটকার্যের নিমিত্তকারণ।

* প্রত্যক্ষের পূর্বে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে সম্বন্ধ হইয়া থাকে তাহাকে সন্নিকর্ষ বলে। এই সন্নিকর্ষ লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে দ্বিবিধ। লৌকিক সন্নিকর্ষ আবার ছয় প্রকার—সংযোগ, সংযুক্তসমবায়, সংযুক্তসমবেতসমবায়, সমবায়, সমবেতসমবায় ও বিশেষণতা। ন্যায়মতে ও বৈশেষিকমতে তৈজস চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভাকারে নির্গত হইয়া গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয় এবং তদ্দ্বারা ঘটাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়। ঘটাদি দ্রব্যের প্রত্যক্ষে সংযোগরূপ সন্নিকর্ষ হইয়া থাকে। ঘটগত রূপাদি, ঘটাবয়ব ও ঘটত্বজাতির প্রত্যক্ষে চক্ষুরিন্দ্রিয় ঘটের সহিত সংযুক্ত হয় এবং ঘটরূপ, ঘটাবয়ব ও ঘটত্ব ঘটে সমবেত বলিয়া সেখানে সংযুক্তসমবায়ই সন্নিকর্ষ। আবার ঘটরূপে যে রূপত্ব জাতি আছে তাহার প্রত্যক্ষ করিতে গেলে সংযুক্তসমবেতসমবায়রূপ সন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হয়। ঘটের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়। ঘটে রূপ সমবেত ও রূপে রূপত্ব সমবেত বলিয়া রূপত্বজাতির প্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবেতসমবায় নামক তৃতীয় প্রকার সন্নিকর্ষ স্বীকার করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

হইতে পারিত। কিন্তু তাহা অনুভববিরুদ্ধ। ঈদৃশস্থলে কেবলমাত্র "এই সেই ঘট" এইরূপ একটি মাত্র প্রত্যভিজ্ঞারূপ জ্ঞানই হয়। আরও বক্তব্য যে, অক্রমিক কারণ হইতে ক্রমিক কার্যের উৎপত্তি হয় না। ক্রমিক কার্যের উৎপত্তির জন্য কারণেরও ক্রমিকত্ব স্বীকার করিতে হয়।

এইরূপ ত্বাচ প্রত্যক্ষ, রাসন প্রত্যক্ষ ও ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষেও ঘটাদি বস্তুর স্পর্শ, রস ও গন্ধের প্রত্যক্ষের জন্য সংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষ আবশ্যক এবং স্পর্শত্ব, রসত্ব ও গন্ধত্বের প্রত্যক্ষের জন্যও সংযুক্তসমবেতসমবায় সন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হয়। আবার মানসপ্রত্যক্ষের সময়েও আত্মা, আত্মগত সুখদুঃখ ও তদ্গত সুখত্বাদির প্রত্যক্ষের জন্যও যথাক্রমে সংযোগ, সংযুক্তসমবায় ও সংযুক্তসমবেতসমবায়রূপসন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হয়।

তারপর শব্দের প্রত্যক্ষের জন্য চতুর্থ প্রকার অর্থাৎ সমবায়রূপ সন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হয়। কর্ণশষ্কুলির দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশই শ্রোত্রেন্দ্রিয় এবং শব্দ আকাশে সমবেত সুতরাং শব্দের প্রত্যক্ষে সমবায়ই সন্নিকর্ষ। এইরূপ শব্দসমবেত শব্দত্বের প্রত্যক্ষের জন্য সমবেত-সমবায় নামক পঞ্চম প্রকার সন্নিকর্ষ স্বীকার করা হয়। বৈশেষিক মতে সমবায় প্রত্যক্ষ না হইলেও ন্যায়মতে সমবায়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে এবং সমবায় ও অভাবের প্রত্যক্ষের জন্য বিশেষণতা নামক ষষ্ঠপ্রকার সন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হয়। অভাবের প্রত্যক্ষে সংযুক্ত-বিশেষণতা, সংযুক্তসমবেতবিশেষণতা ইত্যাদি বিবিধ সন্নিকর্ষের আবশ্যক হয়। যেমন ঘটাভাববদ্ ভূতলম্ এই স্থলে ভূতল চক্ষুঃসংযুক্ত হইয়াছে ও ঘটাভাব ভূতলের বিশেষণ হইয়াছে বলিয়া ভূতলে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষে সংযুক্তবিশেষণতাই সন্নিকর্ষ। কিন্তু সংখ্যায় রূপাভাবের প্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবেতবিশেষণতাকে সন্নিকর্ষ বলিতে হইবে।

এইরূপ বহুবিধ সন্নিকর্ষ অভাবপ্রত্যক্ষে ও সমবায়প্রত্যক্ষের জন্য স্বীকার করা প্রয়োজন। তথাপি বিশেষণভেদে বিশেষণতাব্যক্তিগুলি ভিন্ন হইলেও তাহাতে বিশেষণতাত্বরূপ একটি ধর্ম থাকায় বিশেষণতাত্বরূপে বিশেষণতা এক বলিয়া ব্যবহার করা হয়। তাহার ফলে "সন্নিকর্ষ ছয় প্রকার" এই বার্তিকমত রক্ষিত হয়। বার্তিককার উদ্দ্যোতকরাচার্য বলিয়াছেন—"সন্নিকর্ষঃ পুনঃ ষোঢ়া ভিদ্যতে। সংযোগঃ, সংযুক্তসমবায়ঃ, সংযুক্তসমবেতসমবায়ঃ, সমবায়ঃ, সমবেতসমবায়ঃ, বিশেষণবিশেষ্যভাবশ্চেতি।" (ন্যায়বার্তিক, ৯৪ পৃঃ)। বার্তিককার "বিশেষণতা" না বলিয়া "বিশেষণবিশেষ্যভাব" এইরূপ বলিয়াছেন। তাহার দ্বারা অভাব যে সকল সময়ে বিশেষণ হইবে এইরূপ বুঝা যায় না কিন্তু বুঝা যায় যে, তাহা বিশেষ্যও হইতে পারে। যেমন "ভূতলে ঘটাভাবঃ" এইস্থলে অভাবই বিশেষ্য হইয়াছে এবং ভূতলই তাহার বিশেষণ হইয়াছে। এইরূপ "ঘটঘটত্বয়োঃ সমবায়ঃ" এইস্থলে সমবায় বিশেষ্য এবং ঘটঘটত্ব বিশেষণ। ঘট চক্ষুঃসংযুক্ত এবং ঘটত্ব চক্ষুঃসংযুক্ত-সমবেত। যাহা হউক, উভয়েই চক্ষুঃসম্বদ্ধ। সমবায় তাহাদের বিশেষ্য হইয়াছে। সুতরাং চক্ষুঃসম্বদ্ধবিশেষ্যতা সন্নিকর্ষের দ্বারা সমবায়ের প্রত্যক্ষ হইবে।

ধরা যাউক, সেই ক্রমিক কারণটি হইল, বিষয়েন্দ্রিয়সম্প্রয়োগরূপ বাহ্য-সামগ্রী।* সেই বাহ্যসামগ্রীর ক্রমরূপতার জন্যই যদি কার্য ক্রমিক হয় তাহা হইলে যেখানে বাহ্যসামগ্রী ক্রমিক নয় কিন্তু যুগপৎ সম্প্রযুক্ত সেখানে ঘটপটপ্রভৃতিবিষয়ক অনেক জ্ঞানের যুগপৎই উৎপত্তির আপত্তি হইবে।† সুতরাং বাহ্যসামগ্রীর ভেদ না হওয়ায় জ্ঞানের ভেদ সিদ্ধ করিতে হইলে বাহ্যসামগ্রীর অতিরিক্ত কোন কারণেরই ক্রমিকত্ব বলিতে হইবে যাহার জন্য কার্য ক্রমিক হইবে। সেই কারণটি যখন বাহ্য হইল না তখন তাহা আন্তর। আন্তর কারণের মধ্যে আত্মা ও মন উভয়েই পূর্বাপরকালে একরূপে অবস্থিত বলিয়া ও তাহারা নিত্য হওয়ায় তাহাদের ক্রমিকত্ব হইতে পারে না। সুতরাং পারিশেষ্যের দ্বারা তাহাদের অর্থাৎ আত্মা ও মনের সংযোগরূপ অসমবায়িকারণকেই ক্রমিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

আরও, একই আত্মমনঃসংযোগ নানা জ্ঞানপরম্পরার হেতু হয় ইহা স্বীকার করিলে অন্যবিষয়ক জ্ঞানোৎপত্তির কোন অবসর থাকিবে না। যদি অন্যজ্ঞানের উৎপত্তির সামগ্রীর বলবত্ত্ব স্বীকার করা যায় তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব‡ কল্পনা করিতে হইবে ও ইহাতে অকারণ গৌরব হইবে।

প্রত্যেক জ্ঞানের উৎপত্তির প্রতি আত্মমনঃসংযোগ কারণ, ইহা সিদ্ধই

---

* কোনও কার্য উৎপন্ন হওয়ার জন্য বহু কারণের প্রয়োজন। যেমন ঘট উৎপন্ন হইতে গেলে মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র, সলিল, কুম্ভকার, মৃত্তিকাসংযোগ ইত্যাদি বিশেষকারণ ও অদৃষ্ট, ঈশ্বর, কাল প্রভৃতি সাধারণ-কারণও আবশ্যক। এই সমুদায় কারণ অর্থাৎ কারণকূটকেই বলা হয় সামগ্রী। ইহার অব্যবহিত উত্তর ক্ষণে কার্য উৎপন্ন হয়।

† সমূহালম্বন জ্ঞান হইল নানাবিষয়ক একটি জ্ঞান। কিন্তু নানাবিষয়ক নানা জ্ঞান এককালে কখনও উৎপন্ন হইতে পারে না। যেমন রূপরসগন্ধস্পর্শ প্রভৃতিতে এককালে সন্নিকর্ষ থাকিয়া রূপরসাদিবিষয়ক চাক্ষুষ, রাসনাদি নানা জ্ঞান যুগপৎ উৎপন্ন হইতে পারে না। এজন্য আন্তর ইন্দ্রিয় মনের ক্রমিক সম্বন্ধ কারণ। অন্তরিন্দ্রিয়নিরপেক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিলে এক কালেই রূপরসাদিবিষয়ক নানা জ্ঞানব্যক্তির উৎপত্তির আপত্তি হইত। তাহা সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও অনুভববাধিত।

‡ চন্দ্রকান্ত মণি থাকিলে অগ্নি দাহ করিতে পারে না। সুতরাং দাহের প্রতি যেমন তৃণ, অগ্নি প্রভৃতি কারণ হইয়া থাকে তেমনই মণির অভাবও কারণ হইবে। যাহার অভাব কার্যোৎপত্তির প্রতি কারণ হয় তাহাই সেই কার্যের প্রতিবন্ধক। মণির অভাব দাহের প্রতি

আছে। কিন্তু একটি আত্মমনঃসংযোগ ব্যবসায় ও সেই ব্যবসায়বিষয়ক অনুব্যবসায়ের কারণ হইতে পারে না তাহা দেখা গেল। এখন দ্বিতীয় কল্পটি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক্। একটি আত্মমনঃসংযোগ কারণ না হইলেও ভিন্ন ভিন্ন মনঃসংযোগ হইতে এই দুইটির উৎপত্তি হইতে বাধা কি? দ্বিতীয় আত্মমনঃসংযোগ উৎপন্ন হইতে হইলে প্রথম মনঃসংযোগ ধ্বংস হয় ইহা কল্পনা করিতেই হইবে। প্রথম মনঃসংযোগের ধ্বংস কি করিয়া হইবে? প্রথম ক্ষণে মনের পরিস্পন্দাত্মক ক্রিয়া উৎপন্ন হইবে, দ্বিতীয় ক্ষণে বিভাগ, বিভাগ সংযোগের বিরোধী বলিয়া তৃতীয় ক্ষণে পূর্বসংযোগের নাশ হইবে, চতুর্থ ক্ষণে উত্তরসংযোগ অর্থাৎ দ্বিতীয় আত্ম-মনঃসংযোগ উৎপন্ন হইবে এবং পঞ্চম ক্ষণে অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। কিন্তু জ্ঞান প্রভৃতি আত্মধর্ম তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়। বিভুদ্রব্যের প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষগুণ যথা আকাশগুণ শব্দ ও আত্মবিশেষ-গুণ জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ স্বোত্তরভাবী অন্য বিশেষগুণের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় আত্মমনঃসংযোগের মধ্যে কোন বিশেষগুণ উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া ব্যবসায়রূপ জ্ঞানের বিনাশ হয় না, তাহা অনুব্যবসায়ের উৎপত্তিক্ষণ পর্যন্ত থাকে—এইরূপ কল্পনা করা যায় না; তাহা হইলে অপসিদ্ধান্ত হইবে। তাহার কারণ প্রত্যক্ষ-

---

কারণ হয় বলিয়া মণিই দাহের প্রতিবন্ধক এবং দাহই প্রতিবন্ধ কার্য। নৈয়ায়িকগণ প্রতিবন্ধকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও বেদান্তিগণ ও মীমাংসকগণ ইহাতে দোষ উদ্ভাবন করিয়া বলেন যে, নৈয়ায়িকগণ প্রতিবন্ধকের অভাবকে কারণ বলেন আবার যাহার অভাব কারণ তাহাকে প্রতিবন্ধক বলেন বলিয়া স্পষ্টই দেখা যায় যে, কারণ জানা গেলে প্রতিবন্ধক জানা যাইবে এবং প্রতিবন্ধক জানা গেলে কারণ জানা যাইবে। সুতরাং এই মতে পরস্পরা-শ্রয়দোষ সুস্পষ্ট। এই কথাই আচার্য নৃসিংহাশ্রম বলিয়াছেন—"ন চ কারণীভূতাভাবপ্রতি-যোগিত্বং প্রতিবন্ধকত্বম্। প্রতিবন্ধকাভাবত্বেন তদভাবস্য কারণত্বেঽন্যোন্যাশ্রয়াৎ।" (অদ্বৈত-দীপিকা, ২২১-২২ পৃঃ, ১ম পরিচ্ছেদ)। এইরূপ অন্য আরও দোষ এই মতে দেওয়া চলে। এইজন্য বেদান্তসিদ্ধান্তে প্রতিবন্ধকের লক্ষণ বলা হইয়াছে—"পুষ্কলকারণে সতি কার্যোৎপাদ-বিরোধি প্রতিবন্ধকম্" (বিবরণ, ৮৯ পৃঃ)। অর্থাৎ কারণসামগ্রী বিদ্যমান থাকিলেও যাহা কার্যোৎপত্তির বিরোধী হয় তাহাকে প্রতিবন্ধক বলে। এই মতে, তৃণাগ্নি প্রভৃতি দাহের সামগ্রী বিদ্যমান থাকিলেও মণি দাহের বিরোধী হয় বলিয়া মণিকে প্রতিবন্ধক বলা হয়।

যোগ্য কোন বিশেষগুণ উৎপন্ন না হইলেও জ্ঞান অন্ততঃ সংস্কারের জনক এবং এই সংস্কারই তাহার নাশক হইতে পারে। সুতরাং জ্ঞানমাত্রই তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হইবেই। কেবল দ্বিত্বের প্রত্যক্ষের নিমিত্ত অপেক্ষা-বুদ্ধিরই তৃতীয়ক্ষণ পর্যন্ত সত্তা স্বীকার করা হয় ও চতুর্থ ক্ষণে বিনাশ স্বীকার করা হয়।* ইহা কিন্তু গত্যন্তর না থাকায় কল্পনা করা হইয়াছে। অন্যত্র তৃতীয়ক্ষণেই বিনাশ স্বীকার করা হয়।

---

* জ্ঞান মাত্রই ক্ষণিক অর্থাৎ তৃতীয়ক্ষণে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অপেক্ষাবুদ্ধি তিনক্ষণ বিদ্যমান থাকে এবং চতুর্থক্ষণে তাহার বিনাশ হয়। যে-ক্রমে দ্বিত্বাদির উৎপত্তি হয় এবং পরিশেষে "দ্বে দ্রব্যে" এইরূপ দ্বিত্বের প্রত্যক্ষ হয় তাহা উল্লেখ করিয়া উদয়নাচার্য বলিয়াছেন—

আদাবিন্দ্রিয়সন্নিকর্ষঘটনাদেকত্বসামান্যধী-
রেকত্বোভয়গোচরা মতিরতো দ্বিত্বং ততো জায়তে।
দ্বিত্বত্বপ্রমিতিঃ স্বতোঽপি পরতো দ্বিত্বপ্রমানন্তরং
দ্বে দ্রব্যে ইতি ধীরিয়ং নিগদিতা দ্বিত্বোদয়প্রক্রিয়া ॥ (লক্ষণাবলী, ১০ পৃঃ)

এই কারিকাটি সর্বদর্শনসংগ্রহেও উল্লিখিত হইয়াছে (সর্বদর্শনসংগ্রহ, ২২১ পৃঃ)। প্রথমতঃ (১) ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ, (২) ততঃপর একত্ববিষয়ক নির্বিকল্পক জ্ঞান, (৩) ততঃপর অপেক্ষা-বুদ্ধি, (৪) ততঃপর দ্বিত্বোৎপত্তি, (৫) ততঃপর দ্বিত্বত্বনির্বিকল্পক জ্ঞান, (৬) ততঃপর দ্বিত্বগুণবিষয়ক সবিকল্পক জ্ঞান, (৭) ততঃপর দ্বিত্বগুণবিশিষ্ট দ্রব্যজ্ঞান (দ্বে দ্রব্যে এইরূপ), (৮) ততঃপর সংস্কার হইয়া থাকে। অন্যান্য জ্ঞানের মত অপেক্ষাবুদ্ধিও যদি তৃতীয়-ক্ষণে বিনাশপ্রাপ্ত হয় তবে পূর্বপ্রদর্শিত ক্রমে পঞ্চম ক্ষণেই তাহার বিনাশ হইবে। পঞ্চম ক্ষণেই অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ হইলে তাহার পরবর্তী ক্ষণেই দ্বিত্বের নাশ হইবে কারণ বৈশেষিকসিদ্ধান্তে—"অপেক্ষাবুদ্ধিনাশাচ্চ নাশস্তেষাং নিরূপিতঃ" (ভাষাপরিচ্ছেদ, ১০৮ কাঃ) এইরূপ বলা হইয়াছে। এইরূপে ষষ্ঠক্ষণেই যদি দ্বিত্বের নাশ হয় তবে আর সপ্তম ক্ষণে দ্বিত্বপ্রত্যক্ষ হইতে পারিবে না। এইজন্য বৈশেষিক মতে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, অপেক্ষাবুদ্ধি উৎপন্ন হওয়ার পরবর্তী ক্ষণে কোনও বিশেষগুণ, এমন কি সংস্কারও উৎপন্ন হইতে পারিবে না; উৎপন্ন হইলে তাহাই অপেক্ষাবুদ্ধির নাশক হইবে। এই-ভাবে বাধ্য হইয়াই অপেক্ষাবুদ্ধিকে ত্রিক্ষণস্থায়ী বলিতে হয়। কিন্তু তাহাতেও শঙ্কা এই যে, অপেক্ষাবুদ্ধি ত্রিক্ষণস্থায়ী হইলে উল্লিখিত ক্রমে তাহা পঞ্চমক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে এবং দ্বিত্বও ষষ্ঠক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে অর্থাৎ সপ্তম ক্ষণে তাহার বিনাশ হইবে। কিন্তু এই সপ্তম ক্ষণেই তো দ্বিত্বগুণবিশিষ্টদ্রব্যজ্ঞান হইবে। বিশেষণ দ্বিত্ব যদি তখন বিদ্যমান না থাকে তবে বিশিষ্টজ্ঞান কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা হয় যে, বিশিষ্টজ্ঞানের প্রতি বিশেষণ কারণ এবং কারণের প্রাক্‌সত্তাই আবশ্যক

এখন প্রস্তুত বিষয়ে ফিরিয়া যাই। ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হইয়াই যায়, অতএব পঞ্চম ক্ষণে অনুব্যবসায় উৎপন্ন হইলে ব্যবসায় কিরূপে তাহার বিষয় হইতে পারে? ব্যবসায়বিষয়ক অনুব্যবসায় লৌকিক প্রত্যক্ষ এবং লৌকিক প্রত্যক্ষের প্রতি পূর্বক্ষণে এবং স্বোৎপত্তিক্ষণে বিষয়ের অস্তিত্ব আবশ্যক। "সংবদ্ধং বর্তমানঞ্চ গৃহ্যতে চক্ষুরাদিনা"। (শ্লোকবার্তিক, প্রত্যক্ষসূত্র, ৮৪ কাঃ)। প্রত্যক্ষের বিষয় ইন্দ্রিয়সম্বদ্ধ ও বর্তমান হইতেই হইবে। এইভাবে দেখান যায় যে, অনুব্যবসায়ের উৎপত্তিই অসম্ভব। সুতরাং অনুব্যবসায়ের দ্বারা ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত।

আরও, জ্ঞান যদি চক্ষুরাদির ন্যায় অপ্রকাশমান থাকিয়াই স্বাতিরিক্ত জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে তাহা হইলে উৎপন্ন জ্ঞানেরও ঐ দশা হইবে অর্থাৎ সেও বিষয়প্রকাশ করিতে গিয়া নিজে অজ্ঞাত থাকিয়া অপর জ্ঞান উৎপন্ন করিবে অর্থাৎ সে চক্ষুরাদির মতই জ্ঞাপক হইবে। আবার ঐ উৎপন্ন জ্ঞানও অজ্ঞাত থাকিয়া জ্ঞানান্তর উৎপন্ন করিবে। এইরূপে জ্ঞান জ্ঞানান্তর উৎপন্নই করিয়া যাইবে কিন্তু নিজে প্রকাশিত হইবে না, বিষয়েরও প্রকাশ জন্মাইতে পারিবে না। আর বিষয়ও নিজে জড়স্বভাব বলিয়া নিজে প্রকাশিত হইতে পারিবে না, আবার একে অপরের সাহায্যেও প্রকাশিত হইতে পারিবে না কারণ তাহারা প্রত্যেকেই জড়। সুতরাং জ্ঞান অপ্রকাশমান, বিষয়ও তদ্রূপ বলিয়া প্রকাশ আর কোথা হইতেও পাওয়া যাইবে না, জগদান্ধ্য দোষ * অপরিহার্য হইবে। ধর্মকীর্তিও বলিয়াছেন —"অপ্রত্যক্ষোপলম্ভস্য নার্থদৃষ্টিঃ প্রসিধ্যতি" অর্থাৎ অপ্রকাশ জ্ঞানের দ্বারা

কিন্তু কার্যকালে কারণ বিদ্যমান নাও থাকিতে পারে। বিশেষণ দ্বিত্বগুণ তো ষষ্ঠক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলই। সুতরাং সেই বিশেষণবিশিষ্ট জ্ঞান সপ্তমক্ষণে অনায়াসেই হইতে পারিবে। এই কথাই কিরণাবলীতে বলা হইয়াছে—বিশেষণং হি বিশিষ্টজ্ঞানকারণং, ন তু বিষয়ঃ। তথা চ বিশিষ্টজ্ঞানোৎপত্তিকালে অসতোঽপি পূর্বভাবিনস্তত্ত্বমবিরুদ্ধম্। (কিরণাবলী, ২০১ পৃঃ, কাশী সং)

* কোনও কিছুর প্রকাশ না হওয়াই জগদান্ধ্য। কিন্তু এইরূপ স্বীকার করা যায় না। আমাদের নিকট কোন-না-কোন বস্তু প্রকাশিত হইতেছেই। অতএব জগৎ অন্ধকারময় ও তাহাতে কোন প্রকাশ নাই—ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত।

বিষয়ের প্রকাশ হইতে পারে না। জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া অন্যের দ্বারা প্রকাশিত হয় না অথচ অজ্ঞাতও থাকে না, ইহাই জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব। এখন স্বপ্রকাশত্ব বস্তুটি কি তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করিয়া দেখা যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ

পূর্বপক্ষ

স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ নির্ণয় করিতে গিয়া চিৎসুখাচার্য একাদশটি লক্ষণ বলিয়াছেন এবং সিদ্ধান্তে এই একাদশটি লক্ষণেই দোষ আছে বলিয়া দ্বাদশ লক্ষণ করেন এবং তাহাই স্বপ্রকাশত্বের নির্দোষ লক্ষণ বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

(১) "স্বশ্চাসৌ প্রকাশশ্চ" (চিৎসুখী, ৩ পৃঃ) অর্থাৎ "যাহা স্ব হইয়া প্রকাশিত হয় তাহাই স্বপ্রকাশ।" এইরূপ লক্ষণ করিলে ঘটাদিতেও অতিব্যাপ্তি* হয় কারণ ঘটাদিরও স্বরূপ আছে এবং তাহা জ্ঞানের দ্বারা বেদ্য হয় বলিয়া তাহাতে জ্ঞাতত্বরূপ প্রকাশত্বও আছে।

(২) "স্বস্য স্বয়মেব প্রকাশঃ" (চিৎসুখী, ৩ পৃঃ) অর্থাৎ "নিজেই

---

* লক্ষণও একপ্রকার প্রমাণই বটে। লক্ষণের দ্বারা লক্ষ্যভিন্ন অন্য বস্তু হইতে লক্ষ্যের ভেদ অনুমিত হইয়া থাকে এবং লক্ষণ এই অনুমানের কেবলব্যতিরেকী হেতু। কেবলব্যতিরেকী হেতুর দ্বারা কেবলব্যতিরেকী অনুমিতি হইবে। ঘটের লক্ষণ হইল কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব অর্থাৎ শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয়যুক্তগ্রীবা প্রভৃতি যাহার আছে। অনুমানের আকার নিম্নরূপ হইবে—ঘট ইতরেভ্যো ভিদ্যতে, কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বাৎ। যন্নৈবং তন্নৈবং যথা পটাদি। ব্যবহারসিদ্ধিও লক্ষণের অন্য প্রয়োজন। "ব্যবহারসিদ্ধির্বা লক্ষণপ্রয়োজনম্। তথা হি—বিবাদাধ্যাসিতং দ্রব্যং পৃথিবীতি ব্যবহ্রিয়তে লোকেন পৃথিবীত্বাৎ। যৎ পুনঃ পৃথিবীতি ন ব্যবহ্রিয়তে, ন সা পৃথিবী, যথা অবাদি। ন চ নেয়ং পৃথিবী, তস্মাত্তথা ব্যবহ্রিয়ত ইতি।" (কিরণাবলী, ৪২-৪৩ পৃঃ)।

লক্ষণের দোষ ত্রিবিধ—অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব। লক্ষণ যদি সকল লক্ষ্যে না যায় এবং এমন কোনও লক্ষ্য থাকে যাহা লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত না হয় তাহা হইলে তদংশে লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয়। ইহার অর্থ—হেতুটি পক্ষাংশে বৃত্তি হয় নাই অর্থাৎ ভাগাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস হইয়াছে। অতিব্যাপ্তির অর্থ—লক্ষণ অলক্ষ্যকেও লক্ষিত করিয়াছে অর্থাৎ সেই অলক্ষ্যে হেতু বা লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেও সাধ্য অর্থাৎ লক্ষ্যেতরভেদ নাই যেহেতু তাহা

নিজের প্রকাশক” এইরূপ দ্বিতীয় লক্ষণও দোষমুক্ত নহে কারণ নিজেই নিজের প্রকাশ্য ও প্রকাশক হইলে কর্মকর্তৃবিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়।*

(৩) “সজাতীয়প্রকাশাপ্রকাশ্যত্বম্” (চিৎসুখী, ৩ পৃঃ) অর্থাৎ “সজাতীয় প্রকাশের অপ্রকাশ্য” এইরূপ তৃতীয় লক্ষণও দোষদুষ্ট যেহেতু প্রদীপও তাহার সজাতীয় প্রকাশের অর্থাৎ অন্য প্রদীপের প্রকাশ্য হয় না বলিয়া

লক্ষ্যেতর। সুতরাং হেতু থাকা সত্বেও সাধ্য না থাকায় ব্যভিচার হইয়াছে। লক্ষণের তৃতীয় দোষ হইল অসম্ভব অর্থাৎ লক্ষণ একটি লক্ষ্যকেও লক্ষিত করে নাই, লক্ষ্যমাত্রব্যাবৃত্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ—হেতুটি পক্ষমাত্রে নাই অর্থাৎ স্বরূপাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস হইয়াছে। বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসও হইবে—যেমন শৃঙ্গবত্ত্বক অশ্বের লক্ষণ বলিলে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস হইবে বা অসম্ভব দোষ হইবে।

* “স্বতন্ত্রঃ কর্তা” (পাণিনি, ১।৪।৫৪ সূত্র) ইহা কর্তার লক্ষণ। ধাতুর দুইটি অর্থ বৈয়াকরণগণ স্বীকার করিয়া থাকেন—ব্যাপার ও ফল। যেমন পচ্ ধাতুর অর্থ—পাকক্রিয়ারূপ ব্যাপার ও তাহার ফল বিক্লিত্তি বা কোমলতা। পাকরূপ ব্যাপারের দ্বারা তণ্ডুলের কোমলতা উৎপন্ন হয়। এজন্যই বলা হয় বিক্লিত্ত্যনুকূলব্যাপার। এই কোমলতাজনক ব্যাপার পাককর্তা দেবদত্তাদিতে থাকে। এই ব্যাপারজন্য বিক্লিত্তি তণ্ডুলে উৎপন্ন হয়। এইজন্য ব্যাপারব্যধিকরণফলাশ্রয়ত্বই কর্মত্ব—এইরূপ কর্মের লক্ষণ বৈয়াকরণেরা করিয়াছেন। যে-ক্রিয়ার কর্তা ও কর্ম উভয় কারক সম্ভব তাহার কর্তাতে ধাতুবাচ্য ব্যাপার এবং কর্মে ফল সমবেত হয়। ব্যাপার ও ফল এক অধিকরণে থাকে না। “পরসমবেতক্রিয়াফলশালি হি কর্ম” (ভামতী, ৩৪ পৃঃ)। যাহা অকর্মক ক্রিয়া তাহার ব্যাপার ও ফল কর্তৃকারকেই সমবেত হয়। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, ব্যাপারাশ্রয় কর্তা হইতে ফলাশ্রয় কর্ম ভিন্ন হইবেই। দেবদত্তঃ গ্রামং গচ্ছতি ইত্যাদি স্থলে গমনক্রিয়ার ফল সংযোগ এবং সংযোগ দেবদত্ত ও গ্রাম এই উভয়নিষ্ঠ হইলেও গ্রামনিষ্ঠসংযোগই ফল বলিয়া বিবক্ষিত হয়। এইজন্য ব্যাপারব্যধিকরণ ফলাশ্রয়কেই কর্ম বলা হইয়াছে। সমানমধিকরণং যস্য সমানাধিকরণম্। বি বিভিন্নমধিকরণং যস্য ব্যধিকরণম্। যাহার অধিকরণ একই তাহাকে সমানাধিকরণ বলে, যাহার অধিকরণ ভিন্ন তাহাকে ব্যধিকরণ বলে। একই বস্তু কর্তা ও কর্ম হইলে দোষ হইবে এই যে, কর্ম যেমন কর্তা হইতে অভিন্ন হইবে তেমনই আবার কর্মের লক্ষণানুসারে কর্ম হইতে গেলে তাহা কর্তা হইতে ভিন্ন হইতে হইবে। নতুবা ব্যাপার ও ফলের আশ্রয় অভিন্ন হইলে কর্মে কর্মত্ব থাকিবে না বলিয়া একই বস্তু কর্ম, কর্তা হইতে ভিন্নও বটে, আবার অভিন্নও বটে—এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। ভিন্নত্ব ও অভিন্নত্ব বা ভিন্নত্বাভাবের মধ্যে যে বিরোধ তাহা ভাবাভাবের বিরোধ। ভাবাভাবের বিরোধ সর্বজনস্বীকৃত। (The same thing being subject and object involves a breach in the Law of Contradiction being tantamount to the proposition—A is both A and not-A.)

তাহাতেও স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ যাইবে। আবার ঘটাদিও প্রদীপপ্রকাশ্য ও ঘটজ্ঞানপ্রকাশ্য হয় বলিয়া এবং ঘটাদিতে ঘটবিজাতীয় ঘটজ্ঞানের প্রকাশ্যত্ব থাকায় ঘটাদি ঘটসজাতীয়প্রকাশের অপ্রকাশ্যই হইল। সুতরাং লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইল। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, ঘট ও প্রদীপ অথবা ঘট ও ঘটজ্ঞানের মধ্যে সজাতীয়ত্ব নাই এরূপ বলা চলে না যেহেতু ঘটেও সত্তা আছে, আবার প্রদীপেও সত্তা আছে বলিয়া ঘট ও প্রদীপের সজাতীয়ত্বই বলা উচিত। এইরূপ ঘট ও ঘটজ্ঞানের উভয়েই সত্তা আছে বলিয়া সত্তাহেতুক সজাতীয়ত্ব ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব ঘটকে আর বিজাতীয় প্রকাশের প্রকাশ্য বলা যায় না। অর্থাৎ ঘট সজাতীয় প্রকাশের প্রকাশ্য বলিয়া সজাতীয় প্রকাশাপ্রকাশ্য হইল না। এইজন্য ঘটে অতিব্যাপ্তি দোষ দেওয়া চলে না। ইহাতে আপত্তি করা হয় যে, প্রকাশমাত্রেই সত্তা থাকিবে বলিয়া সত্তাহেতুক সজাতীয়ত্ব তো থাকিবেই এবং সেই ক্ষেত্রে লক্ষণে "সজাতীয়" পদটিই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুতরাং ঘট ও প্রদীপ বিজাতীয়ই থাকিল এবং ঘট ও ঘট-জ্ঞান বিজাতীয়ই থাকিল কারণ ঘটে পৃথিবীত্ব জাতি আছে এবং প্রদীপে তেজস্ত্ব আছে, আবার ঘটে ঘটত্ব এবং জ্ঞানে জ্ঞানত্ব জাতি আছে। এইরূপে ঘট ঘটবিজাতীয় প্রকাশের অর্থাৎ প্রদীপের প্রকাশ্য হইল বলিয়া সজাতীয়-প্রকাশের অপ্রকাশ্যই হইল। এইভাবে ঘটে স্বপ্রকাশত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি সুস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে।

(৪) "স্বসত্তায়াং প্রকাশব্যতিরেকবিরহিতত্বম্" (চিৎসুখী, ৩-৪পৃঃ) অর্থাৎ "সত্তা থাকিলেই প্রকাশের অভাব না থাকাই স্বপ্রকাশত্ব" এরূপ লক্ষণও করা চলে না কারণ সাংখ্য ও বেদান্তমতে সুখাদিতে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। সুখাদির অজ্ঞাত সত্তা নাই, তাহারা উৎপন্ন হইয়াই জ্ঞাত হইয়া থাকে।

(৫) "স্বব্যবহারহেতুপ্রকাশত্বম্" (চিৎসুখী, ৪ পৃঃ) অর্থাৎ "স্বব্যবহারের হেতু হইয়া প্রকাশত্বই স্বপ্রকাশত্ব" এরূপ বলা চলে না কারণ প্রদীপাদিও স্বব্যবহারের হেতু হইয়া থাকে অথচ প্রকাশও বটে সুতরাং প্রদীপাদিতে অতিব্যাপ্তি হইবে। এই স্থলে "ব্যবহার" শব্দের দ্বারা "শব্দের দ্বারা অভিধান" এই অর্থ বুঝান হইয়াছে। এই লক্ষণে "স্ব" পদে যদি জ্ঞান

বুঝা যায় তবে "জ্ঞানব্যবহারের হেতু হইয়া প্রকাশ" এইরূপ দাঁড়ায়। কিন্তু তাহাতেও অতিব্যাপ্তি হয় যেহেতু অনুব্যবসায়ও ব্যবসায়রূপ জ্ঞানের ব্যবহারের হেতু অথচ প্রকাশ। আরও, জ্ঞানের প্রতি বিষয়ের কারণতা স্বীকার করা হয় বলিয়া "প্রদীপজ্ঞানম্ ইদম্" এইরূপ জ্ঞানের বিষয় প্রদীপ এই জ্ঞানের ব্যবহারের হেতু হইয়াছে অথচ তাহা (প্রদীপ) প্রকাশও বটে বলিয়া তাহাতেও স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে।

(৬) "জ্ঞানাবিষয়ত্বম্" (চিৎসুখী, ৪ পৃঃ) অর্থাৎ জ্ঞানের অবিষয়ত্বই স্বপ্রকাশত্ব" এইরূপ লক্ষণও অসঙ্গত কারণ জ্ঞানের অবিষয়ত্বই যদি স্বপ্রকাশত্ব হয় তাহা হইলে স্বপ্রকাশত্বের সাধনের জন্য অনুমান, আগম ইত্যাদি প্রমাণ প্রয়োগ করা চলিবে না, আর এই প্রমাণ যাহাতে প্রয়োগ করা চলে না তাহা বিচারের যোগ্যই নয়।

(৭) "জ্ঞানাবিষয়ত্বে সতি অপরোক্ষত্বম্" (চিৎসুখী, ৪ পৃঃ) অর্থাৎ "জ্ঞানের অবিষয় হইয়া অপরোক্ষ" এইরূপ লক্ষণও যুক্তিসহ নয় কারণ জ্ঞানের অবিষয়ত্বই যখন সম্ভবপর নয় তখন "জ্ঞানের অবিষয় হইয়া অপরোক্ষ" এইরূপ অর্থও করা চলিবে না।

(৮) "ব্যবহারবিষয়ত্বে সতি জ্ঞানাবিষয়ত্বম্" (চিৎসুখী, ৪ পৃঃ) অর্থাৎ "ব্যবহারের * বিষয় হইয়া জ্ঞানের অবিষয়ই স্বপ্রকাশ" এইরূপ লক্ষণও করা চলে না যেহেতু ব্যবহারবিষয়ত্ব ও জ্ঞানাবিষয়ত্ব এই উভয় অংশেরই দোষ পূর্বে (যথাক্রমে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অর্থে) দেখান হইয়াছে। আর, যাহা ব্যবহারের বিষয় তাহা জ্ঞানের বিষয় হইবেই। ব্যবহারের বিষয় হইবে অথচ জ্ঞানের অবিষয় হইবে এইরূপ হইতে পারে না। ইহা ভিন্ন, প্রভাকরমতে শুক্তিরজতসংসর্গ জ্ঞানের বিষয় না হইলেও ব্যবহারের বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং এই শুক্তিরজতসংসর্গে "ব্যবহারবিষয় হইয়া জ্ঞানের

---

* দর্শনশাস্ত্রে ব্যবহারশব্দের অর্থ জ্ঞান, অভিধান বা উক্তি এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া [feeling, willing and action]। কিন্তু জ্ঞান ও ব্যবহার এই দুই শব্দ ভিন্নার্থে প্রযুক্ত হইলে "ব্যবহার" শব্দের অর্থ জ্ঞানভিন্ন অবশিষ্ট তিনটি অর্থাৎ উক্তি, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি।

অবিষয়ত্ব"রূপ স্বপ্রকাশত্ব লক্ষণ যাইবে এবং তাহাতে অতিব্যাপ্তি হইবে।*

(৯) "স্বপ্রতিবিদ্ব্যবহারে সজাতীয়পরানপেক্ষত্বম্" (চিৎসুখী, ৪ পৃঃ) অর্থাৎ "স্ববিষয়ক জ্ঞানাদিরূপ ব্যবহারে সজাতীয় অন্যের অনপেক্ষত্ব"রূপ স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণও দোষবর্জিত নয়, কারণ প্রদীপবিষয়ক জ্ঞানে সজাতীয় অন্যের (অন্য প্রদীপের) অপেক্ষা করিতে হয় না এবং ঘটবিষয়ক জ্ঞানেও ঘটসজাতীয় অন্যের অর্থাৎ অন্য ঘটের অপেক্ষা করিতে হয় না বলিয়া প্রদীপে ও ঘটাদিতে অতিব্যাপ্তি হইবে। আর যদি সত্তাহেতুক সজাতীয়ত্ব বলা হয় তাহা হইলে জন্যমাত্রের প্রতি অদৃষ্ট কারণ হয় বলিয়া এবং অদৃষ্টে সত্তা থাকায় সর্বত্রই সজাতীয় অন্যের অপেক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং সজাতীয় অন্যের অনপেক্ষত্বরূপ লক্ষণ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

(১০) "অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষব্যবহারবিষয়ত্বম্" (চিৎসুখী, ৪ পৃঃ) অর্থাৎ "যাহা অবেদ্য হইয়া অপরোক্ষব্যবহারের বিষয় তাহাই স্বপ্রকাশ" এরূপ লক্ষণও গ্রহণীয় নয়, কারণ যাহা বেদ্য নয় তাহা অনুমানাদি প্রমাণের অগোচর বলিয়া সে বিষয়ে যে বিচারই প্রবৃত্ত হইতে পারে না তাহা পূর্বেই (ষষ্ঠ লক্ষণে) বলা হইয়াছে। আরও যাহা অবেদ্য

* অখ্যাতিবাদী প্রভাকরের মতে, "ইদং রজতম্" ইহা বিশিষ্ট জ্ঞান নহে অর্থাৎ বিশিষ্টবিষয়ক জ্ঞান বা judgment নহে। ইহা দুইটি পরস্পর অসম্বদ্ধ জ্ঞান—ইদংবিষয়ক প্রত্যক্ষ ও রজত-বিষয়ক স্মৃতি। ইহাদের বিষয়ও পরস্পর ভিন্ন ও অসংসৃষ্ট। এই ভেদের (বিবেকের) অজ্ঞান (অখ্যাতি) থাকে বলিয়াই সাধারণতঃ ভ্রম বলিয়া গৃহীত জ্ঞানের উপপাদন প্রাভাকরগণ বিবেকাখ্যাতির দ্বারা করেন। এই জন্য ইহাদিগকে সংক্ষেপে অখ্যাতিবাদী বলা হয়। যাহা হউক, এই মতে কিন্তু রজতার্থীর প্রবৃত্তি অর্থাৎ ইচ্ছা (desire), কৃতি (volition) এবং শারীরিক ক্রিয়া সংসৃষ্টবিষয়ক হইতে পারে। প্রভাকরের মতে, রজতত্ববিশিষ্ট ইদম্ বা পুরোবর্তী বস্তুর জ্ঞান অসম্ভব কারণ বস্তু এক ও জ্ঞান অন্যরূপ হইবে ইহা স্বীকার করিলে জ্ঞানের দ্বারা বস্তু নিরূপণ সম্ভব হইবে না। সমস্ত জ্ঞানের সম্বন্ধেই অনাশ্বাস বা অবিশ্বাস আসিয়া পড়িবে। এই যুক্তিতে প্রাভাকরগণ সমস্ত জ্ঞানকেই যথার্থ বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের মতে ইচ্ছা, কৃতি ও চেষ্টা (শারীরিক ব্যাপার) অযথার্থ হইতে পারে। এইজন্য "ইদং রজতম্" জ্ঞানে শুক্তিরজতসংসর্গ প্রভাকরমতে জ্ঞানাবিষয় হইয়া প্রবৃত্তির বিষয় হইয়াছে বলিয়া তাহাতে স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়।

তাহাই অপরোক্ষব্যবহারের বিষয় এইরূপ বলায় বিরোধ সুস্পষ্ট। যাহা অবেদ্য তাহাতে কোন প্রমাণাদি প্রবৃত্ত হইতে পারিবে না সুতরাং তাহাকে আবার অপরোক্ষব্যবহারের বিষয় বলা "আমার মাতা বন্ধ্যা" এইরূপ উক্তির ন্যায় ব্যাঘাতই হইতেছে। আরও, এই লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ রহিয়াছে। সুষুপ্তি, প্রলয় ও মোক্ষদশায় সকল প্রকার ব্যবহারের অবসান হয় বলিয়া তখন অপরোক্ষব্যবহারবিষয়ত্ব থাকিবে না। সুতরাং লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে।

(১১) পূর্বলক্ষণে পূর্বপক্ষী যে আপত্তি দেখাইয়াছেন তাহার নিরাকরণের জন্য সিদ্ধান্তী পূর্বলক্ষণের সহিত "যোগ্যত্ব" এই অংশ যোগ করিয়া দিয়া বলিলেন "যাহা অবেদ্য থাকিয়া অপরোক্ষব্যবহারবিষয়ত্বের যোগ্য তাহাই স্বপ্রকাশ।" পূর্বপক্ষী ইহাতে আপত্তি তুলিতেছেন যে, "অবেদ্য হইয়া অপরোক্ষব্যবহারবিষয়ত্বযোগ্যত্ব"ও ধর্ম বলিয়া তাহার সত্তাতে অদ্বৈতহানি হইবে এবং নির্ধর্মক ব্রহ্মে যোগ্যত্বধর্মের স্বীকার করায় অপসিদ্ধান্ত হইবে। আর সেই যোগ্যত্ব যদি স্বরূপ হয় তবে জ্ঞানস্বভাব আত্মাও ব্যবহারনিরূপণাধীননিরূপণ হইবে অর্থাৎ ব্যবহারের নিরূপণ হইলে আত্মার নিরূপণ হইবে আর তাহাতে অভাব যেমন প্রতিযোগিনিরূপণাধীন হয় বলিয়া সপ্রতিযোগিক হইয়া থাকে এইরূপ চৈতন্যেরও সপ্রতিযোগিকত্বাপত্তি হইবে।* কিন্তু স্বপ্রকাশ আত্মা সর্ববিধ প্রতিযোগিশূন্য। স্বপ্রকাশত্বের এই একাদশটি লক্ষণ খণ্ডন করিয়া পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, এইভাবে স্বপ্রকাশত্বের প্রত্যেকটি লক্ষণ খণ্ডিত হওয়ায় স্বপ্রকাশত্বের কোন লক্ষণই সম্ভব নয়।

---

* অপরোক্ষব্যবহারবিষয়ত্বযোগ্যত্বই যদি ব্রহ্মের স্বরূপ হয় তাহা হইলে ব্রহ্মকে বুঝিতে পারার অর্থ অপরোক্ষব্যবহারবিষয়ত্বযোগ্যত্বকে বুঝিতে পারা। কিন্তু অপরোক্ষব্যবহারবিষয়ত্ব-যোগ্যত্বকে বুঝিতে গেলে প্রথমে অপরোক্ষব্যবহারকে জানিতে হইবে, তারপর তাহার বিষয়কে জানিতে হইবে। তাহার পরই অপরোক্ষব্যবহারবিষয়ত্বযোগ্যত্বকে জানা সম্ভব। অভাব বুঝিতে গেলে তাহার প্রতিযোগীকে পূর্বে জানা আবশ্যক, প্রতিযোগীকে না জানিলে অভাবের জ্ঞান অসম্ভব। যে ঘট জানে না, সে কখনও ঘটাভাবকে জানিতে পারে না। ব্রহ্ম নিষ্প্রতি-যোগিক অর্থাৎ নিরপেক্ষস্বরূপ, তাহাকে সাপেক্ষরূপে পর্যবসিত করিলে দোষই হইবে। সাপেক্ষবস্তুমাত্রকেই অদ্বৈতসিদ্ধান্তে মিথ্যা বলা হয়। ব্রহ্মও সাপেক্ষ হইলে তাঁহারও মিথ্যাত্বা-পত্তি হইবে।

স্বপ্রকাশত্বের সিদ্ধান্তলক্ষণ

সিদ্ধান্তী পূর্বপক্ষ উক্তিতে আপত্তি করিয়া বলিতেছেন যে, স্বপ্রকাশত্বের কোনও লক্ষণ নাই বলা সঙ্গত হয় না যেহেতু স্বপ্রকাশত্বের নির্দোষ লক্ষণ রহিয়াছে। সিদ্ধান্তীর মতে স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ—"অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্বম্" (চিৎসুখী, ৯ পৃঃ) অর্থাৎ "যাহা অবেদ্য হইয়া অপরোক্ষব্যবহারের যোগ্য তাহাই স্বপ্রকাশ।" মোক্ষদশায় সকলরূপ ধর্মের বিলয় হয় বলিয়া এই লক্ষণে যোগ্যত্বকে যদি ধর্ম বলা হয় তাহা হইলে মোক্ষদশায় যোগ্যত্বরূপ ধর্মের অভাবে লক্ষণে অব্যাপ্তি হইবে আর নির্ধর্মক ব্রহ্মের সধর্মকতা স্বীকার করিলে অপসিদ্ধান্তও হইবে এইরূপ দুইটি দোষ পূর্বপক্ষী উপস্থাপিত করিতেছেন। তন্মধ্যে প্রথমটির উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, এখানে "অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষব্যবহার-যোগ্যত্বম্" বলিতে "অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যতাত্যন্তাভাবা-নধিকরণত্বম্" এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। এইরূপ অর্থ করিলে আর দোষ হয় না কারণ মোক্ষদশায় যোগ্যতা না থাকিলেও যোগ্যতার অত্যন্তাভাব নাই। মোক্ষদশার পূর্বে যোগ্যতা ছিল, এখন আর যোগ্যতা নাই কারণ যোগ্যতার নাশ হইয়া গিয়াছে। "ধ্বংসাধিকরণে অত্যন্তাভাব থাকে না" ইহাই উদয়নান্ত প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মত।* সুতরাং মোক্ষদশায় যোগ্যতার ধ্বংস হইলেও যোগ্যতার অত্যন্তাভাব মোক্ষদশায় নাই অর্থাৎ সেই স্থলেও লক্ষণ যাইল। সুতরাং আর অব্যাপ্তি দোষ হইল না।

নৈয়ায়িকেরা এইরূপ ব্যাখ্যা স্বীকার করিবেন না ইহা বলিতে পারেন না কারণ ইহা তাঁহাদেরও শৈলী। নৈয়ায়িকগণ "গুণবৎ দ্রব্যম্" এইরূপ দ্রব্যের লক্ষণ করিয়া আদ্যক্ষণে দ্রব্যে গুণ না থাকায় অব্যাপ্তির ভয়ে গুণবত্ত্বের ব্যাখ্যা করিলেন—গুণবত্ত্বের অত্যন্তাভাবের অনধিকরণত্ব অর্থাৎ গুণের অত্যন্তাভাবের অনধিকরণত্ব।† আদ্যক্ষণে ঘটে রূপাদি গুণ না

---

* ধ্বংসপ্রাগভাবাধিকরণে নাত্যন্তাভাব ইতি প্রাচাং মতম্।
(মুক্তাবলী, ১৬৩-৬৪ পৃঃ মাদ্রাজ সং)

† তত্র গুণাত্যন্তাভাবানধিকরণং দ্রব্যম্। (লক্ষণাবলী, ২ পৃঃ)

থাকিলেও আদ্যক্ষণ ভিন্ন অন্য ক্ষণে ঘটে রূপাদিগুণ থাকায় উৎপত্তিকালীন ঘটে রূপাদিমত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে না সুতরাং তাহা রূপাদিমত্ত্বের অত্যন্তাভাবের অনধিকরণ। এইরূপে যোগ্যতাকে যোগ্যতাত্যন্তাভাবা-নধিকরণত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করায় কোনও অব্যাপ্তি হইবে না।

সিদ্ধান্তীর লক্ষণে যে দ্বিতীয় দোষ অর্থাৎ অপসিদ্ধান্তের দোষ দেওয়া হইয়াছিল তাহাও উচিত হয় না কারণ অদ্বিতীয় আত্মা যদি সমস্ত প্রপঞ্চেরই সাধক হয় তাহা হইলে অপরোক্ষব্যবহারের যোগ্যতা আছে বলিয়া তাহার সাধকত্বকল্পনা করিলে কোনই দোষ হইতে পারে না। বস্তুতঃ, তিনি সংসার দশায় সাধক হন বলিয়া অসংসারী অবস্থায় তাঁহাতে এই ধর্ম অরোপ করা উচিত নয়। যখন তাঁহার সাধকত্ব বলা হয় তখন সংসারী দশার কথা ভাবিয়াই বলা হয়। অসংসারী দশায় তাঁহার সাধ-কত্ব হইতেই পারে না। এই সাধকত্বে যে কোনও দোষ হয় না তাহা সুরেশ্বরাচার্যও তাঁহার রচিত ভাষ্যবার্তিকে (১।৪।১২৭৯) বলিয়াছেন—

অক্ষমা ভবতঃ কেয়ং সাধকত্বপ্রকল্পনে।
কিং ন পশ্যসি সংসারং তত্রৈবাজ্ঞানকল্পিতম্ ॥*

পঞ্চপাদিকাচার্যও বলিয়াছেন—"আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বম্ ইতি সন্তি ধর্মাঃ" (পঞ্চপাদিকা, ৬৭ পৃঃ)।†

অপরোক্ষব্যবহারযোগ্য ঘটাদিতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য "যাহা অবেদ্য থাকিয়া" এই বিশেষণাংশ প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যথা ঘটাদিও অপরোক্ষব্যবহারযোগ্য বলিয়া স্বপ্রকাশত্বলক্ষণের লক্ষ্য হইয়া পড়িত। আর কেবলমাত্র "অবেদ্যত্ব"ই যদি লক্ষণ হইত তাহা হইলে অতীত ও অনাগত বস্তুতে ও নিত্যানুমেয় ধর্মাদিতে অতিব্যাপ্তি হইত। ধর্মাধর্ম আগমবেদ্য হওয়ায় তাহাদিগকে অবেদ্য বলা ন্যায়সঙ্গত হয় না—এইরূপ

---

* সুরেশ্বরাচার্য শঙ্করাচার্যের ভাষ্য হইতে এই বার্তিকটির ভাষা পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার বৃহদারণ্যক উপনিষদের (১।৪।১০) ভাষ্যে বলিয়াছেন—ব্রহ্মণি সাধকত্বকল্পনা অস্মদাদিষ্বিব অপেশলা········ন চৈতাবত্যেবাক্ষমা যুক্তা ভবতঃ। সর্বং হি নানাত্বং ব্রহ্মণি কল্পিতমেব।

† পঞ্চপাদিকাকার আচার্য পদ্মপাদের এই বচনটি উদ্ধৃত করার সময় চিৎসুখাচার্য কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া বলিয়াছেন—আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বং চেতি সন্তি ধর্মাঃ।

(চিৎসুখী, ৯ পৃঃ)

পূর্বপক্ষী আপত্তি করিতেছেন। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, পূর্বপক্ষী "অবেদ্যত্ব" শব্দের অর্থই বুঝিতে পারেন নাই।

সিদ্ধান্তীর মতে বেদ্য শব্দের অর্থ ফলব্যাপ্য। ঘটাদির অপরোক্ষে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারকে অবলম্বন করিয়া অন্তঃকরণ বহির্দেশে নির্গত হয় ও বিষয়াকারে আকারিত হইয়া বিষয়গত অজ্ঞানের আবরণকে নষ্ট করে এবং ইন্দ্রিয়পথে নির্গত অন্তঃকরণপরিণামরূপ অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্য ঘটাদি বিষয়কে প্রকাশিত করে। অন্তঃকরণবৃত্তি ও সেই বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য অর্থাৎ চিদাভাস—এই উভয়েই ঘটকে বিষয় করিয়া থাকে। তন্মধ্যে অন্তঃকরণবৃত্তি অজ্ঞানের নাশ করিয়া থাকে ও চিদাভাস বিষয়কে প্রকাশিত করে।* এই দ্বিতীয় প্রকার কার্য অর্থাৎ বিষয়প্রকাশই ফল বলিয়া কথিত হয়। এই প্রকাশ অর্থাৎ অভিব্যক্তিরূপ ফলের যাহা বিষয় হয় তাহাকেই বলে ফলব্যাপ্য আর যাহা এই ফলের বিষয় হয় না তাহাকেই বলে ফলাব্যাপ্য অর্থাৎ অবেদ্য।

অদ্বৈতসিদ্ধিতে মধুসূদন সরস্বতী স্বপ্রকাশত্বের আলোচনাপ্রসঙ্গে বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত-চিজ্জন্য অতিশয়যোগিত্বই ফলব্যাপ্যত্ব এরূপ বলিয়াছেন। তিনি ফলব্যাপ্যত্বের আরও একটি লক্ষণ বলিয়াছেন—বৃত্তির দ্বারা অথবা বৃত্তিতে সংক্রমিত চিৎপ্রতিবিম্বের দ্বারা অভিব্যক্ত বিষয়াধিষ্ঠানভূত চৈতন্যের বিষয়ত্বই ফলব্যাপ্যত্ব। প্রথম লক্ষণে চিজ্জন্য অতিশয় বলিতে আবরণভঙ্গ বা ব্যবহার বিবক্ষিত হয় নাই কিন্তু ভগ্নাবরণ চিতের সহিত সম্বন্ধমাত্রই বিবক্ষিত—ইহা বুঝিতে হইবে। বিষয়াকারে আকারিত চিত্তবৃত্তি যখন আবরণ নাশ করিয়া দেয় তখন নিরাবরণ চিতের সহিত বিষয়ের যে সম্বন্ধ হইয়া থাকে তাহাই চিজ্জন্য অতিশয়।† যে বিষয়ের সহিত চিতের এই সম্বন্ধ হয় তাহাই সেই অতিশয়যোগী এবং ইহারই অর্থ ফলব্যাপ্যত্ব। এইরূপ ফলব্যাপ্যত্ব কেবলমাত্র ঘটাদিতে থাকিতে পারে

---

* বুদ্ধিতৎস্থচিদাভাসৌ দ্বাবেব ব্যাপ্নুতো ঘটম্।
তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নশ্যেদাভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ॥ (পঞ্চদশী ৭।৯১)

† এই স্থলে সম্বন্ধ শব্দের অর্থ অধ্যাস বা অভেদাধ্যাস। যাহা পূর্বে আবৃত চৈতন্যে অধ্যস্ত ছিল তাহাই পরে অনাবৃত চৈতন্যে অধ্যস্ত হইল। জ্ঞান অজ্ঞানের আবরণশক্তিরই বিরোধী কিন্তু বিক্ষেপ শক্তির সাক্ষাৎ বিরোধী নয়। জ্ঞান প্রকাশস্বরূপ ও অজ্ঞান আবরণস্বরূপ।

কিন্তু আত্মায় থাকিতে পারে না কারণ আত্মা নিজেই চিৎস্বরূপ। সম্বন্ধ হইতে গেলে ভেদের আবশ্যক হয় কিন্তু আত্মা ও চিৎ উভয়েই এক বলিয়া আর এইরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না। দ্বিতীয় লক্ষণেরও প্রতিপাদ্য যে, আত্মা ফলব্যাপ্য হইতে পারে না কারণ আত্মা নিজেই চিৎস্বরূপ হওয়ায় চিদ্বিষয়ত্বরূপ ফলব্যাপ্যত্ব তাহাতে সম্ভব হয় না। একই বস্তু নিজেই নিজের বিষয় হইতে পারে না। তাহা হইলে গ্রাহ্য ও গ্রাহক এক হইয়া পড়ে এবং কর্মকর্তৃবিরোধ সুস্পষ্ট হয়। এই বিরোধের স্বরূপ পূর্বে দেখান হইয়াছে (২৮ পৃঃ)। *

এখন আবার লক্ষণবিচারপ্রসঙ্গে আমরা ফিরিয়া যাই। প্রসঙ্গানুরোধে বিষয়ান্তরের অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছি। আলোচ্য বিষয় হইতেছে স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ—অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্বম্। এই লক্ষণের দুইটি অংশ আছে—"অবেদ্যত্ব" এই বিশেষণ এবং "অপরোক্ষব্যবহার-যোগ্যত্বম্" এই বিশেষ্য। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, অবেদ্যত্ব এই অংশমাত্রই লক্ষণ হউক। তাহার দ্বারা আত্মাদি ফলাব্যাপ্য বস্তুতে অতিব্যাপ্তি বারিত হইবে। অতএব বিশেষ্যাংশ নিবেশের প্রয়োজন কি? কিন্তু ইহাতে অন্য দোষ প্রসক্ত হইবে। অতীত ও অনাগত বিষয় এবং ধর্মাধর্মে অতিব্যাপ্তি হইবে অর্থাৎ তাহাদিগকে স্বপ্রকাশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা অনিষ্ট। ইহাকে ইষ্টাপত্তি করা যায় না। কেবল ধর্মাধর্মাদিকে কেহই

প্রকাশ আবরণেরই সাক্ষাৎ বিরোধী। এইজন্য জীবন্মুক্ত বা পরমেশ্বর তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও অবিদ্যার বিক্ষেপ জগৎপ্রপঞ্চ দর্শন করিতে পারেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান থাকায় তাঁহাদিগের নিকট আবরণ-শক্তিবিশিষ্ট অজ্ঞান থাকিতে পারে না, কিন্তু বিক্ষেপশক্তিবিশিষ্ট অজ্ঞান থাকিতে পারে। আবরণবিক্ষেপশক্তিদ্বয়বিশিষ্ট অজ্ঞানের নিবৃত্তি জ্ঞানের দ্বারা হইতে পারে না। বিক্ষেপশক্তি-বশতঃই অজ্ঞান অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্যের আবরণ করে। জ্ঞান কেবলমাত্র আবরণশক্তির নাশই করে বলিয়া জ্ঞানের দ্বারা ঘটজ্ঞানের আবরক অজ্ঞানেরই নাশ হয় কিন্তু বিক্ষেপ-শক্তির নাশ হয় না। জ্ঞানের দ্বারা যদি অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তিরও নাশ হইত তাহা হইলে ঘটই থাকিত না এবং তাহার প্রত্যক্ষও আর হইতে পারিত না।

* বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচিজ্জন্যাতিশয়যোগিত্বং বৃত্ত্যা তৎপ্রতিফলিতচিতা বা অভিব্যক্তাধিষ্ঠান-চিদ্বিষয়ত্বং বা ফলব্যাপ্যত্বম্। চিজ্জন্যাতিশয়শ্চ নাবরণভঙ্গঃ, নাপি ব্যবহারো বিবক্ষিতঃ, কিন্তু ভগ্নাবরণচিৎসম্বন্ধঃ। স চ ঘটাদাবস্তি, নাত্মনি; সম্বন্ধস্য ভেদগর্ভত্বাৎ। এবমুক্তচিদ্বিষয়ত্বমপি ভেদঘটিতং ঘটাদাবস্তি, নাত্মনি। (অদ্বৈতসিদ্ধি, ৭৬৯ পৃঃ)

স্বপ্রকাশ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে এই আপত্তি হইতে পারে, ধর্মাধর্ম অবেদ্য কিরূপে হইবে? তাহারা যদি একান্তই অবেদ্যই হইত তাহা হইলে তাহাদের ধর্মাধর্মের জ্ঞানই বা কি করিয়া হয়? অভিব্যক্ত চৈতন্যরূপ ফলের বিষয়স্বরূপ ব্যাপ্যত্ব ধর্মাধর্মের নাই বলিয়া ধর্মাধর্ম অবেদ্যই হইয়া থাকে, তাহা কখনও বেদ্য হইতে পারে না। ধর্মাধর্ম ফলব্যাপ্য না হইলেও তাহাদের বৃত্তিবিষয়ত্ব আছে বলিয়া তাহাদের ব্যবহার হইতে পারে। কিন্তু তাহাদের অপরোক্ষযোগ্যতা নাই বলিয়া অতিব্যাপ্তি হইতে পারিবে না। ধর্মাধর্মগোচর পরোক্ষ বৃত্তি তো উৎপন্ন হইয়াই থাকে। "স্বর্গকামঃ সোমেন যজেত" ইত্যাদি বিশিষ্ট শব্দপ্রমাণ অর্থাৎ বিধিবাক্যাদি হইতে তদাকার পরোক্ষবৃত্তি উৎপন্ন হয় এবং তাহার দ্বারা প্রমাতৃগত অজ্ঞানের * নাশ হয় বলিয়া ব্যবহার উপপন্ন হয়।

পূর্বপক্ষী এখন আবার দেখাইতেছেন যে, ধর্মাধর্ম যোগিগণের প্রত্যক্ষ-বেদ্য বলিয়া ধর্মাধর্মে আবার অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, অলৌকিক যোগজ সন্নিকর্ষবশতঃ যোগিগণ ধর্মাধর্মেরও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন—এই মত গ্রহণযোগ্য নহে যেহেতু যোগিগণও কখনও বস্তুস্বভাবকে অতিক্রম করিতে পারেন না। যাহা স্বভাবতঃই পরোক্ষ যোগিগণই বা কিরূপে তাহাদিগকে অপরোক্ষ করিবেন? ইহাতে পূর্বপক্ষী বলেন যে, যোগিগণ ধর্মাধর্ম প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন না এরূপ বলিলে যোগিগণের সর্বদর্শিত্ব চলিয়া যায়। তদুত্তরে বলা হয় যে, সর্বদর্শিত্ব বলিতে সকল বস্তুর দ্রষ্টৃত্ব বুঝায় না কিন্তু যোগ্য সকল বস্তুরই দ্রষ্টৃত্ব বুঝা যায়। যাহা স্বভাবতঃ প্রত্যক্ষের অযোগ্য তাহা কখনও (এমন কি যোগিগণের যোগবলেও)

---

* বিষয়ের অজ্ঞান অনেক প্রকার হইতে পারে। তন্মধ্যে এক প্রকার হইতেছে স্বরূপের অজ্ঞান বা বস্তুসত্তার অজ্ঞান। যে ব্যক্তি লণ্ডন নগরে যায় নাই সে লণ্ডন আছে ইহা জানে। কাজেই লণ্ডননগরবিষয়ক জ্ঞান তাহার আছে। এই জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান। এই পরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা লণ্ডন নগরের সত্তাবিষয়ক অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। ইহাকেই অসত্তাপাদক অজ্ঞান বলা হয়। অসত্তাপাদক অজ্ঞানের নিবৃত্তি পরোক্ষজ্ঞানের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। তথাপি লণ্ডন নগরের অপরোক্ষানুভূতি না থাকায় লণ্ডন নগর বিষয়ে তাহার অজ্ঞান থাকিবে। অপরোক্ষানুভূতি হইলে যেরূপ জ্ঞান সম্ভব তাহা সে ব্যক্তির নাই। এই জ্ঞান না থাকায় তাহার অজ্ঞানই সিদ্ধ হইতেছে। এই অজ্ঞানের নাম অভানাপাদক অজ্ঞান।

প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এ বিষয়ে কুমারিল ভট্টও বলিয়াছেন—

> যত্রাপ্যতিশয়ো দৃষ্টঃ স স্বার্থানতিলঙ্ঘনাৎ।
> দূরসূক্ষ্মাদিদৃষ্টৌ স্যান্ন রূপে শ্রোত্রবৃত্তিতা॥
>
> (শ্লোকবার্তিক, চোদনাসূত্র, ১১৪কাঃ)

ইহার অর্থ—যে বিষয়ে অতিশয় দৃষ্ট হয় সেই অতিশয় কখনও স্বার্থকে অর্থাৎ স্ববিষয়কে লঙ্ঘন করে না। যোগ্য দূরবর্তী ও সূক্ষ্ম বিষয়েরই দর্শন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অতিশয়ের দ্বারা সম্ভবপর কিন্তু কর্ণের দ্বারা কখনও রূপ গৃহীত হইতে পারে না। অতএব ধর্মাধর্মাদি অবেদ্য এইরূপ সিদ্ধ হওয়ায় তাহাতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য "অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্ব" এই অংশ দেওয়া হইয়াছে।

এখন যদি বলা হয় যে, অজ্ঞান, অন্তঃকরণ, অন্তঃকরণধর্ম ইচ্ছাদি এবং শুক্তিরজতাদি ফলাব্যাপ্য বলিয়া অবেদ্য এবং "অহমজ্ঞঃ, অহং কামবান্, সঙ্কল্পবান্" ইত্যাদিরূপে অপরোক্ষব্যবহারের যোগ্যও বটে বলিয়া এইগুলিতে স্বপ্রকাশত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় তাহা হইলে বলিতে হয় যে, এইগুলির অপরোক্ষব্যবহারের যোগ্যত্ব স্বভাবতঃ নাই কিন্তু অধিষ্ঠানভূত সাক্ষিচৈতন্যে এইগুলি অধ্যস্ত বলিয়া সাক্ষিপ্রত্যক্ষে তাহাদেরও প্রত্যক্ষ হইয়া যায়। ইহাতে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, অজ্ঞানাদির অপরোক্ষব্যবহার দেখিয়াই তাহাদের অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যতা কল্পনা করিতে হইবে। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলেন যে, অপরোক্ষ ব্যবহার দেখিয়াই যদি অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যতা কল্পনা করা হয় তাহা হইলে "ইদং রজতম্" এইরূপ রজতব্যবহার দেখিয়াই শুক্তিরজতের রজতব্যবহারযোগ্যত্ব কল্পনা করিতে হয় এবং তাহা হইলে মহান্ অনর্থ হইবে কারণ শুক্তিরজতের যে রজতব্যবহারযোগ্যত্ব নাই, তাহার দ্বারা যে রজতের ন্যায় অলঙ্কারাদি নির্মিত হইতে পারে না তাহা তো সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তখন পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, অধ্যস্তত্বহেতু অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্ব থাকিলে যদি অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যতা আছে বলিয়া স্বীকার করিতে সিদ্ধান্তীর আপত্তি থাকে তাহা হইলে ঘটাদি নিখিল বস্তুই অধ্যস্তত্বহেতু অপরোক্ষব্যবহারযোগ্য হওয়ায় এবং তাহাদের স্বভাবতঃ অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্ব না থাকায় "অবেদ্য হইয়া" এইরূপ বিশেষণ স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণে কেন দেওয়া হইল? ঘটাদিতে যাহাতে এই লক্ষণ না যায় তজ্জন্যই এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছিল।

আর সেই ঘটাদি যদি অপরোক্ষ ব্যবহারের যোগ্যই না হয় তবে তাহাতে আর লক্ষণের অতিব্যাপ্তি শঙ্কা করা চলে না। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, ব্য[illegible] দশায় যেগুলি প্রত্যক্ষপ্রমাণগোচর অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-বৃত্তির বিষয় হইয়া থাকে সেগুলির প্রত্যক্ষব্যবহারযোগ্যতা স্বীকার করা হয়।

পূর্বপক্ষী আর একটি শঙ্কা করিতেছেন যে, অবেদ্যত্ব পদে ঘটাদির ব্যাবৃত্তি হওয়ায় এবং অপরোক্ষতা পদে অজ্ঞানাদির ব্যাবৃত্তি হওয়ায় "যাহা অবেদ্য হইয়া অপরোক্ষ" এইরূপই লক্ষণ হওয়া উচিত এবং "ব্যবহার-যোগ্যত্ব" এই অংশের ব্যাবর্ত্য কিছু না থাকায় এই অংশটি ব্যর্থই হইয়াছে। এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, ইহা সত্য; কিন্তু ঘটঃ অপরোক্ষঃ ইত্যাদি প্রয়োগে অপরোক্ষ বলিতে "অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয়" এইরূপই বুঝা যায়। কিন্তু সেই অর্থ অভীষ্ট নয়। "অবেদ্য হইয়া অপরোক্ষজ্ঞানের বিষয়" এইরূপ অর্থ ব্রহ্মের সম্বন্ধে কখনও সঙ্গত হইতে পারে না। ব্রহ্মকে কখনও জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় বলিয়া স্বীকার করা চলে না। ব্রহ্ম অবেদ্যও বটে, আবার জ্ঞেয়ও বটে—এইরূপ স্বীকার করিলে ব্যাঘাত দোষ হয়। এই দোষ যাহাতে না আসে তজ্জন্য "ব্যবহার' পদপ্রয়োগের দ্বারা অর্থটি পরিস্ফুট করা হইয়াছে। "ব্যবহার" পদটি দেওয়ার পর অব্যাপ্তি দূরীকরণের জন্য পুনরায় "যোগ্যত্ব" এই অংশ দেওয়া হইয়াছে। এই অব্যাপ্তি ও তাহার বারণ পূর্বেই দেখান হইয়াছে। (৩১-৩৪ পৃঃ)

পূর্বপক্ষী আরও দোষ দেখাইতেছেন যে, "অবেদ্য হইয়া অপরোক্ষ-ব্যবহারযোগ্যত্ব" লক্ষণে বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলেন, এই বিরোধে দোষ কোথায় হইতেছে? তোমার মতে, অবেদ্য হইলে তাহা ব্যবহারবিষয় হয় না বলিয়া এখানে অনিষ্টপ্রসঙ্গ হইয়াছে বলিতেছ? অথবা ব্যবহারবিষয়ত্ব আছে বলিয়া বেদ্যত্বের অনুমান করিতে চাহিতেছ? প্রথমটি নয়, কারণ যদি অনিষ্টপ্রসঙ্গ বল তবে তর্কটি নিম্নরূপ হইবে—যদি অবেদ্যং স্যাত্তর্হি ব্যবহারবিষয়ো ন স্যাৎ।* এইরূপ তর্কে অবেদ্যত্ব হইতেছে আপাদক এবং ব্যবহারবিষয়ত্বাভাব

---

* "যদি অবেদ্যং স্যাৎ তর্হি ব্যবহারবিষয়ো ন স্যাৎ" ইহা একটি তর্ক। তর্কে অনভিপ্রেত কোন বস্তুর আপাদন করা হয়। যাহার আপাদন করা হয় তাহাকে বলে আপাদ্য এবং যাহার সাহায্যে আপাদ্যের আপাদন করা হয় তাহাকে বলে আপাদক। আপাদকের দ্বারা

হইতেছে আপাদ্য। আপাদ্য ও আপাদকের ব্যাপ্তিসিদ্ধি হইলেই এইরূপ আপত্তি চলিতে পারে। কিন্তু পূর্বপক্ষী এই আপাদ্য ও আপাদকের ব্যাপ্তি কোথায় সিদ্ধ করিলেন? ব্যাপ্তিসিদ্ধির কোন প্রমাণ না থাকায় এইরূপ আপত্তি চলিবে না। দ্বিতীয় কল্পও ঠিক্ নয়, কারণ "জ্ঞানং বেদ্যম্" এইরূপ জ্ঞানের বেদ্যত্বানুমান স্বপ্রকাশত্বের প্রমাণালোচনার সময়েই খণ্ডিত হইবে।

এইরূপে পূর্বপক্ষীর সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়া চিৎসুখাচার্য দেখাইলেন যে, "অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যতাত্যন্তাভাবানধিকরণত্বম্"ই স্বপ্রকাশত্বের নির্দোষ লক্ষণ।

অদ্বৈতদীপিকাকার নৃসিংহাশ্রমমুনি চিৎসুখাচার্যের এই লক্ষণেও দোষ উদ্ভাবন করিলেন। তিনি বলিলেন—"অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষব্যবহার-

---

আপাদ্যের আপাদন করিতে হইলে আপাদ্য ও আপাদকের মধ্যে ব্যাপ্তির প্রয়োজন। যদি ব্যাপ্তি না থাকে তাহা হইলে কোন্ শক্তিতে আপাদক আপাদ্যের আপাদন করিবে? এই আপাদ্য ও আপাদকের মধ্যে ব্যাপ্তিই তর্কের প্রথম অঙ্গ। তর্কের প্রসিদ্ধ উদাহরণটি লওয়া যাউক্। ধূমো যদি বহ্নিব্যভিচারী স্যাত্তর্হি বহ্নিজন্যো ন স্যাৎ। এই স্থলে ধূমের বহ্নি-ব্যভিচার আপাদক এবং বহ্নিজন্যত্বাভাব আপাদ্য। এই আপাদ্য ও আপাদকের ব্যাপ্তি থাকার জন্যই তর্কটি সার্থক হইয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে তর্কের আরও যে চারিটি অঙ্গ আছে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে। তর্কের পাঁচটি অঙ্গ কি কি তাহা বরদরাজ তাঁহার "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে শ্লোকাকারে লিখিয়াছেন—

ব্যাপ্তিস্তর্কাপ্রতিহতিরবসানং বিপর্যয়ে।
অনিষ্টানুকূলত্বে ইতি তর্কাঙ্গপঞ্চকম্॥ (৭২ কাঃ, ১৮৭ পৃঃ, কাশী সং)

দ্বিতীয় অঙ্গ হইতেছে তর্কাপ্রতিহতি অর্থাৎ অপর প্রতিকূল তর্কের দ্বারা পূর্ব তর্কের অপ্রতি-ঘাত। কোন প্রতিকূল তর্ক যদি উপস্থাপিত করা হয় তাহা হইলে পূর্ব তর্ক দুর্বল হইয়া পড়ে। তৃতীয় অঙ্গটি হইতেছে—বিপর্যয়ে পর্যবসান অর্থাৎ আপাদ্য পদার্থের অভাবে পর্যবসান। আপাদ্য পদার্থটি হইল "বহ্নিজন্যত্বাভাব" কিন্তু তাহাতে পর্যবসান হয় না যেহেতু ধূম বহ্নিজন্য। সুতরাং আপাদ্য পদার্থের বিপর্যয় বা অভাবেই পর্যবসান হয়। তর্কের আকার নিম্নরূপ হয়—ধূমো যদি বহ্নিব্যভিচারী স্যাত্তর্হি বহ্নিজন্যো ন স্যাৎ। ধূমো বহ্নিজন্যঃ, অতো ন বহ্নিব্যভিচারী। চতুর্থ অঙ্গ হইতেছে—আপাদ্য পদার্থের অনিষ্টত্ব। "ধূমো ন বহ্নিজন্যঃ" এইরূপ আপাদ্য পদার্থ কাহারও ইষ্ট নয়। পঞ্চম অঙ্গটি হইতেছে—আপত্তির অননুকূলত্ব অর্থাৎ প্রতিপক্ষের অসাধকত্ব। যে আপত্তি করা হইবে তাহা কখনও প্রতিপক্ষের সাধক হইবে না।

যোগ্যতাত্যন্তাভাবানধিকরণত্বম্"ই স্বপ্রকাশত্ব এইরূপ বলিলেও অব্যাপ্তি হয় কারণ মোক্ষদশায় অত্যন্তাভাবানধিকরণত্বরূপ কোন ধর্ম নাই। অত্যন্তাভাবানধিকরণত্ব ধর্ম বিদ্যমান না থাকার আরও কারণ, সিদ্ধান্তে ব্রহ্ম ভিন্ন সকলই মিথ্যা বলিয়া যোগ্যতাও মিথ্যা। মিথ্যাত্বের অর্থ নিজের অত্যন্তাভাবের সমানাধিকরণ হওয়া অর্থাৎ নিজের অধিকরণে নিজের অত্যন্তাভাব বিদ্যমান থাকা।* ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু হওয়ায় ব্রহ্মাতিরিক্ত সকল বস্তুরই অধিষ্ঠান ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মে সকল বস্তুর অর্থাৎ যোগ্যতারও অত্যন্তাভাব থাকিবে। সুতরাং ব্রহ্ম যোগ্যতার অত্যন্তাভাবের অধিকরণই হইবেন, অনধিকরণ হইবেন না। আর যদি বলা হয় যে, ব্রহ্মে ব্যাবহারিক যোগ্যতাত্যন্তাভাব নাই বলিয়া ব্রহ্ম যোগ্যতাত্যন্তাভাবানধিকরণই হইলেন এবং লক্ষণের আর কোন দোষ থাকিল না তাহা হইলে বলা যায় যে, ব্রহ্মে ব্যাবহারিক যোগ্যতাত্যন্তাভাব নাই বলার অর্থ পারমার্থিক যোগ্যতা-ত্যন্তাভাব আছে। তাহা হইলে অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈতত্ব আর থাকিল না কারণ ব্রহ্মাতিরিক্ত যোগ্যতাত্যন্তাভাবও পারমার্থিক বস্তু রহিয়াছে।

এইরূপে চিৎসুখাচার্যোক্ত লক্ষণ খণ্ডন করিয়া নৃসিংহাশ্রমমুনি সিদ্ধান্তে স্বপ্রকাশত্বের অপর একটি নূতন লক্ষণ করিলেন। তাহা এই—"সংবিদ-বিষয়ত্বং স্বপ্রকাশত্বম্" (৪২৩ পৃঃ)। এই লক্ষণে পূর্বপক্ষী অব্যাপ্তি শঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, চিদ্রূপ আত্মার চরমসাক্ষাৎকারকালে আত্মাও তো বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যের বিষয় হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে আচার্য নৃসিংহাশ্রম বলিয়াছেন যে, চিদ্রূপ আত্মা কখনও চিতের বিষয় হইতে

---

* পঞ্চম অধ্যায়ে মিথ্যাত্ব বলিতে কি বুঝায় এই সম্বন্ধে বহু আলোচনা করা হইয়াছে। তথাপি বর্তমানস্থলে বুঝিবার সুবিধার জন্য সামান্য কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। মিথ্যাত্বের অনেকগুলি লক্ষণ থাকিলেও প্রকৃতস্থলে চিৎসুখাচার্যপ্রদর্শিত লক্ষণটিরই আলোচনা করা হইতেছে। তাহা নিম্নরূপ—স্বাশ্রয়ত্বেনাভিমতযাবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্ অর্থাৎ নিজের আশ্রয় বলিয়া যাহা সম্মত অর্থাৎ প্রতীত হয় তাহাতে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব থাকা অর্থাৎ তাহাতেই নিত্য অবিদ্যমান থাকা। যেমন শুক্তিই শুক্তিরজতের আশ্রয় বলিয়া সম্মত এবং সেই শুক্তিতেই রজতের নিষেধ হয় অর্থাৎ শুক্তিতেই রজতের অত্যন্তাভাব থাকে এবং তাহার প্রতিযোগিত্ব রজতে থাকে বলিয়া শুক্তিরজত মিথ্যা। শুক্তিরজতের আশ্রয় বা অধিকরণ শুক্তিতেই শুক্তিরজত নাই বলিয়া নিজের অধিকরণেই নিজের অত্যন্তাভাব বিদ্যমান থাকাই মিথ্যাত্বের লক্ষণ।

পারে না কারণ সংবিৎ বা চিৎ একটিই থাকায় তাহা অন্য চিতের বিষয় হইয়াছে এরূপ বলা যাইবে না। আর এক চিৎই নিজেই নিজের বিষয় হইয়াছে এরূপও স্বীকার করা যায় না কারণ নিজেই নিজেও নিজের বিষয় হইতে পারে না। আবার অতীতাদি এবং অতীন্দ্রিয় বস্তু ধর্মাধর্মাদিতে অতিব্যাপ্তি হইয়াছে যেহেতু তাহারা সংবিদের অর্থাৎ চিতের ভাস্য হয় নাই এরূপ বলা চলে না কারণ তাহারা বৃত্তিগত সংবিদের অবচ্ছেদক হইয়াছে। ধর্মাধর্ম ও অতীতাদি বস্তু পরোক্ষ হইলেও তদ্বিষয়ক বৃত্তি উৎপন্ন হয়। সেই বৃত্তি অন্তরেই উল্লসিত হয়, তাহার বহির্নির্গমন হয় না। সেই ধর্মাধর্মাদিগোচর বৃত্তিতে চিৎ প্রতিবিম্বিত হয় এবং তাহার দ্বারাই পরোক্ষ বিষয় ভাসমান হয়। এখন প্রশ্ন যে, বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন প্রতিবিম্বিতচৈতন্যের দ্বারা ধর্মাধর্মাদির প্রকাশ কিরূপে হইতে পারে? বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যের দ্বারা কেবলমাত্র বৃত্তিই ভাসমান হইতে পারে,—এইরূপ পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায়। তদুত্তরে বলা হয় যে, ধর্মাধর্মাদ্যা-কারবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অবচ্ছেদক বৃত্তি এবং সেই বৃত্তির অবচ্ছেদক আবার ধর্মাধর্মাদি। সুতরাং ধর্মাধর্মাদি বৃত্তিদ্বারা চৈতন্যের অবচ্ছেদক হইয়াছে। অতএব ধর্মাধর্মাদি চৈতন্যের দ্বারা ভাসমান হইবে। পরোক্ষ বিষয় যদি চিতের ভাস্য না হইত তাহা হইলে পরোক্ষ বিষয়ের ব্যবহারই হইতে পারিত না এবং পরোক্ষবৃত্তির দ্বারা "জানামি" এইরূপ ব্যবহারও হইত না।

আরও, জড় বস্তু স্বতঃ প্রকাশমান হইতে পারে না এবং পরতঃ অর্থাৎ বৃত্তির দ্বারাও যদি তাহা প্রকাশমান না হয় তাহা হইলে সর্বথা অপ্রকাশমান বিষয়ে কোন শঙ্কাই হইতে পারে না বলিয়া পূর্বপক্ষী ধর্মাধর্মাদিতে অতিব্যাপ্তির শঙ্কা করিলেন কিরূপে? অতএব অতীতাদি ও ধর্মাধর্মাদিতেও সংবিদ্‌বিষয়ত্বই আছে, সংবিদবিষয়ত্ব নাই এবং এইজন্যই অতিব্যাপ্তিশঙ্কাও নির্মূল।

এইস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, সংবিদবিষয়ত্বই যদি স্বপ্রকাশত্ব হয় তবে অসৎ শশবিষাণেও সংবিদবিষয়ত্ব আছে বলিয়া তাহাতে অতিব্যাপ্তি হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং "বস্তুত্বে সতি" অর্থাৎ "বস্তু হইয়া" এইরূপ বিশেষণ দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই বিশেষণটি দেওয়ায় এবং শশবিষাণ বস্তু না হওয়ায় আর লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইতে পারিল না। আচার্য নৃসিংহাশ্রম এই বিশেষণ না দেওয়ায় তাঁহার এই লক্ষণ দোষদুষ্ট হইয়াছে এরূপ বলা চলে না কারণ অসৎ নিঃস্বভাব ও নিরূপাখ্য হওয়ায় তাহার

সম্বন্ধে কিছুই বলা চলে না। তাহা সংবিদ্‌বিষয় বলিলেও দোষ হইবে এবং সংবিদবিষয় বলিলেও দোষ হইবে। এজন্য অসতের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তদ্বিষয়ে মূকতা অবলম্বনই একমাত্র উপায়। যাঁহারা অসদ্বাদীর অসৎখ্যাতির খণ্ডন করেন তাঁহারা "অহৃদয়বাচাম্ অহৃদয়া এব প্রতিবাচো ভবন্তি"* এই ন্যায়েই খণ্ডন করিয়া থাকেন। সুতরাং সংবিদবিষয়ত্বই স্বপ্রকাশত্বের নির্দোষ লক্ষণ।

এইভাবে সংবিদবিষয়ত্বেরই স্বপ্রকাশত্ব বলিয়া পরে অদ্বৈতদীপিকাকার আবার চিৎসুখাচার্যোক্ত "অবেদ্য হইয়া অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যতাত্যন্তাভাবানধিকরণত্ব" রূপ লক্ষণও যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। তিনি বলিয়াছেন—"অথবা অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যতাত্যন্তাভাবানধিকরণত্বমিত্যাচার্যীয়মপি লক্ষণমস্তু। তত্র চ যোগ্যতান্তং লক্ষণম্। অত্যন্তাভাবানধিকরণত্বাংশস্তু ব্রহ্মণি লক্ষণস্য অসম্ভবং ব্যাবর্তয়তি।" (৪২৩-২৪ পৃঃ)। তিনি বলিয়াছেন—চিৎসুখাচার্যোক্ত লক্ষণে "অবেদ্য থাকিয়া যাহা অপরোক্ষব্যবহারের যোগ্য" এই পর্যন্তই স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ বুঝিতে হইবে; আর "অত্যন্তাভাবানধিকরণ" এই অংশটি ব্রহ্মে লক্ষণের অসম্ভাব্যতা দূরীকরণের জন্য

---

* "অহৃদয়বাচামহৃদয়া এব প্রতিবাচো ভবন্তি" ইহা একটি প্রাচীন ন্যায়। এই ন্যায়টি সর্বপ্রথম বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার তাৎপর্যটীকায় প্রদর্শন করিয়াছেন (তাৎপর্যটীকা, ১।১।৫ সূত্র, ১৪৫ পৃঃ)। পরবর্তী কালে উদয়নাচার্য আত্মতত্ত্ববিবেকে (১৬৮-১৭৪ পৃঃ, এসিঃ সোঃ সং) ও নৃসিংহাশ্রম ভাবপ্রকাশিকা নামক বিবরণের প্রসিদ্ধ টীকায় (কাশী সং বিবরণের ২১ পৃষ্ঠার ব্যাখ্যা) এই ন্যায়ের উল্লেখ করেন। যে বাক্যের প্রত্যেকটি শব্দের বিশেষ বিশেষ অর্থ থাকিলেও সমুদায়ের কোনও অর্থ হয় না তাহাকে অপার্থক বাক্য বলে। যেমন—তিনটি ফুলও যাহা চারিটি ফুলও তাহা। এই বাক্যের কোন শব্দই অর্থহীন নয়, কিন্তু সমুদায়ের কোন অর্থ হয় না। শ্লোকাকারে লিখিত একটি প্রাচীন অপার্থক বাক্য উদ্ধৃত করা হইতেছে—

এব বন্ধ্যাসুতো যাতি খপুষ্পকৃতশেখরঃ।
কূর্মক্ষীরচয়ে স্নাতঃ শশশৃঙ্গধনুর্ধরঃ॥ (পরমলঘুমঞ্জুষা, ১১-১২ পৃঃ)

যাঁহারা এইরূপ অপার্থক বাক্য বলিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে অহৃদয়বাক্ বলা হয়। যাঁহারা অপার্থক বাক্য বলিয়া থাকেন তাঁহাদিগের কথার উত্তর দিতে হইলে অপার্থক বাক্যের দ্বারাই দিতে হইবে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, "বন্ধ্যাপুত্র কি বক্তা" তাহা হইলে তাহার কোন উত্তর না দেওয়াই সমীচীন। কিন্তু যদি উত্তর দিতেই হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে—বন্ধ্যাপুত্র বক্তা নয়। এই উত্তরও অপার্থক বাক্যই বটে। সুতরাং উত্তরদাতাও অহৃদয়বাক্ হইবেন।

দেওয়া হইয়াছে। নৈয়ায়িকদের মতে গুণবত্ত্বই দ্রব্যের লক্ষণ এবং আদ্যক্ষণে ঘটাদিতে অব্যাপ্তি দূরীকরণের জন্যই আবার "অত্যন্তাভাবানধিকরণত্ব" এই অংশ যোগ করিয়া দিয়া বলিতে হয় যে, গুণবত্ত্বাত্যন্তাভাবানধিকরণত্বই দ্রব্যের লক্ষণ। আরও, চিৎসুখাচার্যোক্ত লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ দেওয়াই চলে না কারণ তাহা স্বপ্রকাশত্বের তটস্থ লক্ষণ। স্বরূপলক্ষণেই অব্যাপ্তি দোষ দেওয়া চলে, কিন্তু তটস্থ লক্ষণে এই দোষ দেওয়া চলে না কারণ তটস্থ লক্ষণ এক বিশেষ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই রচিত হয় বলিয়া সর্বদা লক্ষ্যে তাহার প্রয়োগ করা চলে না। তাহা হইলে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ কি হইবে? এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছেন যে, "স্বরূপলক্ষণন্তু প্রাগুক্তমেব" অর্থাৎ "সংবিদবিষয়ত্ব"ই স্বপ্রকাশত্বের স্বরূপ লক্ষণ।*

আচার্য মধুসূদন সরস্বতী কিন্তু অদ্বৈতসিদ্ধিতে চিৎসুখাচার্যোক্ত লক্ষণকেই স্বরূপ লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যোগ্যতাত্যন্তাভাবানধিকরণত্বও ধর্ম হওয়ায় মোক্ষে অব্যাপ্তি হওয়ার যে দোষ পূর্বপক্ষী দেখাইয়াছিলেন তদুত্তরে আচার্য মধুসূদন বলেন যে, এইটি অর্থাৎ অত্যন্তাভাবানধিকরণত্ব

---

* স্বরূপলক্ষণ লক্ষ্যস্বরূপ বলিয়া সেই লক্ষণের লক্ষ্যে অবৃত্তিত্ব শঙ্কাই হইতে পারে না। লক্ষ্যের যাবৎকালস্থায়ী লক্ষণই স্বরূপ লক্ষণ। কিন্তু তটস্থ লক্ষণ লক্ষ্যযাবৎকালস্থায়ী নহে। লক্ষ্যে যদা কদাচিৎ অবস্থিত থাকিয়াই লক্ষ্যকে অলক্ষ্য হইতে ব্যাবৃত্ত করিয়া থাকে। যেমন জগজ্জন্মাদিহেতুত্ব ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। এই লক্ষণ ব্রহ্মে সর্বদা থাকে না। কিন্তু যদা কদাচিৎ থাকে বলিয়াই লক্ষ্যকে অলক্ষ্য হইতে ব্যাবৃত্ত করে। সত্যজ্ঞানানন্দরূপত্বই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। এই স্বরূপ লক্ষণ লক্ষ্য হইতে অভিন্ন হইলেও কাল্পনিক ভেদ দ্বারা লক্ষ্য-লক্ষণভাব বলা হয়। নির্ধর্মক ব্রহ্মে অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্ব আরোপিত বলিয়া এই ধর্মের আরোপদশাতে যোগ্যতা থাকিলেও অন্য কালে যোগ্যতা থাকে না। এজন্য ব্রহ্মে যোগ্যতা-ধর্মের আরোপ হইলে লক্ষণের অসম্ভব দোষ হয়। এই যোগ্যতাধর্মের অসম্ভব দোষ বারণের জন্য যোগ্যত্বের অত্যন্তাভাবের অনধিকরণত্ব বলা হইয়াছে। যে যাহার অত্যন্তাভাবের অনধিকরণ সে কদাচিৎ তাহার অধিকরণ হইয়া থাকে—এই ব্যাপ্তি অনুসারে কদাচিৎ ব্রহ্মও যোগ্যতার অধিকরণ হইয়া থাকে। এ জন্য ব্রহ্মে যোগ্যতার আরোপদশাতে ব্রহ্মে আরোপিত যোগ্যতা আছে বলিয়া ব্রহ্মে যোগ্যতার অত্যন্তাভাবের অধিকরণত্ব নাই। এজন্য স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণাংশ যোগ্যতার অসম্ভববারণের জন্য অত্যন্তাভাবানধিকরণত্ব বলা হইয়াছে। ইহাই অদ্বৈতদীপিকা-কারের অভিপ্রায়।

ধর্ম নয় কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ। ইহাতে মাধ্বমতাবলম্বী ন্যায়ামৃতকার ব্যাসতীর্থ আপত্তি দেখাইতেছেন যে, যোগ্যতাত্যন্তাভাবানধিকরণত্বকে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের লক্ষণ বলা হইল আর তাহাই যদি আবার ব্রহ্মের স্বরূপ হয় তাহা হইলে তাহা একই সঙ্গে লক্ষণ ও লক্ষ্য উভয়ই হইয়া পড়িল। কিন্তু এইরূপ স্বীকার করা চলে না কারণ সর্বত্র লক্ষণ লক্ষ্যবৃত্তি হইয়া থাকে, এইজন্য লক্ষ্য ও লক্ষণের ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। লক্ষ্য ও লক্ষণের ভেদ স্বীকার না করিলে লক্ষ্য ও লক্ষণের আধারাধেয়ভাব উপপন্ন হইতে পারে না। সর্বত্রই লক্ষণে লক্ষ্য আধার ও লক্ষণ আধেয় হইয়া থাকে। লক্ষণ লক্ষ্য আধারে থাকে বলিয়াই লক্ষ্যস্থিত লক্ষণ দ্বারা লক্ষ্য ইতরব্যাবৃত্ত হইয়া থাকে। ইতরব্যাবৃত্তির সিদ্ধি ও ব্যবহার সিদ্ধিই লক্ষণের প্রয়োজন।

ইহার উত্তরে আচার্য মধুসূদন বলিতেছেন যে, মাধ্বমতে ব্রহ্ম ও আনন্দ অভিন্ন হইয়াও যদি আনন্দ ব্রহ্মের গুণ বলিয়া ব্যবহার হইতে পারে তবে ব্রহ্ম ও অত্যন্তাভাবানধিকরণত্ব স্বরূপ অর্থাৎ অভিন্ন হইয়াও অত্যন্তাভাবানধিকরণত্ব ব্রহ্মের লক্ষণ বলিয়া ব্যবহার হইতে পারিবে। আরও পূর্বে যোগ্যতাও মিথ্যা বলিয়া ব্রহ্মে তাহার অত্যন্তাভাবই থাকা উচিত অর্থাৎ ব্রহ্ম যোগ্যতাত্যন্তাভাবানধিকরণ না হইয়া যোগ্যতাত্যন্তাভাবাধিকরণ হইয়া পড়িবেন বলিয়া যে দোষ দেওয়া হইয়াছিল তাহাও ঠিক্ নয় কারণ মিথ্যাত্ব লক্ষণে (নিজের অধিষ্ঠানেই নিজের অত্যন্তাভাব থাকাই মিথ্যাত্ব) যে অত্যন্তাভাব আছে তাহা তাহার আশ্রয়েই থাকিবে বলিয়া মিথ্যাবস্তুর সহিত তাহার বিরোধ নাই। এই অত্যন্তাভাবটি অবিরোধী অত্যন্তাভাব।* যোগ্যতার মিথ্যাত্বে যোগ্যতার অত্যন্তাভাব যোগ্যতার অবিরোধী। কিন্তু স্বপ্রকাশত্বলক্ষণে যে যোগ্যতাত্যন্তাভাব আছে তাহা যোগ্যতার বিরোধী। ব্রহ্ম

---

* আশ্রয় ও আশ্রিতের মধ্যে কোন বিরোধ থাকিতে পারে না। যদি তাহাদের মধ্যে বিরোধ থাকে তাহা হইলে আশ্রয়াশ্রয়িভাবই উপপন্ন হয় না। ব্রহ্ম যোগ্যতার আশ্রয় বা অধিষ্ঠান কারণ ব্রহ্মভিন্ন যাবতীয় বস্তুই মিথ্যা এবং সকল মিথ্যা বস্তুরই একমাত্র অধিষ্ঠান বা আশ্রয় ব্রহ্ম। আবার যোগ্যতা মিথ্যা বলিয়া মিথ্যাত্বের লক্ষণ অনুযায়ী যোগ্যতার অত্যন্তাভাবও ব্রহ্মেই থাকিবে। সুতরাং ব্রহ্ম যেমন যোগ্যতার আশ্রয় তেমন যোগ্যতার অত্যন্তাভাবেরও আশ্রয়। একই বস্তুতে যোগ্যতা ও যোগ্যতার অত্যন্তাভাব বিদ্যমান থাকায় যোগ্যতার অত্যন্তাভাব যোগ্যতার অবিরোধী এইরূপই দাঁড়ায়।

যোগ্যতার অবিরোধী অত্যন্তাভাবের অধিকরণ হইলেও যোগ্যতার বিরোধী অত্যন্তাভাবের অনধিকরণই হইবেন। এইজন্যই স্বপ্রকাশত্বলক্ষণে যোগ্যতাত্যন্তাভাবানধিকরণ—এরূপ পদ দেওয়ায় তাহা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। আরও, স্বপ্রকাশত্বলক্ষণে অত্যন্তাভাব পদের দ্বারা ব্যাবহারিকাত্যন্তাভাব বুঝিলে অপর একটি পারমার্থিক অত্যন্তাভাব স্বীকার করিতে হয় এবং তাহাতে অদ্বৈতহানি হয় বলিয়া পূর্বে যে দোষ উদ্‌ভাবন করা হইয়াছিল তাহাও অসঙ্গত কারণ ব্রহ্মে যোগ্যতার পারমার্থিক অত্যন্তাভাব আছে এরূপ স্বীকার করিলেও অদ্বৈতহানি হইবে না যেহেতু সেই পারমার্থিক অত্যন্তাভাবও ব্রহ্মেরই স্বরূপ। উহা যদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইত তাহা হইলে দ্বৈতাপত্তির দোষ দেওয়া চলিত।

চিৎসুখাচার্য যেরূপ ফলাব্যাপ্যত্বই অবেদ্যত্ব বলিয়াছেন আচার্য মধুসূদন সরস্বতীও অবেদ্যত্বের সেইভাবে ব্যাখ্যা করেন। এখন একটি অতিব্যাপ্তি দোষ শঙ্কা করা হইয়াছে যে, অভাবও ফলাব্যাপ্য বলিয়া অবেদ্য এবং তাহার অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যতাও আছে যেহেতু "ঘটাভাবঃ অপরোক্ষঃ" এইরূপ ব্যবহার দেখা যায় সুতরাং অভাবেই স্বপ্রকাশত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। ইহার উত্তরে আচার্য মধুসূদন বলিয়াছেন যে, অভাবে যে অপরোক্ষব্যবহার দেখা যায় তাহা অপ্রামাণিক; বস্তুতঃ অভাবের প্রামাণিক অপরোক্ষ ব্যবহার হইতে পারে না। স্বপ্রকাশত্বলক্ষণে "ব্যবহার" পদের দ্বারা প্রামাণিক ব্যবহার বুঝান হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধিতে বলা হইয়াছে—"ন চানুপলব্ধিগম্যতয়া অবেদ্যে অপরোক্ষ ইতি লোকব্যবহারসত্ত্বেন অভাবেঽতিব্যাপ্তিঃ, প্রামাণিকব্যবহারস্য বিবক্ষিতত্বাৎ।" (অদ্বৈতসিদ্ধি, ৭৭০ পৃঃ)।*

মধুসূদন এইরূপে চিৎসুখাচার্যোক্ত লক্ষণের সকল আপত্তি খণ্ডন করিলেন। অতঃপর তিনি নৃসিংহাশ্রমমুনি যেরূপ স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ

---

* এই স্থলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আচার্য অভাবের প্রত্যক্ষতাকে অপ্রামাণিক বলিলেন। কিন্তু বেদান্তপরিভাষায় ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র অভাবের প্রত্যক্ষতাই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি অভাবের প্রত্যক্ষতা স্বীকার করিয়া লইয়া পূর্বপক্ষীর আপত্তি খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"অভাবপ্রতীতেঃ প্রত্যক্ষত্বেঽপি তৎকরণস্যানুপলব্ধের্মানান্তরত্বাৎ।" (বেদান্তপরিভাষা, ২৮২ পৃঃ)। কিন্তু পরিভাষাকারের এই উক্তি যে সিদ্ধান্তবিরোধী হইয়াছে তাহা অদ্বৈতসিদ্ধির উদ্ধৃত পংক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

করিয়াছিলেন সেইরূপই একটি লক্ষণ করিলেন—"চিদবিষয়স্বরূপত্বমেব স্বপ্রকাশত্বম্" (৭৭১ পৃঃ)। আচার্য মধুসূদন নৃসিংহাশ্রমের মত তুচ্ছকোটিকে সর্বথা উপগ্রাহ্য করেন নাই। এইজন্য তুচ্ছব্যাবৃত্তির উদ্দেশ্যে "স্বরূপ" বিশেষণ দিয়াছেন। তুচ্ছ নিঃস্বরূপ বলিয়া তাহা চিদবিষয়স্বরূপ হইতে পারে না। তিনি বলিয়াছিলেন—"তুচ্ছস্য নিঃস্বরূপত্বেন নাব্যাপ্তিশঙ্কা।" (৭৭১ পৃঃ)

অতঃপর, মধুসূদন স্বপ্রকাশত্বের আরও দুইটি লক্ষণ দেখাইয়াছেন। প্রথমটি "স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্তসংবিদনপেক্ষত্বম্" ও দ্বিতীয়টি "স্বব্যবহারে স্বাবচ্ছিন্নসংবিদনপেক্ষত্বম্"। (৭৭১ পৃঃ) ঘটাদিবস্তু স্বব্যবহারে স্বভিন্নসংবিদের অপেক্ষা করে বলিয়া সংবিদপেক্ষ হইল কিন্তু ব্রহ্ম স্বভিন্নসংবিদের অপেক্ষা করেন না কারণ ব্রহ্মভিন্ন সংবিদ্‌ই অপ্রসিদ্ধ। ব্রহ্মই সংবিদ্রূপ। আর সংবিদ্রূপ ব্রহ্মের সহিত চিতের বা সংবিদের ভেদ সিদ্ধ হইলেই ব্রহ্ম চিতের অপেক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু চিদ্বস্তুর ভেদই অপ্রসিদ্ধ কারণ বিরুদ্ধধর্মসম্বন্ধপ্রযুক্তই বস্তুর ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। বিরুদ্ধধর্মই ভেদ বা ভেদের জ্ঞাপক হইয়া থাকে। এইরূপ একটি ন্যায়ও রহিয়াছে—"অয়মেব ভেদো ভেদহেতুর্বা যদ্ বিরুদ্ধধর্মাধ্যাসঃ কারণভেদশ্চ।" (সর্বদর্শনসংগ্রহে উদ্ধৃত, ৪০০ পৃঃ)। চিতেরও ভেদ সিদ্ধ করিতে গেলে চিতেও বিরুদ্ধধর্মের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। চিৎ বস্তুতঃ নির্ধর্মক বস্তু। নির্ধর্মক বস্তুতে কোন ধর্মই থাকিতে পারে না। বিশেষ কথা এই যে, চিতে ধর্ম স্বীকার করিলে তাহা চিৎস্বরূপ হইবে অথবা চিদ্ব্যতিরিক্ত হইবে? চিৎস্বরূপ হইতে পারে না কারণ একই চিৎ ধর্ম ও ধর্মী হইতে পারে না। ভেদসিদ্ধি না হইলে ধর্মধর্মিভাব হয় না। চিতের ভেদসিদ্ধি করিবার জন্যই বিরুদ্ধধর্মের কথা বলা হইয়াছে। চিতের ভেদসিদ্ধির পূর্বে চিৎই চিতের ধর্ম হইবে এইরূপ বলা যায় না কারণ চিতের ভেদ সিদ্ধ হইলেই তো ধর্মধর্মিভাব সিদ্ধ হইতে পারে। আরও কথা, চিতের ধর্ম চিদ্রূপ না হইলেও চিদ্ব্যতিরিক্ত বস্তু ধর্ম হইবে এরূপও শঙ্কা করা যায় না কারণ চিদ্ভিন্ন বস্তু জড়। জড়বস্তু চিতের ধর্ম হইতে পারে না। জড় বস্তুর সহিত চিতের সম্বন্ধ হইতে গেলেই আধ্যাসিক

সম্বন্ধ হইবে। চিদ্‌বস্তুতে অধ্যস্ত জড় বস্তু আধ্যাসিক সম্বন্ধের দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। অধ্যস্ত জড়বস্তুরূপ ধর্মের সম্বন্ধ প্রযুক্ত পারমার্থিক চিদ্‌বস্তুর ভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না। এইভাবে চিদ্বস্তুর ভেদই অসিদ্ধ হওয়ায় চিদ্রূপ ব্রহ্ম তদ্ভিন্ন সংবিদের অপেক্ষা করে এরূপ বলা যায় না। সুতরাং ব্রহ্ম স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্ত সংবিদের অপেক্ষা করে না অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ।

আচার্য মধুসূদনপ্রণীত দ্বিতীয় লক্ষণটি হইতেছে—"স্বব্যবহারে স্বাবচ্ছিন্নসংবিদনপেক্ষত্বম্"। এই দ্বিতীয় লক্ষণে ঘটাদি স্বব্যবহারে ঘটাবচ্ছিন্ন সংবিদের অপেক্ষা করে বলিয়া জড় কিন্তু ব্রহ্ম স্বাবচ্ছিন্ন সংবিদের অপেক্ষা করে না বলিয়া স্বপ্রকাশ। স্বাবচ্ছিন্ন সংবিৎ সম্ভবপরই নয় কারণ "স্বাবচ্ছিন্ন সংবিৎ" কথার অর্থ স্ববিষয়ক সংবিৎ। সংবিদ্‌বিষয়ক সংবিৎ অপ্রসিদ্ধ। সংবিৎ কখনও বিষয় হয় না।

এইভাবে দেখান হইল, স্বপ্রকাশত্বের নির্দোষ লক্ষণ সম্ভবপর।
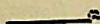
তৃতীয় অধ্যায়

অনুভূতির স্বপ্রকাশত্বে অনুমান

পূর্বপক্ষ

স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ সিদ্ধ হইলে তাহার প্রমাণও প্রদর্শিত হইতেছে। এইস্থলে একটি বিষয় বিবেচ্য যে, লক্ষণ সিদ্ধ হইলে পুনরায় প্রমাণের আবশ্যকতা কি? লক্ষণ হয় প্রমাণ হইবে অথবা অপ্রমাণ হইবে। লক্ষণ যদি প্রমাণ হয় তবে আর পুনরায় প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই। আর যদি লক্ষণ অপ্রমাণ হয় তাহা হইলে লক্ষণ প্রদর্শন ব্যর্থ। ইহার উত্তরে বলা হয় যে, লক্ষণ সর্বত্রই ইতরভেদানুমাপক হইয়া থাকে বলিয়া তাহা কেবলব্যতিরেকী হেতু। এইজন্য লক্ষণও প্রমাণই বটে। কিন্তু কেবলব্যতিরেকী হেতুর দ্বারা লক্ষ্যে ইতরভেদ সিদ্ধ হইলেও লক্ষ্যবস্তুর কোন দেশবিশেষে বা কালবিশেষে সত্তার সিদ্ধি হয় না। এইজন্য দেশবিশেষে বা কালবিশেষে লক্ষ্যবস্তুর সত্তাসিদ্ধি করিতে গেলে লক্ষ্যবস্তুর দেশবিশেষে ও কালবিশেষে সত্তার সাধক প্রমাণের উপন্যাস করিতে হইবে। এজন্য লক্ষণব্যতিরিক্ত প্রমাণের আবশ্যকতা আছে। লক্ষণ দ্বারা ইতরব্যাবৃত্ত রূপে লক্ষ্য গৃহীত হইলে লক্ষ্যবস্তুর দেশকাল-বিশেষে সত্তাসিদ্ধির জন্য প্রমাণের উপন্যাস করা হইয়া থাকে। আচার্য-গণও বলিয়াছেন—লক্ষণপ্রমাণাভ্যাং বস্তুসিদ্ধিঃ। সুতরাং স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ নির্ণীত হইলেও তাহার প্রমাণের আবশ্যকতা আছে।

ন্যায়রত্নদীপাবলীকার স্বপ্রকাশত্বের প্রমাণের জন্য নিম্নরূপ অনুমানটি* প্রয়োগ করিয়াছেন—অনুভূতিঃ অনুভূতিব্যবহারহেতুপ্রকাশঃ অনুভূতিত্বাৎ।

* অনুমান দ্বিবিধ—স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। নিজের তত্ত্বনিশ্চয়ের জন্য যে অনুমান প্রয়োগ করা হয় তাহাকে স্বার্থানুমান বলে। আর অপরকে নিজ মত বুঝাইবার জন্য যে অনুমান দেখান হয় তাহাকে পরার্থানুমান বলে। পরার্থানুমানের পাঁচটি অঙ্গ বা অবয়ব থাকে। এই পাঁচটিকে মিলিতভাবে পঞ্চাবয়ব ন্যায় বলে। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ,

যন্নৈবং তন্নৈবং যথা ঘটঃ। (চিৎসুখী, ১১ পৃঃ)। অর্থাৎ অনুভূতি অনুভূতি-ব্যবহারের হেতু অথচ প্রকাশ যেহেতু উহা অনুভূতি। যাহা অনুভূতি-ব্যবহারের হেতু হইয়া প্রকাশ নয় তাহা অনুভূতিও নয়, যেমন ঘট। এই অনুমানের পক্ষ হইতেছে অনুভূতি, অনুভূতিব্যবহারহেতুপ্রকাশত্ব সাধ্য, অনুভূতিত্বই হেতু। যাহা অনুভূতিব্যবহারের হেতু হইয়া প্রকাশ নয় তাহা অনুভূতিও নয়, যেমন ঘট—উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত। সাধ্যে যদিও স্বপ্রকাশ

উপনয়' ও নিগমন এই পাঁচটি বাক্য বিবক্ষিত অর্থে লইয়া যায় বলিয়া এই বাক্যসমষ্টিকে ন্যায় বলা হয়। বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্যটীকায় বলিয়াছেন—"প্রতিজ্ঞাদ্যবয়বসমূহো ন্যায়ঃ। নীয়তে প্রাপ্যতে বিবক্ষিতার্থসিদ্ধিরনেন বাক্যসন্দর্ভেণেতি" (৩৬ পৃঃ, মেট্রোঃ সং)। একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ লইয়া এই অবয়বগুলি দেখান হইতেছে। পর্বতো বহ্নিমান্—প্রতিজ্ঞা। ধূমাৎ—হেতু। যো যো ধূমবান্ স বহ্নিমান্ যথা মহানসম্—উদাহরণ। বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ অয়ম্ (পর্বতঃ)—উপনয়। তস্মাৎ পর্বতো বহ্নিমান্—নিগমন।

নৈয়ায়িকগণের মতে পরার্থানুমান প্রয়োগ করিতে হইলে এই পাঁচটি অবয়বেরই আবশ্যকতা আছে। কিন্তু বৌদ্ধগণের মতে দুইটি অবয়বের এবং মীমাংসক ও বেদান্তিগণের মতে তিনটি অবয়বের আবশ্যকতা আছে। কোন্ দর্শনে কতগুলি অবয়ব স্বীকার করা হয় তাহা সংগ্রহ করিয়া মীমাংসকগণ একটি কারিকাও প্রণয়ন করিয়াছেন—

তত্র পঞ্চতয়ং কেচিদ্ দ্বয়মন্যে বয়ং ত্রয়ম্।
উদাহরণপর্যন্তং যদ্বোদাহরণাদিকম্॥

(শাস্ত্রদীপিকাতে উদ্ধৃত, ৪৪ পৃঃ)

বৌদ্ধগণ উদাহরণ ও উপনয় এই দুইটি অবয়ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মীমাংসক এবং বেদান্তিগণ উদাহরণান্ত তিনটি অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ অথবা উদাহরণাদি তিনটি অর্থাৎ উদাহরণ, উপনয়, নিগমন—এই অবয়ব স্বীকার করেন। এইজন্যই প্রকৃত অনুমানে মাত্র তিনটি অবয়ব দেখা যাইতেছে। পর্বতো বহ্নিমান্ এই প্রতিজ্ঞাবাক্যে পর্বতরূপ ধর্মীতে বহ্নিরূপ ধর্ম অনুমিত হইতেছে। ধর্মী পর্বতকে বলে পক্ষ এবং অনুমেয় ধর্মকে বলে সাধ্য। উদাহরণ-বাক্যে কখনও হেতু ও সাধ্যের সহাবস্থিতি প্রদর্শন করা হয় আবার কখনও উভয়েরই অনু-পস্থিতি প্রদর্শন করা হয়। হেতু ও সাধ্যের সহচারদৃষ্টান্তকে বলে অন্বয়দৃষ্টান্ত এবং যে দৃষ্টান্তে উভয়েরই অনুপস্থিতি প্রদর্শন করা হয় তাহাকে বলে ব্যতিরেকদৃষ্টান্ত। যে অনুমানে অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয়বিধ দৃষ্টান্ত দেখান চলে তাহাকে বলে অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান। যে অনুমানের কোনও ব্যতিরেকদৃষ্টান্ত নাই তাহাকে বলে কেবলান্বয়ী অনুমান এবং যে অনুমানের কোনও অন্বয়-দৃষ্টান্ত নাই তাহাকে বলে কেবলব্যতিরেকী অনুমান। প্রকৃত অনুমানটি কেবলব্যতিরেকী কারণ তাহার কোনও অন্বয়দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

শব্দের উল্লেখ করা হয় নাই তথাপি "অনুভূতিব্যবহারের হেতু হইয়া প্রকাশ" এই অংশের দ্বারা স্বপ্রকাশই বুঝান হইয়াছে। যাহা স্বব্যবহারের হেতু হয় তাহাই স্বপ্রকাশ। এই স্থলে "প্রকাশ" বলায় তাহা যে অন্য প্রকাশের বিষয় নয় তাহা বুঝা যাইতেছে। অর্থাৎ তাহা অভিব্যক্ত চৈতন্যরূপ ফলের বিষয় হয় না বলিয়া ফলাব্যাপ্য সুতরাং অবেদ্য। অবেদ্যত্ব বা ফলাব্যাপ্যত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য ৩৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য। অনুভূতিব্যবহারের হেতু বলিতে অপরোক্ষব্যবহারবিষয়ত্ব বুঝা যাইতেছে কারণ সিদ্ধান্তে জ্ঞানমাত্রই অপরোক্ষ।*

এই অনুমানটি সাধ্যাপ্রসিদ্ধির † দোষে দুষ্ট এরূপ বলা চলে না কারণ সাধ্য তো নৈয়ায়িকদের নিকটও প্রসিদ্ধই আছে যেহেতু নৈয়ায়িকগণ অনুব্যবসায়কে ব্যবসায়জ্ঞানের ব্যবহারের হেতু বলিয়া স্বীকারই করেন। অনুব্যবসায়ের সাহায্যেই ব্যবসায়জ্ঞানের ব্যবহার হইয়া থাকে। আরও, এই অনুমানের সাধ্য অনুব্যবসায়জ্ঞানে সিদ্ধ বলিয়া অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা ‡

---

* জ্ঞানমাত্রই অপরোক্ষ—ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত। অদ্বৈতমতে চিদ্বস্তু কখনও পরোক্ষ হইতে পারে না। নিত্য চিদ্বস্তু সকল সময়েই অপরোক্ষ হইবে। আমরা প্রত্যক্ষ ধূমজ্ঞান ও পরোক্ষ বহ্নিজ্ঞান এইরূপ বলিয়া থাকিলেও প্রত্যক্ষ বিষয় ধূম ও পরোক্ষ বিষয় বহ্নি এই উভয়ের জ্ঞানই বস্তুতঃ অপরোক্ষ। ধূমজ্ঞান ও বহ্নিজ্ঞান এই উভয়ের জ্ঞানাংশে অপরোক্ষতাই স্বীকার করা হয়। বিষয় ধূম ও বহ্নির প্রত্যক্ষতা ও পরোক্ষতার জন্য জ্ঞানেও প্রত্যক্ষতা ও পরোক্ষতা আরোপ করা হয় মাত্র। বেদান্তপরিভাষায় ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র বলিয়াছেন—"জ্ঞপ্তিগতপ্রত্যক্ষত্বস্য সামান্যলক্ষণং চিত্ত্বমেব। পর্বতো বহ্নিমানিত্যাদাবপি বহ্ন্যাদ্যাকারবৃত্ত্যুপহিতচৈতন্যস্য স্বাংশে স্বপ্রকাশতয়া প্রত্যক্ষত্বাৎ।" (বেদান্তপরিভাষা, ১০৪ পৃঃ)।

† যে অনুমানের সাধ্য পক্ষাতিরিক্ত অন্যত্র প্রসিদ্ধ নাই সেই অনুমান সাধ্যাপ্রসিদ্ধির দোষে দুষ্ট। সাধ্যাপ্রসিদ্ধির অপর নাম অপ্রসিদ্ধবিশেষণতা। পর্বতো বহ্নিমান্ এই প্রতিজ্ঞাবাক্যে পর্বত বিশেষ্য এবং বহ্নি বিশেষণ। এই বিশেষণই এই অনুমানের সাধ্য। সুতরাং অপ্রসিদ্ধবিশেষণতা ও সাধ্যাপ্রসিদ্ধি সমার্থকই বটে। এখন আলোচ্য যে, সাধ্যাপ্রসিদ্ধি কোন্ হেত্বাভাসের অন্তর্গত। প্রতিজ্ঞাবাক্য ভিন্ন অন্যত্র যদি সাধ্য সিদ্ধ না থাকে তাহা হইলে দৃষ্টান্তও সিদ্ধ হইবে না এবং ব্যাপ্তিও গৃহীত হইবে না। ব্যাপ্তি সিদ্ধ না হইলে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস হইবে।

‡ যে ধর্মীতে সাধ্যধর্মের সিদ্ধি নাই কিন্তু সাধ্য সন্দিগ্ধ তাদৃশ ধর্মীকে পক্ষ বলা হয়। কোন অনুমানের প্রতিজ্ঞাবাক্যটি যদি এরূপ হয় যে, পক্ষে সাধ্য সিদ্ধই আছে তাহা হইলে সেই অনুমানটি সিদ্ধসাধনতার দোষে দুষ্ট হইবে। আর যদি পক্ষের একাংশে

দোষ হইয়াছে এরূপ বলা চলে না যেহেতু অনুব্যবসায়রূপ কোন জ্ঞানই বেদান্তিগণ স্বীকার করেন না। অনুব্যবসায়জ্ঞান যদি বেদান্তিগণ স্বীকার

সাধ্য সিদ্ধ থাকে তাহা হইলে অংশতঃ সিদ্ধসাধনতার দোষ হয়। হেত্বাভাসের দ্বারাই অনুমান দুষ্ট হয়। অনৈকান্তিক, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ ও বাধ—এই পাঁচপ্রকার হেত্বাভাসের মধ্যে সিদ্ধসাধনতা পরিগণিত হয় নাই। সুতরাং সিদ্ধসাধনতার দ্বারা অনুমান দুষ্ট হওয়ার কারণ কি? সিদ্ধসাধনতা যদি এই পাঁচপ্রকার হেত্বাভাসের কোন একটির মধ্যে অন্তর্ভূত হয় তাহা হইলেও তাহার দূষকতা স্বীকার করা যাইতে পারে। যাহা হউক, সিদ্ধসাধন যদি হেত্বাভাস হয় তাহা হইলে তাহা, হয় অনুমিতির করণ ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিঘটন করিবে অথবা সাক্ষাৎ অনুমিতির বিরোধী হইবে। সিদ্ধসাধন কিন্তু ব্যাপ্তিজ্ঞানেরও বিঘটন করে না আবার সাক্ষাৎ অনুমিতির বিরোধীও নয়। সুতরাং সিদ্ধসাধন হেত্বাভাস হইতে পারিবে না কিন্তু অর্থান্তর নামক নিগ্রহস্থান হইবে। বাদী বা প্রতিবাদী যদি প্রকৃত বিষয়ের অনুপযোগী বাক্য বলিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার অর্থান্তর নামক নিগ্রহস্থান হয়।

এইভাবে সিদ্ধসাধনতার হেত্বাভাসতা অস্বীকার করার একটি মত থাকিলেও বস্তুতঃ সিদ্ধসাধনতা হেত্বাভাসেরই অন্তর্গত। তাহার যুক্তি এই যে, অনুমিতির করণ ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিঘটন করিলে যেমন হেত্বাভাস হয় তেমন অনুমিতির কারণ পক্ষধর্মতাজ্ঞানের বিঘটন করিলেও হেত্বাভাস হওয়া উচিত। করণবৈগুণ্য ঘটিলে যেমন কার্য উৎপন্ন হয় না তেমন কারণবৈগুণ্যেও কার্য উৎপন্ন হয় না। সুতরাং সিদ্ধসাধনতাও হেত্বাভাসের অন্তর্ভুক্ত হইবে। কুসুমাঞ্জলির টীকা "প্রকাশে" বর্ধমানোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"ব্যাপ্তিজ্ঞানস্যেব পক্ষধর্মতাজ্ঞানস্যাপি অনুমিতিকারণত্বাৎ তদ্বিঘটকসিদ্ধসাধনস্যাপি তদ্দোচিত্যাৎ। পক্ষধর্মতাজ্ঞানং ন তৎকরণং কিন্তু ব্যাপ্তিজ্ঞানমিতি চেন্ন, লাঘবাৎ কারণমাত্রস্য প্রযোজকত্বাৎ।" (কুসুমাঞ্জলি, ২২ পৃঃ, এসিঃ সোঃ সং)।

কাহারও কাহারও মতে, পক্ষতাও স্বতন্ত্রভাবে অনুমিতির কারণ সুতরাং সিদ্ধি থাকিলে পক্ষতাই থাকিবে না বলিয়া কারণবিঘটন ঘটিবেই, অতএব সিদ্ধসাধনের হেত্বাভাস হইতে বাধা কি? ইহার উত্তরে প্রকাশের টীকায় "মকরন্দে" বলা হইয়াছে যে, ব্যাপ্তিজ্ঞানবিঘটন হইলেই হেত্বাভাস হইয়া থাকে, বস্তুবিঘটনে হেত্বাভাস হয় না। সিদ্ধি থাকিলে পক্ষরূপ বস্তুরই বিঘটন হয় বলিয়া হেত্বাভাস না হওয়াই উচিত ছিল কিন্তু তবুও পক্ষতা না থাকিলে পক্ষধর্মতাজ্ঞানও থাকিবে না বলিয়া জ্ঞানবিঘটন হইয়াই যাইবে। সুতরাং সিদ্ধসাধন হেত্বাভাসের অন্তর্ভুক্তই হইল। আর হেতুর পক্ষধর্মতাজ্ঞানের বিঘটন হইয়াছে বলিয়া তাহা অসিদ্ধ নামক হেত্বাভাসের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হইবে। "যদ্যপি পক্ষতায়াঃ স্বাতন্ত্র্যেণ পৃথক্কারণত্বাৎ তদ্বিঘটকত্বেঽপি ন জ্ঞানবিঘটকত্বম্, তথাপি যঃ পক্ষঃ তদ্ধর্মতাজ্ঞানত্বেন হেতুত্বমিতি পক্ষতায়া অবচ্ছেদকত্বাভ্যুপগমেন যাদৃশস্য হেতুত্বং তাদৃশজ্ঞানস্য বিঘটকত্বমেব।" (মকরন্দ, ২২ পৃঃ)।

করিতেন তাহা হইলে অনুব্যবসায়জ্ঞানও জ্ঞান বলিয়া পক্ষের অংশ হইতে পারিত এবং অনুব্যবসায়ে সাধ্য সিদ্ধ আছে বলিয়া অংশতঃ সিদ্ধসাধনতাও হইতে পারিত। কিন্তু অনুব্যবসায় স্বীকার না করায় পূর্বোক্ত দোষ আর দেওয়া চলে না।

ইহার উত্তরে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, অনুভূতিব্যবহারের হেতুভূত প্রকাশ যদি সিদ্ধ হয় তাহা হইলে সেই সাধ্যসিদ্ধির স্থলে হেতু বিদ্যমান আছে কিনা? যদি সেখানে হেতু থাকে তাহা হইলে হেতুসাধ্যের সহচার স্থল বিদ্যমান থাকায় অনুমানটি আর কেবলব্যতিরেকী থাকিবে না কিন্তু অন্বয়ব্যতিরেকীই হইবে। আর যদি সেখানে হেতু না থাকে তাহা হইলে সেই হেতুটি প্রসিদ্ধসাধ্যক স্থলে অর্থাৎ সপক্ষেও থাকিল না আবার নিশ্চিত সাধ্যাভাববৎ স্থলে অর্থাৎ বিপক্ষেও নাই বলিয়া অসাধারণ অনৈকান্তিক * হেত্বাভাস হইবে। এখন যদি বলা হয় যে, প্রসিদ্ধসাধ্যক স্থলে হেতুর বৃত্তিত্ব থাকিলে যদি কেবলব্যতিরেকিত্বের হানি হয় হউক, তাহার উত্তরে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, তাহা হইলেও পূর্বে যে অংশতঃ সিদ্ধসাধনতার দোষ দেখান হইয়াছিল তাহা তো আসিয়াই পড়ে। এস্থলে অনুব্যবসায় ব্যবসায়জ্ঞানের ব্যবহারের হেতু

---

* অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচার নামক হেত্বাভাস ত্রিবিধ—সাধারণ, অসাধারণ ও অনুপসংহারী। যে ধর্মীতে সাধ্য বিদ্যমান আছে এইরূপ নিশ্চয় আছে তাহাকে সপক্ষ বলে এবং যে ধর্মীতে সাধ্য বিদ্যমান নাই এইরূপ নিশ্চয় আছে তাহাকে বিপক্ষ বলে। যে হেতুটি সপক্ষে ও বিপক্ষে উভয়ত্রই বিদ্যমান থাকে তাহাকে সাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলা হয়। আর যে হেতুটি সপক্ষেও বিদ্যমান থাকে না, আবার বিপক্ষেও বিদ্যমান থাকে না, কেবল পক্ষেই থাকে তাহাকে অসাধারণ অনৈকান্তিক বলা হয়। আর কেবলান্বয়িপক্ষক অনুমানের অর্থাৎ যে অনুমানের পক্ষ কেবলান্বয়ী সেই অনুমানের হেতুটিকে অনুপসংহারী বলা হয়। হেতুর সপক্ষে সত্তা যেমন আবশ্যক তেমনই বিপক্ষে অসত্তাও আবশ্যক। কেবলান্বয়িপক্ষক অনুমানের, যেমন সর্বং বাচ্যং প্রমেয়ত্বাৎ ইত্যাদির সপক্ষ বা বিপক্ষ কোনটিই নাই কারণ সকলই পক্ষাক্রান্ত হইয়াছে। ব্যাপ্তির উপসংহারের স্থল অর্থাৎ ব্যাপ্তিগ্রহণভূমিই নাই কারণ সপক্ষ একটিও নাই। ব্যাপ্তির উপসংহারের স্থান নাই বলিয়াই এতাদৃশ হেতুকে অনুপসংহারী হেত্বাভাস বলা হয়। অসাধারণ ও অনুপসংহারী এই উভয়বিধ হেত্বাভাসের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমটির সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয়ই আছে কিন্তু তাহাতে হেতুটি বিদ্যমান নাই আর দ্বিতীয়টির সপক্ষ ও বিপক্ষের অস্তিত্বই নাই।

হওয়ায় এবং প্রকাশস্বরূপ হওয়ায় তাহাতে সাধ্যসিদ্ধি আছেই। আর অনুব্যবসায়ও জ্ঞানই বটে বলিয়া তাহাতে অনুভূতিস্বরূপ হেতুও থাকায় হেতুসাধ্যের সহচাররূপ অন্বয়দৃষ্টান্ত সম্ভবপর। অতএব অন্বয়দৃষ্টান্ত সম্ভব হওয়ায় এই অনুমানটিকে আর কেবলব্যতিরেকী বলা চলে না। শুধু তাহাই নহে, অনুব্যবসায়ে সাধ্য সিদ্ধ আছে বলিয়া এই অনুমানটিকে অন্বয়ব্যতিরেকিরূপে স্বীকার করিয়া লইলেও ভাগে অর্থাৎ অনুব্যবসায়রূপ পক্ষাংশে সিদ্ধসাধনতা অনিবার্য।

পূর্বপক্ষী কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধসাধনতার দোষ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, অনুব্যবসায় যখন বেদান্তিগণের নিকট সিদ্ধ নয় তখন অন্যসিদ্ধ অনুব্যবসায়ে সিদ্ধসাধনতা দেখাইয়া লাভ কি? ইহার উত্তরে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, অন্যসিদ্ধ বস্তুতে সিদ্ধসাধনতা দোষ যদি দোষ বলিয়া পরিগণিত না হয় তাহা হইলে বেদান্তীকেও তো বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইবে। অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকগণের মতে পুরোবস্তু শুক্তিতেই দেশান্তরীয় রজতের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই "ইদং রজতম্"রূপ ভ্রমজ্ঞান যে পুরোবর্তিবস্তুবিষয়ক তাহা নৈয়ায়িকগণ রজতার্থীর নিয়তই পুরোবর্তিশুক্তিরজতের প্রতি প্রবৃত্তিরূপ হেতুর দ্বারা অনুমান করিয়া থাকেন।* নৈয়ায়িকগণের এই অনুমানে বেদান্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, অনির্বচনীয় অভিনব রজত তো ভ্রমস্থলে আমরা মানিয়াই থাকি এবং তাহা যে পুরোবর্তিবস্তুবিষয়ক তাহাও স্বীকার করি। সুতরাং নৈয়ায়িকের অনুমানের সাধ্য পুরোবর্তিবস্তুবিষয়কত্ব তো অনির্বচনীয় অভিনব রজতে সিদ্ধই আছে। অতএব এই সিদ্ধ বিষয়ের সাধন করায় নৈয়ায়িকদিগের সিদ্ধসাধনতা দোষ অনিবার্য।

এখন নৈয়ায়িকগণ বলিতেছেন যে, নৈয়ায়িকমতসিদ্ধ অনুব্যবসায়ে সিদ্ধসাধনতার দোষকে যদি বেদান্তিগণ দোষ বলিয়া মনেই না করেন তাহা হইলে অনুরূপভাবে বেদান্তিসিদ্ধ অনির্বচনীয় অভিনব রজতেও সিদ্ধসাধনতার দোষকে আমরাও দোষ বলিয়া মনে করিব না। নৈয়ায়িক-

---

* এই অনুমানের আকার নিম্নরূপ—বিবাদাধ্যাসিতং রজতাদিজ্ঞানং পুরোবর্তিবিষয়ম্, রজতাদ্যর্থিনস্তত্র নিয়মেন প্রবর্তকত্বাৎ। যদ্ যদর্থিনং যত্র নিয়মেন প্রবর্তয়তি তজ্জ্ঞানং তদ্বিষয়ম্, যথা উভয়সিদ্ধসমীচীনরজতজ্ঞানম্। তথা চেদম্। তস্মাত্তথা। (ভামতী, ২৮-৩০ পৃঃ)।

গণ আরও বলিতেছেন যে, বেদান্তিগণ যদি মনে করেন যে, শুক্তি-রজতের পুরোবর্তিত্ববিষয়কত্বানুমান বেদান্তিগণের নিকট সিদ্ধসাধনতা দোষে দুষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের নিকট এই অনুমান প্রয়োগ করা চলিবে না তাহা হইলে অনুরূপভাবে নৈয়ায়িকগণের নিকট সিদ্ধসাধনতা হয় বলিয়া বেদান্তিগণও স্বপ্রকাশত্বের উক্ত অনুমান নৈয়ায়িকগণের নিকটে প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। এখন অনুব্যবসায়বাদী অর্থাৎ নৈয়ায়িকের নিকট সিদ্ধসাধনতাভয়ে যদি এই অনুমান প্রয়োগ করা না চলে তাহা হইলে স্বপ্রকাশবাদী বেদান্তীর নিকট তো এই অনুমান সিদ্ধসাধনতাদোষে দুষ্ট হইবেই কারণ স্বপ্রকাশ বস্তু তো বেদান্তীর নিকট সিদ্ধই আছে। বেদান্তিগণও স্বপ্রকাশ স্বীকার করিয়াই থাকেন ও তাহার স্বরূপও অবগত আছেন। কাজেই স্বপ্রকাশত্বের অনুমান স্বপ্রকাশ স্বীকারে পরাঙ্মুখ নৈয়ায়িকগণের নিকটেই হইতে পারে। আর সেই নৈয়ায়িকগণের নিকটেই যদি সিদ্ধসাধনতার ভয়ে অনুমান প্রয়োগ করা না চলে তবে নিজেদের নিকটেও সিদ্ধসাধনতা ও অপরের নিকটেও সিদ্ধসাধনতা হয় বলিয়া সর্বথা অনুমান প্রয়োগই অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং স্বপ্রকাশত্বের অনুমান প্রদর্শন করিতে না যাইয়া মূকতা অবলম্বনই বিধেয়।

এখন সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, প্রতিজ্ঞাবাক্যে "অনুভূতি"কে পক্ষ না করিয়া "বিবাদপদম্ অনুভূতিঃ" এইরূপই পক্ষ করা হইবে। এই "বিবাদপদ" অর্থাৎ বিবাদগোচর এইরূপ বিশেষণ দেওয়ায় আর অনুব্যবসায়ে সিদ্ধসাধনতার দোষ দেওয়া চলে না কারণ অনুব্যবসায় যে অনুভূতি-ব্যবহারের হেতু অথচ প্রকাশ এ বিষয়ে নৈয়ায়িকগণ নিশ্চয়ই বিবাদ করিবেন না। সুতরাং অনুব্যবসায় বিবাদের বিষয় না হওয়ায় এবং বিবাদগোচর জ্ঞানকেই পক্ষ করায় আর অনুব্যবসায় পক্ষাংশ হইতে পারিল না। অতএব পক্ষাংশে সিদ্ধসাধনতা উদ্‌ভাবন করাও চলিবে না। ইহাতে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, অনুব্যবসায় পক্ষাংশ না হয় না-ই হইল কিন্তু অনুব্যবসায়ে সাধ্য সিদ্ধ আছে বলিয়া এই অনু-ব্যবসায়ই তো অন্বয়দৃষ্টান্তের স্থল হইবে। সুতরাং আর এই অনুমানটিকে কেবলব্যতিরেকী বলা যাইবে না। আর যদি অনুব্যবসায়ে সাধ্যসিদ্ধি অস্বীকার করা হয় তাহা হইলে সাধ্যাপ্রসিদ্ধির দোষ তো আছেই।

আরও, ঐ অনুমানের সাধ্যে অর্থাৎ "অনুভূতিব্যবহারহেতুপ্রকাশ" পদে ব্যবহারহেতুত্ব কি প্রকাশের বিশেষণ অথবা উপলক্ষণ ?* তাহা

---

* বিশেষণ, উপাধি ও উপলক্ষণ—এই তিনটির পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই তিনটিই বিশেষ্যের ব্যাবর্তক হইয়া থাকে অর্থাৎ ব্যাবৃত্তিবুদ্ধি জন্মাইয়া থাকে। কিন্তু বিশেষণ ব্যাবৃত্তিবুদ্ধিকালে বিশেষ্যের উপরঞ্জক হইয়া থাকে অর্থাৎ বিশেষ্য বিশেষণাবিষয়ক প্রতীতির বিষয় হয় না। ইহার অর্থ—বিশেষণের প্রতীতি না হইয়া কখনও বিশেষ্যের প্রতীতি হয় না। যেমন নীলো ঘটঃ এইস্থলে নীলিমা ঘটের বিশেষণ কারণ নীলিমা অন্য ঘট হইতে এই ঘটের ব্যাবৃত্তি করে এবং এই নীলিমার প্রতীতি না হইয়া কখনও এই ঘটের অর্থাৎ নীলঘটের প্রতীতি হয় না।

উপলক্ষণও বিশেষ্যের ব্যাবর্তক হয় বটে কিন্তু উপলক্ষণ স্বয়ং বিশেষ্যের ব্যাবৃত্তি করে না। উপলক্ষণ বিশেষ্যে ধর্মান্তরের উপস্থাপন করে এবং এই ধর্মান্তরই বিশেষ্যকে ব্যাবৃত্ত করে। যেমন কাকবৎ দেবদত্তস্য গৃহম্ এইস্থলে কাক গৃহের উপলক্ষণ হইয়াছে কারণ কাক গৃহের ব্যাবর্তক হইয়াছে। কিন্তু কাক গৃহের ব্যাবর্তক বা ব্যাবৃত্তিবুদ্ধির জনক হইলেও কাক নিজে সাক্ষাৎভাবে এই ব্যাবৃত্তি জন্মাইতে পারে না। গৃহরূপ বিশেষ্যে কাক ধর্মান্তরের উপস্থাপন করে এবং এই ধর্মান্তরই বিশেষ্যকে ব্যাবৃত্ত করে। তৃণাচ্ছাদিত গৃহে কাক বসিলে সেই তৃণসমূহকে ওষ্ঠের দ্বারা উত্তোলিত করে এবং কয়েকক্ষণ পরে সে গৃহ হইতে চলিয়া যায়। যজ্ঞদত্ত যখন দেবদত্তের গৃহে গমন করে তখন সেই কাকটি চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং কাক আর অন্যগৃহ হইতে দেবদত্তের গৃহকে ব্যাবৃত্ত করিতে পারিবে না বটে কিন্তু কাক সেই গৃহে একটি ধর্মান্তর উপস্থাপন করিয়া গিয়াছে এবং তাহা হইতেছে উত্তৃণত্ব। এই উত্তৃণত্বই অন্য গৃহ হইতে দেবদত্তের গৃহকে ব্যাবৃত্ত করিতেছে। সুতরাং কাকই উত্তৃণত্বধর্মের উপস্থাপনের দ্বারা ব্যাবৃত্তিবুদ্ধির জনক হইল। এইজন্য এই স্থলে কাক উপলক্ষণ হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, এমন বহু স্থল আছে যেখানে উপলক্ষণ আপাততঃ কোন ধর্মের উপস্থাপক হয় নাই বলিয়াই মনে হয়, যেমন ঐ গৃহই যদি তৃণাচ্ছাদিত না হইয়া ইষ্টকাদিনির্মিত হয় তাহা হইলে কাকের পক্ষে আর উত্তৃণত্ব ধর্ম উপস্থাপন করা সম্ভবপর হয় না এবং এইস্থলে কাক উপলক্ষণ হইবে কি? এতদুত্তরে বক্তব্য যে, এইরূপ স্থলে কাকসম্বন্ধিরূপে স্মর্যমাণত্বই হইবে ব্যাবর্তক ধর্মান্তর। "কাক এই গৃহে বসিয়াছিল" এইরূপ স্মরণ যজ্ঞদত্তের হইয়া থাকে এবং এইজন্যই যজ্ঞদত্ত অন্যগৃহ হইতে দেবদত্তের গৃহকে পৃথক্‌রূপে বুঝিতে পারে। এই কাকসম্বন্ধিরূপে স্মর্যমাণত্বই সাক্ষাৎভাবে ব্যাবৃত্তি জন্মাইয়া থাকে। আর কাক এই ধর্মান্তরের সাহায্যেই ব্যাবর্তক হইয়াছে। সুতরাং কাক উপলক্ষণ হইতে পারিল।

উপলক্ষণই তটস্থ লক্ষণ। এইজন্য সিদ্ধান্তে জগজ্জন্মাদিহেতুত্বকে ব্রহ্মের উপলক্ষণ বলা হইয়াছে। লক্ষ্য হইতে বাহিরে অবস্থিত থাকিয়া লক্ষ্যকে ব্যাবৃত্ত করে বলিয়া তাহার নাম তটস্থ লক্ষণ।

যদি বিশেষণ হয় তাহা হইলে বিশেষণ সকল সময়েই বিদ্যমান থাকে বলিয়া এবং মুক্তিকালে সর্ব বিশেষের বিলয় হয় বলিয়া মুক্তিকালে স্বপ্রকাশত্বলক্ষণ যাইবে না। ব্যবহারহেতুত্ব না থাকিলেও মুক্তিকালে তাহার যোগ্যতা থাকিবে এইরূপ বলিলে জিজ্ঞাসা করিতে হয় যে,

---

বিশেষণ ও উপলক্ষণের ন্যায় উপাধিও বিশেষ্যকে ব্যাবৃত্ত করে কিন্তু উপাধি বিশেষণের মত বিশেষ্যের উপরঞ্জক হয় না আবার উপলক্ষণের মত ধর্মান্তরের উপস্থাপনও করে না, তাহা কেবলমাত্র ব্যাবর্তকই হইয়া থাকে, যেমন কর্ণশষ্কুল্যুপহিতং নভঃ এইস্থলে কর্ণশষ্কুলি আকাশের উপাধি হইয়াছে কারণ কর্ণশষ্কুলির প্রতীতি না হইয়াও আকাশের প্রতীতি হইতে পারে বলিয়া কর্ণশষ্কুলি বিশেষ্যের উপরঞ্জক হয় নাই। আবার কর্ণশষ্কুলি আকাশে অন্য কোন ব্যাবর্তক ধর্মের উপস্থাপনও করে নাই অথচ ইহা আকাশকে ব্যাবৃত্ত করিয়াছে যেহেতু কর্ণশষ্কুলির দ্বারা উপহিত আকাশ বা শ্রোত্র এবং শুদ্ধ আকাশের ভেদ সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। বিশেষণ, উপলক্ষণ ও উপাধির ভেদ প্রদর্শন সময়ে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন—"যেন হি স্বোপরাগাদ্ বিশেষ্যে ব্যাবৃত্তিবুদ্ধির্জন্যতে তদ্বিশেষণং, ব্যাবৃত্তিবুদ্ধিকালে বিশেষ্যোপরঞ্জকমিত্যর্থঃ।...যেন চ স্বোপরাগমুদাসীনং কুর্বতা বিশেষ্যগতব্যাবর্তকধর্মোপস্থাপনেন ব্যাবৃত্তিবুদ্ধির্জন্যতে তদুপলক্ষণম্।...যত্তু বিশেষ্যে নোপরঞ্জকং, ন বা ধর্মান্তরোপস্থাপকম্, অথ চ ব্যাবর্তকং তদুপাধিঃ।" (অদ্বৈতসিদ্ধি, ৪৪৯ পৃঃ)

কল্পতরুকার আচার্য অমলানন্দ বলিয়াছেন যে, যাহার কার্য অথবা বিধেয়ের সহিত অন্বয় হয় এবং যাহা ব্যাবর্তক হইয়া থাকে তাহাই বিশেষণ। যেমন "ঘটমানয়" এইরূপ বলিলে ঘটকে আনয়ন করিতে গেলে ঘটের বিশেষণ নীলিমারও আনয়ন হইয়া যাইবে। সুতরাং বিধেয় আনয়নের সহিত নীলিমা অন্বিত হইতেছে এবং তাহা অন্য ঘট হইতে এই ঘটকে ব্যাবৃত্তও করিতেছে বলিয়া বিশেষণ হইতে পারিবে। উপাধি ও উপলক্ষণ কিন্তু বিধেয়ান্বয়ী হয় না অথচ ব্যাবর্তক হয়। তন্মধ্যে উপাধি যতক্ষণ কার্য বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ বিদ্যমান থাকে আর উপলক্ষণ কদাচিৎ কার্যে বিদ্যমান থাকে। যেমন শ্রোত্রেন্দ্রিয় যতক্ষণ বিদ্যমান থাকিবে ততক্ষণ কর্ণশষ্কুলি বিদ্যমান থাকিবে কিন্তু গৃহে মাত্র কয়েক ক্ষণের জন্যই কাক বিদ্যমান থাকে। এই কথাই অমলানন্দ "কল্পতরু"তে বলিয়াছেন—"কার্যান্বয়িত্বেন বিভেদকং হি বিশেষণং নৈল্যমিবোৎপলস্য। অনন্বয়িত্বেন্ তু ভেদকানামুপাধিতা উপলক্ষণতা চ সিদ্ধা। তত্র চ—

যাবৎকার্যমবস্থায় ভেদহেতোরুপাধিতা।
কাদাচিৎকতয়া ভেদধীহেতুরুপলক্ষণম্॥" (কল্পতরু, ৪২০-২১ পৃঃ)

স্থূল কথা এই যে, বিশেষণে ব্যাবর্তকত্ব, বিদ্যমানত্ব ও বিধেয়ান্বয়িত্ব—এই তিনটি ধর্ম থাকে। উপাধিতে ব্যাবর্তকত্ব ও বিদ্যমানত্ব এই দুইটি ধর্ম থাকে, কিন্তু বিধেয়ান্বয়িত্ব থাকে না। উপলক্ষণে কেবল ব্যাবর্তকত্ব ধর্মই থাকে কিন্তু বিদ্যমানত্ব ও বিধেয়ান্বয়িত্বরূপ ধর্ম দুইটি থাকে না।

সেই ব্যবহারহেতুত্ব-যোগ্যতা স্বরূপাতিরিক্ত অথবা স্বরূপ? তাহা যদি স্বরূপাতিরিক্ত হয় তবে সেই স্বরূপাতিরিক্ত বিষয়টি বিশেষণ অথবা উপলক্ষণ? বিশেষণ হইলে পূর্ববৎ দোষ অর্থাৎ মুক্তিকালে যোগ্যতাও থাকিবে না বলিয়া তখন স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ যাইবে না। উপলক্ষণ হইলে প্রশ্ন—সেই উপলক্ষিতত্ব সাধ্যের অন্তর্ভূত অর্থাৎ ধর্ম অথবা অনন্তর্ভূত বা স্বরূপ? যদি এই ধর্ম উপলক্ষণ হয় তবে অনবস্থা আর যদি বিশেষণ হয় তবে পূর্ববৎ দোষ হইবে। আর যদি উপলক্ষিতত্ব অর্থাৎ ব্যবহারহেতুত্ব-যোগ্যতোপলক্ষিতত্ব স্বরূপ হয় অথবা ব্যবহারহেতুত্বযোগ্যত্ব স্বরূপ হয় তাহা হইলে "ব্যবহারহেতুপ্রকাশ" শব্দের দ্বারা কেবল মাত্র "প্রকাশ" এই অর্থই পাওয়া যাইবে। তাহা হইলে প্রতিজ্ঞাবাক্যটি দাঁড়াইবে —অনুভূতি প্রকাশ। বস্তুতঃ, এই অনুমানের দ্বারা স্বপ্রকাশত্ব সাধন করিতে যাওয়া হইয়াছিল কিন্তু তাহা সিদ্ধ না হইয়া সিদ্ধ হইল মাত্র জ্ঞানের প্রকাশত্ব। জ্ঞানের প্রকাশত্ব সিদ্ধির জন্য বেদান্তিগণের এতাদৃশ মহান্ প্রয়াস ব্যর্থ কারণ তাহা তো নৈয়ায়িকগণের নিকটেও সিদ্ধই আছে। আরও, সাধ্য সিদ্ধই থাকায় কেবলব্যতিরেকী অনুমান প্রয়োগ করার আবশ্যকতা হয় না যেহেতু অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমানই তো প্রযুক্ত হইতে পারে।

পূর্বপক্ষী এইভাবে স্বপ্রকাশত্বের একটি অনুমান খণ্ডন করিলে স্বপ্রকাশত্বসাধক অপর একটি অনুমান প্রদর্শিত হইতেছে। তাহা এই—অনুভূতিঃ অনুভাব্যা ন ভবতি, অনুভূতিত্বাৎ। (চিৎসুখী, ৭ পৃঃ)। ইহার অর্থ—অনুভূতি অনুভাব্য হয় না যেহেতু তাহা অনুভূতি। এই অনুমানে অনুভূতি পক্ষ, অননুভাব্যত্ব সাধ্য এবং অনুভূতিত্ব হেতু। পূর্বপক্ষী এই অনুমানেও অপ্রসিদ্ধবিশেষণতা অর্থাৎ সাধ্যাপ্রসিদ্ধির দোষ দেখাইতেছেন। এই অনুমানেও সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ আছে কারণ হেতু-সত্তার যাবৎস্থলকেই পক্ষ করা হইয়াছে। এই অনুমানের হেতু হইতেছে অনুভূতিত্ব, তাহা কেবলমাত্র অনুভূতিতেই থাকিতে পারে। আর এই অনুভূতিই হইতেছে পক্ষ। সুতরাং পক্ষাতিরিক্ত স্থলে হেতু না থাকায় সাধ্যও থাকিবে না। পক্ষে সাধ্য সন্দিগ্ধ, তাহার তখনও সিদ্ধি হয় নাই এবং এইজন্যই তাহার নাম সাধ্য। সাধ্য পক্ষাতিরিক্ত স্থলে থাকিতে

পারিবে না বলিয়া সাধ্যসিদ্ধিরও কোনও স্থল পাওয়া যাইবে না; কাজেই সাধ্যাপ্রসিদ্ধির দোষ হইবে।

পূর্বপক্ষী এখন অনুভূতির অননুভাব্যত্বানুমানের সৎপ্রতিপক্ষও* দেখাইতেছেন। তাহা এইরূপ—জ্ঞানং বেদ্যং বস্তুত্বাদ্ ঘটবৎ অর্থাৎ জ্ঞান বেদ্য যেহেতু তাহা বস্তু যেমন ঘট। সিদ্ধান্তীর অনুমানের সাধ্য ছিল অননুভাব্যত্ব অর্থাৎ অবেদ্যত্ব আর পূর্বপক্ষীর অনুমানের সাধ্য হইতেছে বেদ্যত্ব। সুতরাং অনুমান দুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ হইয়াছে। এখন সিদ্ধান্তী পূর্বপক্ষীর অনুমানে দোষ দেখাইয়া বলিতেছেন যে, পূর্বপক্ষীর ঐ বেদ্যত্বানুমানের হেতু বস্তুত্বের সিদ্ধি হয় না বলিয়া হেত্বসিদ্ধি দোষ

---

* একই ধর্মীতে যখন দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মের অনুমান করা হয় তখন সৎপ্রতিপক্ষ নামক হেত্বাভাস হয়। যেমন, ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা কার্যত্বাদ্ ঘটবৎ একটি অনুমান ও তাহার বিরোধী অপর অনুমান—ক্ষিতিরকর্তৃকা শরীরাজন্যত্বাৎ গগনবৎ। প্রথমে যে অনুমানটি প্রদর্শন করা হয় তাহাকে বলে স্থাপনানুমান আর তাহার প্রতিরোধ করার জন্য যে বিরুদ্ধ অনুমান প্রয়োগ করা হয় তাহাকে প্রতিরোধানুমান বলে। বর্তমান স্থলে একই ধর্মী ক্ষিতিতে দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মের—সকর্তৃকত্ব ও অকর্তৃকত্ব—অনুমান করা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে কার্যত্ব ও শরীরাজন্যত্ব এই হেতু দুইটি সৎপ্রতিপক্ষ নামক হেত্বাভাস হইয়াছে।

এই স্থলে একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এই অনুমান দুইটির যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে তাহা প্রকৃতপক্ষে বিরোধ নহে, কিন্তু বিরোধাভাস। দুইটি প্রমাণের মধ্যে কখনও বিরোধ থাকিতে পারে না। এই কথাই কুসুমাঞ্জলিতে বলা হইয়াছে—"ন মানয়োর্বিরোধোঽস্তি" (কুসুমাঞ্জলি, ৩।১৯)। আপাততঃ দুইটি প্রমাণকেই তুল্যবল বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ একটি হীনবল বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। এইরূপ সৎপ্রতিপক্ষানুমানের স্থলে সংশয়াকার অনুমিতি জন্মে বলিয়া রত্নকোষকার মত প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশের মতে দুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ পরামর্শজ্ঞান জন্মিলে একটি অপরটির প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয় বলিয়া অনুমিতিই জন্মিতে পারে না—"পরস্পরপ্রতিবন্ধেনানুমিতেরেবানুৎপত্তেঃ" (তত্ত্বচিন্তামণি, অনুমানখণ্ড, ৮৮৫ পৃঃ)। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও যে অনুমানবিরুদ্ধ অনুমান স্বীকার করেন নাই তাহা বার্তিককার "যদনুমানং প্রত্যক্ষাগমবিরুদ্ধম্" এই ভাষ্যপংক্তির ব্যাখ্যায় প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"অথ অনুমানবিরুদ্ধং কস্মাদনুমানং ন ভবতি? একস্মিন্নুমানদ্বয়সমাবেশস্যাসম্ভবাৎ ন বিরোধঃ। ন হ্যন্বয়ব্যতিরেকসম্পন্নে অনুমানে একস্মিন্নর্থে সমাবিশতঃ। তস্মান্নানুমানবিরুদ্ধম্।" (ন্যায়বার্তিক, ৪২-৪৩ পৃঃ)। ভাষ্যকার নিজেও এই কথা স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—"সোঽয়ং হেতুঃ উভৌ পক্ষৌ প্রবর্তয়ন্ অন্যতরস্য নির্ণয়ায় ন কল্পতে।" (বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ১।২।৭ সূত্র)।

হইতেছে। কারণ বস্তুত্বের সম্বন্ধে দুইটি কল্প করা হইতেছে—বস্তুত্ব কি কাল্পনিক অথবা অকাল্পনিক? বস্তুত্ব কাল্পনিক নয় কারণ নৈয়ায়িকগণ তাহা অস্বীকার করিবেন। আর অকাল্পনিকও নয় কারণ বেদান্তিগণ তাহা অস্বীকার করিবেন। ইহাতে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, এইরূপ হেত্বসিদ্ধির দোষ তো সিদ্ধান্তীর অনুমানেও দেওয়া চলে। সিদ্ধান্তী অনুভূতিত্বরূপ হেতুর সাহায্যে অননুভাব্যত্ব অনুমান করিয়াছেন। সেখানে প্রশ্ন এই যে, অনুভূতিত্ব কাল্পনিক অথবা অকাল্পনিক? অনুভূতিত্বকে কাল্পনিক বলিলে নৈয়ায়িক অস্বীকার করিবেন আর অকাল্পনিক বলিলে বেদান্তী অস্বীকার করিবেন। সুতরাং উভয়েই সমদোষদুষ্ট হওয়ায় এই অনুমানে হেত্বসিদ্ধি দোষ দেওয়া চলে না। বস্তুস্বরূপ হেতুর স্বরূপ-সত্তাই বিবক্ষিত, তাহার কল্পিতাকল্পিতত্বরূপ বিশেষ অবিবক্ষিত। আর, সর্বত্র অনুমানে এইরূপই প্রয়োগ হইয়া থাকে। অন্যথা পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ এই অনুমানস্থলে ধূমহেতুতেও এইরূপ বিকল্প করা যায় যে—পর্বতবৃত্তি ধূম হেতু অথবা অপর্বতবৃত্তি ধূম হেতু? পর্বতবৃত্তি ধূম হেতু হইলে দৃষ্টান্ত সাধনবিকল হইবে। অপর্বতবৃত্তি ধূম হেতু হইলে হেতুটি পক্ষ পর্বতে নাই বলিয়া স্বরূপাসিদ্ধি হইবে। এইজন্য এইরূপ বলিতে হইবে যে, পর্বতবৃত্তি-অপর্বতবৃত্তি এইরূপ বিকল্পনাশূন্য ধূমস্বরূপমাত্রই হেতু। অন্যথা অনুমানমাত্রের উচ্ছেদ হইয়া পড়ে। সুতরাং অনুভূতিত্ব হেতুও সিদ্ধ এবং বস্তুত্বহেতুও সিদ্ধ।

অনুভূতির বেদ্যত্বানুমানের বিরুদ্ধে গঙ্গাপুরী ভট্টারক নিম্নরূপ দোষ উদ্‌ভাবন করিয়াছেন। এই বেদ্যত্বের সম্বন্ধে তিনি চারিটি বিকল্প করিতেছেন। সাধ্যমান বেদ্যত্ব কি (১) বাস্তব অথবা (২) অবাস্তব অথবা (৩) ব্যাবহারিক, অথবা (৪) উভয়সাধারণ? প্রথমতঃ, এই বেদ্যত্ব বাস্তব হইতে পারে না যেহেতু দৃষ্টান্ত ঘট বস্তু হইলেও তাহাতে বাস্তব-বেদ্যত্ব নাই বলিয়া দৃষ্টান্তটি সাধ্যবিকল হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এই বেদ্যত্বকে যদি অবাস্তব বলা যায় তাহা হইলে ইহা বেদান্তিগণের স্বীকৃত আছে বলিয়া সিদ্ধসাধনতা দোষ হইবে। এইরূপ তাহা ব্যাবহারিক হইলেও বেদান্তিগণের আপত্তি নাই কারণ পারমার্থিক বেদ্যত্বেই তাঁহাদের আপত্তি, সুতরাং ইহাতেও সিদ্ধসাধনতা হইবে। আর উভয়সাধারণ অর্থাৎ

বেদ্যত্ব অবাস্তবও বটে, ব্যাবহারিকও বটে এইরূপ বলিলেও কোন আপত্তি নাই কারণ তাঁহারা অনুভূতির অবাস্তব বেদ্যত্বেও আপত্তি করেন না আবার ব্যাবহারিক বেদ্যত্বেও আপত্তি করেন না। অতএব উভয়সাধারণ বলিলেও আপত্তির কোন কারণ নাই।

এইরূপে গঙ্গাপুরী ভট্টারক জ্ঞানের বেদ্যত্বানুমানকে দূষিত করিলে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, সিদ্ধান্তী ঘটাদির ব্যাবহারিক বেদ্যত্বই স্বীকার করেন এবং তজ্জন্যই ঘটাদির অবেদ্যত্বঘটক স্বপ্রকাশত্ব নাই বলিয়া থাকেন। ঘটাদির এই বেদ্যত্বকে তাঁহারা পারমার্থিক বলিতে পারেন না, বলিলে অদ্বৈতহানি হইবে। সুতরাং ঘটাদির ব্যাবহারিক বেদ্যত্ব থাকার জন্যই যদি ঘটাদির অস্বপ্রকাশত্ব হয় তাহা হইলে অনুভূতিরও ব্যাবহারিক বেদ্যত্ব যেহেতু বেদান্তিগণ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন সুতরাং অনুভূতিরও অস্বপ্রকাশত্ব তাঁহাদের মানিয়া লওয়া উচিত।

পূর্বপক্ষী জ্ঞানের বেদ্যত্ব সাধনের জন্য আরও অনুমান প্রদর্শন করিতেছেন—অনুভূতিপদং স্বগোচরগোচরজ্ঞানজন্যং পদত্বাৎ কুম্ভপদবৎ (চিৎসুখী, ৮ পৃঃ) ইহার অর্থ—অনুভূতিপদটি স্ববিষয়বিষয়কজ্ঞানজন্য, যেহেতু তাহা পদ, যেমন কুম্ভপদ। এস্থলে স্বপদের দ্বারা "অনুভূতিপদ"কে বুঝাইতেছে। তাহার বিষয় হইল অনুভূতিরূপ অর্থ। শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থকেই বিষয় বলা হইয়াছে সুতরাং "স্ববিষয়" শব্দের অর্থ অনুভূতিরূপ অর্থ। স্ববিষয়ই বিষয় যে জ্ঞানের তাহা স্ববিষয়বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ অনুভূতি বিষয় যে-জ্ঞানের তাহাই "স্ববিষয়বিষয়কজ্ঞান" পদের দ্বারা বুঝান হইয়াছে। তাদৃশজ্ঞান-জন্যই হইল অনুভূতিপদ। ঘটাদি বিষয়ের জ্ঞান থাকিলেই ঘটাদি পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ঘটাদি পদ ঘটাদিবিষয়কজ্ঞানজন্যই হইয়া থাকে। এইরূপ অনুভূতিপদও অনুভূতিবিষয়কজ্ঞানজন্য হইবে অর্থাৎ অনুভূতিপদ-বিষয়বিষয়কজ্ঞানজন্য হইবে। আর ইহাই এই অনুমানের সাধ্য। প্রতিজ্ঞা-বাক্যে অনুভূতিপদকে অনুভূতিবিষয়কজ্ঞানজন্য বলায় অনুভূতিবিষয়ক জ্ঞান স্বীকার করিতে হইতেছে এবং অনুভূতিবিষয়ক জ্ঞান স্বীকার করিলেই অনুভূতি জ্ঞানের বিষয় হইল অর্থাৎ বেদ্য হইল। এইভাবে এই অনুমানে অনুভূতির বেদ্যত্ব সাধিত হইতেছে। পূর্বপক্ষী উক্তরূপ সাধ্যের দ্বারা এই কথাই বুঝাইতে চাহিতেছেন।

ইহাতে দোষ উদ্‌ভাবন করিয়া সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, সাধ্যের দুইটি "গোচর" শব্দের মধ্যে প্রথম "গোচর" শব্দটির কি অর্থ বুঝান হইয়াছে? ইহার দ্বারা কি কেবলমাত্র বিষয়ই বুঝাইতেছে অথবা বাচ্য অর্থ অথবা লক্ষ্য অর্থ? * স্বপদের দ্বারা যেহেতু অনুভূতিপদকে পাওয়া গিয়াছে সুতরাং তাহার বিষয় বলিতে বাচ্য অর্থ অথবা লক্ষ্য

---

* পদের অর্থ দ্বিবিধ—বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ। পদের দ্বারা অর্থের স্মরণ হইয়া থাকে। পদের সহিত অর্থের সম্বন্ধ আছে এবং এই সম্বন্ধ থাকার জন্যই পদের দ্বারা পদার্থের স্মরণ হয়। এই পদ ও পদার্থের সম্বন্ধকে শক্তি আখ্যা দেওয়া হয়। এই সম্বন্ধের স্বরূপ বর্ণন প্রসঙ্গে নৈয়ায়িক বলিয়াছেন যে, "এই শব্দ হইতে এই অর্থ বুঝা যাউক" এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছাই শক্তি। গো-ঘটাদি পদ আবহমান কাল হইতে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং সেগুলিতে ঈশ্বরেচ্ছা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু আধুনিক কালে যে সকল বস্তুর নামকরণ হইয়াছে সেগুলিতে ঈশ্বরেচ্ছা থাকা সম্ভব নয় বলিয়া সেইগুলিতে শক্তি থাকিবে না। এইরূপ জগদীশ প্রভৃতি তার্কিক সম্প্রদায়ের মত। কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকগণের মতে ঈশ্বরেচ্ছাকে শক্তি বলা হইবে না কিন্তু ইচ্ছামাত্রই শক্তি। এই মতে আধুনিক শব্দগুলিতেও শক্তি থাকিতে পারিবে।

গোশব্দের শক্তি সাস্নালাঙ্গূলাদিবিশিষ্ট প্রাণীতেই রহিয়াছে। এই সাস্নালাঙ্গূলাদিমৎ প্রাণীই গোশব্দের শক্যার্থ বা বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ। এইরূপ গঙ্গাশব্দের শক্যার্থ বা মুখ্যার্থ গঙ্গাজলপ্রবাহ। যেখানে পদের শক্যার্থ গ্রহণ করিলে বক্তা যাহা বলিতে চাহিয়াছেন সেই তাৎপর্যের উপপত্তি হয় না সেখানে পদের শক্যার্থ পরিত্যাগ করিতে হয় এবং শক্যার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এমন অন্য অর্থ গ্রহণ করিতে হয় যাহার দ্বারা তাৎপর্যের উপপত্তি ঘটিতে পারে। যেমন গঙ্গায়াং ঘোষঃ এই কথা বলিলে গঙ্গাপদের শক্যার্থে গ্রহণ করা যায় না যেহেতু গঙ্গা-নদীতে কখনও কেহ বাস করিতে পারে না। এইরূপ তাৎপর্যের অনুপপত্তি লক্ষ্য করিয়াই সেখানে গঙ্গাপদের শক্যার্থ পরিত্যাগ করিতে হয় এবং শক্যার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত "গঙ্গাতীর" এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিতে হয়। গঙ্গাতীরে ঘোষবর্গের বাস সম্ভবপর এবং ইহাতে তাৎপর্যের কোন অনুপপত্তি ঘটে না। তাৎপর্যের অনুপপত্তি লক্ষ্য করিয়া যখন শক্যার্থ পরিত্যাগ করা হয় ও তৎস্থলে শক্যার্থের সহিত সম্বদ্ধ অন্য অর্থের গ্রহণ করা হয় তখন এই শক্যার্থসম্বদ্ধ অর্থকেই লক্ষ্যার্থ বলে এবং পদের সহিত শক্যার্থের এই সম্বন্ধকেই লক্ষণা বলে।

অনেকের মতে, অন্বয়ানুপপত্তি লক্ষ্য করিয়াই শক্যার্থ পরিত্যাগ করা হয় ও লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এই মত রক্ষা করা যায় না যেহেতু "কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্" এই বাক্যের দ্বারা যেমন কাক হইতে দধি রক্ষা করিতে হইবে বুঝা যায় তেমনই কুক্কুরাদি হইতেও দধি রক্ষা করিতে হইবে বুঝা যায়। এই স্থলে "কাক" পদের দ্বারা "দধির উপ-ঘাতক যে কোনও প্রাণী" এইরূপ লক্ষ্যার্থ বুঝা যায়। যদি অন্বয়ানুপপত্তির জন্য লক্ষণা

অর্থও পাওয়া যাইতে পারে। যদি সামান্যতঃ বিষয়ই বুঝান হইয়া থাকে তাহা হইলে বাচ্য অর্থও পদের বিষয় হয় বলিয়া বাচ্য অর্থই "গোচর" শব্দের অর্থ হইলে যে দোষ হয় সেই দোষ হইবে। বাচ্য অর্থই যদি "গোচর" শব্দের দ্বারা বুঝান হইয়া থাকে তাহা হইলে সিদ্ধসাধনতা দোষ হইবে কারণ অন্তঃকরণবৃত্তিবিশিষ্ট চৈতন্যকে অনুভূতি বলিলেও তাহা যে জ্ঞানের বিষয় তাহা তো স্বীকারই করা হয়। সুতরাং "গোচর" শব্দের সম্বন্ধে যে প্রথম দুইটি কল্প করা হইয়াছিল তাহার উভয়েই সিদ্ধসাধনতা দোষ হইবে। আর তৃতীয় কল্পটিতে অর্থাৎ লক্ষ্য অর্থ বলিলে ব্যভিচার দোষ হইবে কারণ যখন মুখ্যার্থে গঙ্গাদিপদ ব্যবহার করা হইবে তখন সেই গঙ্গাদিপদে পদত্বরূপ হেতু থাকিবে কারণ যেহেতু মুখ্যার্থে প্রযুক্ত গঙ্গাদিপদও পদই বটে কিন্তু সেই গঙ্গাদিপদে স্বলক্ষ্যার্থবিষয়কজ্ঞানজন্যত্বরূপ সাধ্য থাকিবে না। সিদ্ধান্তীর এই আপত্তির উত্তরে পূর্বপক্ষী বলেন যে, যদি লক্ষকপদকেই পক্ষ করা যায়, লক্ষকপদত্বকে হেতু করা হয় এবং লক্ষকগঙ্গাদিপদকে দৃষ্টান্ত করা হয় ও লক্ষ্যার্থবিষয়কজ্ঞানজন্যত্বই সাধ্য এরূপ বলা হয় তাহা হইলে আর ব্যভিচার দোষ দেওয়া চলিবে না। পূর্বপক্ষীর মতে অনুভূতির বেদ্যত্বসাধক অনুমানটি নিম্নরূপ হইবে—লক্ষকানুভূতিপদং লক্ষ্যবিষয়কজ্ঞানজন্যং লক্ষকপদত্বাৎ লক্ষকগঙ্গাদিপদবৎ।

পূর্বপক্ষী সিদ্ধান্তীর অনুমানে আরও দোষ দেখাইবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে, অনুভূতির স্বপ্রকাশত্বানুমানে যে "অনুভূতি" রূপ পদটিকে

স্বীকারই যুক্তিযুক্ত হয় তাহা হইলে এই স্থলে কাকপদের লক্ষণা করা উচিত নয়। "কাক হইতে দধি রক্ষা করিতে হইবে" এইরূপে অন্বয়ের উপপত্তি তো হইতেছেই, তথাপি তাৎপর্যের অনুপপত্তি লক্ষ্য করিয়াই লক্ষণা স্বীকার করা হয়। বক্তার অভিপ্রায় নয় যে, কেবলমাত্র কাক হইতে দধি রক্ষা করিতে হইবে কিন্তু শৃগাল কুক্কুরাদি হইতে রক্ষা করিতে হইবে না। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" ইত্যাদি স্থলে অন্বয়ের অনুপপত্তিকেই লক্ষণার বীজরূপে নির্দেশ করা চলিলেও "কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্" ইত্যাদি স্থলে তাহা চলে না।

বস্তুতঃ, যাঁহারা অন্বয়ের অনুপপত্তিকেই লক্ষণার বীজ বলিয়া থাকেন তাঁহারা অন্বয় বলিতে "তাৎপর্যবিষয়ীভূত অন্বয়" এইরূপ অর্থই বুঝিয়া থাকেন। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে অন্বয়ানুপপত্তি ও তাৎপর্যানুপপত্তি একই হইয়া পড়ে। শক্তি ও লক্ষণা সম্পর্কে আরও বহু আলোচ্য থাকিলেও সে সকল কথা এই স্থলে উল্লেখ করা সঙ্গত হইবে না মনে করিয়া বিরত হইতেছি।

পক্ষ হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে সেই পদের অভিধেয় অনুভূতিকে স্বপ্রকাশ বলা হইতেছে অথবা সেই পদের লক্ষ্য অনুভূতিকে স্বপ্রকাশ বলা হইতেছে? প্রথম পক্ষটি স্বীকার করা চলে না কারণ অন্তঃকরণবৃত্তি-বিশিষ্ট চৈতন্যকে বেদান্তিগণ স্বপ্রকাশ বলেন না বলিয়া তাহাতে অপ-সিদ্ধান্ত হইবে আর তাহাই অনুভূতিপদের বাচ্য অর্থ। আর দ্বিতীয় অর্থটিও নয়, কারণ প্রতিবাদীর নিকট আশ্রয়াসিদ্ধিদোষ হইবে যেহেতু সকল ধর্মের অতীত অদ্বিতীয় অনুভূতিপদলক্ষ্য অনুভূতি তাঁহারা স্বীকার করেন না।

আরও, পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, স্বপ্রকাশত্বের যদি কোন প্রমাণ থাকে তাহা হইলে সিদ্ধান্তীর অভীষ্ট স্বপ্রকাশ বস্তু আর স্বপ্রকাশ থাকিবে না যেহেতু তাহা বেদ্য হইয়া পড়িবে এবং স্বপ্রকাশত্বের যদি প্রমাণ না থাকে তাহা হইলে প্রমাণের অভাবেই তাহার সিদ্ধি হইবে না। এই উভয়সঙ্কট বেদান্তি-গণের হইবেই। সুতরাং স্বপ্রকাশ বস্তুতে কোন প্রমাণ নাই বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য।

স্বপ্রকাশত্বের সিদ্ধান্তানুমান

এইভাবে পূর্বপক্ষী স্বপ্রকাশত্বের অনুমান খণ্ডন করিলে সিদ্ধান্তী স্বপ্রকাশত্বের নির্দোষ অনুমান প্রদর্শন করিতেছেন। তাহা নিম্নরূপ—অনুভূতিঃ স্বয়ংপ্রকাশা, অনুভূতিত্বাৎ, যন্নৈবং তন্নৈবং যথা ঘট ইতি। (চিৎসুখী, ১১ পৃঃ)। ইহার অর্থ—অনুভূতি স্বয়ংপ্রকাশ যেহেতু তাহা অনুভূতি। যাহা স্বয়ংপ্রকাশও নয় তাহা অনুভূতিও নয়, যেমন ঘট। পূর্বপক্ষীর মতে এই স্থলে সাধ্যাপ্রসিদ্ধি হইয়াছে কারণ কোনও স্বয়ংপ্রকাশ বস্তুর প্রসিদ্ধিই নাই। এই অপ্রসিদ্ধ বস্তুকে সাধ্য করা হইয়াছে বলিয়া অনুমানটি সাধ্যাপ্রসিদ্ধির দোষে দুষ্ট। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, এই অনুমানে সাধ্যাপ্রসিদ্ধির দোষ দেওয়া চলে না।* কারণ এই অনুমানের সাধ্য

* স্বপ্রকাশত্বসাধক অনুমানে যে কোন হেত্বাভাসই নাই দেখান হইয়াছে তাহাকেই বিচারশাস্ত্রে কণ্টকোদ্ধার বলা হইয়াছে। এই কণ্টকোদ্ধার দ্বিবিধ হইয়া থাকে—সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত। সাধারণভাবে "এই অনুমানে কোনও হেত্বাভাস নাই" এইরূপ বলার নাম সংক্ষিপ্ত

স্বয়ংপ্রকাশত্ব সামান্যতো দৃষ্ট অনুমানের* সাহায্যে সিদ্ধই আছে। সাধ্যের সামান্যতঃ সিদ্ধ হওয়ার অনুমানটি এইরূপ—বেদ্যত্বং কিঞ্চিন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগি, ধর্মত্বাৎ শৌক্ল্যবৎ (চিৎসুখী, ১২ পৃঃ)। ইহার অর্থ—বেদ্যত্ব কোন কিছুতে অবস্থিত অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইবে কারণ তাহা ধর্ম যেমন শুক্লতাধর্ম। শুক্লতাধর্মে ধর্মত্বরূপ হেতু আছে এবং তাহা অঙ্গারাদিতে অবস্থিত শুক্লতাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী। সুতরাং ব্যাপ্তি সিদ্ধ হইল। প্রতিজ্ঞাবাক্যে বলা হইয়াছে যে, বেদ্যত্ব কিঞ্চিন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী। বেদ্যত্ব কেবলমাত্র বেদ্যত্বাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইতে পারে।[১] এই অভাব আবার কিঞ্চিন্নিষ্ঠ হইবে বলায় বেদ্যত্বাত্যন্তাভাবের অধিকরণ কিছু স্বীকার

কণ্টকোদ্ধার। আর তত্তৎ হেত্বাভাসের উল্লেখপূর্বক সেই হেত্বাভাস যে প্রকৃত হেতুতে নাই ইহা প্রদর্শন করার নাম বিস্তৃত কণ্টকোদ্ধার। বিচারের পূর্বাঙ্গ সময়বন্ধে যদি "কণ্টকোদ্ধার করিতে হইবে" এই ব্যবস্থা করা হয় তবেই কণ্টকোদ্ধার করিতে হয়। এই সমস্ত কথা বাদিবিনোদ গ্রন্থে শঙ্করমিশ্র বলিয়াছেন। অতিপ্রাচীন ব্যোমশিবাচার্য প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকা ব্যোমবতী বৃত্তিতে ঈশ্বরানুমানে এই কণ্টকোদ্ধার প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাচীন মতে ইহাই কণ্টকোদ্ধারের রীতি ছিল। তত্ত্বচিন্তামণির অবয়বগ্রন্থে এই কণ্টকোদ্ধারের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের টীকাতে মথুরানাথ যেরূপ কণ্টকোদ্ধারের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট সমীচীন বোধ না হওয়ায় বাদিবিনোদ গ্রন্থে শঙ্করমিশ্র যেরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাই এস্থলে উল্লিখিত হইল। (বাদিবিনোদ. ৩ পৃঃ)।

নবীন বিচার রীতিতে প্রাচীন বিচার রীতির বহু অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। যেমন—হেত্বাভাস উদ্ভাবন করিয়াই নবীন বিচারবাদিগণ নিরস্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু প্রাচীন রীতি অনুসারে উদ্ভাবিত হেত্বাভাসগুলি হেতুতে থাকিলে তাহাতে হেতুর অসাধকত্বানুমান করা হইত। যেমন—হেতু সাধ্যের সাধক হইতে পারে না যেহেতু তাহা এতাদৃশ হেত্বাভাস দোষদুষ্ট হইয়াছে। হেত্বাভাসের অসাধকত্বানুমানে আর পঞ্চাবয়ব বাক্যের প্রয়োজন হইত না। কারণ হেত্বাভাস থাকিলে হেতু যে সাধ্যের অসাধক হইয়া থাকে তাহা বাদিপ্রতিবাদী উভয়মতসিদ্ধ। তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থে বাধ হেত্বাভাস নিরূপণের পরে এই হেত্বাভাসের অসাধকত্ব প্রকরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্তমান বিচার রীতিতে ইহা সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়া গিয়াছে। চিৎসুখাচার্য প্রাচীন রীতির অনুসারী বলিয়া বিস্তৃতভাবে কণ্টকোদ্ধার প্রদর্শন করিয়াছেন।

* যে অনুমানে অনির্দিষ্ট ধর্মীতে সাধ্য সাধন করা হয় তাহাকে সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান বলা হইয়াছে। গৌতমসম্মত সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান হইতে ইহা পৃথক্। এ জাতীয় অনুমান নৈয়ায়িকেরাও প্রয়োগ করিয়াছেন। উদয়নাচার্য লক্ষণাবলীতে (৭ পৃঃ) বলিয়াছেন—জ্ঞানং ক্বচিদাশ্রিতং গুণত্বাৎ রূপবৎ।

করিতে হইবে অর্থাৎ অবেদ্য কিছু স্বীকার করিতে হইবে কারণ বেদ্যত্বাত্যন্তাভাবের অনধিকরণই অবেদ্য।

এইরূপে অবেদ্যত্ব সিদ্ধ করিলে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, অবেদ্যত্বের না হয় সিদ্ধি হইল কিন্তু তাহাতে স্বপ্রকাশত্বরূপ সাধ্যসিদ্ধির কি হইল? স্বপ্রকাশত্বের অর্থ—"অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্ব"। সুতরাং কেবলমাত্র অবেদ্যত্ব সিদ্ধ হইলেই স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইল না। আরও, যদি সিদ্ধান্তী সামান্যতো দৃষ্ট অনুমানের সাহায্যে অবেদ্যত্ব সিদ্ধ হইয়াছে বলেন তাহা হইলে ঐ কেবল-ব্যতিরেকী অনুমানটির আর কি প্রয়োজন? এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, অনুভূতি যে অপরোক্ষব্যবহারযোগ্য এ বিষয়ে বাদিপ্রতিবাদী উভয়েই একমত। সুতরাং এখন কেবলব্যতিরেকী অনুমান সেই অপরোক্ষব্যবহারযোগ্য অনুভূতিকে পক্ষ করিয়া সামান্যতঃ সিদ্ধ অবেদ্যত্ব সাধন করায় ইহা দাঁড়াইল যে, অপরোক্ষব্যবহারযোগ্য অনুভূতি অবেদ্য অর্থাৎ অনুভূতি অপরোক্ষ-ব্যবহারযোগ্য হইয়া অবেদ্য অথবা অবেদ্য হইয়া অপরোক্ষব্যবহার-যোগ্য। আর ইহাই তো স্বপ্রকাশত্ব। সুতরাং এই সামান্যতো দৃষ্ট ও কেবলব্যতিরেকী অনুমান দুইটির সাহায্যে অনুভূতির স্বপ্রকাশত্বই সিদ্ধ হইল। আরও, সামান্যতো দৃষ্ট অনুমানের সাহায্যে যে অবেদ্যত্ব সিদ্ধ হইয়াছে তাহা কোনও বিশেষ ধর্মী বা পক্ষে সিদ্ধ হয় নাই। কেবলব্যতিরেকী অনুমানের দ্বারা সেই অবেদ্যত্বকে অনুভূতিরূপ ধর্মীতে সিদ্ধ করা হইল। সুতরাং কেবলব্যতিরেকী অনুমানও আবশ্যক। কেবলব্যতিরেকী অনুমানমাত্র সাধ্যাপ্রসিদ্ধির দোষে দুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কারণ এই অনুমানের কোন সপক্ষ নাই। এই দোষ দূর করিয়া কেবলব্যতিরেকী অনুমানের প্রামাণ্য ব্যবস্থাপনের জন্য সামান্যতো দৃষ্ট অনুমানের সাহায্যে সাধ্যসিদ্ধি করার পদ্ধতি আচার্য উদয়নই প্রদর্শন করেন। ইহাই কেবলব্যতিরেকী অনুমানের প্রামাণ্য সমর্থনের উদয়নীয় রীতি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

লীলাবতীকার শ্রীবল্লভ অপর এক রীতিতে কেবলব্যতিরেকী অনু-মানের বিরুদ্ধে যে সাধ্যাপ্রসিদ্ধির দোষ দেওয়া হয় তাহার খণ্ডন করিয়া-ছেন। যাহার বিপরীত স্বীকার করিলে অসমীহিত বা অনিষ্টের প্রসক্তি হয় তাহা অবশ্যই কোন এক স্থলে প্রমাণযোগ্য এইরূপ সামান্যব্যাপ্তি আছে।*

* দুইটি পদার্থের মধ্যে একটি যদি অপরটির বিপরীত হয় অর্থাৎ তাহারা পরস্পর-

এই স্থলেও অনুভূতি অনুভাব্য অথবা অননুভাব্য এইরূপ দুই-পক্ষের অর্থাৎ বাদিপ্রতিবাদীর বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক বাক্য হইতে সংশয় আসিলে অনুভাব্যত্ব পক্ষকে যদি গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে দেখা যায় যে, সেই পক্ষে অনিষ্টপ্রসক্তি হইতেছে। কারণ অনুভূতি যদি অনুভাব্য হয় তাহা হইলে সেই অনুভাব্য অনুভূতিও আবার অনুভাব্য হইবে। প্রথম অনুভূতির অনুভাব্যত্ব উপপাদনের জন্য দ্বিতীয় অনুভূতি-আবশ্যক, তাহার আবার অনুভাব্যত্ব উপপাদনের জন্য তৃতীয় অনুভূতির প্রয়োজন। এইরূপে অনুভূতির অনুভাব্যত্ব স্বীকার করিলে অনন্ত অনুভূতিপরম্পরা স্বীকার করিতে হইবে। এই অনবস্থা দোষ আসার জন্যই অনুভূতির অনুভাব্যত্বপক্ষকে স্বীকার করা যায় না, কিন্তু ইহার বিপরীত অর্থাৎ অননুভাব্যত্ব বা অবেদ্যত্ব অবশ্যই কোন এক স্থলে প্রমাণযোগ্য হইবে। সেই প্রমাণটি কিরূপ এই বিশেষের প্রশ্ন হইলে কেবলব্যতিরেকী অনুমানের উপন্যাস করা হয়। তাহার সাহায্যেই অনুভূতির স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হয় এবং তখন আর সাধ্যাপ্রসিদ্ধির দোষ দেওয়া চলে না।*

এইরূপ কেবলব্যতিরেকী অনুমানের সাহায্যে সাধ্যের প্রসিদ্ধি দেখান নৈয়ায়িকগণেরও অসম্মত নয়। তাঁহারাও সামান্যতো দৃষ্ট অনুমানের সাহায্যেই ইচ্ছাদির অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত দ্রব্যে আশ্রিতত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। ইচ্ছাদির গুণত্ব সিদ্ধ হওয়ার পর ইহার ক্বচিদাশ্রিতত্ব সিদ্ধ হইবে, যেহেতু তাহা গুণ। এখন প্রশ্ন যে, ইহার আশ্রয় কে হইতে পারে? ইহা ক্ষিত্যাদি পাঁচটিতে আশ্রিত হইতে পারে না। এইগুলিতে আশ্রিত হইলে ইচ্ছাদি বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইয়া পড়িবে।

বিরহরূপ হয় তাহা হইলে একটি প্রমাণযোগ্য হইলে অপরটি অবশ্যই অপ্রমাণ হইবে এবং একটি অপ্রমাণ হইলে অপরটি অবশ্যই প্রমাণযোগ্য হইবে। বেদ্যত্ব ও অবেদ্যত্ব পরস্পরবিরহরূপ। বেদ্যত্বের বিরহ বা অত্যন্তাভাবই হইল অবেদ্যত্ব আর অবেদ্যত্বের বিরহরূপ হইল বেদ্যত্ব। অনুভূতির বেদ্যত্ব যদি অপ্রমাণ হয় তবে তাহার অবেদ্যত্ব অবশ্যই প্রমাণযোগ্য হইবে।

* যদ্বিপর্যয়ে অসমীহিতপ্রসক্তিস্তৎ ক্বচিৎ মানযোগ্যমিতি সামান্যব্যাপ্তিঃ। ইহ চানুভূতিরনুভাব্যা ভবতি ন বেতি বাদিবিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ে সতি অনুভাব্যত্বে সতি অসমীহিত-প্রসক্তেস্তদ্বিপর্যয়স্য সামান্যতো মানযোগ্যত্বাধিগমাৎ বিশেষপ্রমাণাপেক্ষায়াং ব্যতিরেকিণ উপন্যাসাৎ নাপ্রসিদ্ধবিশেষণতা। (চিৎসুখী, ১২ পৃঃ)।

তারপর কাল, দিক্, মন এই তিনটিতে কোন বিশেষগুণই নাই। ইচ্ছাদি বিশেষগুণ হওয়ায় তাহা এই তিনটির কোনটিতেই আশ্রিত হইতে পারে না। এখন নিম্নরূপ অনুমান করা হয়—ইচ্ছাদয়ঃ 'অষ্টদ্রব্যব্যতিরিক্তদ্রব্যাশ্রয়াঃ, ক্ষিত্যাদিষু অষ্টসু অনুপপদ্যমানত্বে সতি গুণত্বাৎ। যন্নৈবং তন্নৈবং যথা গন্ধাদীতি। (নয়নপ্রসাদিনী, ১৩ পৃঃ)। এইভাবে ইচ্ছাদির অষ্টদ্রব্যব্যতিরিক্ত দ্রব্যে আশ্রিতত্ব প্রতিপাদিত হইল। এইরূপ কেবলব্যতিরেকী অনুমানের আশ্রয় যখন নৈয়ায়িকগণও লইয়াছেন তখন পূর্ববর্তী দোষগুলি আর তাঁহারা বেদান্তিগণের বিরুদ্ধে প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। কারণ তাঁহাদের এই অনুমানেও প্রশ্ন যে, অষ্টদ্রব্যব্যতিরিক্ত দ্রব্য প্রসিদ্ধ কি না? যদি প্রসিদ্ধ না হয় তাহা হইলে অপ্রসিদ্ধবিশেষণতার দোষ হইবে, আর যদি প্রসিদ্ধ হয় তাহা হইলে সেখানে হেতু বিদ্যমান থাকিলে অনুমানটি অন্বয়ব্যতিরেকীই হইতে পারিবে, কেবলব্যতিরেকী থাকিবে না। আর যদি সেই সাধ্যের প্রসিদ্ধিস্থলে হেতু অবিদ্যমান হয় তাহা হইলে হেতুটি সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় হইতেই ব্যাবৃত্ত হওয়ায় অসাধারণ অনৈকান্তিকরূপ হেত্বাভাস দোষদুষ্ট হইবে।

এইরূপে কেবলব্যতিরেকী অনুমানের সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ খণ্ডন করিলে পূর্বপক্ষী শঙ্কা করিতেছেন যে, তাহা হইলে তো কোন সময়েই অপ্রসিদ্ধবিশেষণতার দোষ হইবে না। তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, যেখানে সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান অসম্ভব হইবে সেই স্থলে অপ্রসিদ্ধবিশেষণতার দোষ হইতে পারিবে, অন্যত্র নহে। যেমন, "ভূমি শশবিষাণোল্লিখিত" এইরূপ অনুমান করিলে তাহা সাধ্যাপ্রসিদ্ধির দোষে দুষ্ট হইবেই যেহেতু সেই স্থলে সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান অসম্ভব। শশবিষাণোল্লিখিত কোন বস্তুই হইতে পারে না বলিয়া তাহা সামান্যতঃই অসিদ্ধ।

উদয়ন ও লীলাবতীকারের প্রদর্শিত উপায়ে কেবলব্যতিরেকী অনুমানে সাধ্যাপ্রসিদ্ধির দোষ খণ্ডন করিলেও যাঁহারা বক্ররীতি পছন্দ করেন তাঁহাদের জন্য অবেদ্যত্বসিদ্ধির নিম্নরূপ মহাবিদ্যা অনুমান* প্রয়োগ করা

* এই মহাবিদ্যা অনুমান বৈশেষিক পণ্ডিত কুলার্ক শব্দের অনিত্যত্ব স্থাপনের জন্য উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। শব্দের অনিত্যত্ব স্থাপনের জন্য যত অনুমানই বৈশেষিকগণ প্রদর্শন করিতেন মীমাংসকগণ সেই সমস্ত অনুমানেই দোষ উদ্ভাবন করিতেন। এইজন্য কুলার্ক পণ্ডিত

হইয়া থাকে—অয়ং ঘটঃ এতদ্‌ঘটান্যত্বে সতি বেদ্যত্বানধিকরণান্যঃ পদার্থত্বাৎ পটবৎ। (চিৎসুখী, ১৩পৃঃ)। ইহার অর্থ—এই ঘট এই ঘটের অন্য হইয়া বেদ্যত্বের অনধিকরণভিন্ন কারণ ইহা পদার্থ যেমন পট। এখানে 'এই ঘট' পক্ষ, 'এই ঘটের অন্য হইয়া বেদ্যত্বের অনধিকরণভিন্নত্ব' সাধ্য, 'পদার্থত্ব' হেতু এবং 'পট' উদাহরণ। 'এই ঘটের অন্য হইয়া' এই অংশ বাদ দিয়া যদি সাধ্যে কেবল 'বেদ্যত্বানধিকরণান্যঃ' এই অংশই দেওয়া হইত তাহা হইলে সর্ববেদ্যত্ববাদী নৈয়ায়িকের মতে অপ্রসিদ্ধবিশেষণতার দোষ হইত যেহেতু বেদ্যত্বের অনধিকরণ বা অবেদ্য বলিয়া তাঁহারা কিছু স্বীকার করেন না। ঘটমাত্রকে পক্ষ করিয়া 'এই ঘটের অন্য হইয়া যাহা বেদ্যত্বের অনধিকরণভিন্ন' এইরূপ সাধ্য করিলে অন্য ঘটে এতদ্‌ঘটান্যত্ব থাকায় ও বেদ্যত্ব থাকায় অন্য ঘটে এতদ্‌ঘটান্যত্বে সতি বেদ্যত্ব আছে অর্থাৎ অন্য ঘট এতদ্‌ঘটান্যত্বে সতি বেদ্যত্বাধিকরণ হইবে। অন্য ঘট এতদ্‌ঘটান্যত্বে সতি বেদ্যত্বাধিকরণ হইলে তাহা নিশ্চয়ই এতদ্‌ঘটান্যত্বে সতি বেদ্যত্বানধিকরণান্য হইবে। অন্য ঘটেরও এই ঘটের অন্য হইয়া বেদ্যত্বানধিকরণান্যত্ব থাকায় তাহাতেও অতিব্যাপ্তি হয় বলিয়া তাহার নিবারণের জন্য পক্ষে "এই" ঘট বলা হইয়াছে। সাধ্যে কেবল 'এই ঘটের অন্যত্বের অনধিকরণভিন্ন' এইটুকুই বলিলে চলিবে না কারণ এই ঘট কখনও এই ঘটের অন্য হইতে পারে না। অন্যত্বের অনধিকরণভিন্ন ও অন্য একই কথা। অতএব সাধ্যে 'বেদ্যত্ব' পদের প্রয়োজন আছে। দৃষ্টান্ত পটে সাধ্য বিদ্যমান আছে কারণ পট

অগতিক হইয়া শব্দের অনিত্যত্ব ব্যবস্থাপনের জন্য মহাবিদ্যারূপ অভিনব রীতি অবলম্বন করেন। বৈশেষিকমতে প্রমাজ্ঞানকে বিদ্যা বলা হয়। এজন্য অনুমিতিও বিদ্যাই বটে। কিন্তু মহাবিদ্যা অনুমানে বিদ্যার মহত্ত্ব এই যে, সমস্ত অনুমানে হেত্বাভাসাদি উদ্ভাবনের যোগ্যতা থাকিলেও মহাবিদ্যা অনুমানে কোন হেত্বাভাস উদ্ভাবনের যোগ্যতা নাই। সমস্ত হেত্বাভাস দ্বারা অনাঘ্রাত বলিয়া এই বিদ্যাকে মহতী বিদ্যা বলা হইয়াছে। ভট্ট বাদীন্দ্র এই মহাবিদ্যা অনুমানের খণ্ডন করেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম—"মহাবিদ্যাবিড়ম্বনম্"। এই গ্রন্থ বরোদা হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। ভট্ট বাদীন্দ্রের গ্রন্থের পর আর মহাবিদ্যা সম্বন্ধে কোন গ্রন্থকারই বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করেন নাই। চিৎসুখাচার্য ভট্ট বাদীন্দ্রের পরবর্তী হইলেও কেবল শক্তি পরীক্ষার জন্য স্থলে স্থলে মহাবিদ্যা রীতি গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ অদ্বৈতসিদ্ধিতে কোন কোন স্থলে মহাবিদ্যা রীতি গৃহীত হইয়াছে। বস্তুতঃ মহাবিদ্যা অনুমিতি প্রমিতি নহে।

বেদ্যত্বের অধিকরণ অর্থাৎ বেদ্যত্বের অনধিকরণের অন্য। আবার পট এই ঘট হইতেও অন্য। সুতরাং পট এতদ্‌ঘটান্য হইয়া বেদ্যত্বের অনধিকরণের অন্য।

এখন প্রশ্ন হইল এই যে, পক্ষে কিরূপে সাধ্য সিদ্ধ করা যায়। এই ঘটে বেদ্যত্ব আছে কিন্তু ইহা এতদ্‌ঘট হইতে অন্য নয়। সুতরাং ইহাতে এতদ্‌ঘটান্যত্বে সতি বেদ্যত্ব নাই অর্থাৎ এই ঘট এতদ্‌ঘটান্যত্বে সতি বেদ্যত্বানধিকরণ কাজেই তদন্য অর্থাৎ এতদ্‌ঘটান্যত্বে সতি বেদ্যত্বানধিকরণান্য হইতে পারিল না। কিন্তু সদ্ধেতুক এই অনুমানের সাধ্যকে পক্ষে সিদ্ধ করিতেই হইবে বলিয়া এতদ্‌ঘটান্যত্বে সতি বেদ্যত্বানধিকরণ একটি বস্তু স্বীকার করিতে হইবে যাহা হইতে ভিন্ন হওয়ার জন্য এই ঘট এতদ্‌ঘটান্যত্বে সতি বেদ্যত্বানধিকরণান্য হইতে পারিবে। এখন সেই বস্তুটি যেহেতু ঘটভিন্ন সুতরাং তাহাও যদি আবার বেদ্য হয় তাহা হইলে তাহাতে এতদ্‌ঘটান্যত্বে সতি বেদ্যত্ব থাকিবে অর্থাৎ তাহা এতদ্‌ঘটান্যত্বে সতি বেদ্যত্বাধিকরণ হইল। আর তাহা হইলে এই ঘট সেই বস্তু হইতে অন্য হওয়ায় এই ঘটে এতদ্‌ঘটান্যত্বে সতি বেদ্যত্বাধিকরণান্যত্ব থাকিবে অর্থাৎ অনধিকরণান্যত্ব থাকিবে না। সুতরাং সাধ্যসিদ্ধি করার জন্য ঐ বস্তুটিকে বাধ্য হইয়াই অবেদ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সেই বস্তুকে যদি অবেদ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে সেই বস্তুটি হইতে যেহেতু এই ঘট ভিন্ন সুতরাং তাহাতে এতদ্‌ঘটান্যত্ব আছে, আবার তাহা যেহেতু অবেদ্য সুতরাং তাহা বেদ্যত্বের অনধিকরণ। অর্থাৎ সেই বস্তুটি এতদ্‌ঘটান্যত্বে সতি বেদ্যত্বানধিকরণ হইল। এখন সেই বস্তু হইতে এই ঘট অন্য বলিয়া এই ঘটে 'এতদ্‌ঘটান্যত্বে সতি বেদ্যত্বানধিকরণান্যত্ব' থাকিবে অর্থাৎ অভীষ্ট সাধ্যের সিদ্ধি হইবে।

এইরূপে মহাবিদ্যা প্রয়োগের দ্বারা অবেদ্যত্ব সিদ্ধ করিতে পারিলে কেবলব্যতিরেকীর সাহায্যে অপরোক্ষব্যবহারযোগ্য অনুভূতিতে তাহার সাধন করিতে পারিলেই আর সাধ্যাপ্রসিদ্ধির ভয় থাকিবে না এবং অনুভূতির স্বয়ংপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইবে।

অনুভূতির স্বয়ংপ্রকাশত্বের অনুমানে অর্থাৎ অনুভূতিঃ স্বয়ংপ্রকাশা অনুভূতিত্বাৎ এই অনুমানে অপ্রসিদ্ধবিশেষ্যতার দোষও নাই কারণ এই

অনুমানের প্রতিজ্ঞাবাক্যের বিশেষ্য হইতেছে অনুভূতি এবং তাহা তো উভয় মতেই প্রসিদ্ধই আছে। সুতরাং হেতু আশ্রয়াসিদ্ধি দোষদুষ্ট এরূপ বলা চলে না। পক্ষ যদি অসিদ্ধ হয় তাহা হইলে সেই অসিদ্ধ পক্ষে হেতু বিদ্যমান থাকিলে হেতুর দোষই হইবে। আর যদি পক্ষ অসিদ্ধ না হইয়া সিদ্ধ থাকে তাহা হইলে তাহাতে হেতু বিদ্যমান থাকায় হেতুর আশ্রয়াসিদ্ধি দোষ হইতে পারে না।

পূর্বপক্ষী ঐ অনুমানে স্বরূপাসিদ্ধির দোষ দেখাইতেছেন। অনুভূতিত্ব যদি জাতি হইত তাহা হইলে সেই অনুভূতিত্বকে হেতু করিয়া অনুভূতির স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ করা যাইত। কিন্তু অনুভূতি জাতি হইতে পারে না যেহেতু তাহা (অনুভূতি) এক এবং তাহার নানাত্ব বেদান্তিগণ স্বীকার করিবেন না। একব্যক্তি অর্থাৎ ব্যক্ত্যভেদ জাতির বাধক।* অনেকের মধ্যে সমবেত অনুগত এক নিত্য ধর্মই জাতি। আকাশাদি এক বস্তু কখনও জাতি হইতে পারে না।

ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, চন্দ্র একটি হইলেও জলাদিতে প্রতিবিম্বিত কল্পিত চন্দ্রসমূহকে লইয়া যেমন চন্দ্রত্ব জাতি হইতে পারে তেমনই অনুভূতি বস্তুতঃ এক হইলেও ঘটপটাদ্যবচ্ছিন্ন কল্পিত অনুভূতির বহুত্বকে অবলম্বন করিয়া অনুভূতিত্ব জাতি স্বীকার করায় কোন দোষ নাই। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, অনুভূতিত্ব জাতি যদিও স্বীকার করা যায় তথাপি সেই কল্পিত অনুভূতিত্ব তো কখনও অকল্পিত স্বয়ংপ্রকাশত্ব সাধন করিতে পারে না যেমন কল্পিত রজতাদির দ্বারা অলঙ্কারাদি নির্মাণ করা চলে না। তাহার উত্তরে বলা হয় যে, কল্পিতেরও সাধকত্ব আছে যেমন জলে প্রতিবিম্বিত কল্পিত চন্দ্র হইতে আকাশে উদিত অকল্পিত চন্দ্রের অনুমান করা যায়। আর এই অনুভূতিত্ব জাতি প্রতিবাদীর মতেও অসিদ্ধ নয় কারণ তাঁহারাও এই অনুভূতিত্ব জাতি স্বীকার করিয়া থাকেন।

পুনরায় পূর্বপক্ষী শঙ্কা করিতেছেন যে, যে-অনুভূতির সাহায্যে

---

* জাতিবাধকের সংগ্রহকারিকায় বলা হইয়াছে—

ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং সঙ্করোঽথানবস্থিতিঃ।
রূপহানিরসম্বন্ধো জাতিবাধকসংগ্রহঃ॥

(কিরণাবলী, ৩২ পৃঃ, কাশী সং)

সাধ্যসিদ্ধি করা হইয়াছে সেই অনুভূতি কল্পিত অথবা অকল্পিত? যাহা কল্পিত তাহা অকল্পিত নয়; আবার যাহা অকল্পিত তাহা কল্পিত নয়। সুতরাং অন্যতরের অর্থাৎ যে কোন একটির অসিদ্ধি তো হইবেই। তদুত্তরে বলা হয় যে, অনুভূতিত্বের কল্পিতাকল্পিতত্বরূপ বিশেষ অবিবক্ষিত এবং অনুভূতিত্বমাত্র উভয়বাদিসিদ্ধ হওয়ায় তাহারই হেতুত্ব কল্পনা করা হয়। আর এইরূপ বিকল্পনাশূন্য অনুভূতিত্বমাত্রের হেতুত্ব না বলিয়া যদি তদ্‌গত বিশেষকেও হেতু বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ এই অনুমানেও ধূম-হেতুতেও বিকল্প করা হইবে যে, এই ধূম পর্বতীয় অথবা মহানসীয়? যদি পর্বতীয় হয় তাহা হইলে দৃষ্টান্তে পর্বতীয় ধূম না থাকায় দৃষ্টান্ত সাধনবিকল হইবে। আর যদি মহানসীয় ধূম বলা হয় তাহা হইলে পর্বতে মহানসীয় ধূম না থাকায় স্বরূপাসিদ্ধি হেত্বাভাস হইবে।

এই অনুমানে অর্থাৎ অনুভূতির স্বয়ংপ্রকাশত্বানুমানে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি হেত্বাভাস হইয়াছে এরূপও বলা চলে না কারণ ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি হইতে হইলে হেতু সোপাধিক হওয়া প্রয়োজন। সোপাধিক হেতু ব্যাপ্তিরহিত হইয়া থাকে। যে স্থলে ব্যভিচারাদি দোষ থাকিবে সেই স্থলে উপাধি অবশ্যই থাকিবে কারণ উপাধি ব্যভিচারের ব্যাপ্য। সোপাধিক হেতুমাত্রই ব্যভিচারী হইয়া থাকে। ব্যাপ্তির অসিদ্ধিতে ব্যভিচার; ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি ও বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং ব্যাপ্তিরাহিত্য প্রদর্শনের জন্য উপাধি উদ্‌ভাবন একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই অনুমানে হেতু সোপাধিক হইতে পারে না যেহেতু কেবলব্যতিরেকী অনুমানে উপাধি থাকা অসম্ভব। উপাধি হইতেছে সাধ্য-ব্যাপক হইয়া যাহা সাধনাব্যাপক এবং তাহা অন্বয়ব্যতিরেকী একটি ধর্ম। সাধ্যের ব্যাপকত্বই অন্বয় এবং সাধনের অব্যাপকত্বই ব্যতিরেক। কেবল-ব্যতিরেকী অনুমানে সপক্ষ বিদ্যমান না থাকায় সাধ্যের উপস্থিতিতে উপাধির উপস্থিতিরূপ উপাধির যে সাধ্যব্যাপকত্ব অর্থাৎ সাধ্যান্বয়িত্ব প্রয়োজন তাহা সম্ভবপর নয়। আর সাধ্যব্যাপকত্ব বা অন্বয়িত্ব যদি পক্ষেই সিদ্ধ হয় বলা যায় তাহা হইলে তাহা যুক্তিযুক্ত হয় না কারণ সেখানে সাধ্যের সন্দেহ বিদ্যমান রহিয়াছে। আর যদি পক্ষে সাধ্যের নিশ্চয়জ্ঞান থাকে তাহা হইলে উপাধি বা হেত্বাভাসরূপ অনুমানের শত দোষ দেখাইলেও ফল হইবে না কারণ সেখানে যে সাধ্য সিদ্ধ রহিয়াছে এবং সে বিষয়ে অনুমাতার নিশ্চয়জ্ঞান আছে।

উপাধি দেখানর অর্থ, হেতু ব্যভিচারদোষদুষ্ট অর্থাৎ পক্ষে হেতু থাকিলেও সাধ্যের অভাব আছে। কিন্তু উপাধি প্রদর্শনের জন্য যদি পূর্বেই পক্ষে সাধ্যের নিশ্চয়জ্ঞান প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সেই পক্ষে সাধ্যনিশ্চয়জ্ঞানের অধীন উপাধিজ্ঞান আর পক্ষে সাধ্যাভাব সাধন করিতে পারিবে না।

আবার যদি পক্ষেই উপাধি আছে বলা হয় তাহা হইলে উপাধি সাধনাব্যাপক না হইয়া সাধনব্যাপক অবশ্যই হইয়া পড়িবে কারণ উপাধির লক্ষণে যে "সাধনাব্যাপক" শব্দ রহিয়াছে তাহার অর্থ হইতেছে, উপাধি সকল সাধনাশ্রয়ে বিদ্যমান নাও থাকিতে পারে। অর্থাৎ এরূপ স্থলও পাওয়া যাইবে যেখানে সাধন আছে কিন্তু উপাধি নাই। কেবলব্যতিরেকীতে একমাত্র পক্ষে সাধ্য বিদ্যমান আছে। সেখানেও সাধ্যের নিশ্চয় নাই। যাহা হউক, সাধ্য বিদ্যমান থাকার সেই একটি স্থলেই যদি উপাধি বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে সেই স্থলে হেতুও বিদ্যমান আছে বলিয়া হেতুসত্তায় উপাধিরও সত্তা দেখা গেল। হেতু পক্ষভিন্ন স্থানে নাই কারণ অন্য স্থলে হেতু থাকিলে সাধ্যও থাকিত এবং তাহাতে অনুমানটি অন্বয়ব্যতিরেকী হইয়া পড়িত। সুতরাং হেতুর একমাত্র আশ্রয়স্থল পক্ষে উপাধি বিদ্যমান থাকায় হেতুর যাবদাশ্রয়ে উপাধি বিদ্যমান থাকিল অর্থাৎ উপাধি হেতুর বা সাধনের ব্যাপক হইয়া পড়িল। বস্তুতঃ কিন্তু, উপাধি হেতুর অব্যাপক হওয়াই উচিত। সুতরাং কেবলব্যতিরেকী অনুমানে উপাধি থাকা অসম্ভব।*

এইভাবে উপাধি দেখাইতে অসমর্থ হইয়া পূর্বপক্ষী বলিতেছেন—

* অদ্বৈতসিদ্ধিতে দেখান হইয়াছে যে, কেবলব্যতিরেকী অনুমানেও উপাধি সম্ভবপর। চিৎসুখাচার্যোক্ত মিথ্যাত্বের অনুমানে পূর্বপক্ষী একটি সৎপ্রতিপক্ষ কেবলব্যতিরেকী অনুমান করিয়াছিলেন। আচার্য মধুসূদন ঐ অনুমানে উপাধি প্রদর্শন করিয়াছেন। (অদ্বৈতসিদ্ধি, ৩২৪ পৃঃ)। কেবলব্যতিরেকী অনুমানে সাধ্য পক্ষাতিরিক্ত স্থলে বিদ্যমান না থাকায় উপাধির সাধ্যব্যাপকতা সম্ভব হয় না কিন্তু ঐ কেবলব্যতিরেকী অনুমানের বিপরীতব্যাপ্তিতে পূর্বানুমানের যাহা ব্যাপক বা সাধ্য তাহার অভাব হইবে বিপরীতব্যাপ্তির ব্যাপ্য এবং পূর্বানুমানের যাহা ব্যাপ্য বা সাধন তাহার অভাবই হইবে বিপরীতব্যাপ্তির ব্যাপক। এই বিপরীতব্যাপ্তির ব্যাপক প্রসিদ্ধই আছে। যে ধর্ম এই ব্যাপকের ব্যাপক হইবে তাহাই যদি আবার ব্যাপ্যের অব্যাপক হয় তাহা হইলে তাহাই ঐ বিপরীতব্যাপ্তির উপাধি হইবে। তাহাতে বিপরীতব্যাপ্তিটি দুষ্ট হইবে। এইরূপে দেখান হইয়াছে যে, কেবলব্যতিরেকী অনুমানেও উপাধি সম্ভবপর। এই সকল কথা অত্যন্ত জটিল, এস্থলে তাহার অধিক বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নহে।

সাধ্যসদ্‌ভাবে উপাধিসদ্‌ভাব না বলিয়া আমরা বলিব, উপাধি থাকিলে সাধ্যাভাব থাকিবে। এখন প্রশ্ন এই যে, সাধ্যাভাবের অনুমাপক এই উপাধি নিশ্চয়ই সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য হইবে। আর যদি ব্যাপ্য না বলিয়া উপাধিকে সাধ্যাভাবের ব্যাপক বলা হয় তাহা হইলে উপাধির ব্যাপকত্ব বা অধিকদেশবৃত্তিত্বহেতু নিশ্চয়ই এমন স্থল আসিবে যেখানে ব্যাপক উপাধি থাকিবে কিন্তু ব্যাপ্য সাধ্যাভাব থাকিবে না। এখন কথা হইতেছে যে, সাধ্যাভাব যদি না থাকে তাহা হইলে সাধ্যাভাবের অভাব থাকিবে। অর্থাৎ উপাধিসত্ত্বে সাধ্যসত্তা থাকিবে।

এখন আবার প্রশ্ন যে, এই উপাধিসত্ত্বে সাধ্যসত্তার স্থলটি কি পক্ষ না পক্ষাতিরিক্ত? পক্ষ হইলে পক্ষে উপাধির সত্তায় সাধনাব্যাপকতার হানি হয় অর্থাৎ উপাধি সাধনব্যাপক হইয়া পড়ে। কারণ কেবলব্যতিরেকী অনুমানে হেতু কেবলমাত্র পক্ষেই থাকে। হেতুর যাবদাশ্রয়ে অর্থাৎ পক্ষে উপাধি বিদ্যমান থাকায় উপাধি হেতুর ব্যাপকই হইল। আর যদি পক্ষাতিরিক্ত হয় তাহা হইলে উপাধিসত্ত্বে সাধ্যসত্তা থাকায় সাধ্যের পক্ষাতিরিক্ত স্থলেও বৃত্তিতা থাকায় আর সেই অনুমানের কেবলব্যতিরেকিত্ব থাকিতে পারে না, উপরন্তু তাহা অন্বয়ব্যতিরেকী হইয়া পড়ে। আর যদি উপাধিসত্তাহেতু সাধ্যাভাবের অনুমান করার জন্য উপাধি সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য বলিয়া স্বীকার করা হয় তাহা হইলে প্রকৃত স্থলে "অনুভূতি বেদ্য যেহেতু তাহা বস্তু যেমন ঘট" এই অনুমানের বেদ্যত্বরূপ সাধ্য, স্বয়ংপ্রকাশত্বসাধক অনুমানের অবেদ্যত্বরূপ সাধ্যের বিপরীত হওয়ায় বেদ্যত্ব হইতেছে সাধ্যাভাব। সেই সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য হইতেছে বস্তুত্ব কারণ যেখানে বস্তুত্ব আছে সেখানে বেদ্যত্ব থাকে। সুতরাং এখন সাধ্যাভাবের গমক ব্যাপ্য বস্তুত্বকে যদি পূর্বপক্ষীর কথা অনুযায়ী উপাধি বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে বর্তমান অনুমানের (অনুভূতির্বেদ্যা বস্তুত্বাৎ) হেতু এবং মূল অনুমানের (অনুভূতিঃ স্বয়ংপ্রকাশা অনুভূতিত্বাৎ) উপাধি বস্তুত্ব কেবলান্বয়ী হওয়ায় কোনও স্থলে তাহার অভাব থাকিবে না। বস্তুত্ব কেবলান্বয়ী ধর্ম বলিয়া সাধনাশ্রয়ে বস্তুত্বরূপ উপাধির অভাব থাকা অসম্ভব অর্থাৎ বস্তুত্বরূপ উপাধি সাধনাব্যাপক হইতে পারিল না। উপাধি হইতে হইলে তাহাকে সাধনের অব্যাপক হইতেই হইবে। বস্তুত্বে সাধনাব্যাপকতা না থাকায় তাহা উপাধি হইতে

পারিল না। এইরূপে কেবলব্যতিরেকী অনুমানে উপাধি অসম্ভব হওয়ায় ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি হেত্বাভাস হইতে পারিল না। কারণ হেতু সোপাধিক না হইলে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি হয় না। আশ্রয়াসিদ্ধি ও স্বরূপাসিদ্ধির বারণ তো পূর্বেই হইয়াছে। সুতরাং এই হেতুকে আর অসিদ্ধ বলা চলে না।

অনুভূতির স্বয়ংপ্রকাশত্বানুমানে অনুভূতিরূপ হেতুটি বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসদোষদুষ্ট এরূপ বলা চলে না। বিরুদ্ধ হেত্বাভাসে হেতুটি বিপক্ষমাত্র-বৃত্তি হইয়া থাকে। স্বয়ংপ্রকাশত্বরূপ সাধ্যের অভাবের নিশ্চয় আছে এমন বেদ্য বস্তুই বিপক্ষ। কিন্তু তাহাতে অনুভূতিরূপ হেতু থাকিতে পারে না। যেহেতু বেদ্য অর্থাৎ অনুভাব্য বস্তুতে কখনও অনুভূতিত্ব থাকিতে পারে না। যাহা অনুভাব্য তাহা কখনও অনুভূতি হইতে পারে না। অনুভূতি ও অনুভাব্য দুই পরস্পরবিরুদ্ধ।

আবার এই অনুমানে সাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাস হইতে পারে না কারণ সাধারণ অনৈকান্তিক হেতু সপক্ষবিপক্ষোভয়বৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু এই অনুভূতিরূপ হেতুটি বিপক্ষ বেদ্য বস্তুতে বৃত্তি হইতে পারে না।*

আবার অসাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাসও বলা চলে না যেহেতু অসাধারণ অনৈকান্তিক হেতু সপক্ষবিপক্ষোভয়ব্যাবৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু এই অনুমানের সপক্ষই নাই। যদি সপক্ষ থাকিত তাহা হইলে ইহা আর কেবল-ব্যতিরেকী হইত না।

পূর্বপক্ষী এখন সন্দিগ্ধ অনৈকান্তিকতারূপ দোষ রহিয়াছে—এরূপ বলিতে চাহিতেছেন। পূর্বপক্ষীর প্রশ্ন—অনুভাব্য বস্তুতে যে অনুভূতিত্ব থাকিতে পারে না ইহার সমর্থক যুক্তি কোথায়? অনুভূতিত্বরূপ হেতু বিপক্ষবৃত্তি হউক্ অর্থাৎ অনুভাব্য বস্তুতেই থাকুক্ এইরূপ বলিলে তাহার বাধক তর্ক সিদ্ধান্তী যদি দেখাইতে পারেন তবেই এই দোষ হইতে তাঁহারা মুক্তি পাইবেন। তর্ক না দেখাইলে হেতুর বিপক্ষবৃত্তিত্বের সংশয় যায় না। এইজন্য তর্ক দেখান আবশ্যক হইয়া থাকে। যেমন, "পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই অনুমানে বিপক্ষে বাধক তর্ক হইতেছে যে, ধূম যদি বহ্নি-

* উপাধি-শঙ্কা ব্যতীতও যে স্থলে প্রমাণান্তরের দ্বারা ব্যভিচার নির্ণীত আছে সে স্থলে ব্যভিচার প্রদর্শনের জন্য উপাধির আবশ্যকতা নাই। এই কারণেই এই স্থলে উপাধির সম্ভাবনা না থাকিলেও পুনরায় ব্যভিচার শঙ্কা করা হইয়াছে।

ব্যভিচারী হইত অর্থাৎ বহ্নির অভাব নিশ্চয় আছে এমন বিপক্ষে থাকিত তাহা হইলে ধূম বহ্নিজন্য হইত না। তর্কের আকার নিম্নরূপ—ধূমো যদি বহ্নিব্যভিচারী স্যাৎ তর্হি বহ্নিজন্যো ন স্যাৎ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, অনুভূতিত্বহেতুরও বিপক্ষে বাধক তর্ক রহিয়াছে কারণ অনুভূতি যদি বেদ্য বা অনুভাব্য হইত তাহা হইলে অনবস্থা দোষ আসিত। অনুভূতি যদি অনুভাব্য হয় তাহা হইলে অন্য অনুভূতির প্রয়োজন। সেই অন্য অনুভূতিও অনুভূতি বলিয়া অনুভাব্য হইবে এবং তাহার জন্য অন্য অনুভূতির আবশ্যক হইবে। এইরূপে অনন্ত অনুভূতিপরম্পরা স্বীকার করা অনিবার্য হইয়া পড়ে।

এইরূপে বহু বিপক্ষবাধক তর্ক দেখান যাইতে পারে। প্রথম অধ্যায়ে এই সকল বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া আর তাহার পুনরুল্লেখ করা হইতেছে না।

অনুভূতির স্বপ্রকাশত্বের অনুমানে যে ব্যভিচার বিরুদ্ধাদি হেত্বাভাস হইতে পারে না তাহা দেখাইয়া কালাত্যয়াপদিষ্ট* হেত্বাভাস খণ্ডন করা হইতেছে। পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, "আমি ঘটজ্ঞানবান্" ও "ঘট জ্ঞাত হইয়াছে" এইরূপ প্রত্যক্ষের দ্বারাই অনুভূতির বেদ্যত্বের জ্ঞান হয় কারণ "আমি ঘটজ্ঞানবান্" এই জ্ঞানে বিশেষ্য হইতেছে জ্ঞান এবং বিশেষণ হইতেছে ঘট। সুতরাং ইহা ঘটবিশেষিতজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান। "ঘট জ্ঞাত হইয়াছে" এই জ্ঞানে বিশেষ্য হইতেছে ঘট এবং জ্ঞান তাহার বিশেষণ। সুতরাং ইহা জ্ঞানবিশেষিত ঘটবিষয়ক জ্ঞান। এইরূপে প্রত্যক্ষ প্রমাণের

---

* যে হেতু অনুমানের কালাত্যয়ে অপদিষ্ট অর্থাৎ প্রযুক্ত হয় তাহাকে কালাত্যয়াপদিষ্ট বা কালাতীত হেত্বাভাস বলে। পক্ষে সাধ্যের অভাবের নিশ্চয় না হওয়া পর্যন্ত পক্ষে সাধ্যের অনুমান করা যাইতে পারে এবং তজ্জন্য হেতুর প্রয়োগ করা চলে। কিন্তু যখন কোন বলবত্তর প্রমাণের দ্বারা পক্ষে সাধ্যের অভাবনিশ্চয় হইবে তখন আর সেই হেতুর দ্বারা পক্ষে সাধ্যের অনুমান করা চলিবে না। তখন পক্ষে সেই ধর্মের অর্থাৎ সাধ্যের অনুমিতির কাল অতীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই কালাতীত বা কালাত্যয়াপদিষ্ট হেত্বাভাসই পরবর্তী কালে বাধিতসাধ্যক, বাধিত বা বাধ নামে পরিচিত হয়। বলবৎ প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয় বলিয়াই ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে। ইহার প্রসিদ্ধ উদাহরণ—বহ্নিরনুষ্ণঃ কৃতকত্বাৎ ঘটবৎ।

দ্বারা জ্ঞানের বেদ্যত্ব সাধিত হওয়ায় অনুভূতির স্বপ্রকাশত্বানুমান বাধিত হইয়াছে অর্থাৎ বাধ বা কালাত্যয়াপদিষ্ট নামক হেত্বাভাস হইয়াছে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, "ঘটজ্ঞানবান্ অহম্", "জ্ঞাতো ঘটঃ" এইরূপ ঘটবিশেষিতজ্ঞানবিষয়ক বা জ্ঞানবিশেষিতঘটবিষয়ক জ্ঞানের উপপত্তির জন্য জ্ঞানের বেদ্যত্ব স্বীকার না করিলেও চলে। জ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্তি বা স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার করিলেও ইহার উপপত্তি হইবে। ঘটবিশেষিতজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানে জ্ঞান যখন জ্ঞানকে বিষয় করিতেছে তখন সেই বিষয়ীভূত জ্ঞানটি যদি বেদ্যও না হয়, কিন্তু স্বপ্রকাশ হয় তাহা হইলেও তাহা জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে অর্থাৎ তাহা সেই জ্ঞানে ভাসমান হইতে পারে।

আরও, "ঘট জানা হইয়াছে" এইরূপ অনুব্যবসায়ে জ্ঞাতত্ব ঘটের বিশেষণ হইয়াছে বলিয়া ঘট যে জানা হইয়াছে তাহা বুঝা যায় বটে কিন্তু ইহার দ্বারা জ্ঞানেরও বেদ্যত্ব সাধিত হয় না। যেমন জ্ঞাতত্ব ঘটের বিশেষণ হইয়াছে তেমনই যদি জ্ঞাতত্ব জ্ঞানেরও বিশেষণ হইত তাহা হইলে জ্ঞানের বেদ্যত্ব সাধিত হইতে পারিত। এই জ্ঞানের বেদ্যত্ব যদি স্বীকার করাই যায় তাহা হইলে প্রশ্ন যে, এই জ্ঞানের বেদ্যত্ব এই জ্ঞানের দ্বারাই সাধিত হয় অথবা অন্য জ্ঞানের দ্বারা? অন্য জ্ঞানের দ্বারা নয় কারণ যখন অন্য জ্ঞান উৎপন্ন হইবে তখন একক্ষণস্থায়ী প্রথম জ্ঞান চলিয়াই গিয়াছে বলিয়া অবিদ্যমান প্রথম জ্ঞানের বেদ্যত্ব আর প্রত্যক্ষ হইতে পারিবে না। আর যদি দ্বিতীয় কল্প লওয়া যায় অর্থাৎ নিজের দ্বারাই বেদ্যত্ব সাধিত হয় বলা যায় তাহা হইলে বক্তব্য যে, অনুভূতির প্রত্যক্ষত্ব থাকিলেও সেই প্রত্যক্ষের দ্বারা অনুভূতির অনুভাব্যত্বও প্রত্যক্ষীকৃত হইতে পারে না। নিজের দ্বারাই যদি অনুভূতির অনুভাব্যত্বও প্রত্যক্ষীকৃত হইতে পারিত তাহা হইলে প্রত্যক্ষের দ্বারাই অনুভূতির বেদ্যত্ব সাধিত হইত এবং সেইজন্যই প্রকৃত অনুমানে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধতাহেতু কালাত্যয়াপদিষ্ট হেত্বাভাস হইত। কিন্তু অনুভূতি নিজের দ্বারা তাহার অনুভাব্যত্বকেও গ্রহণ করিতে না পারায় আর পূর্বরূপ হেত্বাভাসের দোষ দেওয়া চলে না।

পূর্বপক্ষী অনুভূতির দ্বারাই অর্থাৎ অনুব্যবসায়ের দ্বারাই অনুভূতির অনুভাব্যত্ব হইয়া থাকে এইরূপ বলিলে তদুত্তরে বেদান্তী বলেন যে,

"জ্ঞাতো ঘটঃ" এইস্থলে বিশেষণ জ্ঞাতত্ব যদি নিজের দ্বারাই গৃহীত হয় তাহা হইলে অনুব্যবসায়ের স্ববিষয়কতাপত্তি হয়। কিন্তু অনুব্যবসায় হইল অন্য অনুভূতিবিষয়ক অনুভূতি, তাহাকে স্ববিষয়ক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। "বিদিতো ঘটঃ" এখানে বিদিতত্ব বা বেদন অনুব্যবসায়। এই বেদনও যদি নিজের দ্বারাই বিদিত হয় তাহা হইলে বেদনং বিদিতম্ এইরূপ দাঁড়ায়। তখন বেদন-ক্রিয়ার বেদনই কর্ম অর্থাৎ নিজের দ্বারাই নিজে বিদিত হইতেছে। এইরূপ ক্রিয়াকর্মভাব বৌদ্ধেরাই স্বীকার করেন এবং তাহা হইলে নৈয়ায়িকগণ বৌদ্ধমতাবলম্বী হইয়া পড়িবেন।

ইহা ছাড়া, "অনুভূতির্বেদ্যা বস্তুত্বাৎ" এই অনুমানে বস্তুত্বরূপ হেতুর দ্বারা অনুভূতির বেদ্যত্ব সাধিত করার জন্য পূর্বপক্ষী চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহাতে স্বপ্রকাশত্ব অর্থাৎ অবেদ্যত্বানুমানের সৎপ্রতিপক্ষ হইয়াছে এইরূপ বলিতেছেন। কিন্তু এই দোষ দেখান চলে না যেহেতু পূর্বপক্ষীর এই প্রতিরোধানুমানের ব্যাপ্তিই সিদ্ধ হয় নাই। যদি বস্তুত্বরূপ হেতুর দ্বারা বেদ্যত্ব সাধিত করিতে হয় তাহা হইলে "যাহা বস্তু তাহাই বেদ্য" এইরূপ ব্যাপ্তির সিদ্ধি হওয়া আবশ্যক। আর এইরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করিলে জিজ্ঞাসা এই যে, ব্যাপ্তির গ্রাহক জ্ঞানটিও ব্যাপ্তির গ্রহণকালে স্ফুরিত হইয়াছিল কিনা? যদি স্ফুরিত হইয়া থাকে তবে তাহা নিজের দ্বারা স্ফুরিত হইয়াছিল অথবা অন্যের দ্বারা? প্রথমটি নয়, অর্থাৎ নিজের দ্বারা হয় নাই। নিজের দ্বারাই স্ফুরিত হইয়াছে বলিলে বৌদ্ধমতের প্রসক্তি হইবে। আর যদি বলা হয় যে, অন্যের দ্বারা স্ফুরিত হইয়াছিল তাহা হইলে ঐ অন্য জ্ঞানটি আবার নিজের দ্বারা স্ফুরিত হইয়াছিল অথবা অন্যের দ্বারা? তাহা যদি নিজের দ্বারা স্ফুরিত হয় তবে পূর্ববৎ বৌদ্ধমতের প্রসক্তি হইবে। আর তাহাও যদি আবার অন্যের দ্বারা স্ফুরিত হয় বলিয়া পূর্বপক্ষী স্বীকার করেন তবে তাহাও আবার অন্যের দ্বারা স্ফুরিত হইবে—এইরূপে অনবস্থাদোষ অবশ্যম্ভাবী। আর ঐ ব্যাপ্তিগ্রাহক জ্ঞানটি যদি নিজের দ্বারাও স্ফুরিত না হয় এবং অন্যের দ্বারাও স্ফুরিত না হয় তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহা কাহারও দ্বারা স্ফুরিত হইতেছে না অর্থাৎ বেদান্তসিদ্ধান্তসম্মত স্বপ্রকাশ-ত্বই স্বীকার করিতে হইতেছে এবং বস্তুমাত্রই যে বেদ্য এই মতও রক্ষা

করা গেল না। আর দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ যদি ব্যাপ্তিগ্রাহক জ্ঞান স্ফুরিত না হয় তাহা হইলে তাহাও জ্ঞানরূপ বস্তুবিশেষ বলিয়া বেদ্য হওয়া উচিত ছিল অর্থাৎ স্ফুরিত হওয়া উচিত ছিল এবং তথাপি স্ফুরিত হয় নাই বলিয়া "যাহা বস্তু তাহাই বেদ্য" এইরূপ সর্বগ্রাহী ব্যাপ্তি সিদ্ধ হইবে না। আর ব্যাপ্তিসিদ্ধি না হইলে অনুমানের প্রয়োগ হইতেই পারে না। অনুমানই প্রয়োগ করিতে না পারিলে কেমন করিয়া বস্তুত্বরূপ হেতুটি বিরুদ্ধ সাধ্য সাধন করিতে পারিবে?*

আরও, ভাট্টমতে এই বস্তুত্বহেতুতে ব্যভিচার দেখান হইতেছে। ভাট্টমতে জ্ঞাতৃজ্ঞেয়সম্বন্ধরূপ জ্ঞাততা বস্তু হইলেও তাহা বেদ্য নহে যেহেতু ভাট্টমতে জ্ঞাততা বা প্রাকট্যকে স্বপ্রকাশ বলা হয়।†

---

* ন চ বেদ্যত্বাপাদকবস্তুত্বাদ্যনুমানবিরোধঃ, ব্যাপ্তিগ্রহণাসিদ্ধেঃ। তথা হি বস্তুত্বাদ্ বেদ্যত্বং সাধয়তা যদ্‌যদ্ বস্তু তত্তদ্ বেদ্যমিতি ব্যাপ্তিরভ্যুপেয়া। তথা সতি অস্যা ব্যাপ্তের্গ্রাহিকা সংবিদ্ ব্যাপ্তি-গ্রহণসময়ে স্ফুরতি ন বা। আদ্যে স্বেনৈব স্ফুরণে সৌগতমতানুমতস্বপ্রকাশতাপত্তিঃ, তৎস্ফুরণস্য স্বহেতুতায়া অপ্যনঙ্গীকারে বেদান্তসিদ্ধান্তাভিমতং স্বয়ংপ্রকাশত্বং ত্বয়াভ্যুপগতং স্যাৎ। দ্বিতীয়ে তু সংবিল্লক্ষণবস্তুবিশেষস্যাস্ফুরণাদেব সর্বোপসংহারবতী ব্যাপ্তিরেবাস্তমিয়াৎ তত্র কুতোঽনুমানপ্রসরঃ কুতস্তরাং চ প্রকৃতস্য হেতোঃ সপ্রতিসাধনতা। (চিৎসুখী, ১৮ পৃঃ)

† প্রভাকরমতাবলম্বী মীমাংসকগণেরই মতে সংবিৎ স্বপ্রকাশ বস্তু। কিন্তু ভট্টমতে জ্ঞান বা সংবিৎ স্বপ্রকাশ তো নয়ই উপরন্তু জ্ঞান প্রত্যক্ষযোগ্যও নয়। তাহা নিত্যানুমেয়। জ্ঞান-জন্য জ্ঞাততার দ্বারা জ্ঞানের অনুমিতি হইয়া থাকে। জ্ঞাততা বস্তুটি জ্ঞাতৃজ্ঞেয়সম্বন্ধ এবং ইহা জ্ঞানের ফল। জ্ঞাততা জ্ঞাত হইলে জ্ঞানের অনুমান হইয়া থাকে। ভাষ্যকার শবরস্বামী এই অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন—"জ্ঞাতে ত্বনুমানাদবগচ্ছতি" (শাবরভাষ্য, ১।১।৫ সূত্র, ৩২ পৃঃ, আনন্দাশ্রম সং)। এই জ্ঞাততার অপর নাম প্রাকট্য। প্রাকট্য জ্ঞাত হইলে অনুমানের দ্বারা জ্ঞানকে জানা যায়। অনুমানের আকার নিম্নরূপ হইয়া থাকে—অহং ঘটবিষয়কজ্ঞানবান্, তথাবিধজ্ঞাততাবত্ত্বাৎ।

জ্ঞাততা বিষয়নিষ্ঠ বা জ্ঞেয়নিষ্ঠ—ইহাই প্রচলিত মত। জ্ঞাততাকে বিষয়নিষ্ঠ স্বীকার করিয়া তাহার বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ উপপাদনের জন্য নব্য নৈয়ায়িকেরা বহু ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছেন। বাহ্যবস্তুনিষ্ঠ জ্ঞাততা বাহ্যনিষ্ঠ বলিয়াই তাহা আন্তর প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। সকলেই "চক্ষুরাদ্যুক্তবিষয়ং পরতন্ত্রং বহির্মনঃ" (বিধিবিবেক, ১১৪ পৃঃ) এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন। মন স্বতঃই বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইতে পারে না, এই সম্বন্ধের জন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য অপেক্ষা করে। জ্ঞাততাকে বিষয়নিষ্ঠ বলাতে অতীতানাগত বিষয়ে বিষয়ই অবিদ্যমান বলিয়া জ্ঞাততা কোথায় উৎপন্ন হইবে—এইরূপ আপত্তি উদয়ন প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ

বস্তুস্বরূপ হেতুটি যে কেবলান্বয়ী নয় অর্থাৎ তাহা যে কেবল বেদ্য বস্তুতেই না থাকিয়া অবেদ্য বস্তুতেও থাকিতে পারে তাহা দেখাইবার জন্য সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, বেদ্যত্ব ধর্ম বলিয়া তাহার অত্যন্তাভাব কোন-না-কোন স্থলে থাকিবেই। অর্থাৎ অবেদ্যত্ব একটি স্থলে অন্ততঃ বিদ্যমান থাকিবেই। ইহার অনুমান—"বেদ্যত্বং কিঞ্চিন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতি-যোগি ধর্মত্বাৎ শৌক্ল্যবৎ" ইত্যাদি তো পূর্বেই (৬৫পৃঃ) দেখান হইয়াছে। সুতরাং বস্তুস্বরূপ হেতুটি আর কেবলান্বয়ী থাকিল না। হেতু ও সাধ্যের

প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে শাস্ত্রদীপিকাকার পার্থসারথি মিশ্র বলিয়াছেন যে, সমস্ত ধর্মই ধর্মিসমানকালীন নহে, যেমন সংখ্যা প্রভৃতি ধর্ম সর্বত্র ধর্মিসমানকালীন হয় না। ইদানীং অপেক্ষাবুদ্ধির দ্বারা অতীত দিনসমূহে বা অনাগত দিনসমূহে ইদানীং দ্বিত্বাদিসংখ্যা উৎপন্ন হইয়া থাকে। "অতীত তিন দিনে" অথবা "অনাগত তিন দিনে" এইরূপ প্রতীতি সকলেরই হইয়া থাকে, অথচ অতীতানাগত দিনগুলি অবিদ্যমান হইলেও তাহাতেই ত্রিত্বাদি-সংখ্যার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ অতীতানাগত দিনের সংখ্যার মত জ্ঞাততাও অতীতানাগত বস্তুতে থাকিতে পারিবে।

বিষয়নিষ্ঠ জ্ঞাততার গ্রহণ দুর্ঘট বলিয়া চিৎসুখাচার্য জ্ঞাততাকে স্বপ্রকাশ বলিয়াছেন। "ফলস্যাপি স্বপ্রকাশতয়া বাহ্যেন্দ্রিয়াবিষয়ত্বাৎ" (চিৎসুখী, ১১৮ পৃঃ)। বিষয়নিষ্ঠ জ্ঞাততাই ফল এবং তাহাই স্বপ্রকাশ। এজন্য তাহা বহিরিন্দ্রিয়বেদ্য হইতে পারে না। স্বপ্রকাশ বস্তু বেদ্যই হইতে পারে না বলিয়া যেমন তাহা বহিরিন্দ্রিয়বেদ্য নহে, এইরূপ আন্তরপ্রত্যক্ষবেদ্যও নহে।

ভট্টমতে কোন বস্তুরই স্বপ্রকাশতা স্বীকার করা হয় না; অথচ চিৎসুখাচার্য ফলকে স্বপ্রকাশ বলিয়া ফলের সিদ্ধি সমর্থন করিয়াছেন। এ স্থলে চিৎসুখীর টীকা "নয়নপ্রসাদিনী"তে এই জ্ঞাততাকে বিষয়নিষ্ঠ না বলিয়া আত্মনিষ্ঠ বলা হইয়াছে। টীকাকার বলিয়াছেন—ইহা সুচরিত মিশ্রের মত। এই সুচরিত মিশ্র শ্লোকবার্তিকের টীকাকার। সুচরিত মিশ্র জ্ঞাততাকে আত্মনিষ্ঠ বলিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের উল্লেখ শাস্ত্রদীপিকাতে পার্থসারথি মিশ্র করিয়াছেন। পার্থসারথি মিশ্র জ্ঞাততা জ্ঞেয়-বিষয়নিষ্ঠ অথবা জ্ঞাতৃ-আত্মনিষ্ঠ—এই দুইটি পক্ষই প্রদর্শন করিয়াছেন।

বস্তুতঃ, জ্ঞাততা যে আত্মনিষ্ঠ এই সিদ্ধান্ত বিধিবিবেকের টীকা ন্যায়কণিকাতে বাচস্পতি মিশ্র প্রদর্শন করিয়াছেন—"নেয়মর্থধর্মঃ, কিন্তু জ্ঞাতুরাত্মনো জ্ঞেয়সম্বন্ধভেদ এব জ্ঞাততা" (ন্যায়কণিকা, ২৬৬ পৃঃ, কাশী সং)। সুচরিত মিশ্রও বাচস্পতির মতানুসারেই জ্ঞাততাকে আত্মনিষ্ঠ বলিয়াছেন। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র এই আত্মনিষ্ঠ জ্ঞাততাকে মানসপ্রত্যক্ষবেদ্য বলিয়াছেন, স্বপ্রকাশ বলেন নাই। চিৎসুখী গ্রন্থে চিৎসুখাচার্য ও তাঁহার টীকাকার প্রত্যগ্‌রূপ উভয়েই জ্ঞেয়নিষ্ঠ বা জ্ঞাতৃনিষ্ঠ জ্ঞাততা স্বপ্রকাশ ইহাই বলিয়াছেন।

নিত্য সাহচর্য থাকিলেই এবং বিপক্ষাবৃত্তিত্ব থাকিলেই হেতু কেবলান্বয়ী হইতে পারে। এখন এই বস্তুত্বরূপ হেতুটি কেবলান্বয়ী থাকিল না বলিয়া হেতুর বিপক্ষবৃত্তিত্বও সম্ভব। হেতুর এই বিপক্ষবৃত্তিত্বের সম্ভাবনা দূর করার জন্য বিপক্ষবাধক তর্ক দেখান আবশ্যক হয়। এই স্থলেও নৈয়ায়িকেরা যদি বিপক্ষবাধক তর্ক দেখাইতে পারেন তাহা হইলে আর বস্তুত্বরূপ হেতুর বিপক্ষবৃত্তিত্ব শঙ্কা করা চলিবে না এবং অনুভূতির বেদ্যত্ব সিদ্ধ হইবে। ইহাতে পূর্বপক্ষী নৈয়ায়িক বলিতেছেন যে, যদি অনুভূতি অবেদ্য হইত তাহা হইলে বস্তুই হইত না। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, বস্তুত্বের জন্য সিদ্ধত্বেরই প্রয়োজন। এই সিদ্ধি স্বতঃ অথবা পরতঃ হইল তাহার দ্বারা বস্তুত্বের কোন হানি হয় না। পূর্বপক্ষী অনুভূতিকে বেদ্য অর্থাৎ পরতঃসিদ্ধ বলিতে চাহিতেছেন এবং তাহার দ্বারাই বস্তুত্বের উপপত্তি করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু পরতঃসিদ্ধ হইলে যেমন বস্তুত্বের উপপত্তি হয় তেমন স্বতঃসিদ্ধ হইলেও উপপত্তি হইতে পারে। সিদ্ধান্তীর মতে স্বতঃসিদ্ধ অনুভূতির বস্তুত্বের উপপত্তির জন্য আর কোন কিছুর অপেক্ষা করিতে হইবে না অর্থাৎ তাহা অবেদ্য হইয়াও বস্তু হইতে পারে। অতএব পূর্বপক্ষীর ঐরূপ তর্কের দ্বারা আর অনুভূতির বেদ্যত্ব সিদ্ধ হইল না।

যেমন বস্তুত্বকে হেতু করিয়া অনুভূতির বেদ্যত্ব সাধনে পূর্বপক্ষী প্রয়াসী হইয়াছিলেন তেমনই লক্ষ্যত্ব ও ন্যায়বিষয়ত্বকে হেতু করিয়াও বেদ্যত্ব সাধনের চেষ্টা করা হইয়া থাকে। তখন অনুমানের আকার নিম্নরূপ হয়—"অনুভূতির্বেদ্যা লক্ষ্যত্বাৎ" এবং "অনুভূতির্বেদ্যা ন্যায়বিষয়ত্বাৎ"। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলেন যে, এই স্থল দুইটিতেও হেতু-সাধ্যের ব্যাপ্তিসিদ্ধির প্রয়োজন আছে। "যাহা লক্ষ্য তাহাই বেদ্য" এবং "যাহা ন্যায়বাক্যের বিষয় অর্থাৎ পরার্থানুমানের অবয়ববিশেষ হয় তাহাই বেদ্য হয়" এইরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করিলেও এখানে পূর্বের বস্তুত্ব হেতুর মত প্রশ্ন করা হইবে যে, ব্যাপ্তিগ্রাহক জ্ঞান এই ব্যাপ্তির গ্রহণকালে স্ফুরিত হইয়াছিল কিনা? স্ফুরিত হইলে তাহা নিজের দ্বারা অথবা অন্যের দ্বারা ইত্যাদি বিকল্পের সাহায্যে পূর্বের মতই এই হেতুর দোষ প্রদর্শিত হইবে।*

* ব্যাপ্তির গ্রহণকালে ব্যাপ্য ও ব্যাপক উভয়েই ভাসমান হইলেও ব্যাপ্যব্যাপকভাববিষয়ক

অনুভূতির বেদ্যত্বসাধনের জন্য পূর্বে (৬৩পৃঃ) অনুমান দেখান হইয়াছিল যে, লক্ষকানুভূতিপদং লক্ষ্যবিষয়কজ্ঞানজন্যং, লক্ষকপদত্বাৎ, লক্ষকগঙ্গাদিপদবৎ। এখন সিদ্ধান্তী এই অনুমানের দোষ দেখাইতেছেন। প্রথমতঃ এই অনুমানের হেতুটি অসিদ্ধ। এই স্থলে আশ্রয়াসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস হইয়াছে। তাহা এইরূপে দেখান হইতেছে—এই অনুমানের পক্ষ "লক্ষক অনুভূতিপদ" লক্ষণার দ্বারা কাহাকে বুঝাইতেছে? কাহাকে লক্ষিত করিয়া এই অনুভূতিপদটি লক্ষক হইয়াছে? ইহা যাহা তাহাকে লক্ষিত করিতে পারে না। যদি বলা হয় যে, ইহা অর্থাৎ অনুভূতিপদ যাহা তাহাকে লক্ষিত করিবে তাহা হইলে অনুভূতিপদটি অনুভবিতাকেও তো লক্ষিত করিতে পারে। লক্ষক অনুভূতিপদ যদি অনুভবিতাকেও লক্ষিত করে তাহা হইলে সিদ্ধসাধনতা দোষ হইবে কারণ লক্ষক অনুভূতিপদ অনুভবিতাকে লক্ষিত করিবার সময় তদ্বিষয়কজ্ঞানজন্য হইবেই যেহেতু লক্ষ্যকে বুঝাইবার জন্যই লক্ষকপদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং অনুভূতিপদ যাহা তাহা লক্ষিত না করিয়া অনুভূতিরই লক্ষক হইবে এরূপ স্বীকার করিতে হয়। আর তাহা যদি স্বীকার না করি তাহা হইলে লক্ষক অনুভূতিপদ যাহা তাহা লক্ষিত করিবে এবং তাহাতে সিদ্ধসাধনতা দোষ হইবে এবং পক্ষই অসিদ্ধ হইবে অর্থাৎ আশ্রয়াসিদ্ধি দোষ হইবে।

এখন দেখা যাইতেছে যে, অনুভূতি পদটি লক্ষক হইবে এবং তাহা অনুভূতিকেই লক্ষিত করিবে। কিন্তু এরূপ স্বীকার করা যায় না। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এইস্থলে লক্ষক "গঙ্গা"পদ কখনও গঙ্গাকে লক্ষিত করিতে পারে না। ইহা যদি লক্ষক হয় তবে গঙ্গা ভিন্ন অন্য যে কোনও বস্তুকে লক্ষিত করিবে। "গঙ্গা"পদ যদি গঙ্গাকেই লক্ষিত করে তবে আর লক্ষণা স্বীকারে কি প্রয়োজন? শক্তির দ্বারাই তো "গঙ্গা"পদের গঙ্গারূপ অর্থ পাওয়া যাইবে? এই প্রকার "অনুভূতি" পদের দ্বারা যদি অনুভূতিরূপ অর্থই পাওয়া যায় তবে আর লক্ষণা স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। সেই ক্ষেত্রে অনুভূতিপদটি বাচকই হইবে, লক্ষক হইবে না। এইভাবে দেখা যায়, অনুমানটি আশ্রয়াসিদ্ধির দোষে দুষ্ট।

জ্ঞান—অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিষয়ক জ্ঞান তৎকালে ভাসমান হয় নাই বলিয়া সর্বোপসংহারবতী ব্যাপ্তি গৃহীত হইতে পারিবে না। এইরূপ খণ্ডনরীতি খণ্ডনখণ্ডখাদ্য নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে।

আরও লক্ষ্যজ্ঞানজন্যত্বরূপ সাধ্যে লক্ষ্যজ্ঞান বলিতে কি বুঝায়? ইহার দ্বারা কি লক্ষ্যকর্মক জ্ঞান বুঝায় অথবা লক্ষ্যবিষয়ক জ্ঞান অথবা জ্ঞানমাত্র অথবা তদ্বিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তি? প্রথমটি নয়, কারণ কর্মকারকও কারক বলিয়া ক্রিয়ার জনক সুতরাং লক্ষ্যজ্ঞান জন্মাইবার সময়ে কর্ম অর্থাৎ লক্ষ্যের সত্তা আবশ্যক। জনক না থাকিলে জন্য থাকিতে পারে না। অতএব জনক বা কর্ম লক্ষ্যের সত্তা প্রয়োজনীয়। সুতরাং অবিদ্যমান লক্ষ্যের অর্থাৎ অতীত ও অনাগত লক্ষ্যের জ্ঞানে লক্ষ্যকর্মকজ্ঞানত্ব না থাকায় তাহাদের লক্ষক পদগুলি লক্ষ্যকর্মকজ্ঞানজন্য হইবে না। অর্থাৎ সেই সকল স্থলে ব্যভিচার হইবে। আর দ্বিতীয়াদি কল্পগুলিতে সিদ্ধসাধনতা দোষ হইবে। দ্বিতীয় কল্প লইলে অর্থাৎ লক্ষ্যবিষয়ক স্ফুরণ বলিলে সিদ্ধসাধনতা হয় কারণ স্ফুরণের দ্বারা লক্ষ্যের ব্যবহার হয় বলিয়া লক্ষ্য স্ফুরণের বিষয় হইয়া থাকে যেমন ঘটজ্ঞানের দ্বারা ঘটের ব্যবহার হয় বলিয়া ঘট ঘটজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। লক্ষ্যপদ লক্ষ্যবিষয়কজ্ঞানজন্য হইয়াই থাকে সুতরাং সিদ্ধসাধনতার দোষ হইতেছে। আর তৃতীয় বিকল্প অর্থাৎ স্ফুরণমাত্র বলিলেও সিদ্ধসাধনতা হয় কারণ লক্ষকানুভূতিপদ লক্ষ্য অনুভূতিজন্য হইবেই এবং অনুভূতি যে স্ফুরণরূপ তাহা তো স্বীকারই করা হয়। সুতরাং অনুভূতিপদ স্ফুরণজন্য বা লক্ষ্যজ্ঞানজন্য হইল। ইহা সিদ্ধই আছে বলিয়া সিদ্ধসাধনতা দোষ হইবে। চতুর্থ কল্পেও সিদ্ধসাধনতা হইবে কারণ লক্ষ্যাকার অন্তঃকরণবৃত্তি তো বেদান্তিগণ স্বীকারই করেন। সুতরাং এইরূপে অনুমানের দ্বারা তাহার সিদ্ধি করিতে গেলে সিদ্ধসাধনতা দোষ হইবেই।

পূর্বে (৬৪ পৃঃ) পূর্বপক্ষী দোষ দেখাইয়াছিলেন যে, অনুভূতির স্বপ্রকাশত্ব বলার সময় সিদ্ধান্তী অনুভূতি শব্দের দ্বারা অনুভূতিপদ-বাচ্য অনুভূতি বুঝাইতেছেন অথবা অনুভূতিপদ-লক্ষ্য অনুভূতি বুঝাইতেছেন? কিন্তু এইরূপ বিকল্প করা চলে না কারণ অনুভূতিপদের দ্বারা যে উভয়বাদিসম্মত স্ফুরণের জ্ঞান হয় তাহাই স্বপ্রকাশ। আর এইরূপ না বলিয়া যদি পূর্বপক্ষী বাচ্য কি লক্ষ্য এইরূপ কল্প করেন তাহা হইলে অনুভূতির বেদ্যত্বসাধনকারী পূর্বপক্ষীর অনুমানেও জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, অনুভূতিপদের দ্বারা বাচ্য অনুভূতি অথবা লক্ষ্য অনুভূতি বুঝাইতেছে? যদি বাচ্য বলা হয় তাহা হইলে বাচ্য অনুভূতির

বেদ্যত্ব সাধিতই আছে বলিয়া সিদ্ধসাধনতা দোষ হইবে। আর লক্ষ্য অনুভূতি বলিলেও চলিবে না কারণ তাহাতে অনুভূতিপদ-লক্ষ্য অনুভূতিরই বেদ্যত্ব সাধিত হইবে কিন্তু বাচ্য অনুভূতির অবেদ্যত্বই থাকিয়া যাইবে। সুতরাং সেই স্থলে পূর্বপক্ষীকেও বলিতে হইবে যে, উভয়বাদিসম্মত স্ফুরণই অনুভূতি-পদের দ্বারা বিবক্ষিত হইয়াছে।

অনুভূতিঃ স্বয়ংপ্রকাশা অনুভূতিত্বাৎ এইরূপে সিদ্ধান্তী যে স্বয়ংপ্রকাশত্ব-সাধক কেবলব্যতিরেকী অনুমান দেখাইয়াছেন তাহার কোন দোষই পূর্বপক্ষী দেখাইতে পারিলেন না। তখন পূর্বপক্ষী একটি অনুমানাভাস দেখাইতেছেন এবং তাহার তুল্য গুণদোষযুক্ত হওয়ায় স্বয়ংপ্রকাশত্ব-সাধক অনুমানও দুষ্ট এইরূপ বলিতেছেন।* সেই অনুমানাভাসটি নিম্নরূপ—ঘটঃ স্বয়ংপ্রকাশো ঘটত্বাৎ, যন্নৈবং তন্নৈবং যথা পটঃ। (চিৎসুখী, ১৯পৃঃ)। ইহার অর্থ—ঘট স্বয়ংপ্রকাশ যেহেতু তাহা ঘট। যাহা স্বয়ংপ্রকাশ নহে তাহা ঘটও নহে, যেমন পট। ঘটের স্বয়ংপ্রকাশত্বসাধক অনুমানটি আভাসানুমান এবং তাহার সদৃশ বা সমানগুণদোষযুক্ত হওয়ায় অনুভূতির স্বয়ংপ্রকাশত্বসাধক অনুমানটিও আভাসানুমানই হইবে—এইরূপ পূর্বপক্ষী বলিতেছেন। তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, দুইটি অনুমানের মধ্যে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে। পূর্বপক্ষীর প্রদর্শিত ঘটের স্বয়ংপ্রকাশত্বসাধক অনুমানটি বস্তুতঃ অনুমানই নহে, ইহা অনুমানাভাস। বড় ও মোটা পেটের আকারবিশিষ্ট (পৃথুবুধ্নোদরাকার) ঘটশব্দবাচ্য বস্তুটির স্পর্শ, রূপ প্রভৃতি থাকায় তাহার স্পার্শন, চাক্ষুষ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ-জ্ঞান জন্মাইতে পারিবে। এই প্রত্যক্ষজ্ঞানের জন্য তাহার

---

* যখন কোনও অনুমানে উপাধি, হেত্বাভাসাদি প্রদর্শন করা যায় না তখন সেই অনুমান যে দূষিত নয়—ইহা একপ্রকার সিদ্ধই হইয়া যায়। তখন পূর্বপক্ষী সাক্ষাৎ ভাবে কোন দোষ প্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া ঐ অনুমানের সদৃশ অপর একটি দূষিত অনুমান বা অনুমানাভাস দেখাইয়া থাকেন। পূর্বোক্ত অনুমান ও আভাসানুমান তুল্য গুণ ও দোষ যুক্ত হইয়া থাকে। ইহাকেই বলে আভাসসমানযোগক্ষেমত্ব। পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায়, আভাস অনুমানের সমান গুণদোষযুক্ত বর্তমান অনুমানটিও আভাসই হইবে। এইরূপ আভাসসমান-যোগক্ষেমত্ব প্রদর্শনের দ্বারা অনুমানের প্রামাণ্য বিঘটনের একটি রীতি প্রচলিত আছে। এখন অনুমানের প্রামাণ্য রক্ষার জন্য দেখান হয় যে, আভাসানুমানে যে দোষগুলি রহিয়াছে বর্তমান অনুমানটি সেই সকল দোষ হইতে মুক্ত। সুতরাং বর্তমান অনুমানের প্রামাণ্য রক্ষিত হইয়া থাকে।

ফলব্যাপ্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ঘটাদি বস্তু যে ফলব্যাপ্য তাহা পূর্বে (৩৫পৃঃ) দেখান হইয়াছে। যাহা ফলব্যাপ্য তাহা বেদ্য এবং যাহা বেদ্য তাহা স্বপ্রকাশ হইতে পারে না। সুতরাং ঘটের স্বপ্রকাশত্বসাধক অনুমান আভাসই বটে। কিন্তু প্রকাশস্বরূপ অনুভূতি বা আত্মা যে কখনও চিত্তের বিষয় হইতে পারে না তাহাও পূর্বে (৪১-৪২ পৃঃ) দেখান হইয়াছে। অতএব অনুভূতি ফলব্যাপ্য বা অবেদ্য হওয়ায় তাহার স্বপ্রকাশত্বানুমান আভাস হইবে না। অনুমানদ্বয়ের এই বৈসাদৃশ্য অতি স্পষ্ট।

এখন যদি পূর্বপক্ষী বলেন যে, রূপাদিবিশিষ্ট স্বাভাবিক ঘট পক্ষ না হইয়া রূপাদিবিহীন কোন অলৌকিক ঘটকে এই অনুমানের পক্ষ বলিব তাহা হইলে বলিতে হয় যে, এরূপ কোন ঘটের প্রসিদ্ধি নাই বলিয়া ধর্ম্মিসিদ্ধি বা আশ্রয়াসিদ্ধি দোষ হইবে। এখন পূর্বপক্ষী আবার বলিতেছেন যে, রূপাদিভিন্ন ঘট হয় না বলিয়া যেমন এই অনুমানে দোষ দেওয়া হইল তেমনই বেদ্যত্ব ভিন্ন অনুভূতি কখনও থাকিতে পারে না বলিয়া অবেদ্যত্বানুমানেও ঐরূপ দোষ দেওয়া সম্ভবপর। তাহার উত্তরে পুনরায় সিদ্ধান্তী বলেন—যদি বেদ্যত্ব ভিন্ন অনুভূতির জ্ঞানই না হইত তাহা হইলে অনুভূতির বেদ্যত্ব আছে অথবা অবেদ্যত্ব আছে—এই লইয়া উভয় পক্ষের বিবাদই হইতে পারিত না। এইজন্যই পূর্বপক্ষীর আপত্তি অমূলক।

পূর্বে (৬৪পৃঃ) পূর্বপক্ষী দোষ দিয়াছিলেন যে, অনুভূতির অবেদ্যত্বে প্রমাণ থাকিলে তাহা প্রমাণবেদ্যই হইল কিন্তু অবেদ্য হইল না। আর যদি অবেদ্যত্বে প্রমাণ না থাকে তাহা হইলে প্রমাণাভাবেই তাহার সিদ্ধি হইবে না। ইহার উত্তরে বেদান্তী বলেন যে, অনুভূতি প্রমাণজন্য অন্তঃকরণবৃত্তির বিষয় হইয়া থাকে। প্রমাণজন্য অন্তঃকরণবৃত্তির বিষয় হয় বলিয়া তাহা প্রমাণবেদ্য অর্থাৎ বৃত্তিব্যাপ্য। কিন্তু বৃত্তিব্যাপ্য বা প্রমাণবেদ্য হইলেই যে, তাহা বেদ্য হইবে এমন নহে। পূর্বে (৩৫ পৃঃ) বলা হইয়াছে যে, বেদ্যত্বের অর্থ ফলব্যাপ্যত্ব। অনুভূতি ফলব্যাপ্য না হওয়ায় তাহা বেদ্য নহে অর্থাৎ অবেদ্য এবং বৃত্তিব্যাপ্য হওয়ায় তাহা প্রমাণবেদ্য। আবার বৃত্তিব্যাপ্যত্ব থাকিলেও ফলব্যাপ্যত্ব না থাকার জন্য অনুভূতির অপ্রামাণিকতা আসিবে এরূপ বলা চলে না কারণ প্রামাণিকতার প্রতি বৃত্তিব্যাপ্যত্বই হেতু। আর এরূপ কোন ব্যতিরেকব্যাপ্তি দেখান চলে না যে, যাহাতে

বৃত্তিব্যাপ্যত্ব থাকিলেও ফলব্যাপ্যত্ব নাই তাহার প্রামাণিকত্বও নাই। যেখানে ব্যতিরেকব্যাপ্তি দেখান সম্ভবপর সেখানে ব্যতিরেকব্যাপ্তিও দেখাইতে হয়। সুতরাং এই স্থলে ব্যতিরেকব্যাপ্তি সম্ভবপর হওয়া সত্ত্বেও তাহা না দেখাইলে চলিবে না। এখানে ব্যতিরেকব্যাপ্তি অসিদ্ধ হওয়ায় ফলব্যাপ্যত্বই প্রামাণিকত্বের হেতু এরূপ বলা অসঙ্গত।*

ফলব্যাপ্যত্ব না থাকিলে যে প্রামাণিকত্বের কোন হানি হয় না এই মত সমর্থনের জন্য বেদান্তী ভাট্টগণেরও সিদ্ধান্ত হইতে তাহা প্রদর্শন করিতেছেন। ভট্টমতে জ্ঞাততাই ফল এবং যাহাতে জ্ঞাততা আছে তাহাই ফলব্যাপ্য। এইরূপ যাহা জ্ঞান বা বৃত্তির বিষয় হয় তাহাই বৃত্তিব্যাপ্য। বৃত্তিব্যাপ্য হইলেই সকল বস্তু ফলব্যাপ্য হয় না। অতীত ও অনাগত বস্তু বৃত্তিব্যাপ্য হইলেও ফলব্যাপ্য নয় কারণ তাহাতে জ্ঞাততা নাই— এইরূপই ভট্টমতাবলম্বী অধিকাংশ দার্শনিকের মত। এই মত যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহারা অতীত ও অনাগত বস্তুর ফলব্যাপ্যত্ব নাই বলিয়া অপ্রামাণিকত্ব বলেন নাই, কিন্তু অতীত ও অনাগত বস্তুকে প্রামাণিক বলিয়াই অঙ্গীকার করিয়াছেন।†

ন্যায়মতে এইরূপ বৃত্তিব্যাপ্যত্ব ও ফলব্যাপ্যত্বরূপ বিভাগ না থাকায় তাঁহারা বৃত্তিব্যাপ্যত্বই প্রামাণিকত্বের হেতু এইরূপ মতে কোনও দোষ দেখাইতে পারিবেন না। সুতরাং বৃত্তিবিষয়ত্ব বা বৃত্তিব্যাপ্যত্ব থাকাতেই যে প্রামাণিকত্ব আসে এই মত নির্দোষ বলিয়া প্রতিপাদিত হইল।

এখন দেখান হইতেছে যে, বৃত্তিবিষয়ত্ব থাকিলেই স্বপ্রকাশত্বের হানি হয় এমনও নয়। আমি যখন অন্যের চেষ্টা দেখিয়া তাহার জ্ঞানের অনুমান করি তখন তাহার জ্ঞান আমার প্রমাণগম্য বলিয়া বৃত্তিবিষয় হইলেও তাহার সেই জ্ঞান স্বাশ্রয়ে অর্থাৎ তাহার নিকটে অন্য জ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকেই

* সর্বত্র অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয়ই সম্ভব হয় বলিয়া উভয়ই প্রদর্শন করা হয়। যে স্থলে অন্বয়ব্যাপ্তি সম্ভব হইলেও ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি সম্ভব নহে সেই স্থলে কেবলব্যতিরেক সম্ভব নহে এরূপও বলা হয়। বর্তমান স্থলেও ব্যতিরেকব্যাপ্তি অসিদ্ধ বলিয়া কেবলব্যতিরেক নাই এইরূপ বলা চলে। এই অভিপ্রায়েই চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন—"উক্তবৃত্তিব্যাপ্যত্বেঽপি স্ফুরণব্যাপ্যত্বাভাবাপরাধেন নাপ্রামাণিকতাপি, কেবলব্যতিরেকাভাবাৎ।" (চিৎসুখী, ২০ পৃঃ)

† বস্তুতঃ, অতীত ও অনাগত বস্তুতে জ্ঞাততা থাকিতে পারে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য ৭৯-৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অপরোক্ষ ব্যবহার জন্মাইয়া থাকে এবং এইজন্য তাহা স্বপ্রকাশও বটে। ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রমাণাবেদ্যত্বই স্বপ্রকাশত্ব এইরূপ বলা চলে না কিন্তু যাহা স্ববিষয়ক অপরোক্ষ ব্যবহার জন্মাইবার জন্য প্রকাশান্তরের অপেক্ষা করে না তাহাই স্বপ্রকাশ। এইজন্যই অনুভূতিতে স্বপ্রকাশত্বসাধক প্রমাণ বিদ্যমান থাকিলেও কোন বিরোধ হয় না কারণ তাহা প্রমাণান্তরনিরপেক্ষ হইয়া স্বাশ্রয়ে স্ববিষয়ক অপরোক্ষব্যবহার জন্মাইয়া দেয়।

বস্তুতঃ কথা এই যে, বৃত্তিব্যাপ্যত্বই প্রামাণিকত্বের হেতু। যাহাতে বৃত্তিব্যাপ্যত্ব আছে তাহাই প্রামাণিক হইবে। বৃত্তিব্যাপ্য বস্তু যদি ফলব্যাপ্য হয় তাহা হইলে তাহা প্রামাণিক হইবে এবং তাহা যদি ফলাব্যাপ্যও হয় তথাপি তাহা প্রামাণিকই হইবে। আর ফলাব্যাপ্যত্বই অবেদ্যত্ব। যাহা ফলাব্যাপ্য তাহা স্বপ্রকাশ হইতে পারিবে। তাহা যদি বৃত্তিব্যাপ্য হয় তাহাতে স্বপ্রকাশত্বের কোন বাধা হইবে না। অবশ্য ফলাব্যাপ্য হইলেই তাহা স্বপ্রকাশ হইতে পারিবে না। স্বপ্রকাশ হওয়ার জন্য অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যতারও যে আবশ্যকতা আছে তাহা পূর্বেই (৩৪পৃঃ) দেখান হইয়াছে।

এইরূপে অনুভূতিঃ স্বয়ংপ্রকাশা অনুভূতিত্বাৎ যন্নৈবং তন্নৈবং যথা ঘটঃ এই কেবলব্যতিরেকী অনুমানের সকল দোষ নিরাকৃত হইল এবং অনুভূতির স্বয়ংপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইল। তথাপি যাঁহারা বক্ররীতি পছন্দ করেন তাঁহাদের সন্তোষের জন্য নিম্নপ্রকার অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান প্রদর্শিত হইয়া থাকে—ত্বজ্জ্ঞানং ত্বদপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্বে সতি বেদ্যং ন ভবতি, জ্ঞানত্বাৎ, মদীয়জ্ঞানবৎ। (চিৎসুখী, ২০পৃঃ)। ইহার অর্থ—তোমার জ্ঞান তোমার অপরোক্ষব্যবহারের যোগ্য থাকিয়া বেদ্য নয় কারণ তাহা জ্ঞান যেমন আমার জ্ঞান।

সিদ্ধান্তী পূর্বপক্ষীর নিকট পরার্থানুমান প্রয়োগ করিতেছেন। সুতরাং এই অনুমানে "মৎ" পদের দ্বারা সিদ্ধান্তী বুঝিতে হইবে এবং "ত্বৎ" পদের দ্বারা পূর্বপক্ষী বুঝিতে হইবে। সিদ্ধান্তীর এই অনুমানে আবার যখন পূর্বপক্ষী উপাধি উদ্‌ভাবন করিতেছেন তখন কিন্তু "মৎ" পদের দ্বারা পূর্বপক্ষী বুঝিতে হইবে কারণ উপাধির উদ্‌ভাবয়িতা যে পূর্বপক্ষী।

পূর্বোক্ত অনুমানের সাধ্যে যদি কেবলমাত্র "বেদ্য নয়" এই অংশই

বলা হইত তাহা হইলে অপ্রসিদ্ধবিশেষণতার দোষ হইত কারণ সকল বস্তুই বেদ্য। কিন্তু "অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্ব" এই অংশ দেওয়ায় আর সেই দোষ হইল না কারণ পরমাণু ও অদৃষ্টে বেদ্যত্ব থাকিলেও তাহারা অপরোক্ষব্যবহারযোগ্য নয় বলিয়া তাহাদের অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্বে সতি বেদ্যত্ব নাই। আর যদি কেবল এইটুকুই বলা হইত যে, "অপরোক্ষ-ব্যবহারযোগ্য হইয়া বেদ্য নয়" তাহা হইলে "তোমার জ্ঞান" রূপ পক্ষে সাধ্য-সিদ্ধি আছেই বলিয়া সিদ্ধসাধনতা হইত। কারণ তোমার জ্ঞান তোমারই অপরোক্ষব্যবহারের যোগ্য বলিয়া আমার অপরোক্ষব্যবহারের যোগ্য নয়, সুতরাং তাহাতে বেদ্যত্ব থাকিলেও তাহা আমার অপরোক্ষব্যবহারের যোগ্য হইয়া বেদ্য নয়। এইরূপ সিদ্ধসাধনতা দোষ দূর করার জন্য "তবাপরোক্ষব্যব-হারযোগ্যত্বে সতি" এইরূপে "তব" এই অংশটি দেওয়া হইয়াছে। "তোমার জ্ঞান" এই পক্ষে "জ্ঞানস্বরূপ" হেতু বিদ্যমান আছেই। আর দৃষ্টান্তে হেতু বিদ্যমান আছে কারণ আমার জ্ঞানও জ্ঞানই বটে। আবার দৃষ্টান্তে সাধ্যও বিদ্যমান আছে কারণ আমার জ্ঞান আমার অপরোক্ষব্যবহারের যোগ্য হইলেও তোমার অপরোক্ষব্যবহারের যোগ্য নয় বলিয়া আমার জ্ঞানে বেদ্যত্ব থাকিলেও তাহা তোমার অপরোক্ষব্যবহারযোগ্য হইয়া বেদ্য নয়। সুতরাং ব্যাপ্তিও সিদ্ধ হইল।

পূর্বপক্ষী এখন সিদ্ধান্তীর এই অনুমানে উপাধি উদ্‌ভাবন করিতেছেন। পূর্বপক্ষীর মতে এই অনুমানে "মদসমবেতত্ব" ও "মদন্যসমবেতত্ব"রূপ দুইটি উপাধি আছে। এ স্থলে "মৎ" পদের দ্বারা পূর্বপক্ষী বুঝাইতেছে। পূর্বপক্ষী নিম্নরূপে উপাধি প্রদর্শন করিতেছেন। দৃষ্টান্তে মদীয়জ্ঞানে অর্থাৎ সিদ্ধান্তীর জ্ঞানে পূর্বপক্ষ্যসমবেতত্ব আছে অর্থাৎ দৃষ্টান্ত মদীয়জ্ঞান পূর্ব-পক্ষীতে নাই বলিয়া "মদসমবেতত্ব" রূপ উপাধিটি দৃষ্টান্তে থাকায় উপাধি সাধ্যব্যাপক হইয়াছে। দৃষ্টান্তে সাধ্যও আছে এবং উপাধিও আছে সুতরাং উপাধি সাধ্যব্যাপক হইল। আর পক্ষে অর্থাৎ ত্বদীয়জ্ঞানে বা পূর্বপক্ষীর জ্ঞানে পূর্বপক্ষিসমবেতত্ব আছে যেহেতু পূর্বপক্ষীর জ্ঞান পূর্ব-পক্ষীতে সমবেত থাকিবেই। পূর্বপক্ষীর জ্ঞানে পূর্বপক্ষিসমবেতত্ব আছে বলিয়া তদসমবেতত্ব নাই অর্থাৎ পক্ষে মদসমবেতত্বরূপ উপাধিটি নাই। পক্ষে হেতু বা সাধন বিদ্যমান আছে কিন্তু উপাধি নাই বলিয়া পক্ষে হেতুসত্তায়

উপাধির অসত্তারূপ উপাধির সাধনাব্যাপকত্ব থাকিল। সুতরাং মদসমবেতত্ব এই অনুমানের উপাধি হইল। * মদন্যসমবেতত্বও এই অনুমানের উপাধি হইবে কারণ দৃষ্টান্ত মদীয়জ্ঞান অর্থাৎ সিদ্ধান্তিজ্ঞান পূর্বপক্ষিভিন্নসমবেত অথচ পক্ষ ত্বজ্জ্ঞান অর্থাৎ পূর্বপক্ষীর জ্ঞান পূর্বপক্ষীতে সমবেত বলিয়া মদন্যসমবেত নয় অর্থাৎ পূর্বপক্ষিভিন্নসমবেত নয়।

সিদ্ধান্তীর অনুমানে পূর্বপক্ষী উপাধি উদ্‌ভাবন করিলে তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, এই মদসমবেতত্ব ও মদন্যসমবেতত্ব কখনও উপাধি হইতে পারে না যেহেতু তাহারা সাধ্যের ব্যাপক হয় নাই। কারণ সাধ্যের ব্যাপক হইতে হইলে উপাধিকে সাধ্যসত্তার সকল স্থলেই বিদ্যমান থাকিতে হইবে কিন্তু পূর্বপক্ষীর ধর্মে ও অধর্মে তবাপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্বে সতি বেদ্যত্বাভাবরূপ সাধ্য থাকিলেও মদসমবেতত্বরূপ উপাধিটি নাই। পূর্বপক্ষীর নিকট ধর্মাধর্ম বেদ্য হইলেও ধর্মাধর্ম কখনও অপরোক্ষব্যবহারযোগ্য হয় না বলিয়া পূর্বপক্ষীরও অপরোক্ষব্যবহারযোগ্য নয়। সুতরাং পূর্বপক্ষীর ধর্মাধর্মে "পূর্বপক্ষীর অপরোক্ষব্যবহারের যোগ্য হইয়া বেদ্যত্বাভাব"রূপ সাধ্য আছে। কিন্তু পূর্বপক্ষীর ধর্মাধর্ম পূর্বপক্ষীতে সমবেতই হইয়া থাকে বলিয়া পূর্বপক্ষীতে অসমবেত হওয়ার উপাধিটি নাই। এইরূপে পরমাণুসমূহ কখনও অপরোক্ষব্যবহারযোগ্য হয় না বলিয়া তাহারা বেদ্য হইলেও পূর্বপক্ষীর অপরোক্ষব্যবহারযোগ্য হইয়া বেদ্য নয়। সুতরাং সেগুলিতে সাধ্য আছে কিন্তু যেহেতু পরমাণু, আকাশ প্রভৃতি কুত্রাপি সমবেত নয় সুতরাং মদন্যসমবেতত্বরূপ উপাধি সেগুলিতে নাই। যাহারা সমবেতই হইতে পারে না তাহারা আর পূর্বপক্ষিভিন্নসমবেত হইবে কিরূপে?

পূর্বপক্ষী কর্তৃক উদ্‌ভাবিত দুইটি উপাধির উপাধিত্ব সিদ্ধান্তী যখন এইভাবে খণ্ডন করিলেন তখন পূর্বপক্ষী আবার একটি উপাধি দেখাইতেছেন। পূর্বপক্ষীর মতে মমাপরোক্ষব্যবহারাযোগ্যত্বই এই অনুমানের উপাধি হইবে। কারণ এই অনুমানের দৃষ্টান্ত হইল মদীয়জ্ঞান অর্থাৎ সিদ্ধান্তিজ্ঞান। এই জ্ঞান সিদ্ধান্তীরই অপরোক্ষব্যবহারের যোগ্য কিন্তু পূর্বপক্ষীর অপরোক্ষব্যবহারের অযোগ্য। অতএব দৃষ্টান্তে উপাধি রহিয়াছে। আর পক্ষ হইল

---

* উপাধি উদ্ভাবনের রীতি প্রথম অধ্যায়ে (১৪ পৃঃ) প্রদর্শন করা হইয়াছে।

স্বজ্ ত্রান অর্থাৎ পূর্বপক্ষীর জ্ঞান। তাহাতে পূর্বপক্ষীর অপরোক্ষব্যবহারের যোগ্যত্ব আছে কিন্তু অযোগ্যত্ব নাই অর্থাৎ পক্ষে উপাধিটি নাই।

পূর্বপক্ষী এই অনুমানে উপাধি উদ্‌ভাবন করিলে সিদ্ধান্তী তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে, পূর্বরূপ উপাধিটির উপাধিত্ব যদি পূর্বপক্ষী স্বীকার করেন তাহা হইলে পূর্বপক্ষীর মতে তাহা নিশ্চয়ই সাধ্যের ব্যাপক হইবে এবং সাধ্য উপাধির ব্যাপ্য হইবে। ব্যাপ্যের দ্বারা ব্যাপকের অনুমান করা হইয়া থাকে বটে কিন্তু ব্যাপকাভাবের দ্বারা ব্যাপ্যাভাবের অনুমান করা হইয়া থাকে। যেহেতু ব্যাপকাভাবই ব্যাপ্যাভাবের ব্যাপ্য। যাহা কোন ব্যাপ্যের তুলনায় ব্যাপক হয় তাহার অভাব কিন্তু সেই ব্যাপ্যাভাবের তুলনায় ব্যাপ্যই হইয়া থাকে। যেমন "পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই অনুমানে ধূম বহ্নির ব্যাপ্য হইলেও ধূমাভাব বহ্ন্যভাবের ব্যাপকই হইবে এবং তজ্জন্য বহ্ন্যভাবের দ্বারা ধূমাভাবের অনুমান করা হইয়া থাকে। এই ব্যাপ্য ও ব্যাপকের বিপরীতভাব সম্বন্ধে শ্রীধরাচার্য "ন্যায়কন্দলী"তে বলিয়াছেন—

নিয়ম্যত্বনিয়ন্তৃত্বে ভাবয়োর্যাদৃশে মতে।
বিপরীতে প্রতীয়েতে তে এব তদভাবয়োঃ॥

(ন্যায়কন্দলী, ২৪৮পৃঃ, কাশী সং)

ইহার অর্থ—দুইটি ভাবপদার্থের মধ্যে যাহা ব্যাপক এবং যাহা ব্যাপ্য, তাহাদের অভাবের মধ্যে ঠিক তাহার বিপরীত হইবে অর্থাৎ ব্যাপকের অভাব হইবে ব্যাপ্য এবং ব্যাপ্যের অভাব হইবে ব্যাপক। সুতরাং ব্যাপক উপাধির অভাবই হইবে ব্যাপ্য এবং ব্যাপ্য সাধ্যের অভাব হইবে ব্যাপক। অতএব ব্যাপ্য উপাধ্যভাবের দ্বারা ব্যাপক সাধ্যাভাব অনুমিত হওয়া উচিত। মমাপরোক্ষব্যবহারাযোগ্যত্ব হইল উপাধি সুতরাং মমাপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্বই হইবে উপাধ্যভাব এবং ব্যাপ্য। আবার তবাপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্বে সতি বেদ্যত্বাভাব হইবে সাধ্য সুতরাং তবাপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্বে সতি অবেদ্যত্বাভাবই হইবে সাধ্যাভাব এবং ব্যাপক।

উপাধিতে "মম" শব্দের দ্বারা "পূর্বপক্ষীর" এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে কারণ উপাধি উদ্‌ভাবনকারী হইতেছেন পূর্বপক্ষী আর সাধ্যে "তব" শব্দের দ্বারা "পূর্বপক্ষীর" এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে কারণ অনুমানস্থাপনকারী হইতেছেন সিদ্ধান্তী। অতএব উপাধ্যভাবের দ্বারা সাধ্যাভাবের অনুমানটি

দাঁড়াইবে নিম্নরূপ—পূর্বপক্ষীর জ্ঞান পূর্বপক্ষীর অপরোক্ষব্যবহারের যোগ্য হইয়া অবেদ্য নয় যেহেতু তাহা পূর্বপক্ষীর অপরোক্ষব্যবহারের যোগ্য যেমন ঘট। এইরূপে উপাধ্যভাবকে হেতু করিয়া সাধ্যাভাবের অনুমান যদি সিদ্ধ হইতে পারিত তাহা হইলে মমাপরোক্ষব্যবহারাযোগ্যত্বকে উপাধি বলিয়া স্বীকার করা যাইত। কিন্তু এই অনুমান সিদ্ধই হইতে পারে না যেহেতু জ্ঞানেতরত্ব বা জ্ঞানভিন্নত্বরূপ উপাধি রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত ঘটে জ্ঞানভিন্নত্বই আছে কিন্তু পক্ষ ত্বদীয়জ্ঞান জ্ঞানভিন্ন নয় বলিয়া তাহাতে উপাধিটি নাই। সুতরাং জ্ঞানভিন্নত্বই ঐ অনুমানের উপাধি হইবে এবং তজ্জন্য ঐ বিপরীত অনুমানটিও অসিদ্ধ হইবে। সেই কারণেই মমাপরোক্ষব্যবহারাযোগ্যত্ব ব্যাপক হইতে পারিবে না। আর তাহা যদি সাধ্য তবাপরোক্ষব্যবহার-যোগ্যত্বে সতি বেদ্যত্বাভাবের ব্যাপক না হয় তাহা হইলে আর উপাধি কিরূপে হইবে? সিদ্ধান্তীর অনুমানে পূর্বপক্ষী যে উপাধি উদ্‌ভাবন করিয়া-ছিলেন তাহা উপাধিই হইতে পারে না—ইহা দেখান হইল। সুতরাং সিদ্ধান্তীর অনুমান নির্দোষ প্রতিপন্ন হইল।

স্বয়ংপ্রকাশত্বসাধক অপর একটি অনুমান দেখান হইতেছে—বিবাদপদানি জ্ঞানানি ঘটজ্ঞানান্যত্বে সতি বেদ্যত্বানধিকরণানি জ্ঞানত্বাৎ ঘটজ্ঞানবৎ। (চিৎসুখী, ২১পৃঃ)। ইহার অর্থ—বিবাদগোচর জ্ঞানসমূহ ঘটজ্ঞান হইতে ভিন্ন হইয়া বেদ্যত্বের অনধিকরণ যেহেতু তাহারা জ্ঞান যেমন ঘটজ্ঞান। পক্ষে "বিবাদ-গোচর" অংশ না দিলে ঘটজ্ঞানে সিদ্ধসাধনতা হয় কারণ ঘটজ্ঞান বেদ্য হইলেও ঘটজ্ঞান হইতে ভিন্ন না হওয়ায় তাহাতে ঘটজ্ঞান হইতে ভিন্ন হইয়া বেদ্যত্ব নাই। এই সিদ্ধসাধনতা বারণের জন্য পক্ষে "বিবাদগোচর" এই অংশ দেওয়া হইয়াছে। তাহার দ্বারা ঘটজ্ঞান পক্ষবহির্ভূত হইয়াছে। সাধ্যে কেবলমাত্র "বেদ্যত্বানধিকরণ" এই অংশ বলিলে অপ্রসিদ্ধবিশেষণতার দোষ হয় এইজন্য "ঘটজ্ঞান হইতে ভিন্ন হইয়া" এই অংশ বলা হইয়াছে।

এই অনুমানে ঘটজ্ঞানত্বই উপাধি হইবে—এইরূপ পূর্বপক্ষী বলিতেছেন। দৃষ্টান্ত ঘটজ্ঞানে ঘটজ্ঞানত্ব আছে এবং পক্ষে বিবাদগোচর জ্ঞানসমূহে ঘট-জ্ঞানত্ব নাই কারণ বিবাদগোচর পদের দ্বারা ঘটজ্ঞানকে পক্ষবহির্ভূত করা হইয়াছে। পূর্বপক্ষী এইরূপে উপাধি উদ্‌ভাবন করিলে সিদ্ধান্তী তদুত্তরে বলিতেছেন যে, ঘটজ্ঞানত্বকে কখনও উপাধি বলা চলে না যেহেতু

ঘটজ্ঞানত্বের ঘটাংশ কেবলমাত্র পক্ষের ব্যাবৃত্তির জন্য দেওয়া হইয়াছে। যে বিশেষণ কেবলমাত্র পক্ষের ব্যাবৃত্তির জন্য দেওয়া হইয়াছে তাহা, পক্ষভেদ যেমন উপাধি নয় তেমনই উপাধি হইবে না।*

অতএব এই অনুমানটি নির্দোষ প্রতিপাদিত হইল। এইভাবে অনুভূতির স্বপ্রকাশত্ব অনুমান প্রমাণের দ্বারাও সিদ্ধ হইল।

---

* পক্ষভেদকে যদি উপাধি বলা হয় তাহা হইলে অনুমানমাত্রেরই উচ্ছেদ হইবে কারণ পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ যথা মহানসম্ এই অনুমানেও পক্ষভেদ অর্থাৎ পর্বতভেদও উপাধি হইতে পারিবে যেহেতু দৃষ্টান্ত মহানসে পর্বতভেদ আছে কিন্তু পক্ষ পর্বতে পর্বতভেদ নাই। কল্পতরুকার আচার্য অমলানন্দ দেখাইয়াছেন যে, পক্ষভেদ কখনও উপাধি হইতে পারে না যেহেতু তাহা সাধ্যের ব্যাপকই নয়। পক্ষভেদ যদি সাধ্যের ব্যাপক হয় তাহা হইলে পক্ষভেদাভাব সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য হইবে অর্থাৎ পক্ষভেদের অভাবস্থলে অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যাভাব থাকিবে। কিন্তু তাহা বলা যায় না যেহেতু পক্ষে সাধ্যের সত্তা বা অসত্তা কিছুই নিশ্চিত হয় নাই। সাধ্যটি পক্ষে সন্দিগ্ধ অবস্থায় আছে সুতরাং পক্ষে সাধ্যাভাব আছে এরূপ বলা চলে না অর্থাৎ পক্ষ-ভেদাভাব সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য নয়। সুতরাং পক্ষভেদও সাধ্যের ব্যাপক নয় অর্থাৎ পক্ষভেদ উপাধি হইতে পারে না। এই কথাটি ব্রহ্মসূত্রের ২।২।১ সূত্রের "কল্পতরু" টীকায় অমলানন্দ স্বামী বলিয়াছেন—

সাধ্যাভাবেন সাকং স্বাভাবব্যাপ্তেরনির্ণয়াৎ।
কুতঃ পক্ষেতরত্বস্য সাধ্যব্যাপকতা মতা॥

(কল্পতরু, ৪৯০ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং)

পক্ষভেদের উপাধিত্বশঙ্কা নিবারণের জন্যই প্রাচীনগণ উপাধিকে সাধ্যসমব্যাপ্ত বলিয়াছিলেন। কেবলমাত্র পক্ষব্যাবর্তক বিশেষণ যে উপাধি হয় না তাহার প্রসিদ্ধ উদাহরণ হইতেছে ক্ষিতির সকর্তৃকত্বানুমানে শরীরিজন্যত্বরূপ উপাধি। ক্ষিতির সকর্তৃকত্বের জন্য অনুমান করা হয়—ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা জন্যত্বাৎ ঘটবৎ। তাহাতে শরীরিজন্যত্বই উপাধি এরূপ পূর্বপক্ষী বলেন। কিন্তু জন্যত্বরূপ হেতুর সহিত "শরীরী" এই অংশটি কেবলমাত্র পক্ষব্যাবৃত্তির জন্য প্রযুক্ত হওয়ায় শরীরিজন্যত্ব উপাধি হয় না।

চতুর্থ অধ্যায়

আত্মার স্বপ্রকাশত্ব

অনুভূতির স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইলে অনুভূতিস্বরূপ আত্মারও যে স্বপ্রকাশত্ব হইবে তাহা সিদ্ধই হইয়া যায়। তথাপি আত্মা যে অনুভূতিস্বরূপ এই বিষয়ে প্রতিবাদী একমত নহেন এবং এইজন্যই প্রথমতঃ আত্মার অনুভূতিস্বরূপত্ব প্রমাণ করিতে হইবে। স্বপ্রকাশ অনুভূতির সহিত আত্মার অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করা আত্মার স্বপ্রকাশত্বসাধনের একটি উপায়। দ্বিতীয়তঃ, আত্মা কখনও জ্ঞানের কর্ম হয় না বলিয়াও আত্মার স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হয়। তৃতীয়তঃ, "আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ" এইরূপ শ্রুতি বিদ্যমান থাকায় আত্মার স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হয়। আত্মার স্বপ্রকাশত্বসাধক যুক্তিগুলি সংগৃহীত করিয়া চিৎসুখাচার্য একটি কারিকা * প্রণয়ন করিয়াছেন—

চিদ্রূপত্বাদকর্মত্বাৎ স্বয়ংজ্যোতিরিতি শ্রুতেঃ।
আত্মনঃ স্বপ্রকাশত্বং কো নিবারয়িতুং ক্ষমঃ।

(চিৎসুখী, ২১-২২পৃঃ)

প্রথমে আত্মার অনুভূতিস্বরূপত্ব অর্থাৎ চিদ্রূপত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। প্রভাকরমতাবলম্বীর নিকট আত্মার সংবিদ্রূপত্ব নিম্নরূপ অনুমানের দ্বারা সাধন করা হয়—আত্মা সংবিদ্রূপঃ, সংবিৎকর্মতামন্তরেণ অপরোক্ষত্বাৎ সংবেদনবৎ। (চিৎসুখী, ২২পৃঃ)। ইহার অর্থ—আত্মা সংবিদ্রূপ যেহেতু তাহা সংবিদের কর্ম না হইয়া অপরোক্ষব্যবহারের বিষয় যেমন সংবেদন। প্রভাকরমতে ত্রিপুটীর প্রত্যক্ষ হয়, যেমন জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। তন্মধ্যে জ্ঞেয় বিষয় সংবিদের কর্মরূপে ভাসমান হয়, জ্ঞাতা সংবিদের আশ্রয়রূপে ভাসমান হয় ও সংবিদ্ নিজে নিজ হইতে অভিন্ন হইয়া ভাসমান হয়। সুতরাং আত্মা (জ্ঞাতা)

---

* মূল যুক্তিগুলি সংক্ষেপে কারিকার দ্বারা উল্লেখ করিয়া পরে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া চিৎসুখাচার্যের গ্রন্থের একটি বৈশিষ্ট্য। তিনি প্রায় প্রতি প্রকরণেই এইরূপ কারিকার দ্বারা প্রথমে সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়া পরে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ও সংবিৎ—এই উভয়ে সংবিদের কর্ম না হইয়া অপরোক্ষব্যবহারের বিষয় হয়। অতএব পক্ষে ও দৃষ্টান্তে হেতু বিদ্যমান আছেই। আর সংবেদনরূপ দৃষ্টান্তে সংবিদ্রূপত্ব অর্থাৎ সাধ্য বিদ্যমান আছেই।

নৈয়ায়িকগণের নিকটে নিম্নরূপ অনুমান করা হয়—ঘটতজ্‌জ্ঞানয়োঃ সম্বন্ধঃ আত্মনিষ্ঠঃ জ্ঞাননিষ্ঠত্বাৎ পদবিষয়ত্ববৎ (চিৎসুখী, ২২পৃঃ)। ইহার অর্থ—ঘট ও তাহার জ্ঞানের সম্বন্ধ আত্মনিষ্ঠ যেহেতু তাহা জ্ঞাননিষ্ঠ যেমন পদবিষয়ত্ব। এই অনুমানে ঘট ও তাহার জ্ঞানের সম্বন্ধ হইল পক্ষ, আত্মনিষ্ঠত্ব সাধ্য, জ্ঞাননিষ্ঠত্ব হেতু ও পদবিষয়ত্ব হইল দৃষ্টান্ত। পদ হইতে জ্ঞান জন্মায় বলিয়া জ্ঞান পদবিষয় অর্থাৎ জ্ঞানে পদবিষয়ত্ব আছে। সুতরাং পদবিষয়ত্ব জ্ঞাননিষ্ঠ অতএব পদবিষয়ত্বরূপ দৃষ্টান্তে জ্ঞাননিষ্ঠত্বরূপ হেতু আছে। এইরূপ আত্মারও পদজন্যজ্ঞান হয় বলিয়া আত্মা পদবিষয় সুতরাং আত্মাতে পদবিষয়ত্ব আছে অর্থাৎ পদবিষয়ত্ব আত্মনিষ্ঠ। তাহা হইলে পদবিষয়ত্বরূপ দৃষ্টান্তে আত্মনিষ্ঠত্বরূপ সাধ্যও বিদ্যমান আছে বলিয়া ব্যাপ্তিসিদ্ধি হইল। আর পক্ষে তো হেতু বিদ্যমান আছেই কারণ ঘট ও ঘটজ্ঞানের সম্বন্ধও অন্য সংযোগাদি সম্বন্ধের ন্যায় উভয়নিষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান-নিষ্ঠও বটে। অর্থাৎ এই সম্বন্ধরূপ পক্ষে জ্ঞাননিষ্ঠত্বরূপ হেতু বিদ্যমান আছে।

সিদ্ধান্তে সম্বন্ধকে আধ্যাসিক বলা হয় এবং সম্বন্ধকে সম্বন্ধিমাত্রনিষ্ঠ বা সম্বন্ধিস্বরূপ বলা হয়। সুতরাং ঘট ও ঘটজ্ঞানের সম্বন্ধ ঘটনিষ্ঠ এবং ঘটজ্ঞাননিষ্ঠ। প্রতিজ্ঞাবাক্যে সম্বন্ধকে আত্মনিষ্ঠ বলা হইয়াছে। আর এইস্থলে সম্বন্ধ সম্বন্ধিমাত্রনিষ্ঠ বলিয়া যদি তাহাকে ঘটনিষ্ঠ বলা হয় তবে একই সম্বন্ধ আত্মনিষ্ঠ ও ঘটনিষ্ঠ হইবে অর্থাৎ ঘটের আত্মত্ব প্রতি-পাদিত হইবে। কিন্তু ঘটের আত্মত্ব বাদিপ্রতিবাদীর উভয়েরই অসম্মত। অতএব সম্বন্ধকে ঘটজ্ঞাননিষ্ঠ বলিতে হইবে, আর তাহার আত্মনিষ্ঠত্ব তো এই অনুমানের দ্বারা প্রতিপাদিতই হইয়াছে যেহেতু আত্মনিষ্ঠত্ব এই অনুমানের সাধ্য। অতএব ঘটজ্ঞানের আত্মত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

আত্মার জ্ঞানরূপত্ব প্রতিপাদিত হইলে বিপক্ষবাধক তর্কও দেখান হইতেছে অর্থাৎ আত্মা যে জ্ঞানভিন্নরূপ হইতে পারে না তাহা দেখান হইতেছে। আত্মার জ্ঞানরূপত্ব না হইলে আত্মবিষয়ক প্রমাও যেরূপ

উৎপন্ন হয় সেরূপ আত্মবিষয়ক সংশয় ও বিপর্যাসও উৎপন্ন হইতে পারিত অর্থাৎ "আমি আছি কি নাই" এইরূপ সংশয় ও "আমি নাই" এইরূপ বিপর্যাসও হইতে পারিত। কিন্তু আত্মার সম্বন্ধে কেহ কখনও "আমি বা আমি নয়" এইরূপ সন্দেহ করে না অথবা "আমি নাই" এইরূপ বিপর্যাসও করে না।* এইরূপ সন্দেহবিপর্যাসহীনতা কখনও আত্মার স্বপ্রকাশ-জ্ঞানরূপতা ভিন্ন সম্ভবপর নয়।

এখন পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, স্বপ্রকাশজ্ঞানরূপতা ভিন্নও তো সন্দেহ-বিপর্যাসের অভাব দেখা যায় যেমন সুখদুঃখ। তাহার উত্তরে বলা হয় যে, সুখদুঃখের সত্তা থাকলে তদ্বিষয়ক জ্ঞান না হইয়াই যায় না। যদি বলা হয় যে, আত্মারও সেইরূপই স্বসত্তাতে জ্ঞানাব্যভিচার থাকুক্ তাহা হইলে সুষুপ্তিই আর হইতে পারিবে না যেহেতু অন্তঃকরণবৃত্তির উদয় তখনও স্বীকার করিতে হইবে।†

সিদ্ধান্তী আত্মার জ্ঞানরূপত্ব সাধিত করিলে পূর্বপক্ষী বিপরীত অনুমান করিতেছেন। জ্ঞানাত্মনোঃ সম্বন্ধঃ অনাত্মবৃত্তিঃ জ্ঞানবৃত্তিত্বাৎ সত্তাবৎ (চিৎসুখী, ২২পৃঃ)। ইহার অর্থ—জ্ঞান ও আত্মার সম্বন্ধ অনাত্মবৃত্তি যেহেতু তাহা জ্ঞানবৃত্তি যেমন সত্তা। সত্তা জ্ঞানবৃত্তিও বটে আবার অনাত্ম-বৃত্তিও বটে। সুতরাং ব্যাপ্তিসিদ্ধি হইল। আর "জ্ঞানাত্মার সম্বন্ধ" রূপ পক্ষে জ্ঞানবৃত্তিত্বরূপ হেতু বিদ্যমান আছে যেহেতু সম্বন্ধ সম্বন্ধিনিষ্ঠ। পূর্বের অনুমানের ন্যায় এই অনুমানেও সম্বন্ধ যেহেতু সম্বন্ধিমাত্রনিষ্ঠ সুতরাং হয় জ্ঞানের অনাত্মত্ব হইবে অথবা আত্মার অনাত্মত্ব হইবে। আত্মা কখনও

---

* অধ্যাসভাষ্যের "ভামতী"তে আচার্য বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—"ন চায়মাত্মা... অহমিত্যসন্দিগ্ধাবিপর্যস্তাপরোক্ষানুভবসিদ্ধঃ...ন হি জাতু কশ্চিদত্র সন্দিগ্ধেঽহং বা নাহং বেতি, ন চ বিপর্যস্যতি নাহমেবেতি।" (ভামতী, ৫ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং)

আচার্য মধুসূদনও বলিয়াছেন—"বেদ্যত্বে আত্মনো বেদনাভাবাৎ অজ্ঞানদশায়ামাত্মনি সংশয়-বিপর্যয়ব্যতিরেকনির্ণয়প্রসঙ্গাৎ। ন চাত্মনি অহমনহং বেতি কশ্চিৎ সন্দিগ্ধে, অন্য এবেতি বা বিপর্যস্যতি, নাহমিতি বা ব্যতিরেকং নির্ণয়তি।" (অদ্বৈতসিদ্ধি, ৭৭৯ পৃঃ)

চিৎসুখাচার্যও বলিয়াছেন—"ন হ্যাত্মনি অহমনহং বেতি কশ্চিৎ সন্দিগ্ধে, নৈবাহমিতি বা বিপর্যস্যতি।" (চিৎসুখী, ২২ পৃঃ)।

† এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পূর্বে (১৮ পৃঃ) করা হইয়াছে।

অনাত্মা হইতে পারে না সুতরাং জ্ঞানেরই অনাত্মত্ব এই অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হইবে।

পূর্বপক্ষীর এই অনুমান খণ্ডনের জন্য সিদ্ধান্তী বলেন যে, সিদ্ধান্তে জ্ঞান ও আত্মা একই বস্তু হওয়ায় "জ্ঞানাত্মনোঃ সম্বন্ধঃ" এইরূপ কোন বস্তুই হইতে পারে না কারণ সম্বন্ধমাত্রই ভেদমূলক অর্থাৎ ভেদব্যাপ্য। সুতরাং সৎপ্রতিপক্ষানুমানের পক্ষই অসিদ্ধ বলিয়া আশ্রয়াসিদ্ধি হেত্বাভাস হইবে। এই হেত্বাভাস বারণের জন্য পূর্বপক্ষী "মানমনোহর"কার বাদী বাগীশ্বর জ্ঞান ও আত্মার অর্থাৎ দৃষ্টি ও দ্রষ্টার সম্বন্ধপ্রতিপাদক শ্রুতির উপন্যাস করিতেছেন, যেমন—"ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" (বৃঃ উঃ ৪।৩।২৩) অর্থাৎ দ্রষ্টার দৃষ্টির বিপরিলোপ হয় না। এস্থলে "দ্রষ্টার দৃষ্টি" এই রূপে দৃষ্টি ও দ্রষ্টার সম্বন্ধ স্বীকার করা হইয়াছে। তখন সিদ্ধান্তী উত্তর দিতেছেন যে, শ্রুতিতে দ্রষ্টা ও দৃষ্টির লোকপ্রসিদ্ধ সম্বন্ধ ধরিয়া লইয়া "অপ্রাপ্তে হি শাস্ত্রমর্থবৎ"* এই ন্যায়েতে অপ্রাপ্ত অর্থাৎ লোকে অপ্রসিদ্ধ দৃষ্টিরই অবিনাশিত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে কিন্তু দ্রষ্টা ও দৃষ্টির সম্বন্ধ প্রতিপাদন করা হয় নাই। দ্রষ্টা ও দৃষ্টির সম্বন্ধরূপ মুখ্যার্থই যদি গ্রহণ করা হইত তাহা হইলে অদ্বৈতপ্রতিপাদক শ্রুতির সহিত বিরোধ হইত।

সিদ্ধান্তী আরও বলিতেছেন যে, ষষ্ঠীবিভক্তির দ্বারা যে সকল সময়েই সম্বন্ধ প্রতিপাদিত হইবে ইহারও কোন নিয়ম নাই। এইজন্যই "রাহোঃ শিরঃ" অর্থাৎ রাহুর শির এইরূপ স্থলে বস্তুতঃ অভিন্নত্ব থাকিলেও ব্যপদেশিবদ্‌ভাবের † দ্বারা ষষ্ঠীর উপপত্তি হয়। এইরূপে "দ্রষ্টুর্দৃষ্টেঃ" প্রভৃতি

---

* এই ন্যায়টির অর্থ—অপ্রাপ্ত বিষয়েই শাস্ত্র সার্থক হইয়া থাকে। অনধিগতার্থগন্তৃত্বই প্রমাণত্ব। শাস্ত্র যদি অধিগত বিষয়েরই অবগমন করে তবে শাস্ত্রের প্রামাণ্যই থাকে না। এইজন্যই জৈমিনি প্রমালক্ষণে "অর্থেঽনুপলব্ধে" (জৈমিনি সূত্র, ১।১।৫) এইরূপ বলিয়াছেন। অনুপলব্ধ শব্দের অর্থ অনধিগত।

† "শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ" এই সূত্রে (পাতঞ্জল সূত্র, ১।৯) শব্দমাহাত্ম্যনিবন্ধন অবস্তু বিষয়েও জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে এইরূপ বলা হইয়াছে। কাজেই রাহু ও শিরের ভেদ অবিদ্যমান থাকিলেও "রাহোঃ" এইস্থলে ভেদাভিধায়ী ষষ্ঠীবিভক্তি থাকায় ভেদের প্রতীতি হইয়াছে। অবিদ্যমান ভেদও কেবল শব্দমহিমা বশতঃই ভাসমান হইয়াছে। এইজন্যই কুমারিল বলিয়াছেন—"অত্যন্তাসত্যপি জ্ঞানমর্থে শব্দঃ করোতি হি।" (শ্লোকবার্তিক, চোদনাসূত্র, ৬ কারিকা)।

স্থলেও ব্যপদেশিবদ্ভাবের দ্বারাই ষষ্ঠীর উপপত্তি হইবে অর্থাৎ দ্রষ্টা ও দৃষ্টি বস্তুতঃ অভিন্ন হইলেও তাহাদের ভেদ কল্পনা করিয়াই সম্বন্ধ উপপন্ন হইবে।

পূর্বপক্ষী আবার শঙ্কা করিতে পারেন যে, যেমন অদ্বৈতশ্রুতি আছে তেমন "দ্রষ্টার দৃষ্টি" ইত্যাদি দ্রষ্টাদৃষ্টির সম্বন্ধপ্রতিপাদক শ্রুতি আছে বলিয়া উভয়ই তুল্যবল হওয়ায় দ্বৈতশ্রুতির অনুসারেই অদ্বৈতশ্রুতির ব্যাখ্যা হউক্। তাহার উত্তরে বলা যায় যে, শ্রুতি দ্বৈতপর হইবে অথবা অদ্বৈতপর হইবে এইরূপ বিশেষের উপপত্তি হয় উপক্রম-উপসংহারের ঐক্য, অভ্যাস প্রভৃতি ষড়্‌বিধ তাৎপর্যনির্ণায়ক লিঙ্গের দ্বারা। * এখানে অদ্বৈতশ্রুতি উক্ত ছয়প্রকার তাৎপর্যনির্ণায়ক লিঙ্গবিশিষ্ট হওয়ায় লোকপ্রবাদমূলা সম্বন্ধশ্রুতিকে বাধিত করিবে। তাৎপর্যনির্ণায়ক ছয়টি লিঙ্গ এই—

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্যনির্ণয়ে॥

অর্থাৎ (১) উপক্রম ও উপসংহারের ঐক্য, (২) অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ কথন, (৩) অপূর্বতা অর্থাৎ পূর্বে অজ্ঞাততা, (৪) ফল অর্থাৎ প্রয়োজনবত্ত্ব, (৫) অর্থবাদ অর্থাৎ স্তুতি বা নিন্দা, (৬) উপপত্তি অর্থাৎ অন্য প্রমাণের দ্বারা অবাধিতত্ব। এই সকল তাৎপর্যনির্ণায়ক লিঙ্গের দ্বারা শ্রুতিসমূহের অদ্বৈতার্থেই পর্যবসান হয় বলিয়া দ্বৈতার্থ গ্রহণীয় নহে। সুতরাং "দ্রষ্টুর্দৃষ্টেঃ" ইত্যাদি স্থলে দ্রষ্টা ও দৃষ্টির ভেদে তাৎপর্য নাই এইরূপই বুঝিতে হইবে।

আরও, "দেবদত্তস্য গন্তঃ" এই স্থলে যেমন "গন্তা দেবদত্তের" এইরূপ সামানাধিকরণ্যে অর্থ করা সম্ভব বলিয়া বৈয়ধিকরণ্যে অর্থ করা হয় না সেইরূপ এখানেও "দ্রষ্টুর্দৃষ্টেঃ" শব্দ দুইটির "দ্রষ্টৃরূপ দৃষ্টির" বা "দৃষ্টিরূপ দ্রষ্টার" এইরূপ

---

* কোন গ্রন্থ বা প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য অর্থেই তাহার তাৎপর্য থাকে। গ্রন্থ পাঠ করিতে গেলে তাহার তাৎপর্য কোথায় তাহা জানা বিশেষ আবশ্যক। গ্রন্থসমূহে যেমন তাৎপর্যবিষয়ীভূত অর্থ নিহিত হয় তেমনই অতাৎপর্যবিষয়ীভূত অর্থেরও নিবেশ করা হয়। কিন্তু গ্রন্থের রহস্য বুঝিতে গেলে যাহা তাৎপর্যবিষয়ীভূত হয় নাই তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র তাৎপর্যবিষয়ীভূত অর্থেরই গ্রহণ করিতে হয়। কোন্ গ্রন্থের তাৎপর্য কোথায় তাহা জানার জন্য সকল দার্শনিক মতেই কয়েকটি তাৎপর্যনির্ণায়ক লিঙ্গ স্বীকার করা হয় এবং সেগুলি হইতেছে উপক্রমোপসংহারের ঐক্য, অভ্যাস ইত্যাদি ছয়টি।

সামানাধিকরণ্যে ষষ্ঠীর অর্থ না করিয়া বৈয়ধিকরণ্যে অর্থ করা অনুচিত। আর যদি বৈয়ধিকরণ্যেও অন্বয় করা হয় তাহা হইলেও কোনও দোষ হয় না। "ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ" (বৃঃ উঃ ৩।৪।২) এই স্থলে যেমন দৃষ্টি ও দ্রষ্টা বলিতে যথাক্রমে জ্ঞান ও আত্মা না বুঝাইয়া অন্তঃকরণপরিণামরূপ বৃত্তি ও সাক্ষীকে * বুঝাইয়া থাকে সেইরূপ "দ্রষ্টুর্দৃষ্টেঃ" এই স্থলে যথাক্রমে আত্মা ও জ্ঞান না বুঝাইয়া পরিণামী অন্তঃকরণ ও সাক্ষীকে বুঝাইবে। এইভাবে অদ্বৈতশ্রুতির অবিরুদ্ধ বহুবিধ ব্যাখ্যা সম্ভব হইলেও যদি "দ্রষ্টু-র্দৃষ্টেঃ" এই স্থলে অদ্বৈতশ্রুতির বিরুদ্ধ অর্থ কেহ গ্রহণ করে এবং জ্ঞান ও আত্মার মধ্যে গুণগুণিভাব ব্যাখ্যা করে তাহা হইলে এইরূপ ব্যাখ্যা মীমাংসকোচিত হইবে না।

পূর্বপক্ষী "দ্রষ্টুর্দৃষ্টেঃ" এইস্থলে ষষ্ঠীর দ্বারা দ্রষ্টা ও দৃষ্টির সম্বন্ধ বুঝাইতে-ছেন। এই দ্রষ্টৃসম্বন্ধী দৃষ্টির বিনাশ নাই তাহা শ্রুতি নিজেই বলিয়াছেন।

---

* অজ্ঞাতবিষয়ক নিশ্চয়জ্ঞান প্রমা। এই প্রমাজ্ঞান যাহার হইয়া থাকে তাহাকে প্রমাতা বলে। প্রমাতা ও সাক্ষী সমকক্ষ বস্তু। প্রমাতার সহিত সাক্ষীর পার্থক্য এই যে, প্রমাতা প্রমাণের সাহায্যে অজ্ঞানের নাশ করে এবং বিষয় জানিয়া থাকে কিন্তু সাক্ষী প্রমাণের সাহায্য ব্যতিরেকেই বিষয় জানিয়া থাকে এবং অজ্ঞানেরও নাশ করে না। সাক্ষীতে যে সমস্ত জড় বস্তু অভেদে অধ্যস্ত তাহারা প্রমাণের সাহায্য ব্যতীতই সাক্ষাৎ সাক্ষীর দ্বারা ভাস্য হইয়া থাকে, যেমন আত্মার যোগ্য বিশেষগুণগুলি সাক্ষাৎ সাক্ষিভাস্য। সাক্ষী প্রমাণকে অপেক্ষা না করিয়াই সাক্ষাৎ বিষয়ের দ্রষ্টা বলিয়াই তাহাকে সাক্ষী বলা হইয়াছে। সাক্ষী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও তাহাই। সাক্ষাদ্‌ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্ (পাণিনি ৫।২।৯১ সূত্র) এই সূত্রের দ্বারা সাক্ষাৎ দ্রষ্টা এই অর্থে সাক্ষীপদ সিদ্ধ হইয়াছে।

সাক্ষীর দৃষ্টি নিত্য চিদ্রূপ বলিয়া এই দৃষ্টি দৃশ্যসাপেক্ষরূপে দ্রষ্টা বলিয়া বোধ হয়। দৃশ্যসাপেক্ষরূপে যাহা দ্রষ্টা, দৃশ্যনিরপেক্ষরূপে তাহাই দৃষ্টি বা প্রকাশ। প্রকাশই প্রকাশ্যসাপেক্ষরূপে প্রকাশক বলিয়া বোধ হয়। যেমন সবিতা প্রকাশয়তি, সবিতা প্রকাশতে। দৃষ্টিরূপ চৈতন্যে অবিদ্যা-অন্তঃকরণাদির অধ্যাস বশতঃ দৃষ্টিই দ্রষ্টারূপে ভাসমান হইয়া থাকে। অধ্যাসের নিবৃত্তিতে দ্রষ্টাই দৃষ্টিরূপে, প্রকাশকই প্রকাশরূপে অবস্থিত থাকে। এই জন্যই শ্রুতি—তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি (কঠোপনিষদ্ ২।২।১৫) "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" এইরূপ বলিয়াছেন।

এই স্থলে একটি কথা বক্তব্য যে যাঁহারা মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন না তাঁহাদের মতে সাক্ষী সিদ্ধ হয় আর যাঁহারা সাক্ষী স্বীকার করেন তাঁহাদের মতে মনের অন্তরিন্দ্রিয়ত্ব হয় না। ন্যায়বৈশেষিকগণ যাহাকে মানসপ্রত্যক্ষবেদ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহাকেই বেদান্তে সাক্ষিবেদ্য বলা হয়। এজন্য বেদান্তসিদ্ধান্তে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব নিরাকৃত হইয়াছে।

সুতরাং এই নিত্য দৃষ্টি দ্রষ্টৃসম্বন্ধী ইহাই পূর্বপক্ষীর অভিপ্রেত অর্থ। ইহাতে সিদ্ধান্তী প্রশ্ন করিতেছেন যে, পূর্বপক্ষী যখন জীব ও ঈশ্বরের ভেদ স্বীকার করেন তখন তাঁহার মতে এই নিত্য দৃষ্টি কাহার হইবে? এই নিত্য দৃষ্টি কি জীবের অথবা ঈশ্বরের? জীবের বলা চলে না কারণ পূর্বপক্ষী জীবের জ্ঞানকে অনিত্য বলিয়া থাকেন। আবার নিত্য দৃষ্টি যে ঈশ্বরের তাহাও বলা চলে না যেহেতু জীবের উপক্রমে এই নিত্য দৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" (বৃঃ উঃ ২।৪।৫) অর্থাৎ "অরে, পতির জন্য পতি প্রিয় নয়" ইত্যাদি বাক্যে পতিজায়াদি সম্বন্ধের উল্লেখ থাকায় জীবের কথাই বলা হইয়াছে—ইহা বুঝা যায়। আরও, সেই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, "এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" (বৃঃ উঃ ২।৪।১২) অর্থাৎ "চিন্মাত্র জীবাত্মা এই আকাশাদি মহাভূতকে অবলম্বন করিয়া প্রাদুর্ভূত হয়, আবার সেই সমস্ত ভূতের সঙ্গেই মিলিয়া যায়। মিলিত হইবার পর আর তাহার নামরূপাদি-সম্বন্ধজনিত কোনও বিশেষ ধর্ম থাকে না। এইরূপে জীবাত্মার ধর্মাদি বিনাশের কথা বলিলে শঙ্কা হয় যে, তবে তো জীবাত্মারই বিনাশ হয়। তাহার নিবারণের জন্য শ্রুতি বলিতেছেন—"অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্মা মাত্রাঽসংসর্গস্ত্বস্য ভবতি" (বৃঃ উঃ ৪।৫।১৪) অর্থাৎ "অরে, এই আত্মা অবিনাশী ও তাহার কখনও উচ্ছেদ হয় না কিন্তু বিষয়েন্দ্রিয়রূপে পরিণত ভূতসমূহের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ হয় না।" "যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি" (বৃঃ উঃ ৪।৩।২৩) অর্থাৎ "সে যে তখন দেখে না তাহা দেখিয়াও দেখে না" কারণ তখন দৃশ্য বিষয়ই নাই। আরও শ্রুতি রহিয়াছে—"ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ" (বৃঃ উঃ ৪।৩।২৩) অর্থাৎ "অবিনাশী বলিয়া এই দ্রষ্টাস্বরূপ দৃষ্টির অর্থাৎ জীবাত্মার কখনও বিনাশ হয় না।" এইরূপে এই সকল শ্রুতির দ্বারা জীবাত্মারই অবিনাশিত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

জ্যোতির্ব্রাহ্মণে জাগ্রদাদি অবস্থার কথা বলিয়া তারপর "অথ যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি" (বৃঃ উঃ ৪।৩।১৯) অর্থাৎ "যে অবস্থায় সুপ্ত ব্যক্তি কোনও প্রকার কাম্য বিষয় কামনা

করে না, কোনও স্বপ্ন দেখে না” ইত্যাদি সুষুপ্তি অবস্থার কথা অবতারণা করিয়া “যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে” ইত্যাদিরূপে বিশেষ বিজ্ঞানের অভাব থাকিলেও স্বরূপবিজ্ঞানের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরে সর্বদা সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ থাকায় সর্ববিষয়ক বিশেষ জ্ঞান তাঁহাতে থাকিবে বলিয়া ঈশ্বরপক্ষে এই দৃষ্টি-নিত্যত্ব সাধিত হইয়াছে এরূপ বলা চলে না। যাহা সিদ্ধ তাহার আর সাধনের প্রয়োজন নাই। আরও, এই সুষুপ্ত্যাদি ঈশ্বরে সম্ভব নয় বলিয়া এবং এই নিত্যদৃষ্টি সুষুপ্তি অবস্থার প্রসঙ্গে বলায় এই নিত্যদৃষ্টি ঈশ্বরের এরূপ বলা যায় না। অতএব পূর্বপক্ষী যে জ্ঞানাত্মার সম্বন্ধ আত্মনিষ্ঠ বলিয়া সৎপ্রতিপক্ষানুমান করিয়াছেন তাহা আশ্রয়াসিদ্ধি দোষদুষ্ট ইহা প্রতিপাদিত হইল।

আত্মা যে জ্ঞানরূপ নয় ইহা দেখাইবার জন্য পূর্বপক্ষী নিম্নরূপ অনু-মান করিয়া থাকেন—জ্ঞানমাত্মা ন ভবতি, গুণত্বাৎ অনিত্যত্বাদ্ বা রূপাদিবৎ। ইহার অর্থ—গুণত্বহেতু অথবা অনিত্যত্বহেতু জ্ঞান আত্মরূপ নয় যেমন রূপাদি। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলেন যে, আমরা জ্ঞানকে নিত্য ও আত্মস্বরূপ বলিয়া থাকি সুতরাং তাহা অনিত্য বা গুণ হইতে পারে না। অতএব জ্ঞানরূপ পক্ষে অনিত্যত্ব অথবা গুণত্বরূপ হেতু দুইটির কোনটিই নাই বলিয়া স্বরূপাসিদ্ধি হেত্বাভাস হইয়াছে।

পূর্বে সিদ্ধান্তী ঘট ও ঘটজ্ঞানের সম্বন্ধের আত্মনিষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত করিয়াছেন। সেই স্থলে ঘটের আত্মত্ব অসম্ভব বলিয়া সিদ্ধান্তী পূর্বপক্ষীকে যেমন জ্ঞানের আত্মত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছেন তেমনই পূর্বপক্ষী ঘট ও ঘটজ্ঞানের সম্বন্ধের গুণনিষ্ঠত্বানুমান করিয়া ঘটদ্রব্যের গুণত্ব অসম্ভব বলিয়া জ্ঞানেরই গুণত্ব প্রতিপাদিত করিতেছেন। অনুমানের প্রয়োগ এইরূপ—ঘটতজ্‌জ্ঞানয়োঃ সম্বন্ধঃ গুণনিষ্ঠঃ, জ্ঞাননিষ্ঠত্বাৎ সত্তাবৎ (চিৎসুখী, ২৪ পৃঃ) ইহার অর্থ—ঘট ও ঘটজ্ঞানের সম্বন্ধ গুণনিষ্ঠ, যেহেতু তাহা জ্ঞাননিষ্ঠ যেমন সত্তা। পূর্বপক্ষী আবার বাধক তর্কও দেখাইয়াছেন—“জানামি” এইরূপ জ্ঞান আমাদের প্রত্যেকেরই হইয়া থাকে। “জানামি” বা “জানি” ইহার অর্থ জ্ঞানের আশ্রয়বিষয়ক জ্ঞান। এই জ্ঞানের আশ্রয় হইতেছে “অহম্” বা “আমি” অর্থাৎ আত্মা। সুতরাং “আত্মা জ্ঞানের আশ্রয়” এইরূপ

অর্থ দাঁড়াইতেছে। এখন জ্ঞান ও আত্মা যদি একই পদার্থ হয় তাহা হইলে "আত্মা আত্মার আশ্রয়" এইরূপ অর্থ হয়। কিন্তু একই বস্তু নিজেই কখনও নিজের আধার হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান ও আত্মা অভিন্ন এরূপ বলা চলে না, তাহাদের মধ্যে আশ্রয়াশ্রয়িভাব অর্থাৎ গুণ-গুণিভাব স্বীকার করিতে হইবে। আত্মাকে গুণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না, সুতরাং জ্ঞানই গুণপদার্থ এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই সমীচীন।

এইরূপে পূর্বপক্ষী জ্ঞানের গুণত্ব সাধন করিলে সিদ্ধান্তী আবার ঠিক অনুরূপ অনুমানের দ্বারা সিদ্ধান্তীর অনভিপ্রেত বস্তু অর্থাৎ জ্ঞানের দ্রব্যত্ব সাধন করিতেছেন। রূপতজ্জ্ঞানয়োঃ সম্বন্ধো দ্রব্যনিষ্ঠো জ্ঞাননিষ্ঠত্বাৎ সত্তাবৎ (চিৎসুখী, ২৪ পৃঃ)। ইহার অর্থ—রূপ ও রূপজ্ঞানের সম্বন্ধ দ্রব্যনিষ্ঠ যেহেতু তাহা জ্ঞান-নিষ্ঠ, যেমন সত্তা। আবার পূর্বপক্ষী জ্ঞানের গুণত্ব ব্যতিরেকে যে "জানামি" এই শব্দের উপপত্তি হয় না বলিয়াছেন তাহারও খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ জ্ঞানের আশ্রয় যে প্রমাতা* তদ্বিষয়ক জ্ঞানই "জানামি" শব্দের অর্থ। †

---

* অন্তঃকরণ বিষয়দেশে নির্গত হইয়া যখন বিষয়াকারে পরিণত হয় তখন অন্তঃকরণের এই পরিণামকে বৃত্তি বলে। সর্বব্যাপী চৈতন্য বিভিন্ন অবচ্ছেদে বিভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। একই চৈতন্য কখনও প্রমাতা, কখনও প্রমাণ আবার কখনও বিষয় নাম প্রাপ্ত হয়। অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই প্রমাতৃচৈতন্য, অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যই প্রমাণচৈতন্য ও বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যই বিষয়চৈতন্য। এই কথাই বেদান্তপরিভাষায় ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র বলিয়াছেন—"তথা হি ত্রিবিধং চৈতন্যম্—বিষয়চৈতন্যং প্রমাণচৈতন্যং প্রমাতৃচৈতন্যং চেতি। তত্র ঘটাদ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যং বিষয়চৈতন্যম্। অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্নং চৈতন্যং প্রমাণচৈতন্যম্। অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নং প্রমাতৃচৈতন্যম্।" (বেদান্তপরিভাষা, ৪৭-৪৮ পৃঃ)।

† বেদান্তসিদ্ধান্তে জ্ঞান বলিতে ত্রিবিধ বস্তু বুঝিতে পারা যায়। স্বতঃপ্রকাশ চিন্মাত্র বস্তুই জ্ঞান। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ উঃ ২।১।১) ইত্যাদি শ্রুতিই তাহাতে প্রমাণ। বারবার শ্রুতি স্বতঃপ্রকাশ চিন্মাত্রকে জ্ঞানপদের দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন. যেমন "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃঃ উঃ ৩।৯।২৮), "প্রজ্ঞানঘন এব" (বৃঃ উঃ ৪।৫।১৩) ইত্যাদি। এই চৈতন্যকে প্রকাশরূপ বলিয়াই জ্ঞান বলা হয়। চৈতন্যই সর্বপ্রকাশ, আর কোথায়ও প্রকাশরূপতা নাই। দ্বিতীয়তঃ, প্রমাণজন্য অন্তঃকরণবৃত্তিকেও জ্ঞান বলা হয়। এই জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী। অজ্ঞানও এই জ্ঞানেরই বিরোধী। এই জ্ঞানের বিপরীত রূপই অজ্ঞান। ইহা যেমন অজ্ঞানের বিরোধী সেইরূপ ইচ্ছাসংস্কারাদির জনকও হইয়া থাকে। আবার এই জ্ঞানেরই "জানামি" এইরূপ অনুব্যবসায়ও

আরও, "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃঃ উঃ ৩।৯।৩৪), "প্রজ্ঞানঘন এব" (বৃঃ উঃ ৪।৫।১৩) ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও আত্মার চিদ্রূপত্ব সিদ্ধ হয়। "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞান ও ব্রহ্ম অভিন্ন এইরূপ প্রতীত হওয়ায় পূর্বপক্ষী "মানমনোহর" কার বাদিবাগীশ্বর জ্ঞানপদের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার মতে জ্ঞানপদের ল্যুট্ প্রত্যয় অধিকরণবাচ্যে বিহিত হওয়া উচিত। এইজন্য তিনি বলিয়াছেন—"জ্ঞানশব্দশ্চ জ্ঞায়তে অস্মিন্ ইত্যধিকরণবচনঃ" (নয়নপ্রসাদিনী, ২৪ পৃঃ)। অর্থাৎ এই মতে জ্ঞান শব্দের অর্থ আত্মা। কিন্তু পূর্বপক্ষীর এই উক্তি সঙ্গত নহে যেহেতু তাহাতে অদ্বৈত শ্রুতির সহিত বিরোধ হইবে। অতএব আত্মার চিদ্রূপত্ব সাধনের দ্বারা আত্মার স্বপ্রকাশত্ব সাধন যথার্থই হইয়া থাকে।

আত্মা কখনও জ্ঞানক্রিয়ার কর্ম হইতে পারে না। এই অকর্মকত্ব-হেতুও আত্মার স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হয়।

আত্মারও যে কর্মত্ব হয় তাহা দেখাইবার জন্য পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, ঘটাদির প্রত্যক্ষে বাহ্য ঘটাদি বস্তু জ্ঞানের কর্ম হইলেও সুখাদি-বিষয়ক মানসপ্রত্যক্ষে "আমি সুখী" এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞানের অর্থাৎ জ্ঞান-বিশিষ্ট আত্মারই কর্মত্ব হইয়া থাকে। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলেন যে আত্মার কর্মত্ব স্বীকার করিলে কর্মকর্তৃভাবরূপ বিরোধ অবশ্যম্ভাবী যেহেতু সেই স্থলেও জ্ঞানের কর্তা তো আত্মাকেই বলিতে হইবে। আত্মা ভিন্ন তো জ্ঞানের কর্তা আর কেহই হইতে পারে না। এইরূপে জ্ঞানক্রিয়ার কর্তাও আত্মা এবং কর্মও আত্মা এইরূপ বলায় পূর্বপক্ষীর কর্মকর্তৃভাবরূপ দোষ আসিয়াছে।*

পূর্বপক্ষী ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিতেছেন যে, একই বস্তুর কর্তৃত্ব ও কর্মত্ব সকল স্থলে সম্ভব না হইলেও কখনও কখনও ইহা সম্ভবপর। উপাধি

হইয়া থাকে। এই অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ জ্ঞান সাক্ষিভাস্য কিন্তু ন্যায়মতে ইহা অনুব্যবসায়গ্রাহ্য। তৃতীয়তঃ, অবিদ্যাবৃত্তিকেও জ্ঞান বলা হয়। এই অবিদ্যাবৃত্তি অজ্ঞানের বিরোধী নহে কিন্তু অজ্ঞানের বিরোধিজ্ঞানের সাম্য ইহাতে আছে। অজ্ঞানবিরোধী জ্ঞান যেমন ইচ্ছাসংস্কারাদির জনক হয়, অবিদ্যাবৃত্তিও তাহাই হয় এবং "জানামি" রূপে ভাস্যও হইয়া থাকে। বেদান্তসিদ্ধান্তে জ্ঞানপদের মুখ্য অর্থ কিন্তু স্বপ্রকাশচৈতন্য।

* এই বিরোধের স্বরূপ ২৮ পৃঃ দেখান হইয়াছে।

বশতঃ একই বস্তু বহু প্রকার হইয়া থাকে, যেমন একই দেবদত্ত পিতা, ভ্রাতা, মাতুল ইত্যাদি হইতে পারে। সেইরূপ একই আত্মা উপাধিভেদে কর্তা ও কর্ম উভয়ই হইতে পারে। সুখাদিবিষয়ক জ্ঞানে সুখাদিবিশিষ্ট আত্মা কর্ম ও কেবল-আত্মা অর্থাৎ তদবিশিষ্ট আত্মা কর্তা হইয়া থাকে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, গমনাদি ক্রিয়াতেও তাহা হইলে গমনাদি-বিশিষ্ট আত্মাকে কর্তা বলা উচিত। এইরূপ করিলে আর কোন স্থলেই কর্মকর্তৃবিরোধের দোষ হইতে পারিবে না, "দেবদত্তঃ স্বং গচ্ছতি" এইরূপ প্রয়োগেরও আপত্তি হইবে। তাহাতে কর্মকর্তৃভাবরূপ দোষের কথাটিই একেবারে চলিয়া যাইবে।

এখন পূর্বপক্ষী প্রভাকর আবার শঙ্কা করিতেছেন যে, বেশ, আত্মা না হয় কর্ম নাই হইল কিন্তু তাই বলিয়া স্বপ্রকাশ হইবে ইহারও তো কোন প্রমাণ নাই যেহেতু প্রভাকরমতে সংবিদের আশ্রয় হইয়াও তো আত্মা ভাসমান হইতে পারে। নৈয়ায়িকগণের মতে জ্ঞান বিষয়কে প্রকাশিত করে বলিয়া বিষয় প্রকাশমান হয়। এইরূপ আত্মাও মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় হয় বলিয়া আত্মাও প্রকাশমান হয়। জ্ঞানও আবার জ্ঞানান্তরের বিষয় হইয়াই প্রকাশমান হয়। সুতরাং ন্যায়মতে প্রকাশমান হইতে হইলে জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ কর্ম হইয়াই প্রকাশমান হইতে হইবে। কিন্তু যদি এমন কোন বস্তু থাকে যাহা জ্ঞানের কর্ম হইতে পারে না অথচ প্রকাশমান হয় তাহা হইলে সেই বস্তুকে বাধ্য হইয়াই স্বপ্রকাশ বলিতে হইবে। প্রভাকরমতে কিন্তু সংবিৎ স্বপ্রকাশ হইলেও জ্ঞেয় বিষয় সংবিদের কর্ম হওয়ায় ও জ্ঞাতা অর্থাৎ আত্মা সংবিদের আশ্রয় হওয়ায় ভাসমান। সুতরাং প্রভাকরমতাবলম্বীর নিকট আত্মা কেবলমাত্র কর্ম না হইলেই যে তাহা স্বপ্রকাশ হইবে এরূপ বলা যায় না, কিন্তু আত্মা সংবিদের আশ্রয়ও হইতে পারে না, ইহাও দেখান প্রয়োজন।

পূর্বপক্ষী নৈয়ায়িক বলিতেছেন যে, সিদ্ধান্তীর আত্মাকে কর্ম বলিতে আপত্তি হওয়া উচিত নয় যেহেতু কর্মের লক্ষণ আত্মায় বিদ্যমান আছে। যাহা ক্রিয়ার ফলভাক্ তাহাই কর্ম। আত্মা তো জ্ঞানক্রিয়ার ফলভাগী হইয়াই থাকে। সিদ্ধান্তী তদুত্তরে বলেন যে, যাহা পরসমবেত হইয়া ক্রিয়াফলের আশ্রয় হয় তাহাই কর্ম। সেইজন্য আত্মা জ্ঞানক্রিয়ার

ফলশালী হইলেও আত্মা জ্ঞানক্রিয়ার প্রতি পরসমবেত হয় নাই, কিন্তু স্বসমবেতই হইয়াছে। সুতরাং আত্মা কর্ম হইতে পারে না।

পরসমবেতক্রিয়াফলশালীকেই কর্ম বলিলে পূর্বপক্ষী দোষ প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন যে, তাহা হইলে মানসপ্রত্যক্ষে কর্মই থাকিবে না। কারণ সুখং জানামি ইত্যাদি স্থলে সুখও পরসমবেত নহে আর আত্মাও কর্ম হইতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানক্রিয়ামাত্রেরই কর্ম থাকিবে এইরূপ নিয়ম থাকায় এস্থলে কর্মের অসত্তা হেতু জ্ঞান-ক্রিয়াই নাই এইরূপ বলিতে হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—যাহা সংবিদ্‌ভিন্ন তাহা সংবিদের কর্ম হইয়াই ভাসমান হয় এইরূপ ব্যাপ্তি থাকায় ব্যাপকাভাবে ব্যাপ্যাভাবের ন্যায়ের দ্বারা যাহা সংবিদের কর্ম হইয়া ভাসমান হয় না তাহা সংবিদ্‌ভিন্নও নয় অর্থাৎ সংবিদভিন্ন এরূপ দাঁড়ায়।* আত্মাকে যেহেতু পূর্বপক্ষী প্রভাকরও সংবিদের কর্ম বলেন না সুতরাং আত্মার সংবিদভিন্নত্ব অর্থাৎ সংবিৎস্বরূপত্ব বা চিদ্‌রূপত্বই প্রতিপাদিত হয়।

পূর্বপক্ষী প্রভাকর যে সংবিদের আশ্রয়ত্বহেতুই আত্মার ভাসমানত্ব বলিয়াছিলেন তাহাও ঠিক নয় কারণ নিম্নরূপ অনুমান রহিয়াছে—সংবেদিতা সংবিদাশ্রয়তয়া অপরোক্ষো ন ভবতি অপরোক্ষত্বাৎ সংবেদনবৎ (চিৎসুখী, ২৫ পৃঃ)। ইহার অর্থ—সংবেদিতা বা আত্মা সংবিদের আশ্রয় হইয়া অপরোক্ষ হয় না যেহেতু তাহা অপরোক্ষ, যেমন সংবেদন। যাহাতে বাধ দোষ না হয় তাহার জন্য "সংবিদের আশ্রয় হইয়া" এই অংশ সাধ্যবিশেষণরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। বিপক্ষে বাধক তর্কও রহিয়াছে। সংবেদিতা যদি সংবিদাশ্রয় হইয়া অর্থাৎ অন্য প্রকাশের অধীন হইয়া অপরোক্ষ হয় তাহা হইলে আর তাহার নিত্য জ্ঞান স্বীকার করা যাইবে না এবং কখনও কখনও তাহার সত্তা থাকিলেও প্রকাশ হইবে না অর্থাৎ কখনও কখনও আত্মবিষয়ক সংশয় অর্থাৎ "আমি বা আমি নয়" ও বিপর্যাস অর্থাৎ "আমি আমি নই" এইরূপ জ্ঞানও দেখা যাইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ সংশয়-বিপর্যাস যে হয় না তাহা অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং সংবেদিতা বা আত্মা সংবিদের আশ্রয় বলিয়া অপরোক্ষ এইরূপ পূর্বপক্ষীর উক্তি

---

* ব্যাপকাভাবের দ্বারা যে ব্যাপ্যাভাবের অনুমান হয়, এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য ৯০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অযৌক্তিক, তবে আত্মবিষয়ক সংশয়াদি স্বাপমূর্ছাদিকালে যে হইয়া থাকে তাহার কারণ তখন সংবেদন নাই।

আরও অন্য বাধক তর্ক দেখান হইতেছে—ঘটাদির চাক্ষুষজ্ঞানে আত্মাও জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া অপরোক্ষ হয় স্বীকার করিলে আত্মারও ঘটাদির ন্যায় চাক্ষুষত্ব স্বীকার করিতে হয় যেহেতু চাক্ষুষ জ্ঞানে ভাসমান হইলেই তাহার চাক্ষুষত্ব হইবে। কিন্তু আত্মা নীরূপ দ্রব্য হওয়ায় তাহার চাক্ষুষত্ব পূর্বপক্ষীও স্বীকার করিতে পারেন না। আর ইহার অনুমানও তো রহিয়াছে—আত্মা চাক্ষুষজ্ঞানে ন প্রকাশতে অরূপিদ্রব্যত্বাৎ আকাশবৎ। (চিৎসুখী, ২৬ পৃঃ)। ইহার অর্থ—আত্মা চাক্ষুষজ্ঞানে প্রকাশিত হয় না যেহেতু তাহা অরূপিদ্রব্য যেমন আকাশ। রূপ, রূপত্ব প্রভৃতি অরূপী হইলেও চাক্ষুষজ্ঞানে প্রকাশিত হয়। এজন্য হেতুতে "দ্রব্য" শব্দটি দিতে হইয়াছে। এইরূপে কেবল মাত্র দ্রব্যত্বকে হেতু করিলে ঘটাদিতে ব্যভিচার হয় বলিয়া "অরূপী" এই অংশ প্রদত্ত হইয়াছে। ভাট্টগণ আকাশকে চাক্ষুষ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া স্বীকার করেন সুতরাং তাঁহাদের মতে দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইয়াছে।

ইহাতে সিদ্ধান্তী বলেন যে, দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইবে না কারণ আকাশ যে চাক্ষুষ জ্ঞানের বিষয় নয় তাহা তো নিম্নরূপ অনুমানের দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়। আকাশম্ অচাক্ষুষম্ অরূপিদ্রব্যত্বাৎ মনোবৎ অথবা সদাঽস্পর্শদ্রব্যত্বাৎ মনোবৎ অথবা সর্বগতত্বাৎ আত্মবৎ (নয়নপ্রসাদিনী, ২৬ পৃঃ)। ইহার অর্থ—আকাশ চাক্ষুষ নয় যেহেতু তাহা অরূপী দ্রব্য যেমন মন অথবা যেহেতু তাহা সর্বদাই অস্পর্শদ্রব্য যেমন মন অথবা যেহেতু তাহা সর্বগত যেমন আত্মা।

ভাট্টগণ এখন এই অনুমানগুলিতে উপাধি প্রদর্শন করিতেছেন। এই অনুমানগুলির দৃষ্টান্ত হইল মন ও আত্মা। ইহারা উভয়ই আন্তর বস্তু বলিয়া ইহাদের আন্তরত্ব আছে কিন্তু পক্ষ আকাশ বাহ্য বলিয়া তাহাতে আন্তরত্ব নাই। সুতরাং আন্তরত্ব এই অনুমানগুলির উপাধি হইবে।* ইহাতে সিদ্ধান্তী বলেন যে, আন্তরত্ব উপাধি হইতে পারে না যেহেতু তাহা সাধ্যের ব্যাপক হয় নাই। ইহা যদি সাধ্যের ব্যাপক হইত তাহা হইলে অচাক্ষুষত্ব থাকিলেই অর্থাৎ সাধ্য থাকিলেই ইহা থাকিত।

* উপাধি উদ্ভাবনের রীতির সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ১৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য

কিন্তু এইরূপও তো দেখা যায় যে, কোনও বস্তু অচাক্ষুষ বটে অথচ তাহা আন্তর নয় যেমন গুরুত্ব। এই কারণেই এরূপ উপাধি উদ্ভাবন করা চলে না।

এইরূপে আত্মা জ্ঞানের কর্ম হয় না বলিয়া তাহা স্বপ্রকাশ সিদ্ধ হইল। ইহাতে আত্মার স্বপ্রকাশত্বসাধনের "অকর্মত্বাৎ" এই দ্বিতীয় হেতুর বিবরণ শেষ হইল।

"অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ" (বৃঃ উঃ ৪।৩।১৪) অর্থাৎ "এখানে এই পুরুষ স্বয়ংজ্যোতি" এইরূপ শ্রুতি হইতেও আত্মার স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হয়। এখন পূর্বপক্ষী শঙ্কা করিতেছেন যে, স্বপ্নাবস্থার সম্বন্ধেই তো এই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে সুতরাং আত্মার স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ স্বপ্নাবস্থায় মন বিদ্যমান বলিয়া মনের দ্বারাই জ্ঞানের উপপত্তি হইবে, আত্মার স্বপ্রকাশত্ব স্বীকারের কোন প্রয়োজন থাকিবে না। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলেন, মনই গজাদিরূপে পরিণত হইয়া জ্ঞানের কর্মরূপে ভাসমান হওয়ায় এবং অন্য কোন কারণ না থাকায় আত্মারই স্বতঃপ্রকাশত্ব হয়।

পূর্বপক্ষী এখন যুক্তি দেখাইতেছেন যে, মন ইন্দ্রিয় হওয়ায় অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অযোগ্য বলিয়া তাহার কর্মত্ব হইতে পারে না। মন যদি কর্ম না হয় তাহা হইলে তাহা জ্ঞান ক্রিয়ার করণ অনায়াসে হইতে পারে। আর মনই যদি করণ হয় তাহা হইলে আর আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ থাকিতে পারে না। এখন প্রশ্ন, আত্মা যদি স্বয়ংপ্রকাশ না হয় তাহা হইলে "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ" এই শ্রুতিতে স্বয়ংজ্যোতি বলিতে কি বুঝাইবে? তদুত্তরে পূর্বপক্ষী বলেন যে, মনঃসংযোগজন্য জ্ঞানের আধার স্বয়ংশব্দবাচ্য আত্মাই জ্যোতি অর্থাৎ প্রকাশ। এইরূপে "জ্যোতি বা জ্ঞানের আধার" অর্থে জ্যোতিঃশব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। অথবা, "জ্যোতির সাধন" এই অর্থে জ্যোতিঃশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে এইরূপও বলা যাইতে পারে। "বাচৈবায়ং জ্যোতিষা" অর্থাৎ "বাগ্‌রূপ জ্যোতির দ্বারা", "অগ্নিনৈবায়ং জ্যোতিষা" অর্থাৎ "অগ্নিরূপ জ্যোতির দ্বারা" ইত্যাদি প্রকরণের মধ্যস্থ হওয়ায় সেইসকল স্থলে যেমন জ্যোতিঃসাধনই জ্যোতিঃশব্দের অর্থ সেইরূপ "আত্মরূপ জ্যোতি" ইহার অর্থও জ্যোতিঃসাধনই হইবে, কিন্তু স্বয়ংজ্যোতি বা স্বতঃপ্রকাশ বলা হইবে না।

পূর্বপক্ষী এইরূপে আত্মার স্বপ্রকাশত্ব খণ্ডন করিলে সিদ্ধান্তী তদুত্তরে বলিতেছেন যে, পূর্বপক্ষী যে মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়া তাহার প্রত্যক্ষত্ব খণ্ডন করিয়াছেন তাহা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই যেহেতু মনের প্রত্যক্ষত্বে অনুমান প্রমাণ রহিয়াছে। তাহা এইরূপ—মনঃ প্রত্যক্ষং জ্ঞানাসমবায়িকারণাধারত্বাৎ আত্মবৎ (চিৎসুখী, ২৬ পৃঃ)। ইহার অর্থ—মন প্রত্যক্ষ যেহেতু তাহা জ্ঞানের অসমবায়িকারণের আধার যেমন আত্মা। জ্ঞানের অসমবায়িকারণ হইতেছে আত্মমনঃসংযোগ। সংযোগ উভয়নিষ্ঠ বলিয়া মনেও বিদ্যমান সুতরাং পক্ষে হেতু বিদ্যমান। আবার আত্মরূপ দৃষ্টান্তে সাধ্য আছে কারণ নৈয়ায়িকরাও আত্মার মানসপ্রত্যক্ষত্ব তো স্বীকারই করেন। হেতুও দৃষ্টান্তে বিদ্যমান কারণ জ্ঞানের অসমবায়িকারণ আত্মমনঃসংযোগ আত্মনিষ্ঠও বটে। আর প্রত্যক্ষত্ব হইলেই যে তাহার ইন্দ্রিয়ত্ব থাকিবে না এরূপ বলা চলে না কারণ বস্তুতঃ ঐন্দ্রিয়কজ্ঞানবেদ্য বস্তুরই ইন্দ্রিয়ত্ব হয় না কিন্তু যাহা সাক্ষিবেদ্য তাহার ইন্দ্রিয়ত্বে বাধা নাই। মনও সাক্ষিপ্রত্যক্ষবেদ্য বলিয়া তাহার ইন্দ্রিয়ত্বের হানি হওয়ার কোন আশঙ্কাই করা চলে না।

এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, চিৎসুখাচার্য এইরূপে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সমর্থন করিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা তাঁহার সিদ্ধান্ত নয়। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা চিৎসুখী গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে আছে।

পূর্বপক্ষী আরও শঙ্কা করিতেছেন যে, দ্রব্য কখনও গুণ হয় না বলিয়া আত্মরূপ দ্রব্যপদার্থ কখনও স্বয়ংজ্যোতিঃরূপ গুণপদার্থ হইতে পারে না। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, জ্ঞান বা স্বয়ংজ্যোতিঃ পদার্থ যে গুণ তাহাই তো আমাদের নিকট স্বীকৃত নয় সুতরাং এই দোষ কিরূপে দেওয়া চলে? বিশেষতঃ জ্ঞান যে গুণ পদার্থ নয় তাহার সাধক অনুমানও রহিয়াছে—জ্ঞানং ন গুণঃ অনাশ্রিতত্বাৎ আকাশবৎ। ইহার অর্থ—জ্ঞান গুণপদার্থ নয় যেহেতু তাহা কোথায়ও আশ্রিত নয় যেমন আকাশ। গুণ হইতে হইলে তাহাকে কোন দ্রব্যে আশ্রিত হইতেই হইবে। আশ্রিত না হইলে তাহা কখনও গুণ হইতে পারে না। জ্ঞান আত্মায় আশ্রিত বলিয়া স্বরূপাসিদ্ধি হেত্বাভাস হইয়াছে এরূপ বলা চলে না যেহেতু সিদ্ধান্তীর মতে জ্ঞানই তো আত্মা, সুতরাং তাহা আর আত্মায় আশ্রিত হইবে কিরূপে?

এইরূপে আত্মার স্বপ্রকাশত্বপক্ষে যে সকল দোষ পূর্বপক্ষী প্রদর্শন,

করিয়াছিলেন তাহার সবগুলিই খণ্ডন করা হইল। পূর্বে অনুভূতির স্বপ্রকাশত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, এখন তদভিন্ন আত্মারও স্বপ্রকাশত্ব প্রদর্শিত হইল। সুতরাং জ্ঞান ও আত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইল। ব্রহ্মের এই স্বপ্রকাশত্ব কথনাভিপ্রায়েই শ্রুতিও বলিয়াছেন—"সাক্ষাদ্ অপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম" (বৃঃ উঃ ৩।৪।১) অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎ অপরোক্ষ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ।

———

পঞ্চম অধ্যায়

মিথ্যাত্বের লক্ষণ

একমাত্র ব্রহ্মই স্বপ্রকাশ এবং তদ্ভিন্ন সকলেই পরতঃপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের প্রকাশেই তাহাদের প্রকাশ হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মই একমাত্র চেতন বস্তু ও তদন্য সকলেই জড়। এই চেতন স্বপ্রকাশ বস্তু তাহার সিদ্ধির জন্য অপরের অপেক্ষা করে না, এইজন্যই তাহা স্বতঃসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন সকলই স্বসিদ্ধির জন্য স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর অপেক্ষা করে বলিয়া তাহারা পরতঃসিদ্ধ। বস্তুতঃ, স্বতঃসিদ্ধ বস্তুই সিদ্ধ ও পরতঃসিদ্ধ বস্তু অসিদ্ধ। চিৎস্বরূপ, স্বতঃপ্রকাশ ও স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ সত্য বস্তু তদ্ভিন্ন আর কোনও বস্তুতে পারমার্থিক সত্যতা নাই, তাহারা মিথ্যা।

এখন প্রশ্ন এই যে, মিথ্যাত্ব বস্তুটি কীদৃশ? তাহার লক্ষণই বা কি এবং প্রমাণই বা কি? "লক্ষণপ্রমাণাভ্যাং বস্তুসিদ্ধিঃ" অর্থাৎ লক্ষণ ও প্রমাণের সাহায্যেই বস্তুর সিদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং মিথ্যাত্বের লক্ষণ কি তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। লক্ষণের স্বরূপ কীদৃশ ও লক্ষণাতিরিক্ত প্রমাণের আবশ্যকতা কেন—এই সকল বিষয় ৪৯ পৃষ্ঠায় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

চিৎসুখাচার্য মিথ্যাত্বের দশটি লক্ষণ প্রদর্শন করেন কিন্তু এই লক্ষণগুলির প্রত্যেকটিতেই যখন পূর্বপক্ষী দোষ উদ্ভাবন করিলেন তখন তিনি সিদ্ধান্তে অপর একটি লক্ষণ বলিলেন যাহা সর্ববিধ দোষলেশশূন্য। চিৎসুখাচার্যপ্রদর্শিত দশটি লক্ষণের আলোচনা করা হইতেছে।

(১) "প্রমাণাগম্যত্বং মিথ্যাত্বম্" (চিৎসুখী, ৩২ পৃঃ)। প্রমাণাগম্য অর্থাৎ প্রমাণের অবিষয়ই মিথ্যা—এইরূপ লক্ষণ যুক্তিসঙ্গত নয় যেহেতু ইহাতে ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব আসিয়া পড়ে। বেদান্তিগণ ব্রহ্মকে স্বপ্রকাশ বলিয়া থাকেন এবং তাহাকে সকল প্রমাণের অগোচর বলিয়া স্বীকার করেন। সুতরাং ব্রহ্ম প্রমাণাগম্য হওয়ায় ব্রহ্মে অতিব্যাপ্তি হইবে।

(২) "অপ্রমাণজ্ঞানগম্যত্বং মিথ্যাত্বম্" (চিৎসুখী, ৩২ পৃঃ)। অপ্রমাণ জ্ঞানের বিষয়ই মিথ্যা—এইরূপ দ্বিতীয় লক্ষণও অসঙ্গত কারণ প্রপঞ্চসত্যত্ববাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতি ভ্রমজ্ঞানের অধিষ্ঠান শুক্তিকাদির সামান্যাংশ, যাহাকে আধার বলা হয় তাহা ভ্রমজ্ঞানে ভাসমান হইয়া থাকে বলিয়া স্বীকার করেন। বেদান্তি-গণ এই শুক্তিকার সামান্যাংশকে স্বরূপতঃ সত্য বলিলেও যেরূপে ভ্রমে এই সামান্যাংশ ভাসমান হয় তাহাকে মিথ্যাই বলেন। মিথ্যা রজতের সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন হইয়াই তাহা মিথ্যা হইয়াছে।

ক্ষণিকবাদী ভিন্ন অন্য সকলের মতে বৌদ্ধেরা যে সব বিষয়েই "ইহা ক্ষণিক" এইরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন তাহা অপ্রমাণ জ্ঞানই বটে। সুতরাং সর্ববিষয়ই অপ্রমাণজ্ঞানের বিষয় হইল বলিয়া সকল বস্তুই মিথ্যা হইবে; তাহাতে সত্য প্রপঞ্চ ও সত্য ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব হইবে। এইরূপ বেদান্তীরা যে সর্ব বিষয়েই "ইহা ব্রহ্মকার্য, ইহা অনির্বচনীয়" এইরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন তাহাও অপ্রমাণ জ্ঞান বলিয়া সকল বস্তুই মিথ্যা হইয়া পড়িবে। এই লক্ষণের দ্বারা মিথ্যা বস্তু লক্ষ্য না হইয়া সত্য প্রপঞ্চই লক্ষ্য হইল বলিয়া অর্থান্তর দোষ হইবে। আরও স্মৃতি অপ্রমাণ হওয়ায় স্মৃতির বিষয়ও অপ্রমাণ জ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়া মিথ্যা হইয়া পড়িবে; তাহাতে আবার অর্থান্তর দোষ হয়।

(৩) "অযথার্থজ্ঞানগম্যত্বং মিথ্যাত্বম্" (চিৎসুখী, ৩২-৩৩ পৃঃ)। অযথার্থজ্ঞানবিষয়ত্বই মিথ্যাত্ব—এইরূপ তৃতীয় লক্ষণেও পূর্ববৎ দোষ হয়। কিন্তু স্মৃতির বিষয় অপ্রমাণজ্ঞানের বিষয় হইলেও তাহা যথার্থ জ্ঞানেরই বিষয় কিন্তু অযথার্থ জ্ঞানের বিষয় নহে।* সুতরাং যথার্থ জ্ঞানের বিষয়

---

* যাহার বিষয় পূর্বে জ্ঞাত হয় নাই এবং যাহার বিষয় অবাধিত সেইরূপ জ্ঞানই প্রমা জ্ঞান। "অনধিগতাবাধিতার্থবিষয়কজ্ঞানত্বং প্রমাত্বম্" (বেদান্তপরিভাষা, ১৬ পৃঃ)। পূর্বানুভূত বিষয়েরই স্মরণ হইয়া থাকে এইজন্য তাহা অধিগতবিষয়ক জ্ঞান। কিন্তু অনধিগতবিষয়ক জ্ঞানকেই প্রমা বলা হয় বলিয়া স্মৃতি অপ্রমা হইল। শুক্তিরজতাদিজ্ঞানের বিষয় শুক্তিরজত পরবর্তী কালে বাধিত হয় এবং জানা যায়: য, "ইহা রজত নয় কিন্তু শুক্তি।" এই কারণেই শুক্তিরজতাদিজ্ঞানও অপ্রমা। স্মৃতিজ্ঞানের বিষয় অধিগত হইলেও তাহা বাধিত নহে, এইজন্য তাহা যথার্থ জ্ঞান। অতএব "যথার্থানু-ভবো মানম্" (কুসুমাঞ্জলি, ৪।১) এই উদয়নীয় লক্ষণেও স্মৃতির যথার্থত্ব স্বীকার করিয়া স্মৃতির প্রমা-বহির্ভাবের জন্য "অনুভব" এই পদ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং উদয়ন এই স্থলে স্মৃতির যথার্থতা

হওয়ায় আর স্মৃতির বিষয় মিথ্যা হওয়ার পূর্ব দোষটি এই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে পারিল না।

(৪) "সদ্বিলক্ষণত্বং মিথ্যাত্বম্" (চিৎসুখী, ৩৩ পৃঃ)। যাহা সৎ হইতে বিলক্ষণ তাহাই মিথ্যা—এইরূপও লক্ষণ করা চলে না কারণ তাহা হইলে সদ্বিলক্ষণ শশবিষাণাদিরও মিথ্যাত্ব হইয়া পড়িবে। কিন্তু বস্তুতঃ শশবিষাণাদি মিথ্যা নয়। ইহাতে সিদ্ধান্তী আপত্তি করিতেছেন যে, শশবিষাণ যদি বাস্তবিকই অমিথ্যা হইত তাহা হইলেই এই অতিব্যাপ্তি হইতে পারিত। কিন্তু শশবিষাণ মিথ্যা এবং তজ্জন্য আর এই অতিব্যাপ্তি দোষ দেওয়া চলে না। ইহাতে আবার পূর্বপক্ষী উত্তর দেন যে, প্রপঞ্চ মিথ্যা হইলেও তাহার অপরোক্ষযোগ্যতা এবং অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ সত্ত্ব আছে কিন্তু শশ-বিষাণের অপরোক্ষযোগ্যতাও নাই আবার অর্থক্রিয়াকারিত্বও নাই সুতরাং শশবিষাণ মিথ্যা এরূপ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু অমিথ্যা শশবিষাণে সদ্বিলক্ষণত্বরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ যাওয়ায় শশবিষাণে মিথ্যাত্বলক্ষণের অতি-ব্যাপ্তি হইবে। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলেন যে, অমিথ্যা ব্রহ্মের অতিরিক্ত যদি পুনরায় শশবিষাণকেও অমিথ্যা বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে অদ্বৈতবাদ রক্ষিত হয় না এবং এইজন্যই শশবিষাণকে অমিথ্যা বলা যাইবে না কিন্তু তাহা মিথ্যাই হইবে। তদুত্তরে পূর্বপক্ষী সমাধান প্রদর্শন করিতেছেন যে, শশবিষাণ অমিথ্যা হইলেও তাহা সৎ নহে কিন্তু সদ্বিলক্ষণ, সুতরাং সদদ্বৈতবাদ অব্যাহতই রহিয়া যায়। অতএব সিদ্ধান্তী যে অদ্বৈতহানির কথা বলিয়াছেন তাহা অস্বীকার্য এবং শশবিষাণে মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবেই।

(৫) "সদসদ্বিলক্ষণত্বং মিথ্যাত্বম্" (চিৎসুখী, ৩৩ পৃঃ)। যাহা সৎ

স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু উদয়নই আবার তাৎপর্যপরিশুদ্ধিতে স্মৃতির যথার্থত্ব স্বীকার করেন নাই। পরিশুদ্ধিতে উদয়ন বলিয়াছেন—"স্মৃতের্যাথার্থ্যমপি কুতঃ ?···তস্মাৎ স্মৃতিরযথার্থৈব। যথানুভবং তু ভবেৎ।" স্মৃতি যথার্থ না হইলেও স্মৃতি যথানুভব বটে। ইহার টীকাতে বর্ধমানোপাধ্যায় "অস্মৎপিতৃচরণাস্তু" বলিয়া গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মত প্রদর্শন করিয়া স্মৃতির অযথার্থত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব উদয়নের পূর্বলক্ষণ স্মৃতির যথার্থত্বাঙ্গীকারপক্ষে বুঝিতে হইবে। বিশেষ বিবেচনা করিলে স্মৃতি অযথার্থই বটে। ইহা তাৎপর্যপরিশুদ্ধিতে ও তাহার টীকা "প্রকাশে" অতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। (তাৎপর্যপরিশুদ্ধি, ১৬১-১৬৭)।

ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ, তাহাই মিথ্যা—এইরূপ মিথ্যাত্বের পঞ্চম লক্ষণেও পূর্বপক্ষী দোষ উদ্‌ভাবন করিতেছেন। সৎ ও অসৎ—ইহারা পরস্পরবিরুদ্ধ। দুইটি পরস্পরবিরোধী বস্তুর একটি সত্য হইলে অপরটি মিথ্যা হইবে এবং একটি মিথ্যা হইলে অপরটি সত্য হইবে। কিন্তু কোন বস্তু এই পরস্পরবিরোধী দুই বস্তুর একটিও না হইয়া যাইতে পারে না। উদয়নাচার্য বলিয়াছেন—

পরস্পরবিরোধে হি ন প্রকারান্তরস্থিতিঃ।
নৈকতাপি বিরুদ্ধানামুক্তিমাত্রবিরোধতঃ॥
(কুসুমাঞ্জলি, ৩।৮)

ইহার অর্থ—দুইটি পরস্পরবিরোধী* বস্তুর মধ্যে আর অন্তরাল স্থান নাই অর্থাৎ তাহাদের একটির সত্যত্ব হইবেই। বিরুদ্ধ বস্তুর একতাও হইতে পারে না কারণ সৎ বলিলেই তাহা অসৎ নয় ইহা বুঝা যায়, এইরূপ অসৎ বলিলেই তাহা সৎ নয় ইহা বুঝা যায়। এই রীতি অনুসারে যাহা সৎ নহে তাহাকে অসৎ হইতেই হইবে আর যাহা অসৎ নহে তাহাকে সৎ হইতেই হইবে। কিন্তু সৎ ও অসৎ এই উভয় হইতে বিলক্ষণ কোন বস্তুই হইতে পারে না। সুতরাং মিথ্যাত্বের এই পঞ্চম লক্ষণটিও ন্যায়সঙ্গত নহে।

(৬) "অবিদ্যাতৎকার্যয়োরন্যতরত্বং মিথ্যাত্বম্" (চিৎসুখী, ৩৩ পৃঃ)। যাহা মিথ্যা তাহা হয় অবিদ্যা অথবা তাহার কার্য—এইরূপ লক্ষণ করিলেও চলিবে না কারণ ইহাতেও দোষ রহিয়াছে। প্রশ্ন এই যে, লক্ষণে অবিদ্যা বলিতে কি অনির্বচনীয় অবিদ্যা বুঝান হইয়াছে অথবা অগ্রহণ ও মিথ্যা জ্ঞানাত্মক অবিদ্যা † বুঝান হইয়াছে? লক্ষণে অবিদ্যাপদে অনির্বচনীয়

---

* পরস্পরবিরুদ্ধত্ব শব্দের অর্থ পরস্পরবিরহরূপতা বা পরস্পরবিরহব্যাপকতা কিন্তু পরস্পর অসমানাধিকরণ বস্তুকে বিরুদ্ধ বলা হয় নাই। যেমন গোত্ব ও অশ্বত্ব। ইহারা একটি অধিকরণে থাকে না বলিয়া পরস্পর অসমানাধিকরণ। ইহাদের একটির নিষেধে অপরটির সত্যত্ব হয় না কারণ গোত্বাভাববৎ উষ্ট্রে বা হস্তীতে অশ্বত্ব নাই। গোত্ব ও অশ্বত্ব পরস্পরবিরহব্যাপ্য। পরস্পরবিরহরূপতা, পরস্পরবিরহব্যাপকতা ও পরস্পরবিরহব্যাপ্যতার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণ বিচারপ্রসঙ্গে করা হইবে।

† অবিদ্যা পদে নঞ্‌পদের সহিত বিদ্যাপদের সমাস হইয়াছে। এই নঞ্‌পদের অর্থ কি অভাব, বিরোধ অথবা ভেদ? অভাব অর্থ বলিলে বিদ্যার অভাব অবিদ্যা হয়। বিরোধ অর্থ

অবিদ্যা বলা হয় নাই কারণ অনির্বচনীয় অবিদ্যার প্রসিদ্ধিই নাই। দ্বিতীয়টিও নয়, কারণ অগ্রহণ ও মিথ্যাজ্ঞানরূপে প্রসিদ্ধ অবিদ্যার ও তাহার কার্য প্রবৃত্তি সংস্কারাদির তো সত্যত্বই প্রসিদ্ধ। ইহারা অবিদ্যার কার্য হইয়াও মিথ্যা নয়।

(৭) "জ্ঞাননিবর্ত্যত্বং মিথ্যাত্বম্" (চিৎসুখী, ৩৩পৃঃ)। জ্ঞাননিবর্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব এইরূপ লক্ষণও ঠিক্ নয় কারণ উত্তরজ্ঞানের দ্বারা পূর্বজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় বলিয়া পূর্বজ্ঞান জ্ঞাননিবর্ত্য হইল এবং পরবর্তী কালে উৎপন্ন জ্ঞান তৎপূর্ব-বর্তী সুখদুঃখেরও নিবৃত্তি সাধন করে বলিয়া সুখাদিরও জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব হইল। সুতরাং তাহারা মিথ্যা হইয়া পড়ে কিন্তু তাহারা তো সত্যই। আরও, মাধ্বগণের মতে কার্যসামান্যের প্রতি ঈশ্বরজ্ঞান কারণ বলিয়া জগতের প্রলয়রূপ কার্যেরও কারণ ঈশ্বরজ্ঞান। সুতরাং জগতের বিনাশে ঈশ্বরজ্ঞান কারণ বলিয়া ঈশ্বরজ্ঞাননিবর্ত্যত্ব সমস্ত সত্য প্রপঞ্চেই থাকিবে এবং অতিব্যাপ্তি হইবে।

(৮) "প্রতিপন্নোপাধৌ নিষেধপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্ (চিৎসুখী, ৩৩পৃঃ)। স্বপ্রকারকপ্রতীতিবিশেষ্যে নিষেধের প্রতিযোগীই মিথ্যা—এইরূপ লক্ষণও করা হইয়া থাকে। প্রতি-পদ্ ধাতু কর্মণি ক্ত প্রত্যয় করিয়া প্রতিপন্ন শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রতিপত্তির কর্ম প্রতিপত্তির বিষয়। বিষয়ের মধ্যেও বিশেষ্যই প্রধান বলিয়া প্রতিপত্তির বিশেষ্যই "প্রতিপন্ন" পদের অর্থ। "প্রতিপন্নরূপ উপাধি" এই স্থলে উপাধি শব্দের অর্থ আশ্রয়। সুতরাং তাদাত্ম্যসম্বন্ধে রজতপ্রকারকপ্রতীতির বিশেষ্য শুক্তিরূপ যে নিষেধা-শ্রয় তন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব রজতে আছে বলিয়া রজতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল। সুতরাং রজতে মিথ্যাত্বলক্ষণের সমন্বয় হইল।

এই লক্ষণেও পূর্বপক্ষী দোষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। পূর্বপক্ষী জিজ্ঞাসা

করিলে বিদ্যার বিরোধী মিথ্যাজ্ঞানই অবিদ্যা হয় এবং ভেদরূপ অর্থ করিলে বিদ্যাভিন্ন মিথ্যা-জ্ঞানের সংস্কারও অবিদ্যা হইবে। বাচস্পতি মিশ্র মিথ্যাজ্ঞানসংস্কারকে অবিদ্যা বলিয়াছেন। "অনির্বাচ্যাঽবিদ্যাদ্বিতয়" (ভামতী, মঙ্গলাচরণ শ্লোক) এই উক্তিতে বাচস্পতি দ্বিবিধ অবিদ্যা বলিয়াছেন। একটি—ভাবরূপ, অনাদি ও জগতের পরিণাম্যুপাদানভূতা, অপরটি—পূর্বপূর্ব ভ্রম-জ্ঞানজন্য সংস্কার। এই ব্যাখ্যা কল্পতরুতে করা হইয়াছে। বিবরণাচার্য বলিয়াছেন—অগ্রহণ, মিথ্যাজ্ঞান ও তৎসংস্কার ভিন্ন আর অজ্ঞান বলিয়া কিছু নাই। "নহ্যগ্রহণমিথ্যাজ্ঞানতৎসংস্কারে-ভ্যোঽন্যদজ্ঞানং নাম ন পশ্যামঃ।" (বিবরণ, ১২২ পৃঃ, মেট্রোঃ সং)।

করিতেছেন যে, "প্রতিপন্নোপাধি" এই শব্দের প্রতিপত্তি বা প্রতীতি বলিতে কি বুঝাইতেছে? ইহার দ্বারা কি প্রমাণজ্ঞান বুঝান হইয়াছে অথবা ভ্রান্তিজ্ঞান? প্রমাণ জ্ঞান নয়, কারণ প্রমাণের দ্বারা যে অধিষ্ঠানে যাহার জ্ঞান হয় তাহার নিষেধই হইতে পারে না, নিষেধ হইলে তাহা প্রমাণই হইবে না। আর যদি ভ্রান্তিজ্ঞান বলা হয় তাহা হইলে বলা যায় যে, ভ্রমপ্রতীতির বিশেষ্যে অর্থাৎ শুক্তিতে প্রকারীভূত ধর্ম রজতের অত্যন্তাভাব সর্বজনসিদ্ধ বলিয়া তাহাতে সিদ্ধসাধনতা দোষই হইবে। এই লক্ষণের দ্বারা ব্যাবহারিকপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে না কারণ ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের প্রতীতি ভ্রমরূপ নহে। অন্যথাখ্যাতিবাদিগণ কোনও এক স্থানে যাহার নিষেধ করেন অন্যস্থলে তাহার সত্তা তো স্বীকারই করেন। শুক্তিতে রজত নাই বলিলেও দেশান্তরে অর্থাৎ আপণাদিতে যে রজত আছে ইহা তো তাঁহাদের সম্মতই। তথাপি রজত তো মিথ্যা হইয়া যায় না, তাহা সত্যই থাকে। সুতরাং মিথ্যা-ত্বের লক্ষণ করিতে গিয়া সত্য রজতকে লক্ষ্য করা হইল বলিয়া অন্যথা-খ্যাতিবাদীর নিকট অর্থান্তরতা হইল।

(৯) "বাধ্যত্বং মিথ্যাত্বম্" (চিৎসুখী, ৩৩পৃঃ)। বাধ্যত্বই মিথ্যাত্ব—এইরূপ মিথ্যাত্বের নবম লক্ষণ করা হইতেছে। এই লক্ষণ খণ্ডনে প্রয়াসী পূর্বপক্ষী বিকল্প করিতেছেন যে, বাধ্যত্ব শব্দের অর্থ কি বাধকজ্ঞানের বিষয়ত্ব অথবা বাধকজ্ঞাননিবর্ত্যত্ব? প্রথম অর্থটি লইলে অর্থান্তর দোষ হইবে যেহেতু সত্য শুক্ত্যাদিও বাধক জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। "ইয়ং শুক্তিঃ" বা "নাত্র রজতম্" এই বাধক জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে সত্য বস্তু শুক্তি। আর দ্বিতীয় অর্থটি লইলেও অর্থান্তর হইবে যেহেতু পরবর্তী বাধক জ্ঞানের দ্বারা তৎপূর্ববর্তী সত্য জ্ঞানেরও নিষেধ হয় বলিয়া অর্থান্তর দোষ হয়।

(১০) "স্বাত্যন্তাভাবসমানাধিকরণতয়া প্রতীয়মানত্বং মিথ্যাত্বম্" (চিৎ-সুখী, ৩৩পৃঃ)। যাহা নিজের অত্যন্তাভাবের অধিকরণেই প্রতীয়মান হয় তাহাই মিথ্যা—এই দশম লক্ষণেও দোষ রহিয়াছে এইরূপ পূর্বপক্ষিগণ বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে সংযোগ, বিভাগ, শব্দ, আত্মবিশেষগুণ প্রভৃতি অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া অর্থাৎ ইহারা যখন এক অংশে থাকে তখনই আবার অন্য অংশে থাকে না বলিয়া একই অধিকরণে তাহাদিগের ও তাহাদিগের

অত্যন্তাভাবের প্রতীতি হয়। অতএব তাহাদিগের মিথ্যাত্বও সিদ্ধ হয়। এই মিথ্যাত্বলক্ষণের দ্বারা অব্যাপ্যবৃত্তিত্বেরই সিদ্ধি হইল কিন্তু মিথ্যাত্বের সিদ্ধি হইল না। এইজন্য অর্থান্তর দুরতিক্রমণীয় হয়, মিথ্যাত্বের আর সাধন হয় না।

ন্যায়ামৃতের লক্ষণ

ব্যাসতীর্থ ন্যায়ামৃত গ্রন্থে মিথ্যাত্বের একাদশটি লক্ষণ দেখাইয়াছেন। তাহার অধিকাংশ চিৎসুখীতে উল্লিখিত হইয়াছে। মাত্র চারটি লক্ষণ ন্যায়ামৃতে এরূপ আছে যাহা চিৎসুখাচার্য তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করেন নাই। তাহার প্রথমটি হইল—"অত্যন্তাসত্বই মিথ্যাত্ব"। এই লক্ষণটি অসঙ্গত যেহেতু সিদ্ধান্তে প্রপঞ্চকে অসৎ বলা হয় নাই কিন্তু অসদ্‌বিলক্ষণ বলা হইয়াছে। প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিতে গেলে তাহাকে অত্যন্ত অসৎ বলিতে হইবে এবং তাহাতে অপসিদ্ধান্তাপত্তি হইবে।

দ্বিতীয়টি হইল—"অনির্বাচ্যত্বই মিথ্যাত্ব"। এইরূপ লক্ষণও ঠিক নয় কারণ "বিমতং মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ শুক্তিরূপ্যবৎ" এইরূপ সিদ্ধান্তীর অনুমানের সাধ্য মিথ্যাত্ব অর্থাৎ অনির্বাচ্যত্ব অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় অপ্রসিদ্ধবিশেষণতার দোষ হইবে।

তৃতীয় লক্ষণটি হইতেছে—"সত্ত্বানধিকরণত্বই মিথ্যাত্ব।" ইহাও সঙ্গত নহে কারণ সত্ত্বের অনধিকরণ হইলেই যে মিথ্যা হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। ব্রহ্ম নির্ধর্মক সুতরাং তাহাতে কোন ধর্ম নাই বলিয়া সত্তাও নাই অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্ত্বের অনধিকরণ হইলেন। বেদান্তিগণ ইহাতে বলেন যে, ব্রহ্ম সত্তার অনধিকরণ হইলেও ব্রহ্ম সদ্রূপ এবং তজ্জন্যই ব্রহ্মের মিথ্যাত্ব হইতে পারে না। পূর্বপক্ষী তাহাতে বলেন যে, প্রপঞ্চও তবে সত্ত্বের অনধিকরণ হইলেও ব্রহ্মের মতই সদ্রূপ হইবে এবং তাহার মিথ্যাত্ব হইতে পারিবে না। এখন সিদ্ধান্তী বলেন যে, ব্রহ্ম নির্ধর্মক হওয়ায় সত্ত্বানধিকরণত্বরূপ ধর্ম ব্রহ্মে থাকিবে না কিন্তু প্রপঞ্চ তো আর নির্ধর্মক নহে সুতরাং প্রপঞ্চের সহিত আর তাহার তুল্যরূপতা থাকিল না এবং ব্রহ্ম সদ্রূপ বলিয়া প্রপঞ্চও সদ্রূপ এইরূপ বলা যাইতে পারিবে না।

তদুত্তরে পূর্বপক্ষী বলেন যে, এইরূপ বলিলে ব্যাঘাত দোষ অবশ্যম্ভাবী। যেহেতু তখন অনুমান করা হইবে—"ব্রহ্ম সত্তানধিকরণং ন ভবতি নির্ধর্মকত্বাৎ।" এখন স্বরূপাসিদ্ধি হেত্বাভাস দূর করার জন্য নির্ধর্মকত্বরূপ হেতু ব্রহ্মরূপ পক্ষে স্বীকার করিতেই হইবে। অর্থাৎ ব্রহ্মে নির্ধর্মকত্বরূপ ধর্ম থাকিবে। যাহাতে নির্ধর্মকত্ব আছে তাহাতেই আর ধর্ম স্বীকার করা যায় না, করিলে ব্যাঘাত হইবে। ব্রহ্মে নির্ধর্মকত্বরূপ ধর্ম আছে এরূপ বলিলে ব্যাঘাত দোষ হইবে কারণ ব্রহ্ম যদি নির্ধর্মক হন তাহা হইলে তাঁহাতে আর নির্ধর্মকত্বরূপ ধর্ম থাকিতে পারে না।

আরও, সত্ত্বানধিকরণত্বাভাবরূপ সাধ্য যদি ব্রহ্মে বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে তাহাতে সত্ত্বানধিকরণত্বাভাবরূপ ধর্ম থাকায় নির্ধর্মকত্বরূপ হেতুর সহিত ব্যাঘাত হইবে। আর যদি ঐরূপ সাধ্য ব্রহ্মরূপ পক্ষে না থাকে তাহা হইলে সাধ্যের অভাব থাকিবে অর্থাৎ সত্ত্বানধিকরণত্বাভাবাভাব বা সত্ত্বানধিকরণত্ব থাকিবে। সত্ত্বানধিকরণত্বরূপ ধর্ম থাকিলে আর তাহা কিরূপে নির্ধর্মক হইতে পারে? সুতরাং পুনরায় হেতুর সহিত ব্যাঘাত দোষ হইবে। এইরূপ ব্যাঘাত দোষ দূরীকরণের জন্য ব্রহ্মে অভাবরূপ ধর্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং ব্রহ্মে সত্তার অনধিকরণত্ব থাকিবে। ব্রহ্ম যে সদ্রূপ তাহা তো সিদ্ধান্তী বলেনই। অতএব ব্রহ্ম সত্তানধিকরণ হইয়াও সদ্রূপ হইবেন। তাহা হইলে প্রপঞ্চও সত্ত্বানধিকরণ হইয়াও সদ্রূপ হইতে পারিবে, প্রপঞ্চ মিথ্যা হইতে পারিবে না। কিন্তু প্রপঞ্চ মিথ্যা নয় এরূপ সিদ্ধান্তী স্বীকার করিতে পারেন না কারণ প্রপঞ্চ বাধ্য। সুতরাং সত্ত্বানধিকরণত্ব থাকিলেও যে তাহা অমিথ্যা হইতে পারে এইরূপ মত সিদ্ধান্তীকে পরিত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ যাহা সত্ত্বানধিকরণ তাহাই মিথ্যা এরূপ স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে ব্রহ্মও সত্ত্বানধিকরণ বলিয়া মিথ্যাই হইয়া পড়িবেন। অতএব সত্ত্বানধিকরণত্বই মিথ্যাত্ব এরূপ লক্ষণ করিলে ব্রহ্মে অতিব্যাপ্তি হইবে।

চতুর্থ লক্ষণটি করা হইয়াছে—"ভ্রান্তিবিষয়ত্বই মিথ্যাত্ব"। এই লক্ষণও যথার্থ নয় যেহেতু ব্রহ্ম ভ্রমের অধিষ্ঠান রূপে ভ্রান্তির বিষয় হইয়াই থাকেন। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলেন যে, যাহা প্রমার বিষয় না হইয়া ভ্রান্তির বিষয় হয় তাহাই মিথ্যা। ব্রহ্ম বেদবাক্যজন্য প্রমাজ্ঞানের বিষয় হন বলিয়া

"প্রমার বিষয় না হইয়া ভ্রান্তির বিষয়" হইতে পারেন না। সুতরাং ব্রহ্মে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইয়াছে বলা যায় না। ইহাতে পূর্বপক্ষী বলেন যে, এইরূপে অতিব্যাপ্তি দোষ নিরাকরণের চেষ্টা করিলে অব্যাপ্তি দোষ আসিয়া পড়িবে। কারণ শুক্তিরজত "শুক্তিরজতজ্ঞানবান্ অহম্" এই অনু-ব্যবসায়রূপ প্রমাজ্ঞানের বিষয় হইবেই বলিয়া তাহা প্রমাজ্ঞানের বিষয়ও হইল। সুতরাং শুক্তিরজতকে আর "প্রমাজ্ঞানের বিষয় না হইয়া ভ্রান্তি-জ্ঞানের বিষয়" এরূপ বলা চলিল না। কাজেই শুক্তিরজতে লক্ষণের অব্যাপ্তি সুস্পষ্ট।

মিথ্যাত্বলক্ষণপঞ্চক

এইরূপে পূর্বপক্ষে মোট চতুর্দশটি লক্ষণ দেখান হইল এবং তাহারা যে দোষযুক্ত তাহাও যুক্তিসহকারে প্রদর্শিত হইল। আচার্য মধুসূদন অদ্বৈতসিদ্ধিতে পূর্বাচার্যপ্রদর্শিত পাঁচটি সিদ্ধান্তলক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। এই পাঁচটির মধ্যে প্রথমটি "পঞ্চপাদিকা"কার আচার্য পদ্মপাদরচিত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় লক্ষণ রচনা করিয়াছেন "বিবরণ"কার আচার্য প্রকাশাত্মযতি, চতুর্থটি চিৎসুখাচার্যবিরচিত ও শেষেরটির রচয়িতা হইলেন আচার্য আনন্দবোধ। কথিতও আছে—

আদ্যং স্যাৎ পঞ্চপাদ্যুক্তং ততো বিবরণোদিতে।
চিৎসুখীয়ং চতুর্থং স্যাদন্ত্যমানন্দবোধজম্॥

প্রথমটি হইল—সদসদ্বিলক্ষণত্বম্, দ্বিতীয়টি—প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিক-নিষেধপ্রতিযোগিত্বম্, তৃতীয়টি—জ্ঞাননিবর্ত্যত্বম্, চতুর্থটি—স্বাশ্রয়নিষ্ঠাত্যন্তা-ভাবপ্রতিযোগিত্বম্, পঞ্চমটি—সদ্বিবিক্তত্বম্।

মিথ্যাত্বের চতুর্থ লক্ষণ

সর্বপ্রথম চিৎসুখাচার্যোক্ত চতুর্থ লক্ষণটির আলোচনা করা হইতেছে। এই সিদ্ধান্তলক্ষণটিকে চিৎসুখাচার্য পদ্যাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন—

সর্বেষামপি ভাবানাং স্বাশ্রয়ত্বেন সম্মতে।
প্রতিযোগিত্বমত্যন্তাভাবং প্রতি মৃষাত্মতা॥
(চিৎসুখী, ৩৯পৃঃ)

এই লক্ষণটিই ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র তাঁহার বেদান্তপরিভাষায় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি গদ্যাকারে বলিয়াছেন—"মিথ্যাত্বং চ স্বাশ্রয়ত্বেনাভিমতযাবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্।" (বেদান্তপরিভাষা, ১৯১পৃঃ)। চিৎসুখাচার্যপ্রণীত লক্ষণের অর্থ—সকল ভাববস্তুর ইহাই মিথ্যাত্ব যে, নিজের আশ্রয় বলিয়া যাহা সম্মত অর্থাৎ প্রতীত হয় তাহাতে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব থাকা অর্থাৎ তাহাতেই নিত্য অবিদ্যমান থাকা। যেমন—পটাদি ভাববস্তুর আশ্রয় বলিয়া অভিমত অর্থাৎ প্রতীত যে তন্তুপ্রভৃতি, তন্নিষ্ঠ পটাদির অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই অর্থাৎ তাহাতে পটাদি না থাকাই তাহাদের অর্থাৎ পটাদির মিথ্যাত্ব। যাহাতে যাহা আছে বলিয়া প্রতীত হয় তাহাতে তাহা না থাকাই সেই বস্তুর মিথ্যাত্ব। তন্তুপ্রভৃতিই পটাদির কারণ এবং পটাদির যদি কোনও স্থলে সত্তা থাকে তাহা হইলে তন্তুতেই থাকিবে। তন্তু প্রভৃতির অতিরিক্ত কোন বস্তুতে পটাদির সত্তা থাকিতে পারে না। আর সেই তন্তুপ্রভৃতিতেও যদি পটাদির সত্তা নাই দেখান যায় তাহা হইলে গলেপাদুকান্যায়ে অর্থাৎ বলপূর্বক পটাদির মিথ্যাত্ব সাধিত হইবে। এই কথাই প্রাচীন কারিকায় উক্ত হইয়াছে—"নান্যত্র কারণাৎ কার্যং ন চেত্তত্র ক্ব তদ্ ভবেৎ।" অর্থাৎ কার্যের সত্তা কারণভিন্ন অন্য কোনও স্থলে থাকিতে পারে না। আর সেই কারণেই যদি কার্যের সত্তা না থাকে তাহা হইলে কার্য আর কোথায় থাকিবে? অর্থাৎ কার্য আর অন্য কোথায়ও থাকিতে পারিবে না, কার্যের মিথ্যাত্বই সিদ্ধ হইবে।

সিদ্ধান্তীর এই লক্ষণে পূর্বপক্ষী অব্যাপ্তিদোষ শঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, লক্ষণে "স্বাশ্রয়ত্বেন সম্মতে" এইরূপ বলা হইয়াছে। যে সকল বস্তু কুত্রাপি আশ্রিত নহে, যেমন আকাশাদি, তাহাতে এই লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, মিথ্যাবস্তুমাত্রই আশ্রিত। কেবল আত্মবস্তুই অনাশ্রিত। আত্মাই সকল মিথ্যাবস্তুর আশ্রয় ও অধিষ্ঠান। সুতরাং লক্ষণের অব্যাপ্তিদোষ হয় না। এই লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষও দেওয়া চলে না কারণ ব্রহ্মভিন্ন যাবতীয় বস্তুই লক্ষ্য এবং অতিব্যাপ্তি

হইতে হইলে ব্রহ্মেও এই লক্ষণ যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সত্য ব্রহ্ম নিরাশ্রয় বলিয়া তাহার আর স্বাশ্রয়নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্বের শঙ্কাই করা চলে না।

এখন পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, ন্যায়মতে সংযোগ, শব্দ প্রভৃতি প্রদেশ-বৃত্তি অর্থাৎ অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করা হয়। সুতরাং যখন একটি বস্তুর এক অংশে সংযোগ আছে, অন্য অংশে তাহা নাই তখন বলিতে হয় যে, সংযোগের আশ্রয়েই সংযোগ নাই। তাহাতে সংযোগের মিথ্যাত্ব হইয়া পড়ে। কিন্তু সংযোগ সত্য বলিয়াই স্বীকৃত। অতএব অর্থান্তরতার দোষ হইবে। এস্থলে মিথ্যাত্ব লক্ষ্য না হইয়া অব্যাপ্যবৃত্তিত্বই লক্ষণের লক্ষ্য হইয়া পড়িতেছে। এইরূপে শব্দও অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া তাহাতেও লক্ষণ যাওয়ায় অর্থান্তর হইবে। এরূপ আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, ভাব ও অভাবের যদি একাধিকরণত্ব স্বীকার করা হয় অর্থাৎ একই স্থলে ভাব ও অভাব (সংযোগ ও সংযোগাভাব) উভয়ই বিদ্যমান বলিয়া স্বীকার করা হয় এবং তাহাতে বিরোধ দোষ না হয় তাহা হইলে "বিরোধ" এই কথাটিই জগৎ হইতে চলিয়া যাইবে। কারণ দুইটি ভাববস্তুর মধ্যে যে বিরোধিতা দেখা যায় তাহাও ভাবাভাবের বিরোধিতাপ্রযুক্তই হইয়া থাকে। ভাবাভাবের বিরোধিতা না থাকিলে কোন স্থলেই বিরোধিতা প্রতীত হইতে পারে না। গোত্বাশ্বত্ব প্রভৃতির বিরোধিতাতেও মূলে ভাবা-ভাবের বিরোধিত্বই আছে। গোত্ব ও গোত্বাভাব পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া গোত্বাভাবব্যাপ্যে অশ্বত্বেও বিরোধিতা থাকিবে। ভাব ও অভাবের সাক্ষাৎ বিরোধ আছে এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই অন্যত্র বিরোধ রহিয়াছে।

পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া একই বস্তুর যখন এক অংশে সংযোগ আছে তখনই অন্য অংশে সংযোগ নাই এবং তজ্জন্য একই বস্তুতে ভাব ও অভাবের সত্তা হেতু বিরোধ হয় এই কথা সিদ্ধান্তী বলিলেও বস্তুতঃ আমাদের মতে বিরোধ হয় না। একই বস্তুর একই প্রদেশ বা অংশে কখনও সংযোগ ও সংযোগাভাব উভয়ই বিদ্যমান থাকিতে পারে না। একটি অংশে যখন সংযোগ থাকে তখন সেই অংশে আর সংযোগাভাব থাকিতে পারে না। আর যে অংশে সংযোগাভাব আছে

একই কালে সেই অংশে আবার সংযোগ থাকিতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, একই অধিকরণে কখনও সংযোগ ও সংযোগাভাব উভয়ই থাকিতে পারে না এবং সেই জন্যই ভাবাভাবের সামানাধিকরণ্য হওয়ার যে দোষ সিদ্ধান্তী দেখাইয়াছিলেন তাহা এই স্থলে প্রযোজ্য নহে। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলেন যে, পূর্বপক্ষী ভাব ও অভাব দুইটি ভিন্ন অধিকরণে থাকিবে বলিয়া স্বীকার করায় সংযোগাদি সত্য বস্তুতে আর মিথ্যাত্বের লক্ষণই যাইতে পারে না যেহেতু সংযোগের যাহা অধিকরণ সংযোগের অত্যন্তাভাবের অধিকরণ আর তাহা নহে কিন্তু তদপেক্ষা ভিন্ন। সুতরাং সেই স্থলে লক্ষণই যদি না যায় তবে অতিব্যাপ্তি হইতে পারে না। আর অতিব্যাপ্তি যদি না হয় তবে অর্থান্তরতাও হইতে পারে না।

বস্তুতঃ, অদ্বৈতসিদ্ধান্তে অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তু বলিয়া কিছু নাই। সংযোগাদিও ব্যাপ্যবৃত্তিই বটে, অব্যাপ্যবৃত্তি নহে। বৃক্ষে শাখায়াং কপিসংযোগঃ এইরূপ প্রতীতিতে বৃক্ষ কপিসংযোগের অধিকরণরূপে প্রতীত হয় না কিন্তু বৃক্ষগত শাখাই কপিসংযোগের অধিকরণ হইয়াছে। আরও কথা, সংযোগাদির অব্যাপ্যবৃত্তিতা স্বীকার করিলে এই অব্যাপ্যবৃত্তিতা সমর্থনের জন্য অবচ্ছেদকপরম্পরার অনুধাবন করিলে অনবস্থা দোষ হইবে। অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগ বৃক্ষে থাকিতে গেলে তাহাতে কাহাকেও অবচ্ছেদক বলিতে হইবে, যেমন অগ্রাবচ্ছেদে বৃক্ষে কপিসংযোগ। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে, কপিসংযুক্ত অগ্র অবচ্ছেদক অথবা কপির সহিত অসংযুক্ত অগ্র অবচ্ছেদক? অসংযুক্ত অগ্রকে অবচ্ছেদক বলিলে অতিপ্রসঙ্গ হইবে। অসংযুক্ত অগ্র অবচ্ছেদক হইতে পারিলে অসংযুক্ত মূলই বা অবচ্ছেদক হইতে পারিবে না কেন? এইরূপে অতিপ্রসঙ্গ স্পষ্ট। অগ্রবৃত্তি যে সংযোগ তাহাও অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া শাখাদিকে অবচ্ছেদক বলিতে হইবে। অসংযুক্ত শাখা অবচ্ছেদক হইতে পারে না বলিয়া সংযুক্ত শাখাকেই অবচ্ছেদক বলিতে হইবে। শাখাশ্রিত সংযোগও অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া তাহাতেও পল্লবাদিকে অবচ্ছেদক বলিতে হইবে। এইরূপ অসংযুক্ত পল্লব অবচ্ছেদক হইতে পারে না বলিয়া সংযুক্ত পল্লবকেই অবচ্ছেদক বলিতে হইবে। পল্লবসংযোগও অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া অবচ্ছেদকান্তরের অনুধাবন করিতে

হইবে। এইরূপে পরমাণু পর্যন্ত অনুধাবন করিয়াও এই অবচ্ছেদকপরম্পরার বিশ্রান্তি হইবে না। সুতরাং অব্যাপ্যবৃত্তি ধর্ম স্বীকার অতি দুর্যুক্তিক। এজন্য অদ্বৈতবাদিগণ কাহাকেও অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। সংযোগাদির অব্যাপ্যবৃত্তিতা অস্বীকারপক্ষে "বৃক্ষে শাখায়াং সংযোগঃ" ইত্যাদি প্রতীতি স্থলে "বৃক্ষীয়শাখায়াং সংযোগঃ" এইরূপ প্রতীতি হইবে।

এই ভাবাভাবের সামানাধিকরণ্যের সহিত যাহাতে অর্থান্তরতার দোষ না হয় তাহার জন্য বেদান্তপরিভাষাকার উক্তরূপ যুক্তি দেখান নাই। তিনি আচার্যোক্ত লক্ষণে সামানাধিকরণ্যে অর্থান্তরতার দোষ ধরিয়াই লইয়াছেন এবং তাহার নিবারণের জন্য ঐ লক্ষণে "যাবৎ" পদ নিবেশ করিয়াছেন। এইজন্যই তাঁহার প্রদর্শিত লক্ষণটি হইল—"স্বাশ্রয়ত্বেনাভিমতযাবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্।" এই "যাবৎ" পদ দেওয়ায় সংযোগাদিতে অর্থান্তর হয় না কারণ সংযোগাদির আশ্রয় বলিয়া অভিমত বৃক্ষের অগ্রাবচ্ছেদে কপিসংযোগ থাকায় মূলাবচ্ছেদে তাহার (কপিসংযোগের) অত্যন্তাভাব থাকে বটে কিন্তু সংযোগাশ্রয় যাবৎ বৃক্ষে আর কপিসংযোগাত্যন্তাভাব নাই কারণ অগ্রেই তো কপিসংযোগ রহিয়াছে। বেদান্তপরিভাষাকার বলিয়াছেন—"যাবৎপদমর্থান্তরবারণায়" (১৯১ পৃঃ)। এই যাবৎপদ বিনাই যে অর্থান্তর দোষের বারণ হইতে পারে তাহা চিৎসুখাচার্য স্বয়ং দেখাইয়াছেন। পরিভাষাকার চিৎসুখাচার্যের প্রদর্শিত লক্ষণটি গ্রহণ করিলেন অথচ কেন যে তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তিকে উপেক্ষা করিয়া "যাবৎ" পদ নিবেশ করিলেন তাহা বলা কঠিন। পরিভাষাগ্রন্থে এইরূপ কয়েকটি স্থলে অসংলগ্নতা দেখা যায়। পূর্বেও ৪৬ পৃষ্ঠায় এই অসংলগ্নতা দেখান হইয়াছে।

সংযোগাদিকে অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া স্বীকার না করিলে যে এই দোষ থাকে না তাহা দেখান হইল। এখন বক্তব্য এই যে, সংযোগাদিকে অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া যদি স্বীকারই করা যায় তবুও এই অর্থান্তরতার দোষ হয় না। এই মতে যাহাতে যে বস্তু যদবচ্ছেদে ও যে সম্বন্ধে থাকে তাহাতে সেই বস্তুর তদবচ্ছেদে সেই সম্বন্ধে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব এইরূপ বলিতে হইবে। অথবা মিথ্যাত্বের ঘটক অত্যন্তাভাবে "অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্যত্ব" বিশেষণ দিতে হইবে। তাহার অর্থ—নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিক

অত্যন্তাভাব। প্রথমপক্ষে বৃক্ষে কপিসংযোগের স্থলে শাখাবচ্ছেদে সংযোগ ও মূলাবচ্ছেদে সংযোগাভাব তার্কিকগণ স্বীকার করেন। বৃক্ষবৃত্তি সংযোগ ও তদভাব সমানাধিকরণ হইলেও অবচ্ছেদকভেদে সংযোগ ও তাহার অত্যন্তাভাব বৃক্ষে আছে এইরূপ তাঁহারা বলেন। এজন্য মিথ্যাত্বলক্ষণে যদবচ্ছেদে যে সম্বন্ধে সংযোগ তদবচ্ছেদে সেই সম্বন্ধে অভাব বলিলে অর্থান্তরতার বারণ হয়।* এইরূপ মিথ্যাত্বের ঘটক অত্যন্তাভাবকে নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিক বলিলেও বারণ হয় কারণ বৃক্ষে যে কপিসংযোগের অভাব আছে তাহা অবচ্ছিন্নবৃত্তিক কারণ মূলাবচ্ছেদেই বৃক্ষে কপিসংযোগের অভাব আছে। মিথ্যাত্বের ঘটক অত্যন্তাভাব অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্য হইবে বলিয়া তার্কিকমতসিদ্ধ অবচ্ছিন্নবৃত্তিক সংযোগাভাবকে লইয়া সিদ্ধসাধনতা বা অর্থান্তরতার অবকাশ নাই।

পূর্বপক্ষী পুনরায় বলিতেছেন যে, "বিমতং মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ, শুক্তিরূপ্যবৎ" এইরূপ সিদ্ধান্তীর অনুমানে সাধ্য মিথ্যাত্ব বলিতে যদি স্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব হয় তবে দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইয়া পড়ে। পূর্বপক্ষী নৈয়ায়িক অন্যথাখ্যাতিবাদী এবং তাঁহার মতে ভ্রমকালে যে রজত প্রত্যক্ষীকৃত হয় তাহা আপণস্থ রজতই বটে এবং বাধক জ্ঞানে যে নিষেধ হইয়া থাকে তাহা আপণস্থ রজতেরই নিষেধ। সুতরাং অধিষ্ঠান শুক্তিতে আপণস্থ রজত আছে এবং সেই শুক্তিতেই আপণস্থ রজতের অত্যন্তাভাবও আছে বলিয়া আপণস্থ রজতেরই মিথ্যাত্ব হইবে। কিন্তু বেদান্তীর মতে শুক্তিরজত শুক্তিতে প্রাতিভাসিকরূপে সৎ হওয়ায় তাঁহারা শুক্তিরজতের অত্যন্তাভাব শুক্তিতে থাকিবে এই কথা বলিতে পারিবেন না। অত্যন্তাভাব অর্থাৎ "ত্রিষু কালেষু নাস্তি" এইরূপ প্রতীতি অসম্ভব কারণ শুক্তিরজতের প্রতীতিকালেই তো তাহা শুক্তিতে প্রাতিভাসিকরূপে সৎই ছিল। ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে, শুক্তিরজত প্রাতিভাসিকরূপে শুক্তিতে সৎ হইলেও পারমার্থিকরূপে তো শুক্তিতে অসৎই বটে। অতএব পারমার্থিকরূপে শুক্তিরজত শুক্তিতে কোন কালেই নাই।

---

* যেন সম্বন্ধবিশেষেণ যেন চাবচ্ছেদকবিশেষেণ যদধিকরণতাপ্রতীতির্যত্র ভবিতুমর্হতি, তেনৈব সম্বন্ধবিশেষেণ তেনৈব চাবচ্ছেদকবিশেষেণ তদধিকরণকাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং তস্য মিথ্যাত্বমিতি পর্যবসিতে ক্ব সিদ্ধসাধনম্। (অদ্বৈতসিদ্ধি, ১৫১ পৃঃ)।

পারমার্থিকত্বাকারে শুক্তিরজত শুক্তিতে "ত্রিষু কালেষু নাস্তি" এইরূপ প্রতীতি হইতে পারিবে অর্থাৎ পারমার্থিকত্বাকারে শুক্তিরজতের অত্যন্তাভাব শুক্তিতে থাকিতে পারিবে।

ভূতলে যখন ঘট থাকে না তখন আমরা বলি ভূতলে ঘট নাই। ইহার অর্থ, ভূতলে ঘটত্বাকারে ঘট নাই। কিন্তু ভূতলে ঘট থাকা কালে আমরা বলিতে পারি না যে, ভূতলে ঘটত্বাকারে ঘট নাই। তখন যদি ভূতলে ঘটের নিষেধ করিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, পটত্বাকারে বা মঠত্বাকারে ঘট নাই। ভূতলে ঘটসত্তাকালে ঘটের নিষেধ করিতে হইলে ঘটরূপ প্রতিযোগীতে অবৃত্তি কোন ধর্মপুরস্কারে অর্থাৎ পটত্ব, মঠত্ব ইত্যাদি পুরস্কারে ঘটের নিষেধ করিতে হইবে কিন্তু প্রতিযোগিবৃত্তি কোন ধর্ম পুরস্কারে আর নিষেধ করা চলিবে না। এইরূপে প্রতিযোগিবৃত্তি ধর্ম পুরস্কারে প্রতিযোগীর যে নিষেধ হইয়া থাকে তাহাই ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাভাব* বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই ব্যধিকরণ ধর্ম পুরস্কারে শুক্তিতে শুক্তিরজতের অত্যন্তাভাব থাকায় শুক্তিরজতের মিথ্যাত্ব উপপন্ন হইল।

বস্তুতঃ কথা এই যে, স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। যেখানে যাহা যেরূপে প্রতীত হয় সেইখানেই তাহার সেইরূপে

* সোন্দড়োপাধ্যায়ই প্রথম ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাবের কথা বলিয়া থাকেন। (বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, ১৪ পৃঃ)। বেদান্তিগণ এই ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাব মানিলেও সকল নৈয়ায়িক ইহা স্বীকার করেন না। কিন্তু এই ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাব স্বীকার না করিলে "শশবিষাণং নাস্তি" এইরূপ প্রতীতির উপপত্তি হয় না। কারণ শশবিষাণ অলীক ও অলীক বস্তু কখনও অভাবের প্রতিযোগী হইতে পারে না। সুতরাং এই স্থলে বলিতে হইবে যে, শশীয়ত্বরূপে বিষাণ নাই। শশীয়ত্বরূপে থাকে শশের কেশলোমাদি কিন্তু বিষাণ শশীয়ত্বরূপে থাকে না। বিষাণ সদ্বস্তু বলিয়া তাহা অভাবের প্রতিযোগী হইতে পারে। সুতরাং "শশবিষাণ নাই" ইহার অর্থ করা হইবে "শশীয়ত্বরূপে বিষাণ নাই"। তাহা হইলে প্রতিযোগী বিষাণে অবৃত্তি শশীয়ত্ব ধর্মপুরস্কারে প্রতিযোগী বিষাণের নিষেধ করা হইল বলিয়া এই স্থলে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাব স্বীকার করা হইল। যাঁহারা এই ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাভাব মানেন না তাঁহারা আবার বলিতেছেন যে, বিষাণ যেরূপ সদ্বস্তু শশীয়ত্বও সেরূপ সদ্বস্তু। সুতরাং "বিষাণে শশীয়ত্ব নাই" এইরূপ বলিলেই তো উপপত্তি হয় এবং ব্যধিকরণধর্ম-পুরস্কারে প্রতিযোগীর অভাব স্বীকার করিতে হয় না। ইহার উত্তরে বলা হয় যে, "বিষাণে শশীয়ত্ব নাই" এইরূপ বলিলেও অভাবের উপপত্তি হয় বটে কিন্তু ইহাতে প্রতীতির ভেদ হইয়া থাকে।

তিন কালে অভাব বিদ্যমান আছে। এজন্য প্রতিযোগীর অত্যন্তাসত্তাপত্তি হইবে না। অসৎ ও মিথ্যা স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী হইলেও অসৎ কখনও সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয় হয় না। আর মিথ্যাবস্তু সত্ত্ব-প্রকারক প্রতীতির বিষয় হয়। ইহাই মিথ্যা বস্তু ও অসতের বৈলক্ষণ্য। এইরূপ প্রত্যক্ষপ্রতীতির বিষয়ত্ব ও অবিষয়ত্বও ইহাদের বৈলক্ষণ্য।

পূর্বপক্ষী এখন আবার শঙ্কা করিতেছেন যে, সিদ্ধান্তী যখন স্বাধিকরণা-ধিকরণক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বকে মিথ্যাত্ব বলিতেছেন তখন স্বাধি-করণ বা প্রতিযোগীর অধিকরণ বলিতে কি প্রতিযোগীর তাত্ত্বিক অধিকরণ বলিতেছেন অথবা অতাত্ত্বিক অধিকরণ বলিতেছেন? যদি তাত্ত্বিক অধি-করণ বলা হয় তাহা হইলে দোষ এই যে, তাত্ত্বিক অধিকরণে কখনও তাহার অভাব থাকিতে পারে না এবং যদি অভাব থাকে তাহা হইলে তাহা তাত্ত্বিক অধিকরণই হইবে না। যেমন সমবায় সম্বন্ধে ঘটাদির তাত্ত্বিক অধিকরণ হইল কপালাদি আর সংযোগাদি সম্বন্ধে ভূতলাদি। ঘটের এই তাত্ত্বিক অধিকরণে কখনও ঘটের অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে না। সুতরাং ঘটাদির মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। শুক্তিরজতের কোন তাত্ত্বিক অধি-করণ আছে বলিয়া তো কেহই স্বীকার করেন না। সুতরাং লক্ষণটির কোন লক্ষ্য না থাকায় তাহা অসম্ভব দোষে দুষ্ট হইল। আর যদি তাত্ত্বিক অধিকরণ না বলিয়া প্রতিযোগীর অধিকরণরূপে প্রতীত কোন অতাত্ত্বিক অধিকরণ বুঝান যায় তাহা হইলে মিথ্যাত্বসাধক অনুমানে সিদ্ধসাধন-তার দোষ হইবে। কারণ অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িক বলেন যে রজতত্ব শুক্তিতে প্রতীত হয় বটে কিন্তু বস্তুতঃ শুক্তিতে রজতত্বের অত্যন্তাভাবই আছে। এইরূপ অতাত্ত্বিক অধিকরণে প্রতিযোগীর অত্যন্তাভাব নৈয়ায়িক-মতসিদ্ধ হওয়ায় বেদান্তীর মিথ্যাত্বসাধক অনুমান সিদ্ধসাধনই হইল।

কারণ বলা হইয়াছে "শশবিষাণং নাস্তি" কিন্তু তাহার অর্থ করা হইল "বিষাণে শশীয়ত্বং নাস্তি"। অতএব ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাব স্বীকার করা উচিত এইরূপই ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাভাববাদিগণ বলিয়া থাকেন।

বস্তুতঃ, শশবিষাণ সম্বন্ধে অস্তি-নাস্তি কোনরূপ ব্যবহারই করা চলে না। এইরূপ ব্যবহার করিলে উভয় ব্যবহারেই অপার্থকত্ব দোষ হইবে। তথাপি "অহৃদয়বাচামহৃদয়া এব প্রতিবাচো ভবন্তি" এই ন্যায়ানুসারেই এইরূপ বলা হইয়াছে। এই ন্যায়টির বিস্তৃত আলোচনার জন্য ৪৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

এই লক্ষণ গ্রহণ করিলে মাধ্বমতাবলম্বীর নিকটেও সিদ্ধসাধনতা হয়। মাধ্বগণের মতে "ইদং রজতম্" এইরূপ ভ্রান্তিজ্ঞানে রজত অত্যন্ত অসৎ। ইহাতে অদ্বৈতবাদী বলেন যে, রজত অত্যন্ত অসৎ নহে, কিন্তু অনির্বাচ্য। কারণ অত্যন্ত অসৎ বস্তুর প্রত্যক্ষপ্রতীতিই অসম্ভব। ইহাতে মাধ্বগণ উত্তর দেন, অত্যন্ত অসতের যদি প্রতীতিই না হইতে পারে তাহা হইলে সিদ্ধান্তী অদ্বৈতবাদীই বা কিরূপে রজতকে অসদ্বিলক্ষণ বলিয়া জানিলেন? অসতের জ্ঞান না হইলে তো আর অসদ্‌বিলক্ষণের জ্ঞান হইতে পারে না কারণ অভাবজ্ঞান প্রতিযোগিজ্ঞানসাপেক্ষ। এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, বাস্তবিকপক্ষে রজত মিথ্যাই বটে এবং তাহা অসদ্বিলক্ষণ নহে কিন্তু পূর্বপক্ষী ইহাকে অসৎ বলায় তাহার নিষেধের জন্য অসদ্‌বিলক্ষণ বলা হইয়াছে। অসৎসম্বন্ধী কিছু বলিলেই তাহাতে অনুপপত্তি হইবে। ইহা জানিয়াও সিদ্ধান্তীকে অসদ্বিলক্ষণ বলিতে হইয়াছে পূর্বপক্ষীর ভ্রান্ত মত নিরাসের জন্য। এই অনুপপত্তি স্বীকার করিয়াই "অহৃদয়বাচামহৃদয়া এব প্রতি-বাচো ভবন্তি" এই ন্যায় অনুসারে সিদ্ধান্তী অসদ্বিলক্ষণ বলিয়াছেন।*

আরও কথা, অদ্বৈতবাদিগণ বিশেষ যত্নের সহিতই অসৎখ্যাতির নিরসন করিয়াছেন। এই অসৎখ্যাতি দ্বিবিধ—সদধিষ্ঠানক অসৎখ্যাতি ও নিরধি-ষ্ঠানক অসৎখ্যাতি। প্রথমটি মাধ্বগণের সম্মত ও দ্বিতীয়টি শূন্যবাদী বৌদ্ধ-গণের সম্মত। অসৎখ্যাতি নিরাস করিয়াও বেদান্তী যে মিথ্যা বস্তুকে অসদ্বিলক্ষণ বলিয়াছেন ইহাকেই "নিন্দামি চ পিবামি চ" ন্যায় বলে। পূর্বপক্ষীর মতানুবর্তন করিয়া উত্তর দেওয়াই বেদান্তীর অভিপ্রায়। পূর্ব-পক্ষী অসতের প্রতীতি স্বীকার করেন বলিয়া পূর্বপক্ষীর মত স্বীকার করিয়াই অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থে মিথ্যা বস্তুকে অসদ্বিলক্ষণ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ অসৎ বলিয়া কোন কোটি নাই। এ জন্য প্রাচীন অদ্বৈতবেদান্তী নৃসিংহাশ্রম অদ্বৈতদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে মিথ্যাত্বলক্ষণে অসদ্বিলক্ষণত্ব বলেন নাই। আর আমাদের প্রদর্শিত পঞ্চম লক্ষণে আনন্দবোধ সদ্বিবিক্তত্ব মাত্রকেই মিথ্যাত্ব বলিয়াছেন।

যাহা হউক, মাধ্বগণের মতে শুক্তিই অত্যন্ত অসৎ রজতরূপে প্রতীত হয়। সুতরাং মাধ্বমতেও রজতত্বের অধিষ্ঠান শুক্তিকাতে রজতত্বের

* এই ন্যায়টির সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ৪৩ পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে।

অত্যন্তাভাব আছে ইহা স্বীকৃতই বলিয়া সিদ্ধসাধন দোষ হয়। অতএব অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িক ও অসংখ্যাতিবাদী মাধ্বের মতে সিদ্ধসাধনতা দোষ হইল।

এইরূপে অদ্বৈতবাদীর বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষিগণ অসম্ভব ও সিদ্ধসাধনতার দোষ দেখাইলে তাহার নিরসনের জন্য সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, চিৎসুখাচার্য তাঁহার লক্ষণে "স্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্" বলিতে "স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে এব প্রতীয়মানত্বম্" এইরূপ বুঝাইয়াছেন। এইরূপ অর্থ করিলে আর কোন দোষ হয় না। এই লক্ষণের অর্থ এই যে, যাহা কেবল নিজের অত্যন্তাভাবের অধিকরণেই প্রতীয়মান হয়, অন্যত্র প্রতীয়মান হয় না তাহাই মিথ্যা। নৈয়ায়িক মতে রজতত্বাদি ধর্ম যেমন নিজের অত্যন্তাভাবের অধিকরণে প্রতীয়মান হয় তেমন অন্যত্রও অর্থাৎ বস্তুভূত রজতেও প্রতীয়মান হয়। সুতরাং রজতত্ব আর কেবলমাত্র স্বাত্যন্তাভাবের অধিকরণে প্রতীয়মান থাকিল না। এইরূপ মাধ্বমতে রজত যেমন নিজের অত্যন্তাভাবের অধিকরণ শুক্তিতে প্রতীয়মান হয় তেমন আপণাদিতেও প্রতীয়মান হয় বলিয়া আর "স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে এব প্রতীয়মানত্ব" রূপ মিথ্যাত্ব লক্ষণ তাহাতে যাইতে পারিল না। এইভাবে অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িক ও অসংখ্যাতিবাদী মাধ্ব এই উভয়ের মতে যে সিদ্ধসাধনতা দেখান হইয়াছিল তাহার নিরাস করা হইল। আর অসম্ভব দোষও থাকিল না যেহেতু এখন আর "প্রতিযোগীর অধিকরণে" এইরূপ বলা হইতেছে না। সুতরাং তাত্ত্বিক অধিকরণ পক্ষে অসম্ভব দোষের কথাই আসে না।

চিৎসুখাচার্যের লক্ষণে বলা হইয়াছে—"স্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্" আর বিবরণাচার্যপ্রদর্শিত দুইটি লক্ষণের প্রথমটিতে বলা হইয়াছে—"প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বম্।" উভয় লক্ষণে বিশেষ্য দলটি সমার্থক কারণ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব বলিতে যাহা বুঝায় ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব বলিতেও তাহাই বুঝায়। আর বিশেষণ দল দুইটিও সমার্থক কারণ "প্রতিযোগীর অধিকরণে" আর "প্রতিপত্তির অধিকরণে" এইরূপে একই কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং মিথ্যাত্বলক্ষণপঞ্চকের দ্বিতীয় ও চতুর্থে একই কথা বলা হইয়াছে বলিয়া পুনরুক্তি দোষ হইবে।

দ্বিতীয় লক্ষণের সহিত চতুর্থ লক্ষণের পুনরুক্তি পরিহারের জন্য অদ্বৈত-সিদ্ধিকার আচার্য মধুসূদন সরস্বতী চিৎসুখাচার্যের লক্ষণটিকে নিম্নরূপে পরিবর্তিত করিলেন—"স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে এব প্রতীয়মানত্বম্।" ইহাতে পূর্বলক্ষণ হইতে বিশেষ ভেদ সাধিত হয় নাই, কেবলমাত্র বিশেষ্য ও বিশেষণের বিপর্যাস হইয়াছে। যাহা পূর্বে বিশেষ্য ছিল এখন তাহা বিশেষণ হইয়াছে। আর যাহা পূর্বে বিশেষণ ছিল এখন তাহা বিশেষ্য হইয়াছে। এখন দ্বিতীয় লক্ষণের বিশেষ্য হইতেছে চতুর্থ লক্ষণের বিশেষণ, আর দ্বিতীয় লক্ষণের বিশেষণ হইতেছে চতুর্থ লক্ষণের বিশেষ্য। এইভাবে বিশেষ্য ও বিশেষণের ভেদ হওয়ায় দ্বিতীয় ও চতুর্থ লক্ষণের ভেদ সিদ্ধ হইল, পুনরুক্তি দোষ আর থাকিল না।

এতদতিরিক্ত আরও বহু কথা এই চতুর্থ লক্ষণ সম্বন্ধে অদ্বৈতসিদ্ধিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু বহু বিস্তারের ভয়ে এখন সেই সকল আলোচনা হইতে বিরত হইতেছি। অন্যান্য চারিটি লক্ষণ সম্বন্ধেও এস্থলে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণ

পঞ্চপাদিকাকার আচার্য পদ্মপাদ অধ্যাসভাষ্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন —"মিথ্যাশব্দো দ্ব্যর্থঃ—অপহ্নববচনোঽনির্বচনীয়তাবচনশ্চ।" (পঞ্চপাদিকা, ৬৭-৬৮ পৃঃ, মেট্রোঃ সং)। পদ্মপাদের এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, অনির্বাচ্যত্ব অর্থাৎ সদসত্ত্বানধিকরণত্বই মিথ্যাত্ব। মিথ্যাত্বের এইরূপ লক্ষণ বলিলে পূর্বপক্ষী মাধ্ব আপত্তি করিয়া বলিতেছেন যে, যাহা সত্ত্বের অনধি-করণ তাহা অসৎ অর্থাৎ অসত্ত্বের অধিকরণ হইবে। এইরূপ যাহা অসত্ত্বের অনধিকরণ তাহা সৎ অর্থাৎ সত্ত্বের অধিকরণ হইবে। কিন্তু সত্ত্ব ও অসত্ত্ব উভয়েরই অনধিকরণ এইরূপ কোন বস্তু হইতে পারে না। সুতরাং সদসত্ত্বানধি-করণত্বই যদি মিথ্যাত্বানুমানের সাধ্য হয় তাহা হইলে অপ্রসিদ্ধবিশেষণতার দোষ হইবে।

এইরূপে পূর্বপক্ষী মিথ্যাত্বানুমানে দোষ প্রদর্শন করিলে সিদ্ধান্তী সাধ্যের

প্রসিদ্ধি প্রদর্শন করার জন্য সাধ্য যে সামান্যতঃ সিদ্ধ তাহা অনুমানের দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন। অনুমানটি নিম্নরূপ—সত্ত্বাসত্ত্বে একধর্মিনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিণী ধর্মত্বাৎ রূপরসবৎ। অর্থাৎ সত্ত্বাসত্ত্বের অত্যন্তাভাব কোন এক ধর্মীতে বিদ্যমান থাকিবে যেহেতু তাহারা অর্থাৎ সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম, যেমন রূপ ও রস। রূপ ও রস উভয়েই ধর্ম এবং তাহাদের অভাব একই ধর্মী বায়ুতে আছে। সুতরাং রূপরসে ধর্মত্বরূপ হেতু আছে ও একধর্মিনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ সাধ্যও আছে। অতএব ব্যাপ্তিসিদ্ধি হইল। সত্ত্বাসত্ত্ব ধর্ম বলিয়া পক্ষে হেতুও বিদ্যমান থাকিল। এইরূপে সিদ্ধ হইল যে, সত্ত্বাসত্ত্বেরও অত্যন্তাভাব কোন একটি ধর্মীতে অবশ্যই থাকিবে। এইভাবে সত্ত্বাসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ সাধ্য সামান্যতঃ সিদ্ধ হওয়ায় আর সাধ্যাপ্রসিদ্ধির দোষ দেওয়া চলে না।

এখন সত্ত্ব ও অসত্ত্ব বস্তু দুইটি কিরূপ তাহা জানা আবশ্যক। পূর্বপক্ষী বলেন—বাধ্যত্বই অসত্ত্ব এবং অবাধ্যত্বই সত্ত্ব। আর ইহাতে শুক্তিরজতাদি বাধ্য বলিয়া তাহা অসৎই হইয়া পড়ে এবং ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চ এই উভয়ই অবাধ্য বলিয়া সৎ। এইজন্য পূর্বপক্ষী মাধ্বের মতে ব্রহ্ম ও ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ একজাতীয় কারণ ইহারা উভয়েই সৎ এবং শুক্তিরজত ও শশবিষাণও একজাতীয় কারণ ইহারা উভয়েই অসৎ। এইজন্য পূর্বপক্ষীর মতে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পরবিরহরূপ। আর সিদ্ধান্তীর মতে সর্বথা অবাধ্যত্বই সত্ত্ব এবং সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতির অবিষয়ত্বই অসত্ত্ব। শশবিষাণাদি সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয় হয় না। এইজন্য শশবিষাণই অসৎ, কিন্তু শুক্তিরজত তাহা নহে। ভ্রমকালে শুক্তিরজত সদ্রূপেই প্রতীত হয়; "শুক্তিরজতং সৎ" এইরূপ প্রতীতি আছে। এইরূপে শুক্তিরজতে অসদ্বৈলক্ষণ্য থাকিল এবং শুক্তিপ্রমার দ্বারা বাধ্য হয় বলিয়া অবাধ্যত্ব রূপ সত্ত্বের বৈলক্ষণ্যও শুক্তিরজতে থাকিল।

সিদ্ধান্তীর মতে, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পরবিরহরূপ নহে। তাঁহার মতে বাধ্যত্বই অসত্ত্ব নহে। শুক্তিরজত বাধ্য হইয়াও অসদ্বিলক্ষণ এবং প্রপঞ্চ ব্রহ্মপ্রমাবাধ্য হইয়াও ব্যাবহারিক এবং অসদ্বিলক্ষণ। পূর্বপক্ষী যে শুক্তিরজত ও শশবিষাণকে একজাতীয় বলিয়াছেন ইহা অনুভববিরুদ্ধ। শুক্তিরজত ভ্রমপ্রতীতির বিষয় হয় কিন্তু শশবিষাণ কোন প্রতীতিরই বিষয় হয় না।

অসদ্রূপে একটি কোটি স্বীকার করাতে মাত্র বৌদ্ধমতের অনুসরণ করা হইয়াছে।*

যাহা হউক্, পূর্বপক্ষীর বক্তব্য যে, সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব এই উভয় ধর্মই যদি মিথ্যাত্ব হয় তবে ব্যাঘাত দোষ হয়। কারণ যাহা সৎ নহে তাহা অসৎ হইবে এবং যাহা অসৎ নহে তাহা সৎ হইবে। এইজন্য প্রপঞ্চে যদি সত্ত্বাত্যন্তাভাব সাধন করা হয় তাহা হইলে অসত্ত্ব

---

* বৌদ্ধ ও মাধ্ব উভয়েই অসৎখ্যাতি স্বীকার করেন। বৌদ্ধগণ সত্ত্ব ও ক্ষণিকত্বের ব্যতিরেকব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্য ব্যতিরেক ব্যাপ্তির ভূমিরূপে অসৎ বলিয়া একটি কোটি স্বীকার করিয়াছেন। অসৎ কোটির স্বীকার না করিলে সত্ত্ব ও ক্ষণিকত্বের ব্যতিরেকব্যাপ্তি প্রদর্শন করা যায় না। কিন্তু বৌদ্ধগণের ব্যতিরেকব্যাপ্তি সিদ্ধির জন্য এই অসৎ কোটি স্বীকার সর্বপ্রমাণবিরুদ্ধ ও অতিদুর্যুক্তিযুক্ত। এ সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত আলোচনা আত্মতত্ত্ববিবেকগ্রন্থে ও ন্যায়পরিশুদ্ধি গ্রন্থে উদয়ন প্রদর্শন করিয়াছেন।

অসৎ প্রতীতির বিষয় হয় এরূপ বলাই যায় না। প্রতীতি সৎ বস্তু, শশবিষাণ অসৎ বস্তু। সদসতের কোনও সম্বন্ধ হয় না। দুইটি সৎ বস্তুরই সম্বন্ধ হইতে পারে কিন্তু দুইটি অসতের বা সদসতের কোনও সম্বন্ধ হয় না। অসদ্বিষয়ক জ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ। অপ্যয়দীক্ষিত "পরিমল" গ্রন্থে অসৎ ভ্রমপ্রমাবিলক্ষণ জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে এইরূপ বলিয়াছেন। "এবঞ্চ সিদ্ধান্তাভিমতা শশশৃঙ্গাদিশব্দজন্যা অসৎপ্রতীতির্ন শুক্তিরজতাদিজ্ঞানবদধ্যাসঃ, নাপি ঘটাদিজ্ঞানবৎ প্রমা, কিন্তু উভয়বিলক্ষণং জ্ঞানমাত্রমিতি।" (পরিমল, ২০ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং)। ইহা অত্যন্ত দুরুক্তি। এইজন্য অদ্বৈতসিদ্ধিকার অসদ্বিষয়ক জ্ঞানাখ্য বৃত্তি স্বীকার করেন নাই কিন্তু অসদ্বিষয়ক জ্ঞানাতিরিক্ত বিকল্পবৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন। শশবিষাণাদি জ্ঞানের বিষয় না হইলেও বিকল্পবৃত্তির বিষয় হয় এরূপ বলিয়াছেন। পাতঞ্জল দর্শনে বিকল্পবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু পাতঞ্জল দর্শনে বিকল্পবৃত্তিকে জ্ঞানাখ্য বৃত্তিই বলা হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধিকার বিকল্পবৃত্তিকে জ্ঞানাখ্য বৃত্তি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি ইচ্ছাদিবৃত্তির মত বিকল্পবৃত্তিকেও জ্ঞানভিন্ন বৃত্তি বলিয়াছেন।

বস্তুতঃ কথা এই যে, অসদ্বস্তুবিষয়ক বিকল্পবৃত্তিও হইতে পারে না। ইহা কেবল অদ্বৈতসিদ্ধিকারের পূর্বপক্ষীর মতানুবর্তন মাত্র। সর্বপ্রমাণপথাতীত বস্তুতে বিধিনিষেধরূপ কোন প্রকার ব্যবহারই হইতে পারে না। এইজন্য তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়ন উভয়ে সর্বপ্রমাণপথাতীত বস্তুতে বিদ্বান্‌গণের মূকতা অবলম্বনই বিধেয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

মাধ্বগণ বৌদ্ধমতের অনুবর্তন করিয়া অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের অভিপ্রায়ে সর্বপ্রমাণপথাতীত অসৎ বলিয়াও একটি কোটি স্বীকার করিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধিকার অসৎখ্যাতি খণ্ডন

আসিয়াই পড়ে। আর তখন যদি বলা হয় যে, ইহা অসত্ত্বেরও অনধিকরণ তাহা হইলে ব্যাঘাত দোষ হয়। এইরূপ প্রপঞ্চে যদি সত্ত্বাত্যন্তাভাব সাধন না করিয়া অসত্ত্বাত্যন্তাভাব সাধন করা হয় তাহা হইলে সত্ত্ব আসিয়াই পড়ে। এখন যদি আবার প্রপঞ্চকে সত্ত্বানধিকরণ বলা হয় তবে ব্যাঘাত হয়।

পূর্বপক্ষী মাধ্ব কর্তৃক উৎপ্রেক্ষিত এই ব্যাঘাত দোষের নিরসনের জন্য সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, এই ব্যাঘাতরূপ তর্কের হেতু কি? সত্ত্ব ও অসত্ত্বের পরস্পরবিরহরূপতা, পরস্পরবিরহব্যাপকতা ও পরস্পরবিরহব্যাপ্যতা—এই তিনটিই ব্যাঘাতের হেতু হইতে পারে। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব যদি পরস্পরবিরহরূপ হয় তবে পূর্বপক্ষী নিম্নরূপ প্রতিকূল তর্ক দেখাইতে পারেন। (১) যেখানে সত্ত্বাভাব থাকিবে সেইখানেই যদি অসত্ত্বাভাবও থাকে তবে অসত্ত্ব সত্ত্বাভাবরূপ হইতে পারে না। যেখানে সত্ত্বাভাব থাকিবে সেখানে সত্ত্বাসত্ত্বের পরস্পরবিরহরূপতার জন্য অসত্ত্বই আছে এরূপ বলা চলে। সুতরাং সেখানে অসত্ত্বাভাবও আছে এরূপ বলা যায় না। আর যদি বলাই হয় তবে বলিতে হইবে যে, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পরবিরহরূপ নয়। সত্ত্বাসত্ত্বের পরস্পরবিরহরূপতাপক্ষে আরও একটি তর্ক হইতে পারে। তাহা এইরূপ—(২) যেখানে অসত্ত্বাভাব থাকিবে সেইখানেই যদি সত্ত্বাভাবও থাকে, তবে সত্ত্ব অসত্ত্বাভাবরূপ হইতে পারিবে না।

সত্ত্ব ও অসত্ত্বের যদি পরস্পরবিরহব্যাপকতা স্বীকার করা যায় তবে দুইটি প্রতিকূল তর্ক হইতে পারে। তাহা পূর্বপক্ষী নিম্নরূপে দেখাইতেছেন—(১) যেখানে সত্ত্বাভাব আছে সেইখানেই যদি আবার অসত্ত্বাভাব থাকে, তবে অসত্ত্ব সত্ত্বাভাবের ব্যাপক হইতে পারে না। ব্যাপ্য থাকিলে ব্যাপক অবশ্যই

করিয়াও যে অসৎকোটির ব্যবহার করিয়াছেন তাহা "নিন্দামি চ পিবামি চ" এই ন্যায়ানুসারেই বুঝিতে হইবে। নৃসিংহাশ্রম প্রভৃতি প্রাচীন অদ্বৈতবেদান্তিগণ অসৎ বলিয়া একটি কোটি স্বীকারই করেন নাই। এজন্য তাঁহাদের মতে অসতে কোন লক্ষণেরই অতিব্যাপ্তি, অব্যাপ্তির শঙ্কাই নাই। যাহা হউক, সদসৎ যে পরস্পরবিরহরূপ নহে ইহাই সিদ্ধান্তীর মত। পরস্পরবিরহরূপ নহে বলিয়া সদসদ্বৈলক্ষণ্য বা সত্ত্বাসত্ত্বের অভাব এক ধর্মীতে সম্ভব হয়, যেমন মহিষাদিতে গবাশ্ববৈলক্ষণ্য বা গোত্বাশ্বত্বের অভাব সিদ্ধ আছে। পূর্বপক্ষীর মতে সত্ত্বাসত্ত্ব পরস্পরবিরহরূপ বলিয়া উভয়বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদনে তাঁহারা আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মতের অনুবর্তন করিয়াই কোনও একটি ধর্মীতে সদসদ্বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

থাকিবে। সুতরাং অসত্ত্বকে সত্ত্বাভাবের ব্যাপক বলিলে যেখানে সত্ত্বাভাব থাকিবে সেখানে অসত্ত্ব অবশ্যই থাকিবে। সুতরাং যেখানে সত্ত্বাভাব আছে সেখানে অসত্ত্ব অবশ্যই আছে বলিয়া আর অসত্ত্বাভাব থাকিতে পারে না। আর যদি সেখানে অসত্ত্বাভাব আছে বলিয়া স্বীকার করা হয় তবে সত্ত্বাভাবের ব্যাপক অসত্ত্ব এইরূপ মত পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই হইল প্রদর্শিত তর্কের অর্থ। পরস্পরবিরহব্যাপকতাপক্ষে পূর্বপক্ষী আরও একটি প্রতিকূল তর্ক দেখাইতেছেন—(২) যেখানে অসত্ত্বাভাব আছে সেইখানেই যদি আবার সত্ত্বাভাবও থাকে, তবে সত্ত্ব অসত্ত্বাভাবের ব্যাপক হইতে পারিবে না।

সত্ত্ব ও অসত্ত্বের পরস্পরবিরহব্যাপ্যতাপক্ষেও পূর্বপক্ষী দুইটি প্রতিকূল তর্ক দেখাইতেছেন—(১) যেখানে সত্ত্বাভাব আছে সেইখানেই যদি আবার অসত্ত্বাভাবও থাকে, তবে অসত্ত্ব সত্ত্বাভাবের ব্যাপ্য হইবে না। (২) যেখানে অসত্ত্বাভাব আছে সেইখানেই যদি আবার সত্ত্বাভাবও থাকে, তবে সত্ত্ব অসত্ত্বাভাবের ব্যাপ্য হইবে না। এইরূপ তর্ক যে হইতেই পারে না তাহা পরে (১৩৩-৩৪ পৃঃ) দেখান হইবে।

যাহা হউক, পূর্বপক্ষী এইরূপে ছয়টি তর্কের দ্বারা দেখাইতে চাহিতেছেন যে, যেখানে সত্ত্বাভাব থাকে সেখানেই আবার অসত্ত্বাভাব থাকিতে পারে না, অথবা যেখানে অসত্ত্বাভাব থাকে সেখানেই আবার সত্ত্বাভাব থাকিতে পারে না। অর্থাৎ সত্ত্বাভাব ও অসত্ত্বাভাবের সামানাধিকরণ্য হইতে পারে না।

সিদ্ধান্তী পূর্বপক্ষীর এই আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। প্রথমতঃ, যদি পরস্পরবিরহরূপতার পক্ষ গ্রহণ করা যায় তবে এইরূপ তর্কই হইতে পারে না। কারণ তর্ক দুইটি অনিষ্টাপত্তিরূপ হয় নাই। পূর্বোক্ত তর্ক দুইটিতে আপাদ্য এই যে, "অসত্ত্ব সত্ত্বাভাবরূপ হইতে পারিবে না" এবং "সত্ত্ব অসত্ত্বাভাবরূপ হইতে পারিবে না"। সিদ্ধান্তীর মতে এই দুইটি ইষ্টাপত্তিই হইয়াছে কারণ তাঁহারা সত্ত্বের অত্যন্তাভাবই অসত্ত্ব বা অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবই সত্ত্ব—এইরূপ স্বীকার করেন না। অনিষ্টাপত্তি তর্কের একটি অঙ্গ। ইহা না থাকিলে তর্কের তর্কত্বই হইতে পারে না, তাহা তর্কাভাস হইবে। তর্কের অঙ্গ সম্বন্ধে বরদরাজ তার্কিকরক্ষায় (৭২ কাঃ) বলিয়াছেন—

ব্যাপ্তিস্তর্কাপ্রতিহতিরবসানং বিপর্যয়ে।
অনিষ্টানমুকূলত্বে ইতি তর্কাঙ্গপঞ্চকম্॥

আরও বলা হইয়াছে—"অঙ্গান্যতমবৈকল্যে তর্কস্যাভাসতা ভবেৎ।" (তার্কিকরক্ষা, ৭৩ কাঃ)। তর্কে আপাদ্য ও আপাদকের ব্যাপ্তি থাকা প্রয়োজন। ইহাই তর্কের প্রথম অঙ্গ। তর্কের অন্যান্য অঙ্গগুলির সম্বন্ধে পূর্বে (৪০ পৃঃ) আলোচনা করা হইয়াছে।

সিদ্ধান্তী পূর্বপক্ষীর তর্কে যে অনিষ্টাপত্তি নাই তাহা দেখাইয়া বলিতেছেন—সত্ত্ব ও অসত্ত্ব কখনও পরস্পরবিরহরূপ হইতে পারে না। সিদ্ধান্তীর মতে ত্রিকালাবাধ্যত্বই সত্ত্ব কিন্তু এই সত্ত্বের অত্যন্তাভাবই অসত্ত্ব এরূপ নহে। অসত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তী বলেন যে, যাহা কোন ধর্মীতে সৎ বলিয়া প্রতীতির বিষয় হইতে পারে না তাহাই অসৎ। অদ্বৈতসিদ্ধিতে আচার্য মধুসূদন বলিয়াছেন—"ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপসত্ত্বব্যতিরেকো নাসত্ত্বম্, কিন্তু ক্বচিদপ্যুপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বানধিকরণত্বম্" (অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫০-৫১ পৃঃ)। যাহা ভ্রম বা প্রমা কোনও রূপ প্রতীতির বিষয় হয় না তাহাই "প্রতীয়মানত্বানধিকরণ" পদের দ্বারা বুঝান হইয়াছে। বন্ধ্যাপুত্রাদি অসদ্বস্তু কখনও কোনও উপায়েই সদ্রূপে প্রতীয়মান হয় না। অসত্ত্ব যদি সত্ত্বের অত্যন্তাভাব হইত তাহা হইলে অসৎ "প্রতীতির অবিষয়" হওয়ায় তাহার অত্যন্তাভাব সৎ "প্রতীতির বিষয়ই" হইত। কিন্তু অদ্বৈতবাদী এইরূপ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে কেবলমাত্র প্রতীয়মান হইলেই কোনও বস্তু সৎ হইয়া যায় না। ত্রিকালাবাধ্যত্বই সত্ত্ব বলিয়া ত্রিকালাবাধ্য ব্রহ্মই একমাত্র সদ্বস্তু।

গুরুত্ব প্রভৃতিতে যাহাতে অসতের লক্ষণ না যায় তজ্জন্য "ক্বচিদপ্যুপাধৌ" এই অংশ দেওয়া হইয়াছে। গুরুত্ব অতীন্দ্রিয় বলিয়া তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। আবার "গুরুত্বং সৎ" এইরূপ অনুমানও করা যায় না যেহেতু এইরূপ অনুমানের পক্ষ গুরুত্বই তো অসিদ্ধ। সুতরাং ঘটাদি বস্তুতে আশ্রিত যে গুরুত্ব তাহার সত্ত্ব অনুমান করিতে হইবে। ঘটের যে গুরুত্ব আছে তাহা তো অনুমানসিদ্ধ। যেমন "ঘটঃ গুরুত্ববান্ পতনাৎ।" সুতরাং কেবল গুরুত্বের সত্ত্বের অনুমান সম্ভব না হইলেও "ঘটগুরুত্বং সৎ" এরূপ অনুমান অনায়াসেই হইতে পারে। এইজন্যই "ক্বচিদপ্যুপাধৌ" এই অংশ অসতের লক্ষণে দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ যাহা কোন স্থলেই সদ্রূপে প্রতীতির বিষয় হয় না তাহাই অসৎ। গুরুত্ব ঘটাধিকরণে সৎ

বলিয়া প্রতীতির বিষয় হয়। অতএব গুরুত্বকে আর অসৎ বলা চলে না। ঘট যেমন ঘটাবচ্ছিন্নচৈতন্যে আরোপিত বলিয়া সদ্রূপে প্রতীয়মান হয় তেমনই ঘটগত গুরুত্বাদি ধর্মও ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্যে আরোপিত বলিয়া সদ্রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। "ঘটঃ সন্", "ঘটগুরুত্বং সৎ" এইরূপে ঘটের বা ঘটধর্ম গুরুত্বাদির যে সত্ত্ব প্রতীত হয় তাহা ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সদ্রূপতার জন্য।

বস্তুতঃ, ঘটের বা ঘটধর্মের সদ্রূপে প্রতীত হওয়ার যোগ্যতা নাই। সুতরাং "সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্ব" বলিতে সৎ-তাদাত্ম্যে প্রতীতির যোগ্যতাই বুঝিতে হইবে। ব্যাবহারিক ঘটাদি বস্তু ত্রিকালাবাধ্য নহে সুতরাং তাহা সৎ নহে। কিন্তু তাই বলিয়া অসৎ এরূপও নহে কারণ ঘটাদি তো সদ্রূপে প্রতীত হওয়ার যোগ্য। অতএব ঘটাদি বস্তু সৎও নহে আবার অসৎও নহে। এই ঘটাদিই হইল সদসত্ত্বানধিকরণ এবং তাহাই মিথ্যা। সুতরাং সত্ত্বের অত্যন্তাভাবই অসত্ত্ব নহে বলিয়া পূর্বপক্ষিপ্রদর্শিত প্রথম দুইটি তর্ক ইষ্টাপত্তিরূপই হইল যেহেতু তাহাতে বলা হইয়াছে যে, "তবে অসত্ত্ব সত্ত্বাভাবরূপ হইতে পারিবে না।"

সত্ত্ব ও অসত্ত্বের পরস্পরবিরহব্যাপকতাও স্বীকার করা যায় না যেহেতু অসত্ত্ব যদি সত্ত্বাভাবের ব্যাপক হয় তবে সত্ত্বাভাব থাকিলে অসত্ত্ব থাকিবেই। কিন্তু এইরূপ সত্ত্বাভাবে অসত্ত্বের ব্যাপ্তি ব্যভিচারসত্তায় নষ্ট হইয়াছে বলিতে হয়। শুক্তিরজতে সত্ত্বাভাব রহিয়াছে যেহেতু তাহা ত্রিকালাবাধ্য নয় কিন্তু তাহা অসৎ নহে কারণ শুক্তিরজত শুক্তিরূপ ধর্মীতে সদ্রূপে প্রতীতির যোগ্য হইয়া থাকে। এইজন্যই অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন —"সত্ত্বাভাববতি শুক্তিরূপ্যে বিবক্ষিতাসত্ত্বব্যতিরেকস্য বিদ্যমানত্বেন ব্যভিচারাৎ।" (অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫১-৫২ পৃঃ)। সত্ত্বও অসত্ত্বাভাবের ব্যাপক নয়। শুক্তিরজতে অসত্ত্বাভাব থাকিলেও সত্ত্ব নাই। সুতরাং সত্ত্বাসত্ত্বের পরস্পরবিরহব্যাপকতাপক্ষেও প্রতিকূল তর্ক দুইটি অসিদ্ধই হইল যেহেতু তাহাতে অনিষ্টাপত্তিরূপ চতুর্থ তর্কাঙ্গটি নাই।

সত্ত্বাসত্ত্বের পরস্পরবিরহব্যাপ্যতাপক্ষেও প্রতিকূল তর্ক দুইটি সিদ্ধ হইতে পারে না কারণ ঐ তর্ক দুইটিতে প্রথম তর্কাঙ্গটিই নাই। তর্ক হইতে হইলে সেই তর্কের আপাদ্য ও আপাদকের ব্যাপ্তিসিদ্ধি হওয়ার প্রয়োজন।

সত্ত্বাভাব ও অসত্ত্বাভাবের সামানাধিকরণ্য স্বীকার করিলে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পরবিরহব্যাপ্য হইতে পারিবে না—ইহাই উক্ত তর্ক দুইটির মর্মার্থ। কিন্তু পরস্পরবিরহব্যাপ্য হইয়াও যে তাহাদের অভাবের সামানাধিকরণ্য হইতে পারে তাহা অতি স্পষ্ট। গোত্ব ও অশ্বত্ব পরস্পরবিরহব্যাপ্য কারণ গোত্ব অশ্বত্বাভাবের ব্যাপ্য যেহেতু গোত্ব থাকিলেই অশ্বত্বাভাব থাকিবে। এইরূপে অশ্বত্বও গোত্বাভাবের ব্যাপ্য যেহেতু অশ্বত্ব থাকিলেই গোত্বাভাব থাকিবে। অথচ গোত্বাশ্বত্ব উভয়েরই অভাব একই বস্তু উষ্ট্রাদিতে থাকিতেই পারে। সুতরাং পরস্পরবিরহব্যাপ্যের উভয়াভাবসামানাধিকরণ্য হইতে পারে না এরূপ বলা যায় না। অতএব সত্ত্বাসত্ত্বের পরস্পরবিরহব্যাপ্যতাপক্ষেও উক্ত প্রতিকূল তর্কদ্বয় অসিদ্ধ। আচার্য মধুসূদনও বলিয়াছেন—"তস্য ব্যাঘাতাপ্রযোজকত্বাৎ, গোত্বাশ্বত্বয়োঃ পরস্পরবিরহব্যাপ্যত্বেঽপি তদভাবয়োরুষ্ট্রাদাবেকত্র সহোপলম্ভাৎ। (অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫২-৫৫ পৃঃ)।

সত্ত্বাসত্ত্বের পরস্পরবিরহরূপতা, পরস্পরবিরহব্যাপকরূপতা অথবা পরস্পরবিরহব্যাপ্যরূপতা এই তিনটির কোন পক্ষেই ব্যাঘাত দোষ আসিতে পারে না। এইরূপে "সদসত্ত্বানধিকরণত্বই মিথ্যাত্ব" এই প্রথম লক্ষণে পূর্বপক্ষী আরও অনেক দোষ উদ্‌ভাবন করিয়াছেন এবং তাহার সুষ্ঠু সমাধানও অদ্বৈতসিদ্ধিতে উক্ত হইয়াছে। বহু বিস্তৃতির ভয়ে সে সকল আর বলা হইল না।

মিথ্যাত্বের দ্বিতীয় লক্ষণ

মিথ্যাত্বলক্ষণপঞ্চকের দ্বিতীয় লক্ষণটি হইল—"প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বম্"। ইহা বিবরণাচার্যবিরচিত। "প্রতিপন্নোপাধৌ অভাবপ্রতিযোগিত্বমেব মিথ্যাত্বং নাম" (বিবরণ, ২১২ পৃঃ, মেট্রোঃ সং) ইত্যাদি বিবরণগ্রন্থ হইতে এই লক্ষণটি জানা গিয়াছে। এই লক্ষণের অর্থ—প্রতিযোগীর আধাররূপে প্রতীত অধিকরণে ত্রৈকালিক অভাব অর্থাৎ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। বিবরণগ্রন্থে অভাবপ্রতিযোগিত্ব বলিতে ত্রৈকালিকাভাবপ্রতিযোগিত্ব বা অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই বুঝিতে হইবে।

চিৎসুখাচার্যপ্রদর্শিত লক্ষণ ও এই লক্ষণটি যে তুল্য তাহা পূর্বেই উক্ত

হইয়াছে। সুতরাং চিৎসুখাচার্যের লক্ষণটিতে যে সকল দোষ উদ্‌ভাবিত হইয়াছে এই লক্ষণের বিষয়েও সেই সকল দোষ উদ্‌ভাবিত হইয়া থাকে। এই লক্ষণের দ্বারা প্রতিপাদ্য মিথ্যাত্বই যদি মিথ্যাত্বসাধক অনুমানের সাধ্য হয় তবে শুক্তিরজতরূপ দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইবে এইরূপ পূর্বপক্ষী বলিতে-ছেন। কারণ সিদ্ধান্তী শুক্তিরজতের প্রাতিভাসিক সত্তা স্বীকার করিয়াই থাকেন বলিয়া শুক্তিরজতের ত্রৈকালিকনিষেধ কখনই বলিতে পারিবেন না। পূর্বপক্ষী নৈয়ায়িক এইস্থলেও চতুর্থ লক্ষণের ন্যায় আপণস্থ রজতেরই মিথ্যাত্বাপত্তি হইবে ইহা দেখাইতেছেন। নৈয়ায়িকগণের মতে "ইদং রজতম্" এইরূপ ভ্রমস্থলে আপণস্থ রজতেরই শুক্তিতে প্রতীতি হইয়া থাকে। আর, বাধক জ্ঞানে এই আপণস্থ রজতেরই নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

পূর্বপক্ষীর এই আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, শুক্তিরজত প্রাতিভাসিকরূপে শুক্তিতে সৎ হওয়ায় তাহার ত্রৈকালিক নিষেধ হইতে পারে না এইরূপই তো পূর্বপক্ষীর মত। কিন্তু শুক্তিরজত প্রাতিভাসি-কত্বাকারে শুক্তিতে সৎ হইলেও পারমার্থিকত্বাকারে যে শুক্তিতে সৎ নহে তাহা অবশ্যই বলা যায়। সুতরাং এই ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতা-কাভাব স্বীকার করিলে শুক্তিরজতের ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব হইয়াই থাকে, অর্থাৎ তাহার মিথ্যাত্বও হইতে পারে। দৃষ্টান্তের সাধ্যবিকলতা দোষ এইভাবে দূর করা যায়।*

ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাব স্বীকার না করিলেও রজতের স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করা যাইবে। আর স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বই শ্রুত্যাদিসিদ্ধ, যেমন "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতি। যেরূপে যে প্রতিযোগী যে স্থলে প্রসক্ত হইয়াছে সেই রূপে সেই প্রতিযোগীর তথায় ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। শুক্তিতে রজতের প্রতিভাসকালেও শুক্তি রজতাত্যন্তাভাববতী-ই বটে। শুক্তিতে রজতাত্যন্তাভাব না থাকিলে রজত প্রাতিভাসিকই হইতে পারিত না। সুতরাং রজতের প্রতিভাসকালেও রজতের অত্যন্তাভাব শুক্তিতে বিদ্য-মানই আছে।

* ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাব সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ১২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

এই লক্ষণে "প্রতিপন্নোপাধৌ" এই অংশের সার্থকতা এই যে, ইহা না বলিলে তুচ্ছেও মিথ্যাত্বলক্ষণ চলিয়া যাইবে। তুচ্ছ শশবিষাণ ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগীই হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তীর মতে শশবিষাণ মিথ্যা-শুক্তিরজত হইতে বিলক্ষণ। এইজন্য শশবিষাণকেও লক্ষ্য করিলে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। এই অতিব্যাপ্তি বারণের অভিপ্রায়েই "প্রতিপন্নোপাধৌ" এই অংশ দেওয়া হইয়াছে।

পূর্বপক্ষী শঙ্কা করিতেছেন যে, "প্রতিপন্নোপাধি" বলিতে যে প্রতিপত্তির কথা বলা হইয়াছে তাহা কি প্রমিতিরূপ প্রতিপত্তি অথবা ভ্রান্তিরূপ? যাহা প্রমাজ্ঞানরূপ প্রতিপত্তির বিষয় হইবে তাহা কখনও ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী হইতে পারে না। আর যদি দ্বিতীয়টি বলা হয়, তবে সিদ্ধসাধনতা হয় কারণ ভ্রান্তিপ্রতিপন্ন বস্তুর ত্রৈকালিক নিষেধ তো পূর্ব-পক্ষীও স্বীকার করিয়া থাকেন। এইরূপ আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, এই লক্ষণে "প্রতিপন্নোপাধি" বলিতে প্রতিপত্তি প্রমারূপ অথবা ভ্রান্তি-রূপ এইরূপ কোনও বিশেষ বিবক্ষিত হয় নাই, পরন্তু প্রতীতিমাত্রই ইহার অর্থ। "পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই অনুমানের হেতু ধূম পর্বতীয় অথবা মহানসীয়—এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দেখা যায় যে, উভয় মতেই দোষ রহিয়াছে। পর্বতীয় ধূম যদি হেতু হয় তবে দৃষ্টান্ত মহানসে পর্ব-তীয় ধূম নাই বলিয়া দৃষ্টান্ত সাধনবিকল হইবে আর মহানসীয় ধূমকে হেতু বলিলে পক্ষ পর্বতে মহানসীয় ধূম নাই বলিয়া স্বরূপাসিদ্ধি হেত্বাভাস হইবে। সুতরাং ধূমমাত্রকেই হেতু করা হইবে এবং তদ্‌গত কোনও বিশেষ অর্থাৎ পর্বতীয় বা মহানসীয় এরূপ জিজ্ঞাসা করা চলিবে না। এইরূপ বর্তমান স্থলেও প্রতিপত্তি বলিতে প্রতীতিমাত্র বুঝা যাইবে কিন্তু তদ্‌গত কোনও বিশেষ অর্থাৎ প্রমিতি বা ভ্রান্তি এরূপ জিজ্ঞাসা করা চলিবে না।

পূর্বপক্ষী আবার বলিতেছেন যে, "প্রতিপন্নোপাধি" এই শব্দটির অন্তর্গত "প্রতিপত্তি" পদের দ্বারা যদি প্রতীতিমাত্রই বুঝাইয়া থাকে তথাপি সিদ্ধ-সাধন দোষ হইবেই। কারণ নৈয়ায়িকমতে অন্যত্র সৎ রজতত্ব ধর্মের সংসর্গ শুক্তিতে প্রতীত হইয়া থাকে আবার বাধক জ্ঞানের দ্বারা সেই রজতত্বেরই শুক্তিতে নিষেধ করা হইয়া থাকে। সুতরাং রজতত্বেও

"প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব"রূপ মিথ্যাত্ব থাকিল বলিয়া সিদ্ধসাধন হইল।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, কেবলমাত্র "প্রতিপন্নোপাধৌ" এইরূপ না বলিয়া "সর্বস্মিন্ প্রতিপন্নোপাধৌ" এইরূপ বলিতে হইবে। এইরূপ বলিলে আর সিদ্ধসাধন হয় না কারণ আপণস্থ রজত রজতত্বের প্রতিপন্নোপাধি হইলেও তাহাতে রজতত্বের অত্যন্তাভাব নাই। ভ্রান্তিরূপ অথবা প্রমারূপ প্রতীতির বিষয় রজতত্বের যতগুলি অধিকরণ আছে সকল অধিকরণেই যদি রজতত্বের অত্যন্তাভাবও থাকিত তবে রজতত্বের মিথ্যাত্ব হইতে পারিত এবং সিদ্ধসাধনতা দোষও আসিতে পারিত। কিন্তু তাহা সম্ভবপর নয়। অথচ শুক্তিরজতের যতগুলি প্রতীতির অধিকরণ হইতে পারে সেই সকল অধিকরণেই আবার শুক্তিরজতের ত্রৈকালিকনিষেধও হইয়া থাকে। সুতরাং শুক্তিরজতে "সর্বস্মিন্ প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব"রূপ মিথ্যাত্ব আছে। এইরূপে ঘটাদির যাবদধিকরণে পারমার্থিকত্বাকারে ঘটাদির অত্যন্তাভাব আছে বলিয়া ঘটাদিরও "সর্বস্মিন্ প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব"রূপ মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়।

এই দ্বিতীয় লক্ষণের সম্বন্ধে অনেক শঙ্কা ও সমাধান এরূপ আছে যেগুলি চতুর্থ লক্ষণের শঙ্কা ও সমাধানের সহিত তুল্যই বটে। সেই সকলের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই লক্ষণের সম্বন্ধে অদ্বৈতসিদ্ধিতে আরও বিস্তৃত আলোচনা আছে। সে সকল এই স্থলে নিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয় এবং তাহা যথেষ্ট দুরূহও বটে। এইজন্য আর অধিক আলোচনা করা হইল না।

মিথ্যাত্বের তৃতীয় লক্ষণ

মিথ্যাত্বের তৃতীয় লক্ষণটি হইতেছে—"জ্ঞাননিবর্ত্যত্বং মিথ্যাত্বম্।" এই লক্ষণটিও বিবরণাচার্যপ্রণীত। এই লক্ষণে নিবৃত্তি শব্দের দ্বারা উপাদানের সহিত কার্যের নিবৃত্তি বুঝিতে হইবে। কিন্তু সাধারণতঃ নিবৃত্তি বলিতে উপাদান বিদ্যমান থাকিয়া কার্যমাত্রের নিবৃত্তি বুঝাইয়া থাকে। বিবরণাচার্য অজ্ঞানের বর্তমান ও প্রবিলীন কার্যের সহিত অজ্ঞানের যে

জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি হইয়া থাকে তাহাকেই বাধ বলিয়াছেন। প্রবিলীন শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম। অতীত ও ভবিষ্যৎ কার্য সূক্ষ্মরূপে উপাদানে বিদ্যমান থাকে বলিয়া তাহাদিগকে প্রবিলীন, কার্য বলা হইয়া থাকে। যেমন উপাদানেরও নিবৃত্তি প্রয়োজন তেমন কার্যেরও নিবৃত্তি হওয়া প্রয়োজন। এখন একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে কার্য অতীত হইয়া গিয়াছে তাহা বিদ্যমান নাই আর যে কার্য ভবিষ্যতে হইবে তাহাও বিদ্যমান নাই। সুতরাং তাদৃশ কার্যের আবার নিবৃত্তি কিরূপে হইতে পারে? কার্য যদি বিদ্যমান থাকে তবেই সেই কার্যের নিবৃত্তির কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু অতীত ও ভবিষ্যৎ রূপ প্রবিলীন কার্য তো বিদ্যমানই নাই সুতরাং তাহার অর্থাৎ প্রবিলীন কার্যের সহিত অজ্ঞানের নাশ এ কথাটি সঙ্গত নয়। ইহাতে বলা যায় যে, প্রবিলীন কার্য কার্যরূপে (স্থূলরূপে) বিদ্যমান না থাকিলেও কারণ (সূক্ষ্ম) স্বরূপে তো বিদ্যমান আছেই। সুতরাং কার্যরূপে স্থিত বর্তমান কার্য ও কারণ স্বরূপে স্থিত প্রবিলীন কার্যের সহিত অজ্ঞানের যে নিবৃত্তি তাহাকেই বাধ বলা হইবে এবং এতাদৃশ বাধদ্বারা বাধ্যত্বই হইবে জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব অর্থাৎ মিথ্যাত্ব। এই স্থলে বক্তব্য যে, সূক্ষ্মরূপের সহিত স্থূলরূপের তাদাত্ম্য স্বীকার করা হয়। সূক্ষ্মরূপের নিবৃত্তিও স্থূলরূপেরই নিবৃত্তি।

এখন পূর্বপক্ষী আবার শঙ্কা করিতেছেন যে, যদি জ্ঞাননিবর্ত্যত্বকেই মিথ্যাত্ব বলা হয় তাহা হইলে উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্য পূর্বজ্ঞানকেও মিথ্যা বলিতে হয় এবং তাহাতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, কেবল জ্ঞাননিবর্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব এরূপ না বলিয়া "জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব"কে মিথ্যাত্ব বলিতে হইবে। তাহাতে আর পূর্বোক্ত দোষ হইবে না। কারণ উত্তরজ্ঞান যে পূর্বজ্ঞানের নিবর্তক হইয়া থাকে তাহার হেতু জ্ঞানত্ব নহে কিন্তু স্বোত্তরাত্মবিশেষগুণত্ব। সুতরাং নিবর্তকতাবচ্ছেদক ধর্ম জ্ঞানত্বকে না বলিয়া স্বোত্তরাত্মবিশেষগুণত্বকেই বলিতে হইবে।

এই স্থলে জ্ঞানত্বকে কেন নিবৃত্তির হেতু বলা হইল না, অথচ স্বোত্তরাত্মবিশেষগুণত্বকে নিবৃত্তির হেতু বলা হইল তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে। জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি প্রভৃতির ক্রমিক উৎপত্তি স্বীকার করা হয়। যখন জ্ঞান আছে তখন ইচ্ছা নাই। ইচ্ছা যখন উৎপন্ন হইল

তখন আর জ্ঞান বিদ্যমান নাই। এইরূপ যখন প্রযত্ন উৎপন্ন হইল তখন ইচ্ছা বিদ্যমান নাই। ইহাদের পরবর্তী গুণটি পূর্ববর্তী গুণের নাশের হেতু হইয়া থাকে। যখন পরবর্তী ইচ্ছার দ্বারা পূর্ববর্তী জ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে তখন নিবর্তকতাবচ্ছেদক ধর্ম জ্ঞানত্বকে বলা যায় না যেহেতু ইচ্ছাতে তো আর জ্ঞানত্ব ধর্ম নাই। সুতরাং জ্ঞানের দ্বারাও জ্ঞানের নিবৃত্তি হয় এবং ইচ্ছার দ্বারাও জ্ঞানের নিবৃত্তি হয় বলিয়া জ্ঞানত্ব ও ইচ্ছাত্বের কোন ব্যাপক ধর্মকেই নিবর্তকতাবচ্ছেদক বলিতে হইবে। জ্ঞান ও ইচ্ছা উভয়েই আত্মগুণ ও উভয়েই বিশেষগুণ। জ্ঞান ও ইচ্ছা যখন পরভাবী হয় তখনই তাহারা পূর্বভাবী জ্ঞানের নিবৃত্তি সাধন করিতে পারে। সুতরাং স্বোত্তরা-ত্মবিশেষগুণত্বই নিবর্তকতাবচ্ছেদক ধর্ম হইবে। স্বোত্তরাত্মবিশেষগুণত্বকে নিবর্তকতাবচ্ছেদক ধর্ম না বলিয়া স্বোত্তরাত্মগুণত্ব বা স্বোত্তরবিশেষগুণত্ব বা স্বোত্তরগুণত্ব ইত্যাদিও জ্ঞানত্ব এবং ইচ্ছাত্বের ব্যাপক ধর্ম বলিয়া ইহাদিগের কোন একটি নিবর্তকতাবচ্ছেদক হউক এইরূপ বলিলে তদুত্তরে বলা যায় যে, ঐগুলি অপেক্ষা স্বোত্তরাত্মবিশেষগুণত্বই ব্যাপ্য। এই ব্যাপ্য ধর্মকে অবচ্ছেদক বলায় যদি কার্যসিদ্ধি হয় তবে বিনা প্রয়োজনে কেন ব্যাপক ধর্মকে অবচ্ছেদকরূপে নির্দেশ করা হইবে?

এখন দেখা যাইতেছে যে, উভয় জ্ঞানের দ্বারা যখন পূর্বজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে তখন নিবর্তকতাবচ্ছেদক ধর্ম হইল স্বোত্তরাত্মবিশেষ-গুণত্ব অর্থাৎ পূর্বজ্ঞানে "স্বোত্তরাত্মবিশেষগুণত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব" আছে কিন্তু "জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব" নাই। যখন কোন জ্ঞান জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্য হইবে তখনই তাহা মিথ্যা হইবে, অন্যথা নহে। এখন পূর্বপক্ষী শঙ্কা করিতেছেন—ইহা কিরূপ যে, একই জ্ঞান জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্য হইলে বাধ্য হইবে কিন্তু স্বোত্তরাত্মবিশেষগুণত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্য হইলে বাধ্য হইবে না? ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, এরূপ তো স্বীকার করিতেই হয় যেমন মন যখন মনস্ত্বরূপে জ্ঞানের কারণ হয় তখন সেই জ্ঞানটি হয় অনুমিতি আর ইন্দ্রিয়ত্বরূপে যখন জ্ঞানের কারণ হয় তখন জ্ঞানটি হয় প্রত্যক্ষ।

এইরূপে "জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্বম্"রূপ মিথ্যাত্বের তৃতীয় লক্ষণটি সংক্ষেপে আলোচিত হইল। চিৎসুখাচার্যবিরচিত চতুর্থ লক্ষণটির

আলোচনা প্রথমেই করা হইয়াছে। এখন আনন্দবোধাচার্যপ্রণীত মিথ্যাত্বের পঞ্চম লক্ষণের আলোচনা করা হইতেছে।

মিথ্যাত্বের পঞ্চম লক্ষণ

আনন্দবোধাচার্য তাঁহার ন্যায়-মকরন্দে "সদ্বিবিক্তত্বং মিথ্যাত্বম্" এইরূপ মিথ্যাত্বের একটি লক্ষণ বলিয়াছেন। ইহার অর্থ—যাহা সৎ হইতে বিবিক্ত বা ভিন্ন তাহাই মিথ্যা। এইরূপ অর্থের প্রতিবাদ করিয়া পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, সদ্‌ভিন্নত্বই যদি মিথ্যাত্ব হয় তাহা হইলে একটি সদ্‌বস্তু অপর সদ্‌বস্তু হইতে ভিন্ন হওয়ায় সদ্‌ভেদে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে অর্থাৎ মিথ্যাত্বসাধক অনুমানটি সিদ্ধসাধন দোষদুষ্ট হইবে। পূর্বপক্ষীর এই আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, "সদ্বিবিক্তত্ব" বলিতে সদ্‌ভেদ না বুঝিয়া "সদ্রূপত্বাভাব" বুঝিতে হইবে। এইরূপ বলিলে আর উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। ঘটাদি সদ্‌বস্তু পটাদি সদ্‌বস্তু হইতে ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিলেও পূর্বপক্ষী কখনও ঘটাদি বস্তুতে সদ্রূপত্বাভাব আছে বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। যেহেতু পূর্বপক্ষীর মতে ঘটাদিবস্তুতে সদ্রূপত্বই আছে কিন্তু তাহার অভাব নাই।

"সদ্রূপত্বাভাবই মিথ্যাত্ব" এই লক্ষণেও পূর্বপক্ষী দোষ দেখাইয়া বলিতেছেন যে, এই লক্ষণটি ব্রহ্মে অতিব্যাপ্ত। যাহাতে সত্তাজাতি আছে তাহাই সৎ এবং তাহাতেই সদ্রূপত্ব আছে। যাহাতে সত্তাজাতি নাই তাহা সৎ নহে, এবং তাহাতে সদ্রূপত্বাভাব আছে। ব্রহ্ম নির্ধর্মক বলিয়া সত্তাজাতিশূন্য সুতরাং তাঁহাতে সদ্রূপত্ব ধর্ম নাই অর্থাৎ তাঁহাতে সদ্রূপত্বাভাব আছে। অতএব ব্রহ্মে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। এইরূপে ব্রহ্মে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি প্রদর্শন করিলে তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, যাহাতে সত্তাজাতি আছে তাহাই সৎ এবং যাহাতে সত্তাজাতি নাই তাহা সদ্রূপ নয় এরূপ বলা চলে না কারণ সত্তাজাতি নিজেই তো সত্তাজাতিশূন্য অথচ তাহাকে তো আর অসৎ বলা হয় না। তাহা স্বরূপসম্বন্ধে সৎ এইরূপই পূর্বপক্ষিগণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং সত্তাজাতি যদি সত্তাজাতিশূন্য হইয়া সদ্রূপ হইতে পারে তবে

ব্রহ্মও সত্তাজাতিশূন্য হইয়াও সদ্রূপ হইতে পারিবেন ইহাতে আর আপত্তির কি আছে? এইরূপে সিদ্ধান্তী ব্রহ্মেরও সদ্রূপত্ব দেখাইলে তাঁহাতে আর সদ্রূপত্বাভাব আছে এরূপ বলা চলে না। সুতরাং ব্রহ্মে "সদ্রূপত্বাভাবই মিথ্যাত্ব" এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না।

সদ্বিবিক্তত্বরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণে অসতে অতিব্যাপ্তি হইবে যেহেতু অসৎও সদ্‌ভিন্ন—এইরূপ পূর্বপক্ষী বলিতেছেন। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন, অসৎ কোটির অস্বীকারপক্ষে এই লক্ষণটি বুঝিতে হইবে। অসৎকোটি স্বীকার করিলে সদ্‌ভিন্নত্ব এই বিশেষণ দিতে হইবে।

অতএব আনন্দবোধাচার্যপ্রদর্শিত মিথ্যাত্বের এই পঞ্চম লক্ষণটিও নির্দোষ প্রতিপন্ন হইল।

এইভাবে পূর্বাচার্যপ্রদর্শিত মিথ্যাত্বের পাঁচটি লক্ষণই যে সঙ্গত তাহা অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ অনুসারে অতি সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। এখন মিথ্যাত্বের প্রমাণ আলোচিত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মিথ্যাত্বের অনুমান

পূর্বপক্ষ

প্রপঞ্চমিথ্যাত্বের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না কারণ প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিষয়ে বাদিগণের মধ্যে কোন বিবাদ থাকিতে পারে না। কিন্তু মিথ্যাত্বের যে লক্ষণগুলি দেখান হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটি লইয়া বাদিগণের মধ্যে মত-বিরোধ ও বিবাদ দেখা গিয়াছে।

এখন মিথ্যাত্বের অনুমান প্রদর্শিত হইতেছে। বিবাদপদং মিথ্যা, দৃশ্য-ত্বাৎ, শুক্তিরূপ্যবৎ। (চিৎসুখী, ৩৪ পৃঃ)। ইহার অর্থ—বিবাদগোচর বস্তু অর্থাৎ ঘটপটাদি ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ মিথ্যা যেহেতু তাহা দৃশ্য যেমন শুক্তিরূপ্য। সিদ্ধান্তী এইরূপ অনুমান প্রদর্শন করিলে পূর্বপক্ষী তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে, এই অনুমানের সাধ্য মিথ্যাত্ব বলিতে কি বুঝাই-তেছে? যদি "মিথ্যাত্ব" পদের অর্থ প্রমাণাগম্যত্ব (প্রথম পূর্বপক্ষলক্ষণ, ১০৯ পৃঃ), সদসদ্বৈলক্ষণ্য (পঞ্চম পূর্বপক্ষলক্ষণ, ১১১ পৃঃ), অথবা অবিদ্যা ও তৎকার্যের অন্যতরত্ব (ষষ্ঠ পূর্বপক্ষলক্ষণ, ১১২ পৃঃ) হয় তাহা হইলে অপ্রসিদ্ধবিশেষণতা বা সাধ্যাপ্রসিদ্ধির দোষ আসে। ইহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে। আর যদি অযথার্থজ্ঞানগম্যত্ব ইহার অর্থ হয় তবে গুরুমতে অপ্রসিদ্ধবিশেষণতার দোষ হয় কারণ গুরুমতে অযথার্থ জ্ঞান স্বীকার করাই হয় না। আর মিথ্যাত্বের আরও যে কয়েকটি লক্ষণ পূর্বে পূর্বপক্ষে দেখান হইয়াছে সেইগুলিকে সাধ্য করিলে যে সিদ্ধসাধনতার দোষ হয় তাহা লক্ষণনিরূপণের সময়েই দেখান হইয়াছে।

পূর্বপক্ষী এই অনুমানের দোষ প্রদর্শন করিতে গিয়া আরও বলিতে-ছেন যে, এই অনুমানের হেতু দৃশ্যত্ব শব্দের অর্থ কি ফলব্যাপ্যত্ব অথবা বৃত্তিব্যাপ্যত্ব* অথবা উভয়সাধারণ? প্রথমটি নয়, কারণ অতীন্দ্রিয় বস্তুসমূহ

* বৃত্তিব্যাপ্যত্ব ও ফলব্যাপ্যত্ব বলিতে কি বুঝায় তাহা পূর্বে (৩৫ পৃঃ) আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রত্যক্ষগোচর নহে, অর্থাৎ তাহাতে ফলব্যাপ্যত্ব নাই বলিয়া সেই অতীন্দ্রিয় বস্তুরূপ পক্ষাংশে হেতু দৃশ্যত্ব বিদ্যমান থাকিবে না বলিয়া ভাগাসিদ্ধিরূপ হেত্বাভাস হইবে। দ্বিতীয় অর্থটিও নয়, কারণ ব্রহ্মেরও বৃত্তিব্যাপ্যত্ব থাকায় তাহাতে দৃশ্যত্বরূপ হেতু আছে বলিতে হইবে। কিন্তু ব্রহ্ম তো আর মিথ্যা নয় সুতরাং হেতু বিদ্যমান থাকিলেও সাধ্য বিদ্যমান না থাকায় অনৈকান্তিক হেত্বাভাস হইবে। আর তৃতীয় পক্ষটিও হইতে পারে না কারণ ব্রহ্মে অনৈকান্তিকতার দোষ তো আছেই। এইরূপে দৃশ্যত্ব হেতুমূলে মিথ্যাত্বের অনুমান করিলে যে দোষ হয় তাহা বলা হইল। দৃশ্যত্বকে হেতু না করিয়া যদি জড়ত্ব, আদ্যন্তবত্ত্ব অথবা পরিচ্ছিন্নত্ব ইত্যাদিকে হেতু করিয়া মিথ্যাত্বের অনুমান করা হয় তাহা হইলেও অনুমান দুষ্টই হইবে যেহেতু তখনও সাধ্য মিথ্যাত্বের নিরূপণ করা যাইবে না বলিয়া অপ্রসিদ্ধবিশেষণতা, সিদ্ধসাধনতা প্রভৃতি দোষ আসিবেই।

এইরূপে মিথ্যাত্বসাধক একটি অনুমান খণ্ডিত হইলে সিদ্ধান্তী অপর একটি অনুমান প্রদর্শন করিতেছেন—অয়ং পটঃ এতত্তন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী দৃশ্যত্বাৎ ঘটবৎ (চিৎসুখী, ৩৫ পৃঃ)। ইহার অর্থ—এই পট এতত্তন্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী অর্থাৎ এই তন্তুতে (এই পটের অবয়বস্বরূপ তন্তুতে) এই পটের অত্যন্তাভাব আছে যেহেতু তাহা দৃশ্য যেমন ঘট। এই তন্তুতে পটের অন্যোন্যাভাব, প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব আছে বলিয়া স্বীকার করাই হয় সুতরাং অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী না বলিয়া কেবলমাত্র অভাবপ্রতিযোগী বলিলে অর্থান্তরতার দোষ হয়। আবার পট যে কিঞ্চিন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী অর্থাৎ কোনও বস্তুতে যে পটের অত্যন্তাভাব আছে তাহা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং "তন্তু" এই পদ না দিলে অর্থান্তরতা হইত। পুনরায় অন্য পটের অবয়ববিশেষ তন্তুতে তো এই পটের অত্যন্তাভাব থাকিবেই, তাহার নিষেধের জন্য "এতৎ" পদ দিতে হইল। পটে দৃশ্যত্ব আছে বলিয়া হেতুর পক্ষবৃত্তিত্ব হইল। দৃষ্টান্ত ঘটে দৃশ্যত্ব আছে আবার এতত্তন্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বও আছে কারণ তন্তুতে ঘটাত্যন্তাভাব তো আছেই। সুতরাং ব্যাপ্তি গৃহীত হইল। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দৃষ্টান্তে যখন সাধ্য সিদ্ধ হয় তখন তন্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাব বলিতে ঘটাত্যন্তাভাবই

বুঝিতে হইবে কারণ দৃষ্টান্ত হইতেছে ঘট। আর পক্ষে যখন সাধ্য সিদ্ধ করা হইবে তখন তন্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাব বলিতে পটাত্যন্তাভাব বুঝিতে হইবে যেহেতু পক্ষ হইল পট।

সিদ্ধান্তী এইরূপে মিথ্যাত্বসাধক অনুমান প্রদর্শন করিলে পূর্বপক্ষী তন্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবে ও দৃশ্যত্বে ব্যভিচার প্রদর্শন করিতেছেন। তন্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাব বলিতে এই স্থলে পক্ষে সিষাধয়িষিত এতত্তন্তুনিষ্ঠ এতৎপটাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বের অংশভূত তন্তুনিষ্ঠ এতৎপটাত্যন্তাভাব বুঝিতে হইবে। এখন তন্তুনিষ্ঠ এতৎপটাত্যন্তাভাবের দৃশ্যত্ব আছে বলিয়া তাহাতে হেতু বিদ্যমান রহিয়াছে। আর যদি তন্তুনিষ্ঠ এতৎপটাত্যন্তাভাবে এতত্তন্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ সাধ্য আছে বলা হয় তাহা হইলে তাহার অর্থ হইবে এই যে, এতত্তন্তুতে তন্তুনিষ্ঠ এতৎপটাত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব আছে অর্থাৎ এতত্তন্তুতে তন্তুনিষ্ঠ এতৎপট আছে। কারণ অভাবের অভাব প্রতিযোগীর স্বরূপই হইয়া থাকে।

এই অনুমানে সাধন করিতে যাওয়া হইয়াছিল যে, এতত্তন্তুতে এতৎপটের অত্যন্তাভাব আছে অর্থাৎ এতত্তন্তুতে এতৎপট নাই। আর তন্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবে সাধ্য আছে স্বীকার করিলে দাঁড়ায় যে, এতত্তন্তুতে এতৎপট আছে। অর্থাৎ সাধ্যই ব্যাহত হইয়া যায়। সুতরাং ইহা স্বীকার করা যায় না। অতএব বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, তন্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবে সাধ্য নাই। কিন্তু তাহাতে যে হেতু আছে তাহা তো দেখানই হইয়াছে অতএব তন্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবে যে ব্যভিচার হইবে তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। দৃশ্যত্বেও উক্ত মিথ্যাত্বানুমানের ব্যভিচার হইবে। কারণ দৃশ্যত্বে দৃশ্যত্বরূপ হেতু আছে। কিন্তু দৃশ্যত্বে এতত্তন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ সাধ্য আছে এরূপ বলার অর্থ এতত্তন্তুতে দৃশ্যত্বের অত্যন্তাভাব আছে অর্থাৎ এতত্তন্তুতে অদৃশ্যত্ব আছে। এতত্তন্তু যে অদৃশ্য নহে তাহা উভয়বাদিসিদ্ধ। সুতরাং দৃশ্যত্বে আর উক্তরূপ সাধ্য আছে এরূপ বলা চলে না। অতএব দৃশ্যত্বে হেতু থাকায় ও সাধ্য না থাকায় ব্যভিচার হইবে।

পূর্বপক্ষী মিথ্যাত্বের অনুমানে আরও দোষ দেখাইতেছেন। পূর্বপক্ষী জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, প্রপঞ্চ প্রামাণিক অথবা অপ্রামাণিক? প্রামাণিক

হইলে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অনুমান করিলেও ধর্মিগ্রাহকপ্রমাণের দ্বারাই (প্রপঞ্চান্তর্গত পটরূপ পক্ষের প্রামাণিকত্বের দ্বারাই) মিথ্যাত্বসাধক অনুমানের বাধ হইবে। আর যদি প্রপঞ্চ প্রামাণিক না হয় তবে পক্ষ অপ্রামাণিক হওয়ায় আশ্রয়াসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস হইবে। সুতরাং পক্ষ প্রামাণিক না হইলে প্রতীতিমাত্র সিদ্ধ হইবে। আশ্রয় প্রতীতিমাত্রসিদ্ধ হইলে তাহার দূষণ ও দোষোদ্ধার উভয়ই প্রতীতিমাত্রসিদ্ধ হইবে। সকল দার্শনিক মতেরই ইহা অনুগামী ও বিরুদ্ধ উভয়ই হইতে পারে।* এইরূপে সাধ্য, হেতু ও দৃষ্টান্তগুলি যদি প্রামাণিক হয় তাহা হইলে সেগুলির প্রত্যেকটিতেই দৃশ্যত্ব থাকায় অথচ প্রামাণিকত্বহেতু মিথ্যাত্ব না থাকায় ব্যভিচার হইবে। আর যদি এইগুলি অপ্রামাণিক হয় তবে তাহাদের সাহায্যে তো অনুমানই হইতে পারিবে না।†

প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসাধক অনুমান যে হইতে পারে না তাহা দেখাইয়া এখন পূর্বপক্ষী প্রপঞ্চের সত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। সিদ্ধান্তী ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তুমাত্রকেই মিথ্যা বলিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্বপক্ষীর মতে ঘটপটাদি প্রপঞ্চ সত্যই বটে, তাহা মিথ্যা নয়। পূর্বপক্ষী নিম্নরূপ অনুমানের দ্বারা প্রপঞ্চের সত্যত্ব সাধিত করিতেছেন—বিবাদাস্পদীভূতঃ প্রপঞ্চঃ সত্যঃ,প্রমাণসিদ্ধত্বাৎ, আত্মবৎ। (চিৎসুখী, ৩৭ পৃঃ)। শুক্তিরূপ্যাদিও প্রপঞ্চ বটে কিন্তু তাহা যে মিথ্যা তদ্বিষয়ে বাদি-প্রতিবাদী উভয়েই সহমত। এইজন্য কেবলমাত্র প্রপঞ্চকে পক্ষ করিলে অংশতঃ বাধ হয়। সাধ্যরহিত পক্ষকেই বাধ বলা হয়। আবার সত্তাদি সামান্য যে সত্য তাহা পূর্বপক্ষীও স্বীকার করেন। সামান্যও প্রপঞ্চ বলিয়া সামান্যরূপ প্রপঞ্চাংশে সাধ্য সত্যত্বকে সিদ্ধ করিতে যাইলে অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা দোষ হইবে। এই কারণেই পক্ষে "বিবাদাস্পদীভূত" এইরূপ প্রপঞ্চের বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। ঘটপটাদি প্রপঞ্চ যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ তাহা তো স্বীকারই করা

* প্রপঞ্চস্য প্রামাণিকত্বে মিথ্যাত্বানুমানানাং ধর্মিগ্রাহকপ্রমাণেন বাধঃ। অপ্রামাণিকত্বে চাশ্রয়াসিদ্ধিঃ। প্রতীতিমাত্রসিদ্ধস্যাশ্রয়ত্বে চ দূষণভূষণাদেরপি প্রতীতিমাত্রসিদ্ধস্য সর্বত্র সম্ভবাৎ সর্ববাদবিধিনিষেধপ্রসঙ্গঃ। (চিৎসুখী, ৩৫ পৃঃ)।

† সাধ্যহেতুদৃষ্টান্তানামপি প্রামাণিকত্বে দৃশ্যত্বহেতোস্তত্রানৈকান্তিকতা, অপ্রামাণিকত্বে বা সাধ্যসাধনাদ্যভাবাদনুমানাসিদ্ধিঃ। (চিৎসুখী, ৩৫ পৃঃ)

হয়। সুতরাং হেতু পক্ষে বিদ্যমান থাকিল। আবার আত্মা প্রমাণসিদ্ধ এবং সত্যও বটে বলিয়া ব্যাপ্তিসিদ্ধি হইল।

সিদ্ধান্তীর মতে যেমন ভেদবিশিষ্ট প্রপঞ্চ মিথ্যা তেমন ভেদও মিথ্যা। পূর্বপক্ষী তাহার বিপরীত স্বীকার করেন। তাঁহার মতে ভেদবিশিষ্ট প্রপঞ্চ যেমন সত্য, আবার সত্যভেদও তেমনই বিদ্যমান আছে। এই সত্য ভেদ সাধন করার জন্য পূর্বপক্ষী একটি মহাবিদ্যা অনুমান প্রদর্শন করিতেছেন।* অনুমানটি নিম্নরূপ—অয়ং ঘটঃ এতন্নিষ্ঠবাধ্যভেদাতিরিক্তভেদাশ্রয়ঃ দ্রব্যত্বাৎ পটবৎ। (চিৎসুখী, ৩৭ পৃঃ)। ইহার অর্থ—এই ঘট এই ঘটে যে বাধ্য-ভেদ আছে তাহার অতিরিক্ত ভেদের আশ্রয় যেহেতু তাহা দ্রব্য যেমন পট। এইরূপ অনুমানের সাহায্যে বিয়দাদির মধ্যে পরস্পর অবাধ্য ভেদ সিদ্ধ হয় এবং এক আত্মার সহিত অন্য আত্মারও অবাধ্য ভেদ সিদ্ধ হয়। সাধ্যে কেবলমাত্র "ভেদাশ্রয়" বলিলে সিদ্ধান্তীর মতেও ঘটাদিতে কল্পিত ভেদ আছে বলিয়া তাহা ভেদাশ্রয় হইতই। সুতরাং সিদ্ধসাধন দোষ হইত। কিন্তু বাধ্যভেদাতিরিক্ত ভেদের আশ্রয় বলিতে আর কল্পিত ভেদের আশ্রয় বলা যায় না কারণ যাহা কল্পিত তাহাই বাধ্য। কেবল-মাত্র "বাধ্যভেদের অতিরিক্ত ভেদের আশ্রয়" বলিলে অপ্রসিদ্ধবিশেষণতার দোষ হয় কারণ সিদ্ধান্তে ভেদমাত্রই বাধ্য বলিয়া তদতিরিক্ত ভেদের প্রসিদ্ধিই নাই। এই দোষ নিরাকরণের জন্য "এতন্নিষ্ঠ" অর্থাৎ ঘটনিষ্ঠ এইরূপ বাধ্যভেদের বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। দৃষ্টান্তপটে এতন্নিষ্ঠ অর্থাৎ ঘটনিষ্ঠ বাধ্যভেদ ভিন্ন অন্য ভেদ আছে কারণ বস্তুমাত্রেই তন্নিষ্ঠ ভেদ থাকেই। ঘটে ঘটনিষ্ঠ ভেদ থাকে, পটে পটনিষ্ঠ ভেদ থাকে। সেই সেই ভেদ অন্যনিষ্ঠ ভেদ হইতে অতিরিক্ত বলিয়া পটে ঘটনিষ্ঠ ভেদের অতিরিক্ত পটনিষ্ঠ ভেদ থাকিবেই। অতএব পটে ঘটনিষ্ঠ বাধ্যভেদের অতিরিক্ত ভেদ আছে অর্থাৎ পটে এতন্নিষ্ঠবাধ্যভেদাতিরিক্তভেদাশ্রয়ত্বরূপ সাধ্য আছে। সুতরাং আর অপ্রসিদ্ধবিশেষণতার দোষ থাকিল না। পটে দ্রব্যত্বও আছে বলিয়া হেতু ও সাধ্যের সহচার থাকায় ব্যাপ্তি গৃহীত হইবে।

---

* মহাবিদ্যা অনুমান কিরূপ এবং সে সম্বন্ধে অন্যান্য আলোচনার জন্য ৬৮-৬৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

এখানে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যখন এতন্নিষ্ঠবাধ্যভেদাতিরিক্তভেদাশ্রয়ত্বরূপ সাধ্য পক্ষে সিদ্ধ করা হইবে তখনই নিরুপায় হইয়া একটি অবাধ্য ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। কারণ ঘটে কেবল ঘটনিষ্ঠ ভেদই আছে। এখন এই ভেদ যদি কেবলমাত্র বাধ্যভেদই হয় তাহা হইলে এতন্নিষ্ঠ অর্থাৎ ঘটনিষ্ঠবাধ্যভেদের অতিরিক্ত কোন ভেদই তাহাতে থাকিবে না অর্থাৎ এতন্নিষ্ঠবাধ্যভেদাতিরিক্তভেদাশ্রয়ত্বরূপ সাধ্য সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু অনুমান সদ্ধেতুক হওয়ায় ও হেতুর পক্ষবৃত্তিত্ব থাকায় পক্ষে সাধ্যসিদ্ধি করিতেই হইবে। এখন পক্ষে সাধ্য সিদ্ধ করিতে গেলে ঘটনিষ্ঠবাধ্যভেদের অতিরিক্ত আর একটি ঘটনিষ্ঠ অবাধ্য ভেদ মানিতে হইবে। এইভাবে অবাধ্য অর্থাৎ সত্য ভেদ সিদ্ধ হইতেছে।

এখন সিদ্ধান্তী আপত্তি করিয়া বলিতেছেন যে, ভেদ সত্য হইলে দৃক্ (জ্ঞান) ও দৃশ্যের (জ্ঞেয় ভেদ ও ভেদী) সম্বন্ধের উপপত্তি হয় না। অর্থাৎ তখন ভেদ ও ভেদজ্ঞানের এবং ভেদী ও ভেদিজ্ঞানের সম্বন্ধ স্থির করা যায় না। যদি সেই সম্বন্ধকে সংযোগ বলা হয় তবে দোষ হয় যেহেতু দ্রব্যদ্বয়েরই সংযোগ সম্ভব কিন্তু জ্ঞানরূপ গুণপদার্থের সহিত সংযোগ সম্ভব নয়। তারপর সমবায়ও বলা চলে না কারণ জ্ঞান আত্ম-সমবেত হয়, দৃশ্যসমবেত হয় না। ছয়টি ভাবপদার্থের মধ্যে আর কোনটি সম্ভব নয়। আবার সেই সম্বন্ধকে যদি অভাবপদার্থ বলা হয় তাহা হইলেও ঠিক্ হয় না কারণ ভাববস্তুর সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ যদি অভাব হয় তবে অভাববিষয়ক জ্ঞানে অভাববিষয়ের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ কি হইবে? এই সম্বন্ধ অভাব হইতে পারে না কারণ অভাবে অভাবান্তর থাকে না।* পূর্বপক্ষী ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সম্ভব না হইলেও সেই সেই জ্ঞানের জনক ইন্দ্রিয়-গুলি (প্রত্যক্ষ জ্ঞানে) অথবা লিঙ্গ (অনুমানে) প্রভৃতির সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলেই জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়া সেই উৎপন্ন জ্ঞানের সহিত সেই

---

* ভেদস্য ভেদিনো বা দৃশ্যবর্গস্য সত্যত্বে তস্য তজ্জ্ঞানস্য চ কঃ সম্বন্ধ ইতি বিবেচনীয়ম্। ন তাবৎ সংযোগঃ, তস্য গুণত্বেন দ্রব্যমাত্রবৃত্তিত্বাৎ, জ্ঞানস্য গুণত্বাৎ দ্রব্যত্বাভাবাৎ। নাপি সমবায়ঃ, আত্মসমবেত্বাজ জ্ঞানস্য। নাপ্যন্যঃ কশ্চিৎ ষট্পদার্থনিয়মানুগুণঃ সম্ভবতি। নাপ্যভাবঃ, অভাবতজ্জ্ঞানয়োঃ সম্বন্ধাভাবপ্রসঙ্গাৎ। (নয়নপ্রসাদিনী, ৬৮ পৃঃ)।

সেই বিষয়ের সম্বন্ধের নিয়ম সিদ্ধ হইবে। তখন আর জ্ঞানজ্ঞেয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও অতিপ্রসঙ্গ হইবে না।

ভেদ যে সত্য তাহা প্রমাণের জন্য পূর্বপক্ষী আরও বলিতেছেন যে, পূর্বমীমাংসাদর্শনে কর্মভেদপ্রতিপাদক* প্রমাণ হিসাবে শব্দান্তর, অভ্যাস, সংখ্যা প্রভৃতির উপন্যাস করা হইয়াছে। এখন ভেদের মিথ্যাত্ব হইলে সেই ভেদপ্রতিপাদক শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য আসিয়া পড়ে।

পূর্বপক্ষী ভেদের যে প্রামাণ্য আছে তাহা দেখাইবার জন্য পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রের একটি স্থলের উল্লেখ করিলেন। সিদ্ধান্তী তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে, পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রের ঐ স্থলে ভেদ প্রতিপাদ্য বিষয় নয় কিন্তু লোকসিদ্ধ ভেদেরই ঐ স্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে পুনরায় পূর্বপক্ষী বলেন যে, কর্ম ও অপূর্ব কোনটিই লোকসিদ্ধ নয়, উভয়েই

---

* মীমাংসা দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে কর্মভেদপ্রতিপাদক প্রমাণগুলির আলোচনা করা হইয়াছে। শব্দান্তর, অভ্যাস, সংখ্যা, সংজ্ঞা, গুণ, প্রকরণান্তর—এইগুলিই কর্মভেদপ্রতিপাদক। শব্দান্তর অর্থাৎ ধাতুভেদের দ্বারা যে কর্মভেদ হইয়া থাকে তাহা বুঝাইবার জন্য মহর্ষি জৈমিনি সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন—"শব্দান্তরে কর্মভেদঃ কৃতানুবন্ধত্বাৎ" (জৈঃ সূঃ ২।২।১)। জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে "সোমেন যজেত", "দাক্ষিণানি জুহোতি", "হিরণ্যমাত্রেয়ায় দদাতি" ইত্যাদি বাক্যে ভিন্নার্থক যজ্, হু ও দা ধাতুর উত্তর একই আখ্যাত অর্থাৎ তিপ্‌ প্রত্যয় শ্রুত হইতেছে। পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায় যে, ধাত্বর্থ যখন ভাবনার বাচক নয় কিন্তু আখ্যাতই ভাবনার বাচক তখন আখ্যাত অভিন্ন হওয়ায় ভাবনাভেদ হইতে পারিবে না এবং এই স্থলে তিনটি অপূর্ব না হইয়া একটিই অপূর্ব হইবে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন, ধাত্বর্থ ভাবনার বাচক না হইলেও ধাত্বর্থ ভাবনার অবচ্ছেদক হইয়া থাকে। সুতরাং বিভিন্ন ধাত্বর্থের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ ভাবনা ভিন্নই হইবে। আর একই আখ্যাত অনেক ধাতুর উত্তর প্রযুক্ত হইতে পারে না কিন্তু প্রত্যেক ধাতুর উত্তর স্বতন্ত্র এক একটি আখ্যাত প্রযুক্ত হয়। অতএব বিভিন্ন ধাত্বর্থের দ্বারা উপরক্ত বিভিন্ন আখ্যাত বিভিন্ন ভাবনাই জন্মাইবে। সুতরাং অপূর্বও বিভিন্ন হইবে।

অভ্যাসের দ্বারা যে কর্মভেদ হইয়া থাকে তাহা "একস্যৈবং পুনঃ শ্রুতিরবিশেষাদনর্থকং হি স্যাৎ" (জৈঃ সূঃ ২।২।২) সূত্রে বলা হইয়াছে। সংখ্যার দ্বারাও কর্মভেদ হইয়া থাকে। তাহা "পৃথক্ত্বনিবেশাৎ সংখ্যয়া কর্মভেদঃ" (জৈঃ সূঃ ২।২।২১) সূত্রে বলা হইয়াছে। এইরূপ সংজ্ঞার দ্বারা কর্মভেদ উক্ত হইয়াছে "সংজ্ঞা চোৎপত্তিসংযোগাৎ" (জৈঃ সূঃ ২।২।২২) সূত্রে। গুণের দ্বারাও যে কর্মভেদ হইয়া থাকে তাহা "গুণশ্চাপূর্বসংযোগে বাক্যয়োঃ সমত্বাৎ" সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রকরণান্তরের দ্বারাও কর্মভেদ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। তাহার সূত্র—"প্রকরণান্তরে প্রয়োজনান্যত্বম্‌" (জৈঃ সূঃ ২।৩।২৩)। এইগুলির ব্যাখ্যা আর এই স্থলে দেওয়া হইল না।

একমাত্র শাস্ত্রগম্য ? সুতরাং এই উভয়ের ভেদও নিশ্চয়ই লোকসিদ্ধ হইতে পারিবে না, কিন্তু শাস্ত্রৈকগম্য হইবে। সুতরাং পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রেও ভেদ প্রতিপাদিত হওয়ায় তাহার মিথ্যাত্ব হইতে পারে না। আরও, সিদ্ধান্তীর কথামত যদি পূর্বমীমাংসায় লোকসিদ্ধ ভেদেরই অনুবাদ করা হইয়া থাকে তবে এই শব্দান্তরাদি অধিকরণ নিরর্থকই হইয়া পড়িবে। "অপ্রাপ্তে হি শাস্ত্রমর্থবৎ" এইরূপ ন্যায় * থাকায় যাহা লোকসিদ্ধ তদ্বিষয়ে পুনরায় শাস্ত্র প্রবৃত্ত হইলে তাহা নিরর্থকই হইবে।

মিথ্যাত্বের সিদ্ধান্তানুমান

এইভাবে পূর্বপক্ষী মিথ্যাত্বসাধক অনুমান প্রমাণ খণ্ডন করিয়া ভেদ-সাধক ও ভেদবিশিষ্ট বস্তুসাধক অনুমান প্রদর্শন করিলেন এবং স্বমতের পরিপোষণের জন্য অন্য শাস্ত্রের সহায়তায় ভেদসত্যত্ব প্রতিপাদন করিলেন। এখন সিদ্ধান্তী পূর্বপক্ষীর এই সকল প্রমাণ ও যুক্ত্যাদি খণ্ডন করিতেছেন। চিৎসুখাচার্য নিম্নরূপ মিথ্যাত্বসাধক অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন—বিমতঃ পটঃ, এতত্তন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী অবয়বিত্বাৎ পটান্তরবৎ (চিৎসুখী, ৪০-৪১ পৃঃ)। ইহার অর্থ—বিবাদগোচরীভূত পট এতত্তন্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী অর্থাৎ এই তন্তুতে পটের অত্যন্তাভাব আছে যেহেতু তাহা অবয়বী যেমন অন্য পট।

দৃষ্টান্ত পটান্তরে অবয়বিত্বরূপ হেতু আছে। এতত্তন্তুতে পটান্তরের অত্যন্তাভাব আছে অর্থাৎ পটান্তরে এতত্তন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ সাধ্য আছে। অতএব ব্যাপ্তিসিদ্ধি হইল। পক্ষ বিবাদগোচরীভূত পটে অবয়বিত্বরূপে হেতু আছে। সুতরাং পক্ষে সাধ্য থাকিবে। তাহাতে এই পটে এতত্তন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব থাকিল অর্থাৎ এই পটের অবয়বেই এই পটের অত্যন্তাভাব থাকিল। তন্তুপ্রভৃতি পটাদির উপাদান-কারণ এবং কার্যমাত্র উপাদানেই অবস্থিত থাকে বলিয়া নিজের আশ্রয়েই নিজের অত্যন্তাভাব থাকিল। নিজের আশ্রয়ে নিজের অত্যন্তাভাব থাকা

---

* পূর্বে ৯৬ পৃষ্ঠায় এই ন্যায়টির সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

বা স্বাশ্রয়নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই তো মিথ্যাত্ব। সুতরাং এই পটে এতত্তন্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব থাকার অর্থ এই পটের মিথ্যাত্ব সাধিত হওয়া।

প্রদর্শিত অনুমানে যেমন পটকে পক্ষ করা হইয়াছে সেইরূপ গুণাদিকে পক্ষ করিয়াও তাহাদিগের মিথ্যাত্ব সাধন করা যাইতে পারে। এই কথাই চিৎসুখাচার্য তাঁহার কারিকায় "দিগেষৈব গুণাদিষু" শব্দসমষ্টির দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। মিথ্যাত্বসাধক অনুমান চিৎসুখাচার্য কারিকার দ্বারাও নির্দেশ করিয়াছেন। তাহা নিম্নরূপ—

অংশিনঃ স্বাংশগাত্যন্তাভাবস্য প্রতিযোগিনঃ।
অংশিত্বাদিতরাংশীব দিগেষৈব গুণাদিষু॥

(চিৎসুখী, ৪০ পৃঃ)

সংক্ষেপে কারিকায় "দিগেষৈব গুণাদিষু" এইরূপ বলিয়া পরে তাহার ব্যাখ্যায় আচার্য বলিয়াছেন—"এবমেতদ্‌গুণকর্মজাত্যাদয়োঽপি তত্তত্তন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিনঃ তত্তদ্রূপত্বাদিতরতত্তদ্রূপবদিত্যেবমাদিপ্রয়োগঃ সর্বত্রৈবোহনীয়ঃ।" (চিৎসুখী, ৪১ পৃঃ)। ইহার অর্থ—যেমন পটদ্রব্যের মিথ্যাত্ব সাধনের জন্য তন্তুতে পটের অত্যন্তাভাব আছে এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে সেইরূপ তত্তদ্‌গুণ, কর্ম, জাতি প্রভৃতির মিথ্যাত্ব সাধনের জন্য তত্তৎ গুণকর্মাদির অত্যন্তাভাব তত্তৎ গুণকর্মাদির আশ্রয় তত্তৎ তন্তুতে থাকিবে এইরূপ অনুমান করিতে হইবে। সেই সকল অনুমানে তত্তৎ রূপত্বাদিই হেতু হইবে এবং ইতরতত্তৎ রূপই দৃষ্টান্ত হইবে। ইহার ব্যাখ্যায় প্রত্যগ্‌রূপ "নয়নপ্রসাদিনী"তে গুণ, কর্ম প্রভৃতির মিথ্যাত্বের সাধক অনুমানের প্রয়োগবাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন।*

পটাদিকে পক্ষ করিয়া তন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বকে সাধ্য করিলে পটাদির মিথ্যাত্ব সাধিত হয়—ইহা দেখা গেল। কিন্তু পটাদিকে পক্ষ

* এতদ্ রূপম্ এতত্তন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগি রূপত্বাদিতররূপবৎ। এবং স্পর্শাদিষ্বপি। এতচ্চলনম্ এতত্তন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগি চলনত্বাদন্যচলনবৎ। তথা তন্তুত্বং তন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগি জাতিত্বাৎ ঘটত্ববৎ। এবং সত্ত্বাদয়োঽপ্যনুমেয়াঃ। এবং সমবায়েঽপি দ্রষ্টব্যম্। অয়মন্ত্যবিশেষঃ এতদাত্মনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী বিশেষত্বাদাত্মান্তরগতবিশেষবৎ। (নয়নপ্রসাদিনী, ৪১ পৃঃ)।

না করিয়া যদি ঘটাদিকেই পক্ষ করা হয় তাহা হইলে তন্তুতে ঘটাদির অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব আছে এইরূপ সাধন করিলে সিদ্ধসাধনই হয়, মিথ্যাত্ব সাধিত হয় না। ঘটের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করিতে গেলে ঘটের আশ্রয় বা উপাদানেই ঘটের অত্যন্তাভাব আছে এইরূপ সিদ্ধ করিতে হইবে। এইজন্যই চিৎসুখাচার্যোক্ত অনুমানের সাধ্যে তন্তুপদের অর্থ "উপাদান" এইরূপ বুঝিতে হইবে। আচার্য মধুসূদন এইজন্য চিৎসুখাচার্যের অনুমানটি প্রদর্শন করিয়া পরে বলিয়াছেন—"তত্র তন্তুপদমুপাদানপরম্। এতেনোপাদাননিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বলক্ষণমিথ্যাত্বসিদ্ধিঃ।" (অদ্বৈতসিদ্ধি, ৩২৩ পৃঃ)।

সিদ্ধান্তীর এই অনুমানে পূর্বপক্ষী শঙ্কা করিতেছেন যে, পূর্বের এই অনুমানটিতে যে অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বের কথা বলা হইল সেই অত্যন্তাভাব প্রামাণিক অথবা প্রাতিভাসিক? প্রথমটি নয়, কারণ অভাবের প্রামাণিকত্ব স্বীকার করিলে ব্রহ্মাতিরিক্ত অভাবেরও অস্তিত্ব থাকায় দ্বৈতাপত্তি হইবে। আরও, অভাবের স্বভাবই এই যে, প্রতিযোগীর নিরূপণের দ্বারাই অভাবের নিরূপণ হইয়া থাকে সুতরাং অভাব যদি প্রামাণিক হয় তাহা হইলে তাহার প্রতিযোগী ভাবপদার্থটিও অবশ্যই প্রামাণিকই হইবে। সুতরাং অদ্বৈতের আশাই আর করা যাইবে না, দ্বৈতাপত্তিই হইবে।

এই স্থলে ইহা বলা প্রয়োজন যে, অনেকে অদ্বৈতবাদ বলিতে ভাবাদ্বৈতবাদই বুঝিয়া থাকেন এবং এইজন্যই ভাববস্তু ব্রহ্মের পারমার্থিকত্ব যেরূপ স্বীকার করেন সেইরূপ অভাববস্তু অবিদ্যানিবৃত্তিরও পারমার্থিকত্ব স্বীকার করেন। মণ্ডন মিশ্র প্রভৃতির গ্রন্থে এই মতের উল্লেখ আছে। এই মতে দুইটি ভাব পদার্থের পারমার্থিকত্ব স্বীকার করিলেই দ্বৈতাপত্তি হয়। কিন্তু একটি ভাব পদার্থের অতিরিক্ত যদি আর একটি অভাব পদার্থের পারমার্থিকত্ব স্বীকার করা হয় তবে দ্বৈতাপত্তি হয় না। মণ্ডন মিশ্র তাঁহার ব্রহ্মসিদ্ধিতে বলিয়াছেন—"পরে তু, দ্বিবিধা ধর্মা ভাবরূপা অভাবরূপাশ্চেতি। তত্র অভাবরূপা নাদ্বৈতং বিঘ্নন্তি।" (ব্রহ্মসিদ্ধি, ৪ পৃঃ)। এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা তত্ত্বপ্রদীপিকার চতুর্থ পরিচ্ছেদে আছে।

দ্বিতীয় কল্প অর্থাৎ অত্যন্তাভাবটিকে প্রাতিভাসিক এরূপও বলা চলে না কারণ রজতে যখন সীসা বলিয়া ভ্রম হয় তখন "ইহা সীসা, রজত নয়",

এইরূপে রজতে রজতত্বের প্রতিষেধ হয়। "রজত নয়" এই জ্ঞান মিথ্যা হওয়ায় রজতের অত্যন্তাভাব প্রাতিভাসিক হইল। কিন্তু এই প্রাতিভাসিক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী রজত তো মিথ্যা নয় যেহেতু রজতেই সীসভ্রম হইয়াছে। পূর্বপক্ষীর এই শঙ্কায় সিদ্ধান্তী সমাধান করিয়াছেন যে, অভাবের প্রামাণিকত্ব হইলেও ভাবাদ্বৈতবাদের কোনও হানি হয় না যেহেতু অভাব তো আর ভাব নয়। আরও, ব্যাবহারিক প্রমাণের দ্বারা উপস্থাপিত ভাব বা অভাব পদার্থের দ্বারা কিরূপে পারমার্থিক-প্রমাণসিদ্ধ অদ্বৈতের ব্যাঘাতের শঙ্কা করা চলে? ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুটি, তাহা ভাবই হউক্ আর অভাবই হউক্, যদি পারমার্থিকপ্রমাণসিদ্ধ হইত তাহা হইলে তাহার সত্তায় অদ্বৈতব্যাঘাত হইতে পারিত। কিন্তু অত্যন্তাভাব পারমার্থিক প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ নয়; তাহা ব্যাবহারিকপ্রমাণসিদ্ধ বলিয়া আর অদ্বৈতব্যাঘাতের শঙ্কা করা চলে না।

পূর্বপক্ষী বলিয়াছিলেন (১৫১ পৃঃ) যে, প্রামাণিক অভাবের প্রতিযোগী প্রামাণিক হইবে; কিন্তু ইহা ঠিক্ নয়। কারণ শুক্তিগত ইদমংশ ও রজতাকার এই উভয়ের সংসর্গ, যাহা অন্যথাখ্যাতিবাদিমতে "ইদং রজতম্"রূপ সংসৃষ্ট জ্ঞানে ভাসমান হইয়া থাকে তাহা, "নেদং রজতম্"রূপ বাধক জ্ঞানে প্রামাণিক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইলেও তাহার প্রামাণিকত্ব হইয়া যায় না। অখ্যাতিবাদিগণ বলেন, শুক্তিগত ইদমংশ ও রজতাকারের সংসর্গ, যাহা "ইদং রজতম্"রূপ সংসৃষ্ট ব্যবহারে ভাসমান হইয়া থাকে তাহা, "নেদং রজতম্"রূপ বাধক জ্ঞানে প্রামাণক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইলেও কখনও প্রামাণিক হইয়া যায় না। বিজ্ঞানবাদিগণের মতে "ইদং রজতম্"জ্ঞানে জ্ঞানরূপ রজতের যে বহির্ভাব জানা যায় "নেদং রজতম্"রূপ বাধক জ্ঞানে তাহারই নিষেধ হয়।* সুতরাং ঐ

* বিজ্ঞানবাদিগণের মতে, বিজ্ঞানাতিরিক্ত অন্য কোন সদ্বস্তু নাই। আমরা যে বাহ্য বস্তুকে সৎ বলিয়া মনে করি তাহা অবিদ্যা বশতঃই হইয়া থাকে। আন্তর বস্তুরই বাহ্যরূপে প্রতীতি হইয়া থাকে। বাহ্য বস্তু যে জ্ঞানাকারমাত্র তাহা বিজ্ঞানবাদিগণ সহোপলম্ভনিয়মের দ্বারা ও অন্যান্য যুক্তির সাহায্যে উপপাদন করিয়া থাকেন। সহোপলম্ভনিয়ম সম্বন্ধে পূর্বে (৮ পৃঃ) আলোচনা করা হইয়াছে। আরও, বিজ্ঞানবাদিগণ "ইদং রজতম্" এই ভ্রম প্রতীতির

বহির্ভাবকে প্রামাণিক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী বলিয়া স্বীকার করিলেও বহির্ভাবের প্রামাণিকত্ব বিজ্ঞানবাদী স্বীকার করেন না। আর দ্বিতীয় বিকল্পে অভাব প্রাতিভাসিক হইলে যে-সকল দোষ হইবে বলা হইয়াছে তাহা বলাই চলে না কারণ বেদান্তমতে প্রাতিভাসিক অভাব স্বীকারই করা হয় না।

পূর্বে (১৪৪-৪৫ পৃঃ) পূর্বপক্ষী বলিয়াছিলেন যে, "অয়ং পটঃ এতত্তন্তু-নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী" ইত্যাদি অনুমানে আশ্রয় পট যদি অপ্রামাণিক হয় তবে আশ্রয়াসিদ্ধি দোষ হইবে আর যদি তাহা প্রামাণিক হয় তাহা হইলে ধর্মিগ্রাহকপ্রমাণের সাহায্যেই পক্ষ পটাদির মিথ্যাত্ব অসিদ্ধ হইবে।" কিন্তু এইরূপ দোষ দেওয়া চলে না কারণ প্রথমতঃ আশ্রয় অর্থাৎ পক্ষের যদি পারমার্থিকপ্রামাণ্য না-ও থাকে, কিন্তু ব্যাবহারিক প্রামাণ্য থাকে তাহা হইলেই আর আশ্রয়াসিদ্ধি দোষ হয় না। আর দ্বিতীয়তঃ, পক্ষ যদি পারমার্থিকপ্রমাণসিদ্ধ হয় তবেই ধর্মিগ্রাহকমাণের দ্বারা তাহার মিথ্যাত্ব অসিদ্ধ হওয়ার কথা বলা চলে। কিন্তু পূর্বোক্ত অনুমানে ধর্মীকে পার-মার্থিকপ্রমাণসিদ্ধ বলা হয় না।

মিথ্যাত্বসাধক অনুমানকে খণ্ডিত করিতে অসমর্থ হইয়া এখন পূর্বপক্ষী প্রপঞ্চের সত্যত্বের অনুমান করিতেছেন। তাহা এই—প্রপঞ্চঃ তত্ত্বাবেদক-প্রমাণবিষয়ঃ, ধর্মিত্বাৎ, আত্মবৎ। (চিৎসুখী, ৪২ পৃঃ)। ইহার অর্থ—প্রপঞ্চ পারমার্থিক প্রমাণের বিষয় যেহেতু তাহা ধর্মী যেমন আত্মা। ইহাতে সিদ্ধান্তী আত্মত্বরূপ উপাধি উদ্ভাবন করিয়া অনুমানের সদোষতা

পর "নেদং রজতম্" এই বাধক জ্ঞানের সাহায্যে বাহ্যবস্তুর বহির্ভাব নিষিদ্ধ করিয়া আন্তরত্বই প্রদর্শন করিয়া থাকেন। "নেদং রজতম্" এই বাধক জ্ঞানের দ্বারা রজতের ইদন্তা বা বাহ্য-রূপতাই বাধিত হয় এবং তদ্দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় যে, রজত আন্তর অর্থাৎ জ্ঞানাকার। বাচস্পতি মিশ্র অধ্যাসভাষ্যের ভামতীতে বলিয়াছেন—"বিজ্ঞানবাদিনামপি যদ্যপি ন বাহ্যং বস্তু সৎ তথাপি অনাদ্যবিদ্যাবাসনারোপিতমলীকং বাহ্যম্, তত্র জ্ঞানাকারস্যারোপঃ।···নেদং রজতমিতি চ বাধস্যেদন্তামাত্রবাধেনোপপত্তৌ ন রজতগোচরতোচিতা ; রজতস্য ধর্মিণো বাধে হি রজতং চ তস্য ধর্ম ইদন্তা বাধিতে ভবেতাম্, তদ্বরমিদন্তৈবাস্য ধর্মো বাধ্যতাং ন পুনা রজতমপি ধর্মি। তথা চ রজতং বহির্বাধিতমর্থাদান্তরে জ্ঞানে ব্যবতিষ্ঠত ইতি জ্ঞানাকারস্য বহিরধ্যাসঃ সিধ্যতি। (ভামতী, ২৬ পৃঃ)।

প্রতিপাদন করিতেছেন। পূর্বোক্ত অনুমানের দৃষ্টান্ত আত্মাতে আত্মত্ব আছে কিন্তু প্রপঞ্চরূপ পক্ষে আত্মত্ব নাই।*

আত্মত্ব যে উক্ত অনুমানের উপাধি হইতে পারে না তাহা দেখাইবার জন্য পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, আত্মত্ব যদি উপাধি হয় তবে উপাধির অভাবে সাধ্যের অভাবের অনুমান করা যায় বলিয়া যেখানে আত্মত্বের অভাব আছে সেখানে পারমার্থিক প্রমাণের অবিষয়ত্বই থাকা উচিত। উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হইয়া থাকে। সুতরাং ব্যাপক উপাধ্যভাবের দ্বারা ব্যাপ্য সাধ্যাভাবের অনুমান করা যাইবে। দুইটি ভাবপদার্থের মধ্যে যাহা অপরটির তুলনায় ব্যাপক তাহার অভাব কিন্তু অপরটির অভাবের তুলনায় ব্যাপ্য। বহ্নি ধূমের ব্যাপক হইলেও বহ্ন্যভাব ধূমাভাবের ব্যাপ্য।† যাহা হউক্, এই স্থলে এইরূপ ব্যতিরেক ব্যাপ্তি সিদ্ধ হয় না যেহেতু প্রপঞ্চে আত্মত্বের অভাব থাকিলেও পারমার্থিক প্রমাণের অবিষয়ত্ব আছে এরূপ বলা চলে না। প্রপঞ্চরূপ পক্ষে পারমার্থিকপ্রমাণবিষয়ত্বরূপ সাধ্য সন্দিগ্ধ অবস্থায় আছে। সুতরাং প্রপঞ্চে পারমার্থিকপ্রমাণবিষয়ত্ব নাই এরূপ নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না বলিয়াই ব্যতিরেক ব্যাপ্তিও অসিদ্ধ রহিয়াছে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, শুক্তিরজতসংসর্গাদিতে উপাধ্যভাব অর্থাৎ অনাত্মত্ও আছে এবং সাধ্যাভাব অর্থাৎ পারমার্থিক প্রমাণের অবিষয়ত্বও আছে। ইহা উভয়বাদিসিদ্ধ বলিয়া ব্যতিরেক ব্যাপ্তির স্থল থাকায় আত্মত্ব উপাধি সিদ্ধই হইল এবং প্রপঞ্চেরও সত্যত্বানুমান আর সিদ্ধ হইতে পারিল না।

সিদ্ধান্তী প্রপঞ্চসত্যত্বের অনুমানে ব্যভিচার দোষও প্রদর্শন করিতেছেন। শুক্তিরজতাদিসংসর্গে ধর্মিত্বরূপ হেতু রহিয়াছে অথচ পারমার্থিকপ্রমাণবিষয়ত্ব রূপ সাধ্য নাই। এই ব্যভিচার দোষ দূরীকরণের জন্য পূর্বপক্ষী শুক্তি-রজতাদিসংসর্গে যে ধর্মিত্বরূপ হেতুই নাই তাহা প্রমাণ করিতেছেন—শুক্তিরজতাদি সংসর্গ ধর্মী নয় যেহেতু তাহা মিথ্যা। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, এই অনুমানে সংসর্গকে পক্ষ করিয়া ধর্মিত্বাভাব সাধিত করা

---

* উপাধি উদ্ভাবনের রীতির জন্য ১৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

† ব্যাপকাভাবের দ্বারা যে ব্যাপ্যাভাবের অনুমান হইয়া থাকে সে বিষয়ে পূর্বে (৯০ পৃঃ) আলোচনা করা হইয়াছে।

হইতেছে। এখন প্রশ্ন এই যে, এই অনুমানে এই সংসর্গ ধর্মী অথবা ধর্মী নয়? সংসর্গ যদি ধর্মী হয় তবে তাহাতে ধর্মিত্বাভাব সাধিত করা যায় না আর যদি ধর্মী না হয় তবে তাহাকে ধর্মী বা পক্ষ করিয়া কোন অনুমানই করা চলে না বলিয়া পূর্বপক্ষী এখন যে সংসর্গের ধর্মিত্বাভাব অনুমান করিতেছেন তাহা সিদ্ধ হইবে না। শুক্তিরজতসংসর্গের ধর্মিত্বাভাব সিদ্ধ না হইলে সংসর্গ ধর্মী বলিয়া তাহাতে ধর্মিত্বরূপ হেতু থাকিবে অথচ পারমার্থিকপ্রমাণবিষয়ত্বরূপ সাধ্য থাকিবে না বলিয়া ব্যভিচার অনিবার্য।*

পূর্বে (১৪৫ পৃঃ) দোষ দেওয়া হইয়াছিল যে, পক্ষ বা আশ্রয় যদি অপ্রামাণিক হয় অর্থাৎ প্রতীতিমাত্রসিদ্ধ হয় তাহা হইলে তাহার বিষয়ে যে-কোন দোষ দেওয়া চলে ও খণ্ডনও করা চলে; সুতরাং তাহা সকল দার্শনিক মতেরই অনুগামী ও বিরুদ্ধ উভয়ই হইতে পারে। এরূপ কথাও অসঙ্গত কারণ বাদী, প্রতিবাদী ও মধ্যস্থের কাছে যে বিষয়টি তিন চারটি ক্ষেত্রে প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া মনে হইবে এবং তাহার সম্বন্ধে কোন হেত্বাভাসাদি দেখা যাইবে না সেইরূপ আশ্রয়েরই দূষণ ও ভূষণ চলিতে পারে এবং সেই সেই ক্ষেত্রে সেইরূপ পক্ষ লইয়াই বাদ, জল্প ও বিতণ্ডারূপ কথা চলিতে পারে। বস্তুর প্রামাণ্য নির্ধারিত করার জন্য তিন চারটি ক্ষেত্র যে দেখিতে হয় এবং তাহার অধিক প্রয়োজন হয় না সে সম্পর্কে কুমারিল ভট্ট শ্লোকবার্তিকে বলিয়াছেন—

এবং ত্রিচতুরজ্ঞানজন্মনো নাধিকা মতিঃ।
প্রার্থ্যতে তাবদেবৈকং স্বতঃপ্রামাণ্যমশ্নুতে॥
(শ্লোকবার্তিক, চোদনাসূত্র, ৬১ কাঃ)

ইহার অর্থ—সাধারণতঃ প্রথম জ্ঞান হইতেই নিশ্চয় জন্মাইয়া থাকে। কখনও কখনও তদ্বিষয়ক তৃতীয় জ্ঞানের দ্বারাই সেই জ্ঞানের বাধক অন্য জ্ঞানের অবসান হইয়া থাকে। কিন্তু চতুর্থ জ্ঞানের আর প্রয়োজন হয় না। বার্তিককার কুমারিলের মতে চতুর্থ জ্ঞানের দ্বারাই নিশ্চয় হইয়া থাকে। এইজন্যই কারিকায় "ত্রিচতুরজ্ঞান" এইরূপ বলা হইয়াছে। এইরূপে তিন চারিটি স্থলে দেখিয়া যে নিশ্চয় উৎপন্ন হয় তাহাতে জ্ঞানের স্বতঃ-

* ধর্মিত্বহেতোঃ শুক্তিরজতাদিসংসর্গধর্মিণি ব্যভিচারাচ্চ। নাসৌ ধর্মী মিথ্যাত্বাদিতি চেন্ন এতমেব হেতুং প্রতি ধর্মিত্বাধর্মিত্বয়োস্তদযোগাৎ। (চিৎসুখী, ৪২ পৃঃ)।

প্রামাণ্যের কোন হানি হয় না। যাহা হউক্, সেইরূপ ব্যাবহারিক প্রমাণসিদ্ধ বস্তুকেই ব্যাবহারিক সত্য বলা হয়। ইহা ভিন্ন, কোন্ বস্তু যে সকল দেশে ও সকল কালেই বাধবিরহিত তাহা তো আগমের সাহায্য ব্যতিরেকে ও সর্বজ্ঞ ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তির পক্ষে স্থির করা অসম্ভব। এইরূপে তিন চারটি ক্ষেত্রে যাহা বাধিত হয় না তাহাই ব্যাবহারিক সৎ। কিন্তু সর্বথা বাধবিরহিতই ব্যাবহারিক সৎ এরূপ বলা হয় না।

সৎ বস্তুর বাধ হইতে পারে না অথচ ব্যাবহারিক সৎ বস্তুকে বেদান্তী সর্বথা বাধবিরহিত বলিতেছেন না। এইরূপ বৌদ্ধগণ অবিদ্যাকে সংবৃতি বলেন কারণ অবিদ্যা তত্ত্বকে সংবৃত বা আবৃত করিয়া রাখে অথচ এই সংবৃতি তাঁহাদের মতে সৎ। ইহাতে কুমারিল ভট্ট আপত্তি করিয়া বলিতেছেন—এই সংবৃতি-সৎ বলিতে কি বৌদ্ধগণ সত্যবিশেষ বুঝিতেছেন অথবা অসৎ বুঝিতেছেন? ইহা যদি অসৎ হয় তবে আর তাহাকে সৎ বলা চলে না। আর যদি ইহাকে সত্যবিশেষ বলেন তবে এইরূপ বলার হেতু কি? আরও যদি সত্যই হইবে তাহা হইলে আর ইহাকে সংবৃতি বলা হইতেছে কেন? আবার যদি মিথ্যাই হয় তবে ইহাকে সৎ বলা হইতেছে কেন? বৌদ্ধগণ যদি বলেন যে, সংবৃতির মধ্যে সত্যত্ব জাতি রহিয়াছে বলিয়া তাহাকে সৎ বলা হইতেছে তাহা হইলেও কোনও সদুত্তর হয় না কারণ তখন বলিতে হইবে যে, সত্যত্ব জাতি সদ্‌বস্তুতেও আছে আবার মিথ্যা সংবৃতিতেও আছে। কিন্তু এরূপ বলা চলে না। বৃক্ষ ও সিংহের মত দুইটি বিরুদ্ধ বস্তুর মধ্যে যেমন কখনও বৃক্ষত্বরূপ সামান্য বা জাতি থাকিতে পারে না তেমনই সত্য ও মিথ্যা বস্তুর মধ্যে কখনও সত্যত্বরূপ জাতি থাকিতে পারে না। আচার্য কুমারিল নিম্নলিখিত কারিকাগুলির দ্বারা পূর্বোক্ত অর্থ প্রতিপাদিত করিয়াছেন—

সংবৃতের্ন তু সত্যত্বং সত্যভেদঃ কুতো ন্বয়ম্।
সত্যং* চেৎ সংবৃতিঃ কেয়ং মৃষা চেৎ সত্যতা কথম্॥

---

* চিৎসুখাচার্য এই কারিকাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম কারিকার দ্বিতীয় পংক্তিতে "সত্যং চেৎ" এইস্থলে "সত্যা চেৎ" এইরূপ পাঠ দেখা যায়।

সত্যত্বং ন চ সামান্যং মৃষার্থপরমার্থয়োঃ।
বিরোধান্ন হি বৃক্ষত্বং সামান্যং বৃক্ষসিংহয়োঃ॥
(শ্লোকবার্তিক, নিরালম্বনবাদ, ৬-৭ কাঃ)

বৌদ্ধগণ মিথ্যা সংবৃতিকে সৎ বলায় যেরূপ দোষের ভাগী হইয়াছেন বেদান্তিগণও বাধিত ব্যাবহারিক বস্তুকে সৎ বলায় সেইরূপই দোষভাজন হইবেন। এইরূপ শঙ্কা করিলে তাহার উত্তরে বেদান্তিগণ বলেন যে, ব্যাবহারিক বস্তু বস্তুতঃ অসত্যই বটে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার বাধ না হয় ততক্ষণ দেহাত্মভাব যেমন লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের বাধা সৃষ্টি না করিয়া উপরন্তু তাহার সহায়তাই করে সেইরূপ ব্যাবহারিক বস্তুও লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের অনুকূল হইয়া থাকে এবং তাহার সত্যরূপেই ব্যবহার হইয়া থাকে।*

পূর্বে (১৪৯ পৃঃ) মিথ্যাত্বসাধক অনুমান প্রদর্শন করা হইয়াছে। তাহা এই—বিমতঃ পটঃ এতত্তন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী অবয়বিত্বাৎ পটান্তরবৎ। এই অনুমানের অবয়বিত্বরূপ হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধি হেত্বাভাস দোষদুষ্ট নহে কারণ পক্ষ পট সাবয়বই বটে এবং তাহাতে বাদিগণের মধ্যে কোন বিবাদই নাই।†

পূর্বানুমানে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসও নাই কারণ আত্মা ব্যতিরিক্ত যাবতীয় বস্তুই মিথ্যা হওয়ায় একমাত্র আত্মাই এই অনুমানের বিপক্ষ। আত্মাতে অংশিত্ব অর্থাৎ সাবয়বত্বরূপ হেতু বিদ্যমান। বিরুদ্ধ হেত্বাভাসে হেতু বিপক্ষমাত্রবৃত্তি হয় কিন্তু এখানে বিপক্ষ আত্মাতে হেতু না থাকায় তাহার কোন সম্ভাবনাই নাই।

---

* এই কথাই সুন্দরপাণ্ড্যাচার্য কারিকাকারে বলিয়াছেন এবং অধ্যাসভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছেন—

দেহাত্মপ্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ।
লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণং ত্বাহঽত্মনিশ্চয়াৎ॥
(শাঙ্করভাষ্য, ১।১।৪ সূত্র)

"ত্বাহঽত্মনিশ্চয়াৎ" এই পদের অর্থ করিতে গিয়া আচার্য বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—"অস্যাবধিমাহ—আ আত্মনিশ্চয়াৎ। আ ব্রহ্মস্বরূপসাক্ষাৎকারাদিত্যর্থঃ।" (ভামতী, ১৫৫ পৃঃ)।

† মিথ্যাত্বসাধক অনুমানে যে কোনও হেত্বাভাস নাই তাহা প্রদর্শন করা হইতেছে। ইহাকেই কণ্টকোদ্ধার বলে। কণ্টকোদ্ধারের সম্বন্ধে পূর্বে (৬৪-৬৫ পৃঃ) আলোচনা করা হইয়াছে।

আবার সাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাসও নাই যেহেতু তাহাতে হেতু বিপক্ষবৃত্তিও হয় এবং এই ক্ষেত্রে হেতুর বিপক্ষবৃত্তিত্ব যে নাই তাহা দেখানই হইয়াছে।

পুনরায় বাধ নামক হেত্বাভাসও এই অনুমানে নাই। পূর্বপক্ষী বলেন যে, এই অনুমানের দ্বারা পটের তন্তুনিষ্ঠত্বাভাব সাধিত করিলেও "এই তন্তুতে পট আছে" এইরূপ প্রত্যক্ষের দ্বারা পটের তন্তুনিষ্ঠত্ব জানা যায় বলিয়া কালাত্যয়াপদিষ্ট বা বাধ নামক হেত্বাভাস হইয়াছে। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলেন যে, যাহা প্রত্যক্ষের দ্বারা জানা যাইবে তাহাই প্রমাণ হইবে এবং প্রত্যক্ষবাধিত হইলেই অনুমান দোষদুষ্ট হইবে এইরূপ বলা চলে না কারণ "আকাশ নীল" এইরূপ প্রত্যক্ষ থাকিলেও আকাশে আত্মরূপ দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিভুত্বহেতুমূলে অরূপিত্বানুমান করা চলে, তাহাতে কালাত্যয়াপদিষ্ট হেত্বাভাস হয় না।* পুনরায় পূর্বপক্ষী দোষ দিতেছেন যে, প্রত্যক্ষের সহিত বাধ থাকিলেও যদি কালাত্যয়াপদিষ্ট হেত্বাভাস না হয় তাহা হইলে "অগ্নি শীতল" এইরূপ অনুমান করিলেও আর বাধ হইতে পারিবে না। এইভাবে বাধ নামক হেত্বাভাসটিই একেবারে বিলুপ্ত হইবে। তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, অগ্নির শৈত্যানুমানে উভয়-বাদিসম্মত প্রবল প্রমাণের বাধ হওয়ায় বাধ নামক হেত্বাভাস নির্বিঘ্নে হইতে পারিবে। আর বর্তমান স্থলের ন্যায় যেখানে এই বাধ উভয়-বাদিসিদ্ধ হইবে না সেখানে বাধ হেত্বাভাস হইতে পারিবে না।†

---

* প্রয়োগবাক্য নিম্নরূপ হইবে—আকাশঃ রূপবান্ ন ভবতি, বিভুত্বাদাত্মবৎ।

† প্রত্যক্ষ অনুমানাদির বাধক—ইহা বলিতে গেলে সেই প্রত্যক্ষই অনুমানাদির বাধক হইবে যে প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যের নিশ্চয় আছে। প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যনিশ্চয় অসম্ভব কারণ প্রত্যক্ষ-বিরোধী আগম এবং প্রত্যক্ষবিরোধী অনুমান জাগরূক রহিয়াছে। আরও কথা, প্রত্যক্ষ দ্বারা যাহা গৃহীত হইতেছে তাহা ভবিষ্যৎ কালেও যে বাধিত হইবে না তাহা নির্ণয় করা যায় না। তখন প্রত্যক্ষ ভাবী বাধের বাধ্য বলিয়া প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যের নিশ্চয় হইতে পারে না। প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যনিশ্চয় না হইলে তাহা অন্যের বাধকও হইতে পারিবে না। ইহাতে পূর্বপক্ষী শঙ্কা করেন যে, প্রত্যক্ষই ইতরপ্রমাণ অপেক্ষা প্রবল, আর প্রবল বলিয়া তাহার দ্বারা আগম ও অনুমান বাধিতই হইবে। আর অনুমান ও আগম প্রত্যক্ষ অপেক্ষা দুর্বল বলিয়া তাহারা প্রত্যক্ষের বাধক হইতে পারিবে না। পূর্বপক্ষীর আরও বক্তব্য, প্রত্যক্ষের অপ্রামাণ্য গৃহীত হইলে তাদৃশ প্রত্যক্ষ বিরোধী হয় না বলিয়া অনুমান ও আগমের প্রামাণ্য হইবে। আর

পূর্বপক্ষী পূর্বে (১৪৫ পৃঃ) পূর্বোক্তানুমানে সৎপ্রতিপক্ষ নামক হেত্বাভাস দেখাইবার জন্য প্রতিরোধানুমান করিয়াছিলেন—প্রপঞ্চঃ সত্যঃ প্রমাণ-সিদ্ধত্বাৎ আত্মবৎ। কিন্তু এইরূপ প্রতিরোধ অনুমানও অসিদ্ধ কারণ প্রপঞ্চরূপ পক্ষে প্রমাণসিদ্ধত্বরূপ হেতুই নাই।

পূর্বে (১৪৬ পৃঃ) দ্রব্যত্বহেতুমূলে এই ঘটে এতদ্‌ঘটনিষ্ঠ বাধ্যভেদের অতিরিক্ত অবাধ্য ভেদ আছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহা অদ্বৈতশ্রুতির সহিত বিরোধ হেতু বাধদোষদুষ্ট হইল এবং এইজন্য উপেক্ষণীয়।

পূর্বপক্ষী আরও বলিয়াছিলেন যে,"মৃত্তিকাই সত্য" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য থাকায় প্রপঞ্চসত্যত্বই সিদ্ধ হয়। সুতরাং অদ্বৈত শ্রুতিরই গৌণ অর্থে ব্যাখ্যা করা উচিত। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলেন যে, পূর্বপক্ষীর এই উক্তি অযৌক্তিক যেহেতু সেই শ্রুতিগুলির তাৎপর্যই অন্যরূপ। সেই সকল স্থলে একবিজ্ঞানের (এক বস্তুর জ্ঞানের) দ্বারা সর্ববিজ্ঞান (সকল বস্তুর জ্ঞান) হয় এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রহ্মই সর্বকারণ বলিয়া সর্বকার্যের সহিত অনন্য হইবেন এইরূপ বলা হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে কার্য ও কারণ অনন্য, তাহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই অর্থাৎ কারণব্যতিরেকে কার্যের পৃথক্ সত্তা নাই। এই অনন্যত্ব প্রতিপাদনের জন্য লৌকিক উদাহরণ

অনুমান ও আগম প্রমাণ হইলে প্রমাণীভূত অনুমান ও আগমের সহিত বিরোধপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষের অপ্রামাণ্য হইবে। এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে। প্রত্যক্ষবিরোধী অনুমান ও আগমের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে গেলে প্রদর্শিতরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে। কিন্তু প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যে এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় নাই কারণ প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য অনুমাননিরপেক্ষ ও আগম-নিরপেক্ষ।

সিদ্ধান্তী এখন বলিতেছেন যে, পূর্বপক্ষীর এইরূপ বলা অসঙ্গত। চন্দ্রতারকাদির পরিমাণ-প্রত্যক্ষে অনুমানাগমের বিরোধপ্রযুক্তই সেই প্রত্যক্ষের অপ্রামাণ্য সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং প্রত্যক্ষও স্বীয় প্রামাণ্যসিদ্ধির জন্য অনুমানাগমাদির অবিরোধ অপেক্ষা করিবে। এইভাবে প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যেও পূর্ববৎ অন্যোন্যাশ্রয় হইবে। প্রত্যক্ষ ও আগমের পরস্পর বিরোধ থাকায় প্রামাণ্যের সন্দেহ হইলে অনাপ্তাপ্রণীতত্ব হেতুর দ্বারা বেদের প্রামাণ্যের নিশ্চয় হয়। প্রত্যক্ষে করণাদিজনিত বহুবিধ দোষের সম্ভাবনা থাকায় গৃহীতপ্রামাণ্যক আগমের দ্বারা প্রত্যক্ষেরই বাধ হইবে। সুতরাং আমাদের মতে অন্যোন্যাশ্রয়তা নাই। প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ বলিয়া আগমানুমান যদি অপ্রমাণ হয় তবে দেহাত্মৈক্যপ্রত্যক্ষের সহিত বাধ হওয়ায় আত্মার দেহাভিন্নত্ব আগম ও অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারিবে না।

দেখান হইয়াছে যে, ঘট, রুচক প্রভৃতি কার্য মৃত্তিকা, লৌহ প্রভৃতি কারণ হইতে অনন্য এবং এই উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে—"মৃত্তিকাই সত্য" অর্থাৎ ঘটাদি বস্তু দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ মৃত্তিকাই সত্য; * ঘট ও মৃত্তিকার মধ্যে কোন ভেদ নাই। ঘটের মৃত্তিকাংশ পরিত্যাগ করিলে ঘট বলিয়া কিছুই থাকে না, নামমাত্র থাকে। যদিও এখন ঘটই দৃষ্ট হইতেছে তথাপি তাহা মৃত্তিকাই। এইরূপে "তিন রূপই সত্য" ইত্যাদি বাক্যের প্রপঞ্চসত্যত্ব প্রতিপাদনে তাৎপর্য নাই। মৃত্তিকাদির সত্যত্ব প্রতিপাদনে যদি তাৎপর্য থাকিত তাহা হইলে "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা" (ছাঃ উঃ ৬। ৮। ৭) অর্থাৎ"এই সমস্তই তদাত্মক, সৎ পদার্থই সত্য, তাহা আত্মা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ হইত। এইরূপে প্রপঞ্চসত্যত্ব সাধনের জন্য যে আগম দেখান হইয়াছিল সে সকল খণ্ডিত হইল।

দৃগ্‌দৃশ্যের অর্থাৎ জ্ঞানজ্ঞেয়ের সম্বন্ধের অনুপপত্তিই সত্যত্বানুমানের বাধক। করণসম্বন্ধের বা ইন্দ্রিয়সম্বন্ধের দ্বারাই এই দৃগ্‌দৃশ্য সম্বন্ধের উপপত্তি হইবে এইরূপও পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন না কারণ ঈশ্বরজ্ঞান কোন কারণের জন্য না হইয়াও স্ফুরিত হয়। আবার যোগিজ্ঞান করণজন্য হইলেও যুক্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের সহিত অসম্বদ্ধ অতীত ও অনাগত বাহ্য বিষয় গ্রহণ করে বলিয়া করণসম্বন্ধ বা ইন্দ্রিয়সম্বন্ধের দ্বারা ঐ দৃগ্‌দৃশ্যভাবের উপপত্তি করা যায় না। বাহ্য দৃশ্য বিষয়ের সহিতও মনরূপ করণও কোনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়েই মন প্রবৃত্ত হইতে পারে বলিয়া বলা হয়—"পরতন্ত্রং বহির্মনঃ" (বিধিবিবেক, ১১৪ পৃঃ)। আবার ইন্দ্রিয়গত দোষাদির জন্য যখন আমরা ইন্দ্রিয়ের সহিত অসম্বদ্ধ বস্তু প্রত্যক্ষ করি তখনও করণসম্বন্ধ নাই বলিয়া প্রত্যক্ষীকৃত বস্তুর বিষয়ত্ব অসিদ্ধ হয় অর্থাৎ করণসম্বন্ধ দ্বারা বিষয়ত্বের উপপত্তি হয় এরূপ বলা চলে না। আরও দোষ, "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞানে তত্তা অর্থাৎ "সঃ" এই অংশ ইন্দ্রিয়সম্বদ্ধ নয় কারণ এই তত্তার দ্বারা পূর্বদৃষ্ট দেবদত্তের

* এই শ্রৌত দৃষ্টান্তের দ্বারা উপাদেয় অপেক্ষা তাহার উপাদানের অধিক সত্যতা বলা হইয়াছে। উপাদানও কার্য বলিয়া তাহার উপাদানও তদপেক্ষা অধিকতর সত্য। এইরূপে উপাদানপরম্পরাক্রমে সত্যতা বিবর্ধমান হইয়া সমস্তের মূল কারণে সত্যতা চরমসীমায় উপনীত

স্মরণ করা হইতেছে। তথাপি "সোঽয়ং দেবদত্তঃ"এই সম্পূর্ণ জ্ঞানটি যে প্রত্যক্ষ তাহা স্বীকার করাই হয়। সুতরাং করণসম্বন্ধই দৃগ্‌দৃশ্যভাবের উপপাদক ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত।

পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" এই জ্ঞানে তত্তা ইন্দ্রিয়-সম্বদ্ধ "অয়ং দেবদত্তঃ" এই অংশের বিশেষণ হওয়ার জন্য ইন্দ্রিয়সংযুক্ত-বিশেষণতারূপ সন্নিকর্ষের দ্বারাই তত্তার প্রত্যক্ষ হইতে পারিবে তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলা হয় যে, পূর্বপক্ষী সমবায়ের ইন্দ্রিয়াসন্নিকৃষ্ট হইয়াও প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন এবং অভাবের সহিতও সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়সম্বদ্ধ

হইবে, আর তাহাই পরমার্থ সত্য। কার্যকে অপেক্ষা করিয়াই তাহার কারণকে আপেক্ষিক অধিক সত্য বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ, যে সকলের কারণ, যাহার আর কেহ কারণ নাই, তাহাই পরমার্থ সত্য। ইহা ভিন্ন, অন্য বস্তুকে যে সত্য বলা হইয়াছে তাহা অপরমার্থ সত্য।

এখন প্রশ্ন যে, সত্যত্বেরও পরমার্থত্ব ও অপরমার্থত্বরূপ বিভাগ হইল কিরূপে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সর্বথা অবাধ্যত্বই পরমার্থসত্যত্ব। যাহা সর্বদা সর্বত্র সর্ব পুরুষের সর্বরূপে অবাধ্য তাহাই বাস্তবিক অবাধ্য। যাহা কিঞ্চিৎকাল অবাধ্য, কোনও স্থলে অবাধ্য, কাহারও নিকটে অবাধ্য, কোনও প্রকারে অবাধ্য তাহাকেই অপরমার্থ সত্য বলা হয়। ঘটাদি অপেক্ষা মৃত্তিকা অধিককাল অবাধ্য থাকে বলিয়া তাহাকে ঘটাপেক্ষা সত্য বলা হইয়াছে। কিন্তু মৃত্তিকার যাহা কারণ তাহাকে অপেক্ষা করিয়া মৃত্তিকাও অপরমার্থ সত্যই বটে। এইজন্য শ্রুতিতে "সত্যস্য সত্যম্" এইরূপে ব্রহ্মের সত্যতা বলা হইয়াছে। শ্রুতিতে দুইটি সত্যের কথা বলা হইয়াছে। প্রথম সত্যটি অপেক্ষা দ্বিতীয় সত্যটি পারমার্থিক সত্য। এইজন্য ব্যাবহারিক সত্যতা ও পারমার্থিক সত্যতা শ্রুতির দ্বারাই সিদ্ধ হয়। শ্রুতিতে "মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" স্থলে "এব"কারের দ্বারা উপাদানোপাদেয়ের মধ্যে উপাদানই সত্য, উপাদেয় মিথ্যা এরূপ অর্থ অভিপ্রেত হইয়াছে।

এস্থলে অনেকে মনে করেন, ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক রূপে সত্যদ্বয় প্রতিপাদন বৌদ্ধমতের অনুসরণমাত্র।

দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্মদেশনা।
একং সংবৃতিসত্যং চ সত্যং চ পরমার্থতঃ॥

এইরূপ যে বৌদ্ধগণ বলিয়াছেন তাঁহারাও "সত্যস্য সত্যম্, প্রাণা বৈ সত্যম্, তেষামেষ সত্যম্। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ" ইত্যাদি শ্রুতি হইতেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা বৌদ্ধগণের নিজস্ব নহে। শ্রুতি যে বৌদ্ধগণের বহু পূর্ববর্তী তাহা সর্বজনসিদ্ধ। সুতরাং ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক ভেদে সত্যের দ্বৈবিধ্য শ্রুতিই প্রদর্শন করিয়াছেন। বৌদ্ধগণ এই শ্রৌত সিদ্ধান্তের অনুকরণমাত্র করিয়াছেন।

না হইলেও ইন্দ্রিয়সংযুক্তবিশেষণতারূপ সন্নিকর্ষের দ্বারা প্রত্যক্ষতা উপপাদন করেন করুন কিন্তু তদতিরিক্ত অন্য পদার্থের প্রত্যক্ষের সময়েও যদি এইরূপ সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ না হইলেও ইন্দ্রিয়সংযুক্তবিশেষণতারূপ সন্নিকর্ষের দ্বারা প্রত্যক্ষতা উপপাদন করেন তাহা হইলে পক্ষ পর্বতের যখন প্রত্যক্ষ হইতেছে সেই সময়ে আর পর্বতে বহ্নির অনুমান করা যাইবে না। পর্বত ইন্দ্রিয়সংযুক্তই আছে এবং "বহ্নিমান্ পর্বতঃ" এই অনুমানে বহ্নি পর্বতের বিশেষণ হইয়াছে। সুতরাং বহ্নির সহিত ইন্দ্রিয়সংযুক্তবিশেষণতারূপ সন্নিকর্ষ থাকায় বহ্নির তো প্রত্যক্ষই হইয়া যাইবে। এইরূপ সন্নিহিতপক্ষক স্থলে অনুমিতি মাত্রেরই উচ্ছেদ হইয়া যাইবে।*

পূর্বপক্ষী আবার বলিতেছেন যে, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে বিষয়বিষয়িভাবরূপ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু তাহা বলা চলে না যেহেতু বিষয় ও বিষয়ীর নিরূপণই করা যায় না। কেহ কেহ জ্ঞানজন্য ফলের আধারকে বিষয় বলেন এবং বিষয়ে যে ফল দেখা যায় তাহার জনককে বিষয়ী বলেন। এইরূপ মত গ্রহণযোগ্য নহে কারণ তখন দুইটি বিকল্প করা হইবে যে, ঐ ফল কি জ্ঞাততা অথবা ব্যবহার? প্রথমটি নয়, কারণ অতীতাদি বিষয়ে জ্ঞাততা থাকিতে পারে না যেহেতু অতীতাদি বিষয়ের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধই হইতে পারে না। জ্ঞান বর্তমান হইলেও অতীত বা অনাগত উভয়েই অবিদ্যমান। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধই হইল জ্ঞাততা। সেই সম্বন্ধের সম্বন্ধিদ্বয়ের যে কোন একটিই যদি অবিদ্যমান হয় তাহা হইলে আর সম্বন্ধ উৎপন্ন হইতে পারে না। অতীতাদির জ্ঞানে অতীত বা অনাগত অবিদ্যমান হইবেই বলিয়া সেই সকল স্থলে জ্ঞাততাও উৎপন্ন হইতে পারে না।

জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধকেই যদি জ্ঞাততা বলা হয় এবং তাহাকে যদি জ্ঞেয়নিষ্ঠ বলা হয় তাহা হইলে অনুপপত্তি অপরিহার্য। ইহা লক্ষ্য করিয়া বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়কণিকায় জ্ঞাতৃজ্ঞেয়সম্বন্ধকেই জ্ঞাততা বলিয়াছেন এবং সেই জ্ঞাততাকে জ্ঞাতৃনিষ্ঠ বলিয়াছেন। "জ্ঞাততেতি বা কর্মতেতি বা

---

* ন চ তত্তায়ামপীন্দ্রিয়েণ সহ সংযুক্তবিশেষণতালক্ষণসন্নিকর্ষঃ। সমবায়েতরভাবস্যেন্দ্রিয়-সম্প্রয়োগমন্তরেণাপি প্রত্যক্ষতায়াময়ং পর্বতোঽগ্নিমানিত্যত্রাগ্নিমত্ত্বস্যাপি সংযুক্তবিশেষণতয়া প্রত্যক্ষত্বা-পত্তেঃ প্রত্যক্ষধর্মিকানুমানমাত্রোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। (চিৎসুখী, ৪৫ পৃঃ)।

দেহাত্মপ্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ।
লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণং ত্বাহঽত্মনিশ্চয়াৎ॥

(ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্য, ১৫৪-৫৫ পৃঃ)

ইহার ব্যাখ্যায় ভামতীতে বলা হইয়াছে—"অত্রৈব ব্রহ্মবিদাং গাথামুদাহরতি।" ভাষ্যকার নিজেই প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্‌গণের গাথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই গাথাকার ব্রহ্মবিদ্ আচার্যের নাম সুন্দরপাণ্ড্য। স্কন্দপুরাণান্তর্গত সূতসংহিতার ভাষ্যে মাধবাচার্য তৃতীয় গাথাটি উদ্ধৃত করিয়া ইহা যে সুন্দরপাণ্ড্যাচার্য-বিরচিত তাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন।*

আরও কথা, শঙ্করাচার্যের গুরু গোবিন্দভগবৎপাদ ও তাঁহার গুরু হইতেছেন গৌড়পাদাচার্য। এই গৌড়পাদাচার্য মাণ্ডূক্য উপনিষদের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে মাণ্ডূক্যকারিকা রচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য অদ্বৈত দৃষ্টিতে এই কারিকার ভাষ্যও প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং শঙ্করাচার্যই অদ্বৈতবেদান্তের প্রবর্তক এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত।

"যোনিশ্চ হি গীয়তে" (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৭) সূত্রের ভাস্করীয় ভাষ্যে বলা হইয়াছে—অতি প্রাচীন বেদান্তাচার্য ব্রহ্মনন্দী ছান্দোগ্য উপনিষদের বাক্যকার ছিলেন। এই বাক্যকার ব্রহ্মনন্দী ব্রহ্মপরিণামবাদই সমর্থন করিয়াছেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, ব্রহ্মপরিণামবাদই প্রাচীন আচার্যগণের সম্মত। ভাস্করের এই উক্তির প্রতিবাদ করিবার জন্য এই সূত্রের কল্পতরু টীকাতে পূজ্যপাদ অমলানন্দ "ভাস্করস্ত্বিহ বভ্রাম" বলিয়া ভাস্করের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। কল্পতরুকার বলিয়াছেন—ছান্দোগ্যবাক্যকার ব্রহ্মনন্দী পরিণামবাদ সমর্থন করেন নাই, কিন্তু বিবর্তবাদই সমর্থন করিয়াছেন। ব্রহ্মনন্দী যে বিবর্তবাদের সমর্থক তাহা প্রদর্শনের জন্য তিনি ব্রহ্মনন্দীর গ্রন্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন। গ্রন্থ উদ্ধার করিয়াই কল্পতরুকার দেখাইয়াছেন

---

* মাধবাচার্যের উদ্ধৃত গাথাটি হইতে এই গাথার কিঞ্চিৎ পাঠভেদ আছে। মাধবাচার্য বলিয়াছেন—"তথা সুন্দরপাণ্ড্যবার্তিকমপি—

দেহাত্মপ্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন সম্মতঃ।
লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণং ত্বাহঽত্মনিশ্চয়াৎ॥"

(সূতসংহিতাভাষ্য, ২৭৯ পৃঃ, আনন্দাশ্রম সং)

যে, ব্রহ্মনন্দী বিবর্তবাদী ছিলেন। এই কথাই সংক্ষেপশারীরকেও বলা হইয়াছে—

পূর্বং বিকারমুপবর্ণ্য শনৈঃ শনৈস্তদ্-
দৃষ্টিং বিগৃহ্য নিকটং পরিগৃহ্য তস্মাৎ।
সর্বং বিকারমথ সংব্যবহারমাত্র-
মদ্বৈতমেব পরিরক্ষতি বাক্যকারঃ॥
(সংক্ষেপশারীরক, ৩।২২০)

আলোচ্য স্থলে সংক্ষেপশারীরককার সর্বজ্ঞাত্মমুনি ছান্দোগ্যবাক্যপ্রণেতা ব্রহ্মনন্দীর অভিপ্রায় বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন— বাক্যকার ব্রহ্মনন্দী প্রথমতঃ ব্রহ্মপরিণামবাদ প্রদর্শন করিয়া অনন্তর পরিণামদৃষ্টি পরিত্যাগপূর্বক বিবর্তদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া যাবতীয় জাগতিক বস্তুকে ব্যবহার-মাত্র বলিয়াছেন অর্থাৎ বিকারবস্তুর পরমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন নাই। এইরূপে ব্রহ্মনন্দী অদ্বৈতবাদেরই সমর্থন করিয়াছেন।

ব্রহ্মনন্দীর উক্তি উল্লেখ প্রসঙ্গে সংক্ষেপশারীরকের শ্লোকে যে "সংব্যবহারমাত্রম্" পদটি বলা হইয়াছে তাহা ব্রহ্মনন্দীর পংক্তি হইতেই গৃহীত। এই পংক্তিটি কল্পতরুকার উদ্ধৃত করিয়াছেন। কার্যের অনির্বাচ্যতা প্রদর্শনের জন্য ব্রহ্মনন্দী বলিয়াছেন—"নাসতোঽনিষ্পাদ্যত্বাৎ, প্রবৃত্ত্যানর্থক্যন্তু সত্ত্বাবিশেষাৎ ইতি সদসৎপক্ষপ্রতিক্ষেপেণ পূর্বপক্ষমাদর্শ্য ন সংব্যবহারমাত্র-ত্বাদিতি অনির্বচনীয়তা সিদ্ধান্তিতা।" (কল্পতরু, ৪২৯ পৃঃ)। সংক্ষেপ-শারীরককার সর্বজ্ঞাত্মমুনি কল্পতরুরচয়িতা অমলানন্দ স্বামী হইতে বহু প্রাচীন বলিয়া তিনি কল্পতরু গ্রন্থ দেখিয়া এ কথা বলিতে পারেন না, ব্রহ্মনন্দীর গ্রন্থ দেখিয়াই বলিয়াছেন। ব্রহ্মনন্দীর গ্রন্থ ত্রয়োদশ শতকে অর্থাৎ কল্পতরুর সময়েও যে বিদ্যমান ছিল ইহা হইতে তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায়।

ব্রহ্মনন্দীর রচিত গ্রন্থ "ছান্দোগ্যবাক্য" সূত্রাকারে লিখিত বলিয়া ইহা অতি সংক্ষিপ্ত। এজন্য ব্রহ্মনন্দীর পরবর্তী ও শঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী অতি প্রামাণিক ও অতি প্রাচীন দ্রবিড়াচার্য এই ছান্দোগ্যবাক্যের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। দ্রবিড়াচার্য এই ব্রহ্মনন্দীর অভিপ্রায় স্পষ্ট করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "অদ্বয়ব্রহ্মণঃ প্রত্যগভেদো বাক্যকারাভিপ্রেত।"

এই সমস্ত কথা সংক্ষেপশারীরকের তৃতীয়াধ্যায়ের ২২১ শ্লোকের ভূমিকায় পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের ভাষ্যে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, "অত্র চ সম্প্রদায়বিদ আখ্যায়িকাং সম্প্রচক্ষতে।" এই বলিয়া তিনি ব্যাধকুল-সংবর্ধিত রাজপুত্রের আখ্যায়িকা বলিয়াছেন। এই ভাষ্যের টীকাতে আনন্দগিরি বলিয়াছেন, "উক্তেঽর্থে দ্রবিড়াচার্যসম্মতিমাহ—অত্র চেতি।" (বৃঃ উঃ, ২য় অধ্যায়, ১ম ব্রাহ্মণ, ৫২৬ পৃঃ, দেবসাহিত্যকুটীর সং)।

প্রাচীন অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে ভগবান্ ভর্তৃহরিও বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ভর্তৃহরি যদিও মহাবৈয়াকরণ ছিলেন তথাপি তিনি তদীয় বাক্যপদীয় গ্রন্থের প্রথম কাণ্ডকে ব্রহ্মকাণ্ড বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন। চিৎসুখীর টীকা নয়নপ্রসাদিনীতে (৬০ পৃঃ, নির্ণয় সাগর সং) প্রত্যগ্-রূপভগবৎ বলিয়াছেন, "অতএব ধাতুসমীক্ষায়াং ব্রহ্মবিৎপ্রকাণ্ডৈর্ভর্তৃহরিভি-রভিহিতম্—

শুদ্ধতত্ত্বং প্রপঞ্চস্য ন হেতুরনিবৃত্তিতঃ।
জ্ঞানজ্ঞেয়াদিরূপস্য মায়ৈব জননী ততঃ॥"

বর্তমানে মুদ্রিত বাক্যপদীয় গ্রন্থ অসম্পূর্ণ। এজন্য ভর্তৃহরির দার্শনিক মতবাদের পরিপূর্ণ আলোচনা ঐ মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্যে করা সম্ভবপর নহে। ভর্তৃহরি আরও বলিয়াছেন—

সত্যাসত্যৌ তু যৌ ভাবৌ প্রতিভাবং ব্যবস্থিতৌ।
সত্যং যৎ তত্র সা জাতিরসত্যা ব্যক্তয়ো মতাঃ॥*

(বাক্যপদীয়, ৩।১।৩২)

সুপ্রাচীন আয়ুর্বেদাচার্য মহর্ষি চরক জীবব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করিয়া অদ্বৈতবাদে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। জীবব্রহ্মের ঐক্যই অদ্বৈতবাদের চরম লক্ষ্য। মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—

গতির্ব্রহ্মবিদাং ব্রহ্ম তচ্চাক্ষরমলক্ষণম্।
জ্ঞেয়ং ব্রহ্মবিদাঞ্চাত্র নাজ্ঞস্তজ্জ্ঞাতুমর্হতি॥

(চরকসংহিতা, শারীরস্থান, ১ম অধ্যায়, ১০০ শ্লোক)

---

* বৈয়াকরণভূষণসারে (৫৮৭ পৃঃ, কাশী সং) ভট্টোজি দীক্ষিত "ভাবৌ" স্থলে "ভাগৌ" এইরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মহাভারতের বনপর্বের তীর্থযাত্রাপর্বে ১৩৩ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকে অষ্টাবক্র বলিয়াছেন—

সোঽহং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণানাং সকাশে
ব্রহ্মাদ্বৈতং কথয়িতুমাগতোঽস্মি।

ইহার টীকাতে নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—"অহমদ্বৈতং ব্রহ্ম কথয়িতুমাগতোঽস্মি। এতেন কৃৎস্নস্যাস্য প্রবন্ধস্য তাৎপর্যমুপন্যস্তম্।"

এই সমস্ত কথা আলোচনা করিলে অদ্বৈতবাদ যে অতি প্রাচীন এবং শঙ্করাচার্যের বহু পূর্বেই বিদ্যমান ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত স্থাপনের জন্য ভাষ্যকার শঙ্কর প্রয়োজনমত ন্যায়-সাংখ্য-পাতঞ্জল প্রভৃতি অন্যান্য দর্শনসমূহের সিদ্ধান্তও অবলম্বন করিয়াছেন। ভাষ্যকার স্বয়ং এই কথা বলিয়াছেন—"তদবিরোধিতর্কোপকরণা প্রস্তূয়তে।" (ব্রঃ সূঃ ভাষ্য, ১।১।১)। স্বসিদ্ধান্তের সমর্থনের জন্য অদ্বৈতবাদিগণ অপর প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার ব্রহ্মসূত্রের ১।১।৪ সূত্রের ভাষ্যে "দুঃখজন্মপ্রবৃত্তি-দোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ" (ন্যায়সূত্র, ১।১।২) এই ন্যায়সূত্রটি উদ্ধৃত করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"তথা চাচার্যপ্রণীতং ন্যায়োপবৃংহিতং সূত্রম্।" অন্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া নিজের সিদ্ধান্ত সমর্থন করার মত উদার মন অন্য পরবর্তী ভাষ্যকারগণের মধ্যে দেখা যায় নাই। তাঁহারা স্বসিদ্ধান্তের সমর্থনের জন্য পৃথক্‌ভাবে ন্যায়মীমাংসাদি তন্ত্রও প্রণয়ন করিয়াছেন, যেমন রামানুজ সিদ্ধান্তে ন্যায়পরিশুদ্ধি, সেশ্বর-মীমাংসা প্রভৃতি গ্রন্থ রহিয়াছে। এই ন্যায়পরিশুদ্ধি গ্রন্থে যে-মত স্থাপিত করা হইয়াছে তাহা প্রচলিত ন্যায়মত হইতে পৃথক্, সেশ্বরমীমাংসাও প্রচলিত মীমাংসা হইতে বিভিন্ন। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তের মত সংরক্ষণ ও পরিবর্ধনের জন্য নূতন ন্যায় বা নূতন মীমাংসা শাস্ত্রের আবশ্যকতা হয় নাই।

অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনে যে যে স্থলে পরমতের খণ্ডন করা হইয়াছে তাহাও তাঁহাদেরই অবলম্বিত ন্যায়ের সাহায্যেই করা হইয়াছে। খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, চিৎসুখী, অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনায় ইহা সুস্পষ্ট হইবে। সমস্ত দার্শনিক চিন্তার পরাকাষ্ঠা যে অদ্বৈতবেদান্তেই হইয়াছে তাহা আত্মতত্ত্ববিবেক গ্রন্থের উপসংহারে আচার্য উদয়ন প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে (১৮ পৃঃ) এই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

আচার্য উদয়ন "যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ, ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃঃ উঃ ৪।৪।৬) ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্য দ্বারাই ন্যায়দর্শনের সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার ভগবান্ বাৎস্যায়নও "তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ" (১।১।২২) সূত্রের ভাষ্যে মোক্ষের স্বরূপ দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন, "তদভয়মজরমমৃত্যুপদং ব্রহ্ম ক্ষেমপ্রাপ্তিঃ।" ভাষ্যকারের এই পংক্তিটি যে "স বা এষ মহানজ আত্মাজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম। অভয়ং বৈ ব্রহ্ম। অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি, য এবং বেদ" (বৃঃ উঃ ৪।৪।২৫) এই শ্রুতিবাক্য হইতেই গৃহীত হইয়াছে তাহা অনায়াসবোধ্য। এই শ্রুতিটিও ভাষ্যকার ৪।১।৬১ সূত্রের ভাষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

উদ্ধৃত ভাষ্যপংক্তির ব্যাখ্যায় আচার্য বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, এই মোক্ষ অভয়স্বরূপ কারণ শ্রুতি বারবার মোক্ষকে "অভয়" বলিয়াছেন। উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যটিতে অভয়শব্দ তিনবার উল্লিখিত হইয়াছে। মোক্ষকে "অজর" বলায় ব্রহ্মপরিণামবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। "অমৃত্যুপদম্" পদ দ্বারা ভাষ্যকার বৌদ্ধমত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। বৌদ্ধগণ প্রদীপনির্বাণের মত আত্মার উচ্ছেদকে অপবর্গ মনে করেন। কিন্তু অপবর্গ তাহা নহে, তাহা অমৃত, ব্রহ্মস্বরূপ।

এস্থলে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যের "অজর" পদ দ্বারা যে ব্রহ্মপরিণামবাদের নিরাকরণ প্রদর্শন করিলেন ইহাতে জিজ্ঞাস্য যে, ব্রহ্মপরিণাম স্বীকার করিলেই বা ব্রহ্মভিন্ন জীবের মোক্ষদশাতে অজরত্বপ্রাপ্তিতে দোষ কোথায়? ব্রহ্ম পরিণামী হইয়া যদি জরাপ্রাপ্ত হন তাহাতে ব্রহ্মভিন্ন জীবের হানিবৃদ্ধি কি? জীবের মোক্ষদশার বর্ণনাতে ব্রহ্মপরিণাম দ্বারা ব্রহ্মের জরাপ্রাপ্তির নিষেধ প্রকৃত স্থলে সঙ্গত হইল কিরূপে? ইহার সঙ্গতির জন্য সকলকেই বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, জীবব্রহ্মের ঐক্য স্বীকার করিলেই ব্রহ্মা-ভিন্ন জীবেরও ব্রহ্মের পরিণামিত্বের দ্বারা পরিণামিত্বের আপত্তি হইবে। আর তাহাতে জীবের মোক্ষদশাতে অজরত্বই ব্যাহত হইয়া যাইবে।

নিপুণ দৃষ্টিতে ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা করিলেও তাহা যে অদ্বৈতবাদেই পর্যবসিত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। শুধু ন্যায়দর্শন কেন, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, সকল বৈদিক দর্শনই অদ্বৈত-সমুদ্রে লীন হইয়াছে এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অবিরোধই রহিয়াছে।

সমস্ত বৈদিক দর্শনেই মহাবাক্যের ঘটক "তৎ" ও "ত্বম্" পদার্থের উপযুক্ত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই দুই পদার্থের উপযুক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা তাহাদের ঐক্য প্রতিপাদনই বেদান্তের অসাধারণ প্রতিপাদ্য। এইরূপে দেখা যায় যে, অপর সমস্ত দর্শনগুলি বেদান্তদর্শনের সহায়কই হইয়াছে।

তত্ত্বম্ পদার্থের প্রকৃত অর্থ নিরূপণ অর্থাৎ শোধন ব্যতীত জীবব্রহ্মের ঐক্য সম্ভব নহে। বৈশেষিক দর্শন ও সাংখ্যদর্শন "ত্বম্" পদার্থের শোধনে পর্যবসিত। বৈশেষিক ও পাতঞ্জল দর্শনের ঈশ্বরাংশ "তৎ" পদার্থের শোধনের উপকারক। সহসা পরমসূক্ষ্মতত্ত্বে প্রবেশ হইতে পারে না বলিয়া সোপানারোহণন্যায়ে স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর রূপে দর্শনশাস্ত্রগুলির সাহায্যে ক্রমশঃ গভীরতর তত্ত্বে প্রবেশ লাভ হইয়া থাকে।

কার্যকারণশৃঙ্খলার ব্যাখ্যায় ভারতীয় দার্শনিক প্রস্থানগুলি চারভাগে বিভক্ত*—সংঘাতবাদ, আরম্ভবাদ, বিকারবাদ বা পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ। বিবর্তবাদে জ্ঞানকাণ্ড, বিকারবাদে উপাসনাকাণ্ড ও আরম্ভবাদে কর্মকাণ্ড ব্যবস্থিত আছে। সংঘাতবাদ বৈদিক নহে, তাহা বেদবাহ্য। এই কথা মহিম্নঃ স্তোত্রের টীকায় মধুসূদন সরস্বতী স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন।

আরম্ভবাদ যে কর্মকাণ্ডের উপর অবস্থিত তাহা পূর্বমীমাংসাদি দর্শনের সূত্রভাষ্যাদি আলোচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। যে-দ্রব্যগুণাদি পদার্থের নিরূপণ বৈশেষিক তন্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহারই আলোচনা মীমাংসকাচার্যগণ করিয়াছেন। ইহাতেই মতবিরোধ হইয়াছে। সমান-বিষয়ের আলোচনাতেই তো মতবিরোধ হইয়া থাকে।

দর্শনশাস্ত্রসমূহের যাহা পরমতাৎপর্য সে বিষয়ে দার্শনিকগণের মধ্যে বিরোধ নাই। অবান্তর তাৎপর্যে বিরোধ বিরোধই নহে। সমস্ত ভারতীয়

---

* আরম্ভসংহৃতিবিকারবিবর্তবাদা-
নাশ্রিত্য বাদিজনতা খলু বাবদীতি।
(সংক্ষেপশারীরক, ২।৫৭)

বৈদিক দার্শনিকগণ বেদার্থের তাৎপর্যাবধারণের সহায়করূপে দর্শনশাস্ত্র নিরূপণ করিয়াছেন। সুতরাং বেদার্থই সমস্ত দর্শনের প্রতিপাদ্য বলিয়া এই সকল দর্শনের মধ্যে যথার্থ বিরোধ হইতে পারে না। আর এই কথাও মধুসূদন সরস্বতী প্রস্থানভেদ গ্রন্থে বলিয়াছেন—"ন হি তে মুনয়ো ভ্রান্তাঃ।"*

আপাত বিবেচনায় যাহা বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয় বিশেষ সমীক্ষা করিলে সেই বিরোধও অবিরোধেই পর্যবসিত হয়। ন্যায়দর্শনের সহিত বেদান্তদর্শনের বিরোধ প্রবাদসিদ্ধ কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই উভয় দর্শনের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। তাৎপর্যটীকা-পরিশুদ্ধিতে উদয়ন ন্যায়দর্শনকেও ব্রহ্মকাণ্ড বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"যস্তু অনধিকার্যেব প্রবর্ততে কর্মকাণ্ড ইব ব্রহ্মকাণ্ডে নাসৌ ফলভাক্।" (তাৎপর্যপরিশুদ্ধি, ১৬ পৃঃ)। এই ন্যায়দর্শনরূপ ব্রহ্ম-কাণ্ডের অধিকারিনিরূপণ প্রসঙ্গে আচার্য উদয়ন বলিয়াছেন—নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদি সাধনসম্পৎ ও মুমুক্ষুত্ব। এই চারিটিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্বাঙ্গ।† শঙ্করাচার্যও এতাদৃশগুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই বেদান্তশাস্ত্রাধ্যয়নের অধিকারী বলিয়াছেন।‡

শান্তিপুরের অসাধারণ নৈয়ায়িক ও স্মার্ত পণ্ডিত রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য ন্যায়দর্শনের একখানি সমীচীন টীকা প্রণয়ন করেন। এই টীকার

---

* সর্বেষাং প্রস্থানকর্তৄণাং মুনীনাং বিবর্তবাদপর্যবসানেন অদ্বিতীয়ে পরমেশ্বর এব প্রতিপাদ্যে তাৎপর্যম্। ন হি তে মুনয়ো ভ্রান্তাঃ সর্বজ্ঞত্বাত্তেষাম্, কিন্তু বহির্বিষয়প্রবণানামাপাততঃ পুরুষার্থে প্রবেশো ন সম্ভবতীতি নাস্তিক্যবারণায় তৈঃ প্রকারভেদাঃ প্রদর্শিতাঃ। তত্র তেষাং তাৎপর্যমবুদ্ধ্বা বেদবিরুদ্ধেঽপ্যর্থে তাৎপর্যমুৎপ্রেক্ষমাণাস্তন্মতমেবোপাদেয়ত্বেন গৃহ্লন্তো জনা নানাপথজুষো ভবন্তীতি সর্বমনবদ্যম্। (প্রস্থানভেদ, ১৭ পৃঃ, কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয় সং)।

† তস্মাদনুষ্ঠাতৈব ব্যুৎপাদ্যঃ শাস্ত্রান্তরলব্ধব্রাহ্মণত্বাদিরূপঃ শিষ্যঃ। তস্য চ রূপাণি শমদমাদিসম্পত্তিঃ, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ঐহিকামুষ্মিকভোগবৈরাগ্যং মুমুক্ষুতা চেতি। (তাৎপর্যপরিশুদ্ধি, ১৫-১৬ পৃঃ)

‡ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ইহামুত্রার্থভোগবিরাগঃ, শমদমাদিসাধনসম্পৎ, মুমুক্ষুত্বং চ। তেষু হি সৎসু, প্রাগপি ধর্মজিজ্ঞাসায়া ঊর্ধ্বং চ শক্যতে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতুং জ্ঞাতুং চ, ন বিপর্যয়ে। তস্মাদথশব্দেন যথোক্তসাধনসম্পত্ত্যানন্তর্যমুপদিশ্যতে। (ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্য, ৭১-৭৩ পৃঃ, নির্ণয় সাগর সং)

চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে (৪।২।৫০) একটি অতিরিক্ত সূত্র তিনি গ্রহণ করিয়াছেন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই সূত্রটি নিম্নরূপ—"তত্ত্বস্তু বাদরায়ণাৎ।" পরিশেষে অক্ষপাদসূত্রের শেষে অক্ষপাদেরই উক্তি বলিয়া একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

আম্নায়ার্থাবিরোধেন ন্যায়চর্চাং করোতি যঃ।
তেন নিঃশ্রেয়সং প্রাপ্যং গোমায়ুযোনিরন্যথা॥

(৩৪৫ পৃঃ, পণ্ডিত পত্রিকা, কাশী)

ইহার অর্থ—বেদের অর্থের সহিত অবিরোধে যিনি ন্যায়দর্শনের আলোচনা করিবেন তিনি নিঃশ্রেয়স লাভ করিবেন, বেদার্থের সহিত বিরোধ করিলে তিনি শৃগালযোনি প্রাপ্ত হইবেন। ইহার অনুরূপ একটি শ্লোক মহাভারতেও আছে—

আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাম্।
তস্যেয়ং ফলনির্বৃত্তিঃ শৃগালত্বং বনে মম॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব, মোক্ষধর্ম)

অদ্বৈতবেদান্তদর্শনের আলোচ্য বিষয়সমূহ বহু হইলেও তাহাদের মধ্যে কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যেমন প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ববিচার, আত্মার স্বপ্রকাশত্ববিচার ইত্যাদি। যাঁহারা এই সমস্ত বিচারে নিষ্ণাত তাঁহারাই অদ্বৈতবেদান্তদর্শনের রহস্য বুঝিতে সমর্থ। এজন্য এই প্রবন্ধে জ্ঞান ও আত্মার স্বপ্রকাশত্ববিচার ও প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ববিচার সুস্পষ্টভাবে অল্পকথায় প্রদর্শন করা হইয়াছে।

চিৎসুখাচার্য তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রত্যকৃতত্ত্বপ্রদীপিকা বা চিৎসুখীতে স্বপ্রকাশত্ব, মিথ্যাত্ব, অনির্বচনীয়ত্ব, অখণ্ডার্থত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। নব্য ও প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মতের সমাবেশ তাঁহার এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে তৎকালীন যাবতীয় আপত্তি চিৎসুখাচার্য পূর্বপক্ষ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাহার চরম সমাধান করিয়াছেন। চিৎসুখাচার্যের প্রকাশভঙ্গী অত্যন্ত সরল। অনেক স্থলে ন্যায় ও বৈশেষিক মতের জটিল অংশগুলির তিনি পূর্বপক্ষ গ্রন্থে এরূপই নিপুণতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন যে, মনে হয় তিনি যেন ন্যায়বৈশেষিক মতেরই আচার্য। যাহা হউক, চিৎসুখী

গ্রন্থে স্বপ্রকাশত্ব ও মিথ্যাত্ব এই দুইটি প্রকরণ সম্বন্ধে বহু আলোচনা থাকিলেও তাহা সম্পূর্ণ নহে। পরবর্তী কালে আরও বিবিধ আপত্তির উদ্ভব হইয়াছে এবং অদ্বৈতাচার্যগণ তাহাদের সুষ্ঠু সমাধানও প্রদর্শন করিয়াছেন। নৃসিংহাশ্রম মুনি চিৎসুখাচার্যের পরভাবী। তাঁহার অদ্বৈতদীপিকা গ্রন্থ অদ্বৈত-বেদান্তের একটি স্তম্ভস্বরূপ। নৃসিংহাশ্রমের চিন্তার যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ছিল এবং তিনি তাহা যথোপযুক্ত স্থানে প্রদর্শন করিয়াছেন। নৃসিংহাশ্রমের মতও এই প্রবন্ধের বহু স্থলেই উল্লিখিত হইয়াছে। নৃসিংহাশ্রমের পরবর্তী কালে যে-সকল আপত্তি মাধ্বগণ প্রদান করিয়াছেন তাহাদের সুষ্ঠু সমাধান করিয়াছেন আচার্য মধুসূদন। মধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থখানি যেমন পরপক্ষ খণ্ডনে অব্যর্থ তেমনই তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের পক্ষেও ইহা একখানি অপূর্ব গ্রন্থ। অদ্বৈতসিদ্ধির বহু কথা এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

চিৎসুখাচার্যের প্রত্যকৃতত্ত্বপ্রদীপিকা বা চিৎসুখীই এই প্রবন্ধের প্রধান অবলম্বন। সুতরাং চিৎসুখাচার্যের মতের দার্শনিক মূল্য কতখানি এবং তাঁহার প্রতিভার ব্যাপকতাই বা কি পরিমাণ তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনে যে সমস্ত বিচারপ্রধান গ্রন্থ আছে তাহার মধ্যে শ্রীহর্ষপ্রণীত খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, চিৎসুখাচার্যপ্রণীত প্রত্যকৃতত্ত্বপ্রদীপিকা ও মধুসূদন সরস্বতীবিরচিত অদ্বৈতসিদ্ধি—এই তিনখানি গ্রন্থই প্রধান। বাদরায়ণীয় সূত্র অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র চার অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য সমন্বয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিরোধপরিহার, তৃতীয় অধ্যায়ে রহিয়াছে ব্রহ্মজ্ঞানসাধনবিচার, চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ফলবিচার অর্থাৎ জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তিবিচার। এজন্য পরবর্তী বেদান্তাচার্যগণের মধ্যে যাঁহারা বেদান্ত শাস্ত্রের প্রকরণগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সূত্রকারের রীতি অনুসারে তাঁহাদের রচিত প্রকরণগ্রন্থগুলিকেও চার অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন এবং সূত্রের প্রতি অধ্যায়ে যাহা প্রতিপাদ্য তাঁহাদের প্রকরণগ্রন্থ-গুলিরও প্রতি অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য তাহাই। প্রত্যকৃতত্ত্বপ্রদীপিকা বা চিৎসুখী গ্রন্থও অধ্যায়চতুষ্টয়াত্মক। চিৎসুখাচার্যের প্রত্যকৃতত্ত্বপ্রদীপিকা গ্রন্থ রচনার পূর্বে দুরূহ বিচারপূর্ণ খণ্ডনখণ্ডখাদ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল এবং "খণ্ডনে" প্রদর্শিত যুক্তির দ্বারা চিৎসুখাচার্যও বিশেষভাবে প্রভাবিত

হইয়াছিলেন। এজন্য চিৎসুখাচার্যের গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ খণ্ডন-যুক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। কিন্তু তর্কোজ্জ্বল খণ্ডনগ্রন্থের ন্যায় চিৎসুখাচার্য কেবলমাত্র পরপক্ষেরই খণ্ডন করিয়া বিরত হন নাই, তিনি অদ্বৈতসিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য বহু বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, যেমন চিদ্বস্তুর স্বপ্রকাশত্ব-সমর্থন, আত্মার সংবিদ্রূপত্ব সমর্থন, অন্ধকারের ভাবরূপত্ব সমর্থন, প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সমর্থন, ভাবরূপ অনির্বচনীয় অবিদ্যার সমর্থন, অনির্বচনীয় খ্যাতির সমর্থন প্রভৃতি। প্রথম পরিচ্ছেদে অদ্বৈত সিদ্ধান্তের সমর্থনের জন্য বহু বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ তৃতীয়-চতুর্থ পরিচ্ছেদেও অদ্বৈত বেদান্তের সমর্থক বহু সিদ্ধান্তের বিচার করা হইয়াছে। কিন্তু চিৎসুখী গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণভাবে খণ্ডনরীতির অনুবর্তন করা হইয়াছে।

চিৎসুখাচার্য প্রধানতঃ বিবরণমতানুসারী ছিলেন। অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে মিথ্যাত্ব নির্বচনে যে চতুর্থ মিথ্যাত্ব লক্ষণটি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা চিৎসুখাচার্যসম্মত। চিৎসুখাচার্যসম্মত এই চতুর্থ লক্ষণটি বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ইহা বিবরণাচার্যপ্রদর্শিত মিথ্যাত্বের দ্বিতীয় লক্ষণটিই বটে। মিথ্যাত্বের লক্ষণ আলোচনার সময়ে ইহা বলা হইয়াছে (১২৬-২৭ পৃঃ)।

বিবরণাচার্যের মত অনুসারে চিৎসুখাচার্য শব্দাপরোক্ষবাদ সমর্থন করিয়াছেন এবং তাঁহারই মতানুসারে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে মনের হেতুত্ব নিরসন করিয়াছেন। এই অংশ ভামতী সিদ্ধান্তের সর্বথা প্রতিকূল। অবিদ্যার আশ্রয়-বিষয় নিরূপণেও চিৎসুখাচার্য বিবরণ-সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন, ভামতী-সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধিতে কিন্তু অবিদ্যার জীবাশ্রয়ত্বপক্ষও সমর্থিত হইয়াছে। চিৎসুখী ও অদ্বৈতসিদ্ধির ইহাই মূলতঃ পার্থক্য যে, চিৎসুখাচার্য বিবরণবিরোধী মতগুলিকে সিদ্ধান্তবহির্ভূত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কিন্তু অদ্বৈতসিদ্ধিকার সমস্ত বেদান্তাচার্যের মত সমর্থনের জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস করিয়াছেন। চিৎসুখী গ্রন্থে বেদান্তের মুখ্য সিদ্ধান্ত একজীববাদের সমর্থন থাকিলেও মণ্ডন, বাচস্পতি প্রভৃতি সম্মত নানাজীববাদেরও সমর্থন আছে। নানাজীববাদের সমর্থন অবশ্য বিবরণ-গ্রন্থেও আছে।

চিৎসুখাচার্য মীমাংসক-সিদ্ধান্ত গ্রহণে সর্বত্রই ভাট্টমতেরই অনুবর্তন করিয়াছেন এবং তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—"ব্যবহারে ভাট্টনয়ঃ"

(চিৎসুখী, ১৫৫ পৃঃ)। এই ভাট্টসিদ্ধান্তের অনুবর্তনের ফলে চিৎসুখাচার্য প্রাভাকর সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিয়াছেন। প্রভাকরসিদ্ধান্তে অধ্যাপনবিধি-প্রযুক্ত অধ্যয়ন স্বীকার করা হয়। চিৎসুখ তাহার খণ্ডন করিয়াছেন এবং ভাট্টসিদ্ধান্তের অনুবর্তন করিয়া অধ্যয়নবিধিপ্রযুক্তই অধ্যয়ন বলিয়াছেন। প্রভাকরমতসিদ্ধ অন্বিতাভিধানবাদ খণ্ডন করিয়া ভাট্টসম্মত অভিহিতান্বয়-বাদেরই সমর্থন করিয়াছেন, যদিও বিবরণাচার্য অন্বিতাভিধানবাদেরই অনুমোদন করিয়াছিলেন। এইরূপ তমঃপদার্থ নিরূপণেও প্রভাকরসিদ্ধান্তের খণ্ডন করিয়াছেন।

চিৎসুখাচার্যই বেদান্তাচার্যগণের মধ্যে সর্বপ্রথম আত্মার স্বপ্রকাশত্ব ও সাক্ষিত্ব সমর্থনের জন্য বহুতর যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। আত্মার স্বপ্রকাশত্ব ও সাক্ষিত্ব সমস্ত বেদান্তাচার্যগণের সম্মত হইলেও চিৎসুখাচার্যই সর্বপ্রথম প্রগাঢ় যুক্তির সাহায্যে ইহার ব্যবস্থাপন করেন। জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ বেদান্তের সমস্ত আচার্যই যেমন খণ্ডন করিয়াছেন চিৎসুখাচার্যও তাহা করিয়াছেন। চিৎসুখাচার্য বৌদ্ধ, সাংখ্য ও বৈশেষিকসম্মত মুক্তিস্বরূপের প্রত্যাখ্যান করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধান্ত-সম্মত মুক্তির স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেন। "নিবৃত্তিরাত্মা মোহস্য জ্ঞাতত্বেনোপলক্ষিতঃ" (চিৎসুখী, ৩৯০ পৃঃ) ; চিৎসুখের এই সিদ্ধান্ত অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে মধুসূদন গ্রহণ করিয়াছেন। অনেকেই এই কথাটি বার্তিককার সুরেশ্বরাচার্যের বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা ভ্রান্ত ধারণা। লঘুচন্দ্রিকা টীকাতে গৌড়ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন—"তদুক্তং বার্তিকে… নিবৃত্তিরাত্মা মোহস্য জ্ঞাতত্বেনোপলক্ষিত ইতি।" (লঘুচন্দ্রিকা, ২পৃঃ)।

চিৎসুখী গ্রন্থ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইঁহার ন্যায়বৈশেষিক প্রক্রিয়াতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি প্রাচীন বৈশেষিক আচার্যগণের বহু সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়া তাহার নিরসন করিয়াছেন, যেমন বাদিবাগীশ্বরপ্রণীত মানমনোহর গ্রন্থ হইতে, ভট্টবাদীন্দ্রের মহাবিদ্যাবিড়ম্বনাদি গ্রন্থ হইতে, সর্বদেবপ্রণীত প্রমাণমঞ্জরী হইতে, উদয়নপ্রণীত কিরণাবল্যাদি গ্রন্থ হইতে, প্রশস্তপাদপ্রণীত বৈশেষিকভাষ্য হইতে, ব্যোমশিবাচার্যপ্রণীত ব্যোমবতী বৃত্তি হইতে, শিবাদিত্য মিশ্র প্রণীত লক্ষণমালাদি গ্রন্থ হইতে, শ্রীধরাচার্যপ্রণীত ন্যায়কন্দলী গ্রন্থ হইতে, শ্রীবল্লভপ্রণীত লীলাবতী গ্রন্থ

হইতে, ভাসর্বজ্ঞপ্রণীত ন্যায়সার হইতে এবং ভূষণকার প্রণীত ন্যায়ভূষণ হইতে। এইরূপ তত্ত্বসার টীকা হইতে, পদার্থতত্ত্বনির্ণয় হইতে এবং ন্যায়কল্পতরু হইতেও ন্যায়বৈশেষিক সম্মত সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। কুলার্ক পণ্ডিতবিরচিত মহাবিদ্যার উল্লেখ চিৎসুখীতে আছে এবং গঙ্গাপুরী ভট্টারকের সিদ্ধান্তও চিৎসুখীতে দেখিতে পাওয়া যায়।

চিৎসুখাচার্য বহুস্থলে লক্ষণ প্রণয়নবিষয়ে উদয়নাচার্যপ্রদর্শিত রীতির অনুবর্তন করিয়াছেন, যেমন স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণে "অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্ব" বলিয়া পরে মোক্ষদশায় এই লক্ষণের অব্যাপ্তি শঙ্কা করিয়া উদয়নপ্রণীত লক্ষণানুসারে বলিয়াছেন, "যোগ্যত্বাত্যন্তাভাবানধিকরণত্ব"ই স্বপ্রকাশত্ব। (চিৎসুখী, ৯ পৃঃ)। এই বিষয়ে ৩৩-৩৪ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে।

চিৎসুখাচার্য যদিও নৈয়ায়িকমতের বিরোধ করিয়াছেন তথাপি ন্যায়-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত নিষ্কর্ষণে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সাধ্যের সমব্যাপ্ত ধর্মের উপাধিত্ব খণ্ডন করিয়া সাধ্যের বিষমব্যাপ্ত ধর্মের উপাধিত্ব ব্যবস্থাপনের জন্য অতি প্রাচীন উদ্দ্যোতকরাচার্যের গ্রন্থ উদ্ধৃত করার সময় বলিয়াছেন—"সমবায়ঃ সমবেতঃ সম্বন্ধত্বাৎ সংযোগবদিতি প্রয়োগে সম্বন্ধত্বে সতি সমবেতত্বে কার্যত্বমুপাধিরিতি বিষমব্যাপকোপাধেরুদ্দ্যোতকরাচার্যৈরঙ্গীকারাৎ।" (চিৎসুখী, ১৭৫-৭৬ পৃঃ)। উদ্দ্যোতকরাচার্য সাধ্যের বিষমব্যাপ্ত ধর্মকে উপাধি স্বীকার করিয়াছেন। বিষমব্যাপ্ত কথার অর্থ সাধ্যের ব্যাপক; সমব্যাপ্ত কথার অর্থ সাধ্যের ব্যাপ্য হইয়া ব্যাপক। সমব্যাপ্ত ধর্মের উপাধিত্ব খণ্ডন করিয়া বিষমব্যাপ্ত ধর্মের উপাধিত্ব প্রদর্শনের জন্য চিৎসুখাচার্য ন্যায়বার্তিককার উদ্দ্যোতকরাচার্যের সম্মতি প্রদর্শন করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের গ্রন্থে উপাধি শব্দের উল্লেখও নাই অথচ উদ্দ্যোতকরের গ্রন্থ হইতেই উপাধির স্বরূপ নিষ্কর্ষণ করিয়া সাধ্যের বিষমব্যাপ্ত ধর্মকে উপাধি বলিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর অক্ষপাদ সূত্রের ১।১।৫ সূত্রের বার্তিকে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। উপাধি সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা এই প্রবন্ধের ১৩-১৪ পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে।

চিৎসুখাচার্যের গুরু গৌড়েশ্বরাচার্য পরমহংসপরিব্রাজক জ্ঞানোত্তম। ইহার প্রণীত ন্যায়সুধা ও জ্ঞানসিদ্ধি নামে দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে। গৌড়েশ্বরাচার্য

নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার গৌড়দেশের সহিত সম্বন্ধ ছিল, আর তজ্জন্যই ইহার ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রে অতিশয় ব্যুৎপত্তি ছিল। চিৎসুখাচার্য নিজের গুরুর নিকট হইতেই ন্যায়বৈশেষিক তন্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। গৌড় ও মিথিলা এই দুই প্রদেশ ভিন্ন অন্য প্রদেশবাসীর ন্যায়বৈশেষিকতন্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখা যায় না।

ভট্টসিদ্ধান্তেও চিৎসুখাচার্যের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। যদি জ্ঞানজ্ঞেয়-সম্বন্ধকে জ্ঞাততা বলা হয় এবং ঐ জ্ঞাততাকে আবার জ্ঞেয়নিষ্ঠ বলা হয় তবে জ্ঞাততারই গ্রহণ হইতে পারে না। এইজন্য চিৎসুখাচার্য জ্ঞাততাকে স্বপ্রকাশ বলিয়াছেন। ভাট্ট সিদ্ধান্তের এই ন্যূনতা তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই ভাট্ট মতে স্বপ্রকাশ বলিয়া কোন বস্তু স্বীকৃত না হইলেও তিনি জ্ঞাততাকে জ্ঞাতৃ-আত্মনিষ্ঠ বলিয়াছেন এবং এই জ্ঞাততা মানসপ্রত্যক্ষবেদ্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু চিৎসুখাচার্য জ্ঞেয়নিষ্ঠ বা জ্ঞাতৃনিষ্ঠ উভয়বিধ জ্ঞাততাকে স্বপ্রকাশ বলিয়াছেন। এই সকল বিষয় আলোচনার জন্য এই প্রবন্ধের ৭৯-৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

চিৎসুখাচার্য বহুস্থলে মহাবিদ্যা অনুমান প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এই অনুমান প্রয়োগ করিতে বৈশেষিক শাস্ত্রের রহস্য বিগত থাকা আবশ্যক। এইজন্য মহাবিদ্যা অনুমান অনুমানাভাস হইলেও পাণ্ডিত্য প্রদর্শনমাত্রের জন্য অনেকে এই মহাবিদ্যা অনুমানের প্রয়োগ করিয়াছেন। খণ্ডনের টীকাকার বিদ্যাসাগর খণ্ডনের প্রারম্ভে "অনুময়াপি তমধিগতং বন্দে" এই বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ঈশ্বরসাধক মহাবিদ্যা অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন। কল্পতরুকার "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।৩) সূত্রের ব্যাখ্যায় ঈশ্বরসিদ্ধির জন্য মহাবিদ্যানুমান প্রয়োগ করিয়াছেন।

কল্পতরুকার চিৎসুখাচার্যের প্রশিষ্য। এইজন্য কল্পতরুতে চিৎসুখাচার্যের বহু পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। কল্পতরুকার যে-যে স্থলে চিৎসুখাচার্যের মতানুবর্তন করিয়াছেন সেই সেই স্থলেই কল্পতরু কঠিন বলিয়া বিবেচিত হয়। ফলকথা, কল্পতরু গ্রন্থে চিৎসুখাচার্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থেও চিৎসুখাচার্যের বহু সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইয়াছে।

চিৎসুখাচার্য আনন্দবোধের ন্যায়মকরন্দের টীকাকার। চিৎসুখাচার্যের

বিষ্ণুপুরাণের টীকা ছিল। এই টীকা অনুযায়ী শ্রীধরস্বামী বিষ্ণুপুরাণের টীকা রচনা করিয়াছেন। ইহা শ্রীধরস্বামী নিজেই টীকার প্রারম্ভে বলিয়াছেন।*

চিৎসুখী গ্রন্থখানি দার্শনিক সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল এবং এককালে ইহা ভারতবর্ষের প্রতি প্রদেশেই অধীত এবং অধ্যাপিত হইত। দুঃখের বিষয়, আজ এই মহামূল্য গ্রন্থখানি আরও বহু অমূল্য গ্রন্থরাজির ন্যায় নিতান্ত অবহেলিত ও অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। কাশী, হরিদ্বার প্রভৃতি অঞ্চলে এই গ্রন্থখানির কিঞ্চিৎ পঠন-পাঠন অদ্যাপি প্রচলিত থাকিলেও বঙ্গপ্রদেশে বহু খ্যাতনামা পণ্ডিতও এই তত্ত্বপ্রদীপিকা গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করেন না। বাস্তবিক পক্ষে, দার্শনিক শাস্ত্রের রস গ্রহণেচ্ছু প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করা কর্তব্য। বঙ্গপ্রদেশে এই চিৎসুখী গ্রন্থের বহুল প্রচারের কামনাতেই এই গ্রন্থখানির অবলম্বনে বঙ্গ-ভাষায় এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। এই গ্রন্থ মূল গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ নহে কিন্তু ইহা ব্যাখ্যাপ্রধান। ব্যাখ্যাতার যে পরিমাণ স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে আমি ততটুকুই মাত্র স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছি। ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ চিৎসুখী গ্রন্থের তাৎপর্য প্রকাশ করার আগ্রহ রহিল এবং তাহা কার্যে পরিণত হওয়ার জন্য ভগবানের শ্রীচরণের আশীর্বাদ কামনা করি। বর্তমান গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া যদি সুধীগণ অদ্বৈত সিদ্ধান্তের রহস্য কিঞ্চিন্মাত্রও অবগত হন তবে আমার সমস্ত প্রযত্ন সার্থক মনে করিব। ইতি—

মহালয়া, ১৩৬২ — শ্রীসীতানাথ গোস্বামী

---

* শ্রীধর স্বামী বিষ্ণুপুরাণের টীকা "স্বপ্রকাশে" গ্রন্থব্যাখ্যার প্রারম্ভে একটি শ্লোকে এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। শ্লোকটি নিম্নরূপ—

শ্রীমচ্চিৎসুখযোগিমুখ্যরচিতব্যাখ্যাং নিরীক্ষ্য স্ফুটং
তন্মার্গেণ সুবোধসংগ্রহবতীমাত্মপ্রকাশাভিধাম্।
শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরাণসারবিবৃতিং কর্তা যতিঃ শ্রীধর-
স্বামী সদ্গুরুপাদপদ্মমধুপঃ সাধু স্বধীশুদ্ধয়ে।

প্রথম অধ্যায়

স্বপ্রকাশত্ব স্বীকারের আবশ্যকতা

কোনও বস্তু বিদ্যমান আছে এরূপ বলিতে গেলে তাহার জ্ঞান আবশ্যক। যে বস্তুর জ্ঞান আমাদের নাই সেই বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে পারি না। ঘট বিদ্যমান আছে এইরূপ বলার পূর্বে ঘটবিষয়ক জ্ঞান আবশ্যক। এইপ্রকার ঘট নাই এইরূপ বলার জন্যও তদ্বিষয়ক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ইহা সকলেরই স্বীকার্য যে, আমরা যখন কোনও বস্তু জানিয়া থাকি তখন তাহা যে সৎ ইহা জানিয়া থাকি। সুতরাং বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণই হইতেছে সেই বস্তুর বিষয়ে জ্ঞান।

এখন প্রশ্ন এই যে, যে-জ্ঞান বস্তুর বা বিষয়ের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসাবে কাজ করিল সেই জ্ঞানের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? জ্ঞানের বিষয় যেমন কোনও বস্তু হইয়া থাকে এবং তাহা বিদ্যমান হয় তেমন জ্ঞানও বস্তুই বটে এবং তাহাও বিদ্যমান। এইজন্য বিষয়ের অস্তিত্ব যেমন প্রমাণসাপেক্ষ তেমন জ্ঞানের অস্তিত্বও প্রমাণসাপেক্ষ। বিষয়ের অস্তিত্ব সিদ্ধ করার জন্য জ্ঞান প্রমাণরূপে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে বলিয়া জ্ঞানের অস্তিত্বসিদ্ধির জন্যও যদি প্রমাণস্বরূপ অন্য জ্ঞান আবশ্যক স্বীকার করা হয় তাহা হইলে আবার প্রশ্ন আসিবে যে, ঐ জ্ঞানের অস্তিত্ব সিদ্ধ করা হইবে কিরূপে? ঐ তৃতীয় জ্ঞানের অস্তিত্ব সিদ্ধির জন্য যদি আবার চতুর্থ জ্ঞান স্বীকার করা হয় তাহা হইলে অনবস্থা * হইবে।

---

* কল্পনাপ্রবাহের অবিশ্রান্তিই অনবস্থা অর্থাৎ যখন কোনও কল্পনা প্রমাণ করিবার জন্য অনুরূপ কল্পনার প্রয়োজন হয় সেখানে সেই কল্পনার মূল কি—এই পূর্বের প্রশ্নই পুনঃপুনঃ আসিয়া উপস্থিত হয়, কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, সেইরূপ ক্ষেত্রে অনবস্থা দোষ ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, নৈয়ায়িকের মতে জ্ঞান পরতঃপ্রমাণ অর্থাৎ জ্ঞানের প্রামাণ্য অনুমানের সাহায্যে প্রতিপাদন করিতে হয়। এখন প্রশ্ন এই যে, সেই অনুমানও তো একশ্রেণীর জ্ঞান। তাহাও তো ন্যায়ের সিদ্ধান্তে স্বতঃপ্রমাণ নহে। ফলে ঐ অনুমানের প্রামাণ্য উপপাদনের জন্য

এইরূপ অনবস্থা দোষ কিন্তু নৈয়ায়িকগণ* মানিয়া লন না। যখন কোনও ব্যক্তি ঘট প্রত্যক্ষ করে তখন সে তাহার অস্তিত্বও জানিতে পারে এবং সেইজন্য সে বলিয়া থাকে—"ঘট আছে" অথবা "ঘট বিদ্যমান।" "ঘট আছে" এই উক্তি কেবল ঘটের অস্তিত্বই ঘোষণা করে কিন্তু ইহা হইতে ঘটের জ্ঞানের সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। ঘটের জ্ঞান ঘটের অস্তিত্ব সিদ্ধ করে বটে কিন্তু সেও নিজে ঘটের ন্যায়ই জড় বলিয়া তাহার নিজের অস্তিত্বকে সিদ্ধ করিতে পারে না। ঘটের অস্তিত্ব সিদ্ধ করার জন্য যেমন ঘটজ্ঞানের আবশ্যক হইয়াছিল তেমন ঘটজ্ঞানের অস্তিত্ব সিদ্ধ করার জন্য ঘটজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানের আবশ্যক হইবে। ইহাই স্বাভাবিক যুক্তি। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ তাহা অস্বীকার করিয়া বলেন যে, জ্ঞানের আবশ্যকতা কেবলমাত্র বিষয়ের অস্তিত্ব-সিদ্ধি করার জন্য। বিষয়ের অস্তিত্ব তো জ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াই গিয়াছে সুতরাং সেই জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানের আর কি প্রয়োজন? বিষয়ের অস্তিত্ব সিদ্ধ করার জন্য তদ্বিষয়ক জ্ঞানই যথেষ্ট, জ্ঞানবিষয়ক অন্য জ্ঞানের আর প্রয়োজন নাই। জ্ঞানই বিষয়ের প্রমাণ, সেই প্রমাণের আবার অন্য প্রমাণ অনাবশ্যক। জ্ঞান স্বভাবতঃই বিষয়ের প্রমাণ হইয়া থাকে কিন্তু তাহার আবার অন্য প্রমাণ অনুসন্ধান করা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক।

নৈয়ায়িকগণ এইরূপ উত্তর দিলেও বস্তুতঃ সমস্যাটির সমাধান হইয়া যায় না। জ্ঞানকে যদি জানা না যায় তাহা হইলে জ্ঞান আছে ইহা কিরূপে বলিতে পারা যায়? তাহার অস্তিত্বে প্রমাণ কোথায়? যে-বিষয় সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নাই সেই বস্তু আছে ইহা কখনও বলা যাইতে পারে না। আমি যাহা জানি না তাহা তো আমার কাছে না থাকারই মত। এই আপত্তি দূর করার জন্য উদয়নাচার্য বলিলেন যে, জ্ঞান যদিও অজ্ঞাতই থাকে তথাপি তাহা যে জানা যায় না এমন নহে কিন্তু সে বিষয় সম্বন্ধে যদি জানিবার আগ্রহ থাকে তাহা হইলে

পুনঃপুনঃ অনুমান আবশ্যক হয়। সকল ক্ষেত্রে একই প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, সেই অনুমান যে প্রমাণ তাহা কিরূপে বুঝা গেল? এইরূপে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভবপর নয় বলিয়া সেই সকল ক্ষেত্রে অনবস্থা দোষ হয়।

জ্ঞানকে অন্য জ্ঞানের জ্ঞেয় বলিয়া স্বীকার করিলে যে অনবস্থা হয় তাহা লক্ষ্য করিয়া চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন—অনুভূতেরনুভাব্যত্বে অনবস্থাপাতাৎ। (চিৎসুখী, ১৫ পৃঃ)

সৃজামি পালয়ামীতি সংহরামি পুনঃ পুনঃ।
সচ্চিদানন্দবিভবঃ প্রকৃতিঃ কারণং মম॥ ৮
তস্মাত্তু প্রকৃতের্ম্মূলং কারণং নৈব দৃশ্যতে।
নির্গুণা সগুণা দ্বেধা সগুণা সা ত্রিধা মতা॥ ৯
সাত্ত্বিকী রাক্ষসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু।
সাত্ত্বিকী দ্বিভুজা সৌম্যা মূর্ত্তির্যস্যাঃ প্রকীর্ত্তিতা॥ ১০
তাসাং কারণভূতেয়মন্নদা পররূপিণী।
পরাপরবিভাগেন দ্বিবিধা সা পুনর্ভবেৎ॥ ১১
পরা সপ্তদশী খ্যাতা অপরাষ্টাদশী মতা।
পরাপরা ষোড়শীয়ং তয়োরাশ্রয়রূপিণী।
চিৎকলেয়ং সমাসেন কথিতা তব সুব্রত॥ ১২

সচ্চিদানন্দ-বিভূতি আমি ব্রহ্মরূপে যে সৃষ্টি করি, বিষ্ণুরূপে যে পালন করি ও রুদ্ররূপে যে সংহার কার্য্য সম্পাদন করি, মূল প্রকৃতি মহামায়া তাহার প্রেরয়িত্রী জানিবে। ৮

তিনি নিজেই ঈশ্বরী, তাঁহার প্রেরয়িতা বা ঈশ্বর কেহ নাই। তিনি উপাসকদিগের অধিকার ভেদে সগুণা ও নির্গুণা হইয়া থাকেন। সংসারাসক্ত মানব সগুণার উপাসনায় অধিকারী, বৈরাগ্যশীল জ্ঞানবিজ্ঞান-পথিক জন নির্গুণার উপসনা করিয়া থাকেন। সগুণা আবার মূর্ত্তি ও মন্ত্র ভেদে ত্রিবিধা হইয়া থাকেন। ৯

সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই ত্রিবিধ মূর্ত্তি। দ্বিভূজা, সৌম্যদর্শনা, সিংহাসনোপবিষ্টা মূর্ত্তি সাত্ত্বিকী, বাহনোপরি যুদ্ধাস্ত্র শস্ত্র লইয়া দণ্ডায়মানা মূর্ত্তি রাজসী এবং ক্রোধব্যঞ্জিকা উগ্রদর্শনা মূর্ত্তি তামসী। পরব্রহ্মরূপিণী অন্নপূর্ণা সাত্ত্বিকী যাবতীয় বিভূতি মূর্ত্তির আদি কারণস্বরূপা। সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি তাঁহা হইতেই আবির্ভূতা। ১০

সপ্তদশাক্ষরী বিদ্যা পরা এবং অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা অপরা, ষোড়শীবিদ্যা পরাপরা। এই পরা, অপরা ও পরাপরা ভেদে বিদ্যারূপিণী অন্নদা আবার ত্রিবিধা কল্পিত হইয়া থাকেন। এই আমি তোমাকে চৈতন্যময়ী জগন্ময়ীর মূর্ত্তিরহস্য সংক্ষেপে কহিলাম। ১১—১২

শ্রীভৈরব উবাচ

জ্ঞানরূপা তু পরমা ত্বয়া প্রোক্তা মহেশ্বরী।
জ্ঞেয়রূপতয়া ভূয়ঃ কথ্যতাং যদি মে কৃপা ॥ ১৩

শ্রীশিব উবাচ

জ্ঞানরূপা চ প্রকৃতি র্মন্ত্রতন্ত্রার্থগোচরা।
শ্রীগুরোঃ কৃপয়া সা তু জ্ঞেয়া ভবতি নান্যথা ॥ ১৪
কোটিজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ সদ্‌গুরুর্যদি লভ্যতে।
তদা জ্ঞেয়া ভবেদেষা নান্যথা কল্পকোটিভিঃ ॥ ১৫
গুরবো বহবঃ সন্তি মন্ত্রতন্ত্রার্থগোচরাঃ।
দিব্যৌঘাশ্চৈব সিদ্ধৌঘা মানবৌঘাঃ ক্রমাদ্বিতুঃ ॥ ১৬
দিব্যা বসন্তি খে নিত্যং সিদ্ধা ভূমাবিহাপি চ ॥
মানবৌঘা মনুষ্যেস্বু মম রূপধরাঃ শিবাঃ ॥ ১৭
মনুষ্যেষু চ সর্ব্বেষু ব্রাহ্মণো গুরুরুচ্যতে।
তত্রাপি শাস্ত্রবেত্তা সাচ্ছ্রেষ্ঠ-স্তস্মাত্তু তত্ত্ববিৎ ॥ ১৮

শ্রীভৈরব কহিলেন। মহেশ্বরী জ্ঞানরূপা, ইহা শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে কৃপা করিয়া বলুন, কিরূপে তাঁহাকে জানা যায়। ১৩

শ্রীশিব কহিলেন, বেদ ও আগমাদি মূল প্রকৃতি মহামায়াকে জ্ঞানরূপা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগুরুর কৃপা ব্যতীত তাঁহাকে জ্ঞান বিষয়ীভূত করা যায় না। ১৪

বহু জন্মের সুকৃতি ফলে যদি সদ্‌গুরুর চরণ লাভ হয়, তাহা হইলেই ভগবতী মাহামায়া সাধকের জ্ঞেয় হইয়া থাকেন। গুরুর চরণাশ্রয় বিনা কোটি কল্পের ধ্যান ধারণায়ও তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ১৫

দিব্যৌঘ, সিদ্ধৌঘ ও মানবৌঘ নামে বেদ ও তন্ত্র পারদর্শী বহু গুরু আছেন। দিব্যৌঘ গুরুগণ দেবলোক স্বর্গে অবস্থিতি করেন, সিদ্ধৌঘ গুরুশ্রেণী পর্ব্বতাদি জনশূন্য স্থানে এবং স্বর্গে বাস করেন, এবং মানবৌঘ গুরুগণ সাক্ষাৎ মহেশ্বররূপী হইয়া মনুষ্যলোকে গূঢ়ভাবে বিচরণ করেন। ১৬—১৭

চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সকলের গুরু। সাধারণ ব্রাহ্মণ হইতে শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ গুরু, শাস্ত্রজ্ঞ অপেক্ষা তন্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। ১৮

উদ্ধর্ত্তুঞ্চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ ।
তত্ত্বজ্ঞো মন্ত্রতন্ত্রাণাং মম বেত্তা রহস্যবিৎ ॥ ১৯
পুরশ্চরণকৃৎ সিদ্ধঃ সিদ্ধমন্ত্রপ্রয়োগবিৎ ।
দাতা দান্তঃ শান্তমনা নিতান্তশান্তবিগ্রহঃ ।
অধ্যাত্মবিৎ ব্রহ্মচারী কুলীনো গুরুরুচ্যতে ॥ ২০
বিষ্ণু বিষ্ণুমতাং শ্রেষ্ঠঃ সৌরঃ সৌরবিদাং বরঃ ।
গাণপো গণনাথানাং গণদীক্ষাপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ২১
শৈবাঃ শাক্তাশ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বদীক্ষা প্রবর্ত্তকাঃ ।
কুলীনঃ সর্ব্বতন্ত্রাণামধিকারী তু গীয়তে ॥ ২২
দীক্ষাপ্রভুঃ স এবাত্মা সর্ব্বমন্ত্রস্য নাপরঃ ।
এবং সদ্‌গুরুমাশ্রিত্য সাধয়েৎ স্বমনোরথান্ ॥ ২৩
সচ্ছিষ্য-লক্ষণং বক্ষ্যে শ্রূয়তাং ব্রহ্মভৈরব ।
শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ ।
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতিঃ ।
ইত্যাদি গুণসম্পন্নঃ সচ্ছিষ্যোঽন্যস্তু দুঃখদঃ । ২৪

তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ও নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে সক্ষম। যিনি শাস্ত্রের রহস্য বিদিত হইয়া মন্ত্র পুরশ্চরণ দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, যাঁহার মন্ত্র তন্ত্রাদির প্রয়োগ জ্ঞান আছে, যিনি দানশীল, সংযতেন্দ্রিয়, প্রশান্তচিত্ত, আত্মজ্ঞান সম্পন্ন, ব্রহ্মচারী এবং কুলীন, তিনিই গুরু হইবার যোগ্য। ১৯—২০

বৈষ্ণবের বৈষ্ণব গুরুই শ্রেষ্ঠ, সূর্য্যোপাসকের সৌর গুরুই উত্তম, গাণপত্যের গাণপ গুরুই উপযুক্ত, কিন্তু কুলীন শৈব ও শাক্ত সর্ব্ববিধ দীক্ষা প্রদানের অধিকারী। এইরূপ অভীষ্ট সদ্‌গুরুলাভ করিয়া নিজের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি করিতে যত্নপর হইবে। ২১-২৩

এইক্ষণে সৎশিষ্যের লক্ষণ কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি শান্ত, বিনীত, শুদ্ধাত্মা, শ্রদ্ধালু, ধারণক্ষম, মুক্ত-হস্ত, কুলীন, বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র এবং শীতোষ্ণসহিষ্ণু, তিনি শিষ্য হইবার যোগ্য। যাহাকে তাহাকে শিষ্য করিলে গুরু দুঃখভাগী হইয়া থাকেন। ২৪

শিষ্যঃ শুভেঽহ্নি স্নাত্বাথ সম্পূজ্য গণনায়কম্ ।
সূর্য্যং বিষ্ণুং শিবং দুর্গাং বাণীঞ্চ কমলালয়াম্ ।
মাতরং পিতরং নত্বা তয়োরাজ্ঞানুসারতঃ ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থী সচ্ছিষ্যো গুরুমাশ্রয়েৎ ॥২৫
গুরুশ্চাত্ম-বিশুদ্ধ্যর্থং দেয়মন্ত্রং বিশোধয়েৎ ।
জননং জীবনং পশ্চাৎ তাড়নং রোধনন্তথা ।
অথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ ।
তর্পণং দীপনং গুপ্তি র্দশৈতা মন্ত্রসংস্ক্রিয়াঃ ॥ ২৬
মন্ত্রাণাং মাতৃকামধ্যাদুদ্ধারো জননং স্মৃতম্ ।
প্রণবান্তরিতান্ কৃত্বা মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধীঃ ।
প্রত্যেকং বাথ দশধা জীবনং তদুদাহৃতম্ ।
মন্ত্রবর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দনাম্ভসা ।
প্রত্যেকং বায়ুবীজেন দশধা তাড়নং মতম্ ।
বিলিখ্য পূর্ব্ববন্মন্ত্রং প্রসূনৈঃ করবীরজৈঃ ।
তন্মন্ত্রবর্ণসংখ্যাতৈ র্হন্যাদ্রেফেণ রোধনম্ ।
অশ্বত্থপল্লবৈঃ সিঞ্চেৎ মন্ত্রী মন্ত্রার্ণসংখ্যয়া ।
স্বতন্ত্রোক্তবিধানেন অভিষেকোঽয়মীরিতঃ ।

শিষ্য শুভদিনে স্নানাদি করতঃ গণপতি, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতির পূজা করিয়া পিতা মাতাকে প্রণাম করতঃ তাঁহাদের অনুমতি লইয়া ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তি জন্য গুরুদেবের শ্রীচরণ আশ্রয় করিবে । ২৫

গুরু আত্ম-শুদ্ধি ও দেয় মন্ত্রের শুদ্ধি সম্পাদন করিবেন । জনন, জীবন, তাড়ন, রোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গোপন এই দশটী ক্রিয়া সম্পন্ন করিলে মন্ত্র সংস্কার করা হয় । ২৬

মাতৃকা বা বর্ণমালা হইতে মন্ত্রের উদ্ধারকে জনন কহে । প্রণব মন্ত্র (ওঁ) অগ্রে উচ্চারণ পশ্চাৎ দেয় মন্ত্রের প্রত্যেক অক্ষর উচ্চারণ করাকে জীবন কহে । মন্ত্র বর্ণকে চন্দন দ্বারা তাম্রাদি পাত্রে লিখিয়া বায়ু বীজ (যং) দ্বারা দশবার চন্দন বারি প্রক্ষেপ পূর্ব্বক তাড়ন করার নাম তাড়ন । করবীর পুষ্প দ্বারা মন্ত্র বর্ণসম সংখ্যায় বর্ণাবলি রূপে শ্রেণীবদ্ধ করতঃ রং বীজ দ্বারা হনন ক্রিয়াকে

সঞ্চিন্ত্য মনসা মন্ত্রং জ্যোতির্মন্ত্রেণ নির্দহেৎ।
তারং ব্যোমাগ্নি মনুযুগ্দণ্ডী জোতি র্মনুর্মতঃ।
কুশোদকেন জপ্তেন প্রত্যর্ণ-প্রোক্ষণং মনোঃ।
তেন মন্ত্রেণ বিধিবদ্দেবতাপ্যায়নং মতম্।
মন্ত্রেণ বারিণা মন্ত্রং তর্পয়েৎ তর্পণং মতম্।
তারামায়ারমা যোগো মনোর্দীপনমুচ্যতে।
জপ্যমানস্য মন্ত্রস্য গোপনন্ত্বপ্রকাশনম্।
সংস্কৃত্যৈবং বিধানেন ততো দীক্ষাং প্রদাপয়েৎ॥ ২৭
বিচার্য্য বিধিবদ্বিদ্বান্ সিদ্ধাদীন্ ক্রমযোগতঃ।
হরচক্রং ষড়্দলাৎ সিদ্ধাদিচক্রমেব চ।
রাশিলক্ষণচক্রে চ কুলাকুলমতঃ পরম্।
অকডমঞ্চাকথহং বর্গচক্রং তথৈব চ।
উক্তানি নব চক্রাণি মন্ত্রসিদ্ধিকরাণি চ।
নব-চক্রবিশুদ্ধাত্মা মনোঽভীষ্টায় কল্প্যতে।
উপাসিতা যদি ভবেৎ শিষ্যৈস্ত্রিপুরুষৈঃ ক্রমাৎ।
তদা তদ্‌গ্রহণে ধীরো বিচারং নৈব কারয়েৎ॥ ২৮

রোধন কহে। মন্ত্র বর্ণ সম সংখ্যক অশ্বত্থ পত্র জল সিক্ত করতঃ সেই জল ছিটাইয়া লিখিত মন্ত্রের উপর প্রদান করাকে অভিষেক কহে। মনে মনে জ্যোতি মন্ত্রের দ্বারা দেয় মন্ত্রকে আবৃত করিলাম এই চিন্তার নাম বিমলীকরণ। জ্যোতির্মন্ত্র হ্রৌঁ। দেয় মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণ কুশোদক দ্বারা প্রোক্ষণ করাকে আপ্যায়ন কহে। মন্ত্রপূত বারি দ্বারা তর্পণ করার নাম তর্পণ। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই প্রণবত্রয় দেয় মন্ত্রে সংযুক্ত করার নাম দীপন। জপ কালে গোমুখ ইত্যাদির মধ্যে মন্ত্রময়ী মালার গুপ্তিকে গোপন কহে। এইরূপে মন্ত্রের দশ সংস্কার করিয়া দীক্ষা প্রদান করিবে। ২৭

দীক্ষা প্রদানের পূর্ব্বে রাশিচক্র, কুলাকুলচক্র, অকডমচক্র, অকথহ চক্র ও বর্গ চক্রাদির বিচার করিবে। শিষ্য পিতা পিতামহ ক্রমে তিন পুরুষ কর্ত্তৃক উপাসিত মন্ত্রের গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে বিচারে প্রয়োজন নাই। ২৮

ভর্ত্তুর্মন্ত্রন্তু বনিতাশ্রয়েদ্ভাগ্যবশাদ্ যদি।
তদা ভর্ত্তুর্বিচারেণ বিচারোঽস্যা ন তু স্বতঃ॥ ২৯
কুলচক্রে সমুৎপন্নে বীরাম্মাহেশ্বরীমুখাৎ।
কৃপয়া দীয়মানস্য বিচারো নাত্র কুত্রচিৎ॥ ৩০
অন্তঃকরণবৃত্তের্ব্বা যত্র শ্রদ্ধা গরীয়সী।
সৈবোপাস্যা প্রযত্নেন বিচারস্তত্র নিষ্ফলঃ॥ ৩১
যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্।
ইতি বেদস্য বাক্যার্থঃ সংক্ষেপাৎ কথিতো ময়া।
শ্রদ্ধয়া জায়তে সিদ্ধিরিহলোকে পরত্র চ॥ ৩২
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শ্রদ্ধাবান্ ভব সুব্রত।
শ্রদ্ধয়া জায়তে ভক্তির্ভক্ত্যা তামিতি নিশ্চিতম্॥ ৩৩

ইত্যন্নদাকল্পে প্রথমঃ পটলঃ।

যদি পত্নী ভাগ্যবশতঃ স্বামীর মন্ত্র প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে স্বামীর বিচারে তাঁহার বিচার সিদ্ধ হয়। ২৯

চক্রানুষ্ঠান কালে চক্রেশ্বর বা চক্রেশ্বরী যদি দয়াপরবশ হইয়া চক্র সন্নিহিত অদীক্ষিত ব্যক্তিকে দীক্ষিত করেন, তাহা হইলে বিচারের প্রয়োজন নাই। ৩০

আর যে মন্ত্রে বা দেবতায় মনের দৃঢ় অনুরাগ স্বতঃসিদ্ধ, তাহার বিচারের আবশ্যক নাই। ৩১

পরমেশ্বরীর মত অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত যাহার মত, সেই ব্যক্তি তাঁহাকে চিনিতে জানে, যে নিজে মত গঠন করে,—যে মতুয়া হয় সে তাঁহাকে জানে না। যাহার লোক দেখান ভাক্ত পাণ্ডিত্যাভিমান আছে, তাহার সম্বন্ধে তত্ত্ব দূরে থাকেন. আর যে মনে মনে জানে ব্রহ্মতত্ত্বের আমি কিছুই জানি না, তিনি তাঁহাকে নিশ্চিতই জানিতে পারিবেন। এই বেদের বাক্যার্থ সংক্ষেপে কহিলাম। বাস্তবিক শ্রদ্ধাই সিদ্ধি লাভের মূল। শ্রদ্ধাই ইহকালে ও পরকালে জীবকে সুখী করে। ৩২

অতএব হে সুব্রত! সর্ব্বপ্রযত্নে শ্রদ্ধাবান্ হইতে যত্নপর হও। শ্রদ্ধা হইতে ভক্তির আবির্ভাব হয় এবং ভক্তি দ্বারা উপাস্য বস্তুকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাতে সংশয় নাই। ৩৩

ইতি অন্নদাকল্পে প্রথম পটল।

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

শ্রীব্রহ্মভৈরব উবাচ।

দীক্ষাবিধানং পরমং কথয়স্ব ময়ি প্রভো।
যেনান্নদা প্রসন্না স্যাৎ চতুর্ব্বর্গাদি-দায়িনী ॥ ১

শ্রীশিব উবাচ।

গোশালায়াং গুরোর্গেহে দুর্গাগারে বিশেষতঃ।
বিল্বমূলে নদীতীরে পর্ব্বতে শিবসন্নিধৌ।
স্বগৃহে শূন্যনিলয়ে তথা সাধকমন্দিরে।
শ্রীদুর্গাপ্রতিমাস্থানে যুবতীনাঞ্চ সন্নিধৌ।
এবমাদিষু দেশেষু দীক্ষা কর্ম্ম প্রশস্যতে ॥ ২
সুতিথৌ সুমুহূর্ত্তে চ শুভলগ্নে শুচিস্থলে।
মণ্ডলে সর্ব্বতোভদ্রে কলসং স্থাপয়েদ্বুধঃ।
সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং মার্ত্তীক্যং বা স্বশক্তিতঃ।
পূরয়েৎ কলসং মন্ত্রী মূলেনৈব প্রযত্নতঃ।
সৌবর্ণং ভোগদং প্রোক্তং রাজতং মোক্ষদং মতম্।
তাম্রং প্রীতিকরং জ্ঞেয়ং মার্ত্তিক্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
ক্ষীরদ্রুমকষায়েণ পলাশত্বগ্ভবেন চ।
অন্নোদ্ভবেন তীর্থেন রক্তবর্ণেন দেশিকঃ।
পূরয়েৎ কলসং মন্ত্রী মাতৃকামূলমুচ্চরন্ ॥ ৩

ব্রহ্মভৈরব কহিলেন, অতি সুখপ্রদ দীক্ষা বিধান বর্ণনা করুন। দীক্ষা গ্রহণ করিলে চতুর্ব্বর্গদায়িনী অন্নপূর্ণা প্রসন্না হইয়া থাকেন। ১

শিব কহিলেন, গোশালা, শ্রীগুরুর গৃহ, দুর্গামণ্ডপ, বিল্ববৃক্ষের মূল দেশ, নদীতীর, পর্ব্বত, শিব মন্দির, নিজ গৃহ, জন শূন্য গৃহ, সাধক ভবন, দুর্গাপ্রতিমা ও যুবতী রমণীদিগের সন্নিকটে দীক্ষাপ্রদান প্রশস্ত। ২

গুরু শুভলগ্নে সুমুহূর্ত্তে শিষ্যের শক্তির অনুরূপা মৃত্তিকা, তাম্র, রৌপ্য অথবা স্বর্ণনির্ম্মিত কলস সর্ব্বতো ভদ্রমণ্ডলের উপর স্থাপন করিবেন। সৌবর্ণ

মণ্ডলে কলসে দ্রব্যে বহ্ন্যর্কশশিমণ্ডলে।
পূজয়েদ্বিধিবদ্বিদ্বানাধারাদিকলান্বিতান্॥ ৪
একমেবাদিভির্মন্ত্রৈঃ কাব্যশাপাদিমোচনম্।
হংসমন্ত্রেণ মন্ত্রজ্ঞো মূলমষ্টশতং ততঃ॥ ৫
জপ্ত্বা সংশোধনং কৃত্বা কলসস্য মুখং গুরুঃ।
ছাদয়েৎ পল্লবৈঃ পঞ্চসুরক্রমনিভৈস্ততঃ।
চসকং তৎ ফলাকারং স্থাপয়েৎ পল্লবোপরি।
কৃত্বা কল্পোদিতান্ ন্যাসান্ তত্রাবাহ্য মহেশ্বরীম্।
পূজায়িত্বাগমোক্তেন মূলমষ্টশতং জপেৎ॥ ৬
ততঃ স্বদক্ষিণে মন্ত্রী স্থাপয়িত্বা হুতাশনম্।
সাজ্যেনান্নেন জুহুয়াৎ পায়সেনাথ সর্পিষা।
অষ্টোত্তরশতং হুত্বা বহ্নেরুদ্বাস্য দেবতাম্।
কলসাগ্রে সমাধায় তয়োরৈক্যং বিচিন্তয়েৎ॥ ৭

কলস ভোগপ্রদ, রৌপ্যজ মোক্ষদ, তাম্র কলস প্রীতিকর এবং মৃন্ময় কলস পুষ্টিবর্দ্ধক। বটাদি ক্ষীর বৃক্ষের এবং পলাশত্বক্ নিঃসৃত কষায়রস যুক্ত রক্তবর্ণ অন্নজাত তীর্থ* দ্বারা মাতৃকা ও মূলমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ কলস পূর্ণ করিবেন। ৩

পরে মণ্ডল, কলস এবং তন্মধ্যস্থিত দ্রব্যে আধারাদি শক্তি এবং শশি, সূর্য্য ও বহ্নির কলার পূজা করিবেন। ৪

পরে একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময়ং ধ্রুবং ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ব্রহ্মশাপ, শুক্রাচার্য্যের অভিশাপ ও কৃষ্ণশাপ মোচন মন্ত্র পাঠ করিবেন। পরে হংসঃ শুচিসদ্বসুরন্তরীক্ষং সদ্ধোতা বেদিষদ্ ইত্যাদি মন্ত্র এবং ইষ্ট দেবতার মূল মন্ত্র ১০৮ বার পাঠ করতঃ দ্রব্য শোধন করিবেন। ৫

পরে কলসের মুখে আম্রাদি পঞ্চপল্লব ও তদুপরি একটী ফল সংস্থাপন করিয়া যথাবিধি ন্যাসাদি করতঃ মাহেশ্বরীর আবাহন পূর্ব্বক পূজা ও ১০৮ বার জপ করিবেন। ৬

তৎপরে নিজ দক্ষিণ ভাগে অগ্নি স্থাপন করিয়া সঘৃত অন্ন বা সঘৃত পায়স দ্বারা ১০৮ হোম করিবেন। ৭

---

* মদ্য, কৌল গুরু মদ্যাদি পঞ্চতত্ত্বের ব্যবহার করিতে অধিকারী।

ততঃ শিষ্যং সমাহূয় ষড়ঙ্গপরিশোধনম্ ।
কৃত্বা ন্যাসান্ প্রকুর্ব্বীত ঋষ্যাদীন্ কল্পসংগতান্ ।
আচ্ছাদ্য নেত্রে বস্ত্রেণ গন্ধপুষ্পৈশ্চ তৎকরৌ ।
পূরয়িত্বা গুরুর্ধৃত্বা মূলেন কলসে ক্ষিপেৎ ॥ ৮
ত্রিবারঞ্চ ততো নেত্রবন্ধনং মোচয়েৎ পুনঃ ।
চসকং তীর্থসম্পূর্ণং নীত্বা তৎকলসাদ্ গুরুঃ ।
কল্পদ্রুমফলমুদ্ধৃত্য শিষ্যহস্তে নিধাপয়েৎ ।
শাখাভিঃ পঞ্চভিঃ পশ্চাৎ মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্ ।
অভিষিঞ্চেচ্ছিশুং মূর্দ্ধ্নি কলসোত্থেন বারিণা ॥ ৯
মন্ত্রার্ণসংখ্যয়া মন্ত্রী তন্মূর্দ্ধ্নি দক্ষিণং করম্ ।
দত্ত্বা কর্ণে বদেদ্বিদ্যাং ঋষিচ্ছন্দঃসমন্বিতাম্ ।
ত্রিবারং অষ্টবারং বা প্রসন্নেনান্তরাত্মনা ॥ ১০
আবয়োস্তুল্যফলদো ভবত্বিদমুদীরয়ন্ ॥ ১১
ততঃ শ্রীগুরুপাদাব্জং প্রণমেদ্দণ্ডবচ্ছিশুঃ ।
ত্রাহি নাথ কুলাচার-পদ্মিনী-পদ্মনায়ক ।
তৎপাদাম্ভোরুহচ্ছায়াং দেহি মূর্দ্ধ্নি যশোধনম্ ॥ ১২

পরে শিষ্যকে নিকটে আহ্বান করতঃ তাহার গাত্রে ষড়ঙ্গন্যাসাদি করিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তাহার চক্ষুর্দ্বয় আচ্ছাদন করতঃ গন্ধপুষ্পদ্বারা তদীয় অঞ্জলি পূরণ করিয়া ঐ পুষ্পাঞ্জলি কলসের উপর প্রদান করাইবেন। ৮

এইরূপে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াইয়া নেত্রবন্ধন মোচন করিবেন এবং তাহার হস্তে ঘটস্থিত ফল ও কুশীতে তীর্থ লইয়া প্রদান করিবেন। পরে পঞ্চবল্লব দ্বারা কলস হইতে অল্প অল্প জল লইয়া শিষ্যকে অভিষেক করিবেন। ৯

পরে গুরু প্রসন্নচিত্তে শিষ্য-মস্তকের উপরে দক্ষিণ কর রাখিয়া মন্ত্রবর্ণ সংখ্যানুসারে দেয় মন্ত্র জপ করিয়া কর্ণের নিকট মন্ত্রের ঋষি ছন্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক তিন বার অথবা অষ্টবার মন্ত্র প্রদান করিবেন। ১০

পরে এই মন্ত্র দান ও গ্রহণ ব্যাপারে আমাদের উভয়ের তুল্য ফল হউক ইহা কহিবেন। ১১

পরে "ত্রাহি নাথ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতঃ শিষ্য শ্রীগুরুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন। গুরু তাহাকে হস্তধারণপূর্ব্বক উঠাইয়া কহিবেন, বৎস ! তুমি

ততশ্চ সদ্‌গুরুঃ শিষ্যমুত্থাপ্য বচনং বদেৎ।
উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি সম্যগাচারবান্ ভব.
কীর্ত্তিঃ শ্রীঃ কান্তিমেধায়ুর্বলারোগ্যং সদাস্তু তে॥ ১৩
গুরোশ্ছায়ানুসারী স্যাৎ ত্রিদিনং নিকটে বসেৎ।
নোচেৎ সঞ্চারিণী শক্তির্গুরুমেতি ন সংশয়ঃ॥ ১৪
অব্দেকেন ভবেদ্যোগ্যো ব্রাহ্মণোঽব্দদ্বয়ান্নৃপঃ।
বৈশ্যো বর্ষৈস্ত্রিভিঃ শূদ্রশ্চতুর্ভি র্ব্বৎসরৈর্গুরোঃ।
সেবয়া সিদ্ধিমাপ্নোতি কিংবা জপহুতাদিভিঃ॥ ১৫
ততস্তু সদ্‌গুরোর্দীক্ষাং গৃহীত্বা ভাবতৎপরঃ।
পাশবেন তু কল্পেন দিবা পূজাং সমাচরেৎ॥ ১৬
প্রাতঃ স্নায়ী ব্রহ্মচারী নিরাহারো দৃঢ়ব্রতী।
নিত্যার্চ্চনং দিবা কুর্য্যাৎ যাবন্ন স্যাৎ পুরস্ক্রিয়া॥ ১৭
নিত্যার্চ্চনরতো ভূত্বা কুর্য্যান্মন্ত্র-পুরস্ক্রিয়াম্।
পূরশ্চরণসম্পন্নো বীরভাবং সমাশ্রয়েৎ॥ ১৮

উঠ, পশু-পাশ হইতে মুক্ত হইলে, এক্ষণে আচার পালন করিতে অভ্যাস কর। সদা কাল কীর্ত্তি, কান্তি, শ্রী, আরোগ্য, মেধা, দীর্ঘায়ু ও সামর্থ্য লাভ কর। ১২-১৩

এইরূপে লব্ধদীক্ষ শিষ্য তিন দিবস সর্ব্বকালে গুরুর নিকটে নিকটে থাকিবেন, নচেৎ সঞ্চারিণী মন্ত্রশক্তি সমস্ত তেজসহ আবার গুরুর দেহেই সংক্রান্ত হইবে। ১৪

গুরু ব্রাহ্মণ জাতীয় শিষ্যকে এক বৎসর পরীক্ষা করিয়া শিষ্য করার যোগ্য কি না স্থির করিবেন। এইরূপে ক্ষত্রিয়কে দুই বৎসর, বৈশ্যকে তিন বৎসর এবং শূদ্র শিষ্যকে চারি বৎসর পরীক্ষা করিয়া মহাবিদ্যার মন্ত্র দান করিবেন। শিষ্য জপ হোম যত করিতে পারুক বা না পারুক, গুরু সেবা ও গুরুভক্তি দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিবে। ১৫

দীক্ষানন্তর শিষ্য প্রথমে শ্রদ্ধাসহকারে পশুভাবের অনুসরণ করতঃ দিবাভাগে পূজা জপাদি করিবেন। কারণ পশুভাবে মহানিশায় জপ পূজা নিষিদ্ধ।১৬

প্রাতঃস্নান, ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ স্ত্রীশয্যার অস্পর্শ, আহার সংযম ও একান্তভাব পশুভাবে অবশ্য পালনীয়। ১৭

এইরূপে পশুভাবে সাধন করিতে করিতে সাধনের দার্ঢ্য জন্মিলে পুরশ্চরণ

পুত্রদারগৃহস্নেহলোভমোহবিবর্জ্জিতঃ।
মন্ত্রং বা সাধয়িষ্যামি শরীরং বাথ পাতয়ে॥ ১৯
প্রতিজ্ঞামীদৃশীং কৃত্বা বীরসাধনকর্ম্মসু।
প্রবর্ত্তমানঃ পুরুষো দীক্ষায়াঃ ফলমশ্নুতে॥ ২০

ইত্যন্নদাকল্পে দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

রূপ পঞ্চাঙ্গ ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। পুরশ্চরণান্তে বীরাভিষেক দ্বারা বীর ভাব অবলম্বন করিবে। ১৮

যাহার স্ত্রী পুত্র ধন ধান্যাদিতে মমতা এবং লোভ মোহ নাই, মন্ত্রের সাধন বা শরীর পাত যাহার সংকল্প, সেই মনস্বী ব্যক্তি বীর পদ বাচ্য। মদ্য পানকারীকে বীর কহে না। সাধন ভজন জন্য বন্ধু বান্ধবের নিন্দা, স্ত্রী পুত্রাদির বিরাগ ভাজনতা, লোকের পরিহাস ও রাজদণ্ড ভয়ও যিনি গ্রাহ্য করেন না, তিনিই দীক্ষার প্রকৃত ফল মায়ের কৃপা প্রাপ্ত হন। ১৯-২০

দ্বিতীয় পটল সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ পটলঃ

শ্রীব্রহ্মভৈরব উবাচ

দীক্ষাবিধানং কথিতং ত্বয়া নাথেন কেবলম্ ।
মন্ত্রোদ্ধারং বদেদানীং যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি ।। ১

শ্রীশিব উবাচ

মন্ত্রোদ্ধারং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈকান্তচেতসা ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা সাধকশ্রেষ্ঠো ভবাব্ধৌ ন নিমজ্জতি ।। ২
নমো ভগবতি প্রান্তে মাহেশ্বরি পদস্ততঃ ।
অন্নপূর্ণে ততঃ স্বাহা বিদ্যা রাজ্ঞী প্রকীর্ত্তিতা ।। ৩
ইয়ন্তু ষোড়শী নিত্যা নিত্যজ্ঞানেশ্বরী শিবা ।
মম দেহার্দ্ধদানস্থ সম্প্রদানস্বরূপিণী ।
তারাদ্যা ভুবনেশাদ্যা শ্রীবীজাদ্যা মহেশ্বরী ।
কামাদ্যা বাগ্‌ভবাদ্যাশ্চ পঞ্চধা সপ্তদশ্যপি ।। ৪
ইয়ং পরেতি বিখ্যাতা পরমার্থপ্রবর্ত্তিনী ।
ব্রহ্মাণ্ডকোটীজননী প্রোচ্যতে চাপরাধুনা ।
তারমায়া রমামায়া মায়া শ্রীবীজপূর্ব্বিকা ।
ত্রিধাপ্যষ্টাদশী বিদ্যা ক্রমেণ পরিকীর্ত্তিতা ।। ৫

ব্রহ্মভৈরব কহিলেন, হে নাথ! দীক্ষা বিধান শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে আমায় যে স্নেহ করেন, সেই স্নেহের অনুরোধে মন্ত্রোদ্ধার বর্ণনা করুন। ১

শিব কহিলেন, হে ভৈরব! একান্ত চিত্তে শ্রবণ কর, মন্ত্রোদ্ধার বিবরণ কহিতেছি। ইহার রহস্যজ্ঞ সাধক সংসার-সমুদ্রে বিপন্ন হন না। ২

"নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা" এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র বিদ্যা-রাজ্ঞী নামে অভিহিত। ইহার পূর্বে তার (ওঁ), হ্রীং, শ্রীং, ক্লীং ঐং যোগ করিলে পাঁচটি সপ্তদশাক্ষরী বিদ্যা হয়। এই মন্ত্র পঞ্চকের অপর নাম পরা বিদ্যা। ষোড়শাক্ষরীর পূর্বে তার ও মায়া (হ্রীং) শ্রীং হ্রীং এবং হ্রীং শ্রীং এই বীজ দ্বয় যোগ করিলে তিনটি অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা হয়। এই মন্ত্রত্রয়ের নামান্তর অপরা বিদ্যা। ৩-৫

ন বিদ্যতে পরা যস্মাৎ অপরা তেন গীয়তে।
পরাপরা ষোড়শী সা দ্বয়োরাশ্রয়রূপিণী।
তন্মধ্যে বিধিনা বিদ্যা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা।
তারশ্চ হৃদ্বহ্নিজায়া মায়া হৃদ্বহ্নিসুন্দরী।
রমা হৃদ্বহ্নিললনা কন্দর্পো হৃৎকৃশানুগা।
বাগ্‌ভবং হৃদয়ং বহ্নেঃ কলত্রং পঞ্চ পঞ্চধা॥ ৬
পঞ্চমীয়ং সমাখ্যাতা ভোগমোক্ষ-ফলপ্রদা।
তার মায়া রমা মায়া মায়া শ্রীহৃদয়ঙ্গতা।
কৃশানুবর্ণিতোপেতা ষড়্‌বর্ণেয়ং ত্রিধা মতা॥ ৭
ক্রমশঃ পঞ্চবীজাদ্যং সম্বোধনপদত্রয়ম্।
সপ্তার্ণা পঞ্চদশধা বহ্নিকান্তাবসায়িনী॥ ৮
বীজযুগ্মত্রয়োপেতা নবধা সা ষড়ক্ষরী।
বহ্নিকান্তাবিহীনত্বান্নবধৈব ষড়ক্ষরী।
সপ্তার্ণা পঞ্চদশধা সা পঞ্চার্ণা সদা ভবেৎ॥ ৯

এইরূপে পঞ্চাক্ষরী পাঁচটী বিদ্যা আছে। যথা—ওঁ নমঃ স্বাহা। হ্রীং নমঃ স্বাহা। শ্রীং নমঃ স্বাহা। ক্লীং নমঃ স্বাহা। ঐং নমঃ স্বাহা। ৬

ষড়ক্ষরী তিনটী,—ওঁ হ্রীং নমঃ স্বাহা। শ্রীং হ্রাং নমঃ স্বাহা। হ্রীং শ্রীং নমঃ স্বাহা। ৭

সপ্তাক্ষরী পঞ্চদশটী মন্ত্র যথা,—ওঁ ভগবতি স্বাহা। হ্রীং ভগবতি স্বাহা। শ্রীং ভগবতি স্বাহা। ক্লীং ভগবতি স্বাহা। ঐং ভগবতি স্বাহা। ওঁ মাহেশ্বরি স্বাহা। হ্রীং মহেশ্বরি স্বাহা। শ্রীং মাহেশ্বরি স্বাহা। ক্লীং মাহেশ্বরি স্বাহা। ঐং মাহেশ্বরি স্বাহা। ওঁ অন্নপূর্ণে স্বাহা। হ্রীং অন্নপূর্ণে স্বাহা। শ্রীং অন্নপূর্ণে স্বাহা। ক্লীং অন্নপূর্ণে স্বাহা। ঐং অন্নপূর্ণে স্বাহা। ৮

ষড়ক্ষর মন্ত্র নয়টী যথা,—

ওঁ হ্রীং ভগবতি। ওঁ হ্রীং মাহেশ্বরি! ওঁ হ্রীং অন্নপূর্ণে। শ্রীং হ্রীং ভগবতি। শ্রীং হ্রীং মাহেশ্বরি। শ্রীং হ্রীং অন্নপূর্ণে। হ্রীং শ্রীং ভগবতি। হ্রীং শ্রীং মাহেশ্বরি। হ্রীং শ্রীং অন্নপূর্ণে।

পঞ্চাক্ষর মন্ত্র সপ্তাক্ষরের ন্যায় পনরটী। স্বাহা বাদ দিলে পঞ্চাক্ষর হয়। ত্র্যক্ষর মন্ত্র দশটী।

ক্রমশঃ পঞ্চবীজানি তদন্তে বহ্নিসুন্দরী ।
অথবা হৃদয়ং দত্ত্বা দশধা ত্র্যক্ষরী পরা ॥ ১০
বীজযুগ্মত্রয়েণৈব ষড়্বিধা চতুরক্ষরী ।
শ্রীর্মায়া মাদনং বীজং মায়া শ্রীর্মাদনন্তথা ॥ ১১
মাদনং শ্রীর্মাহামায়া ত্রিবিধা ত্র্যক্ষরী ভবেৎ ।
ইয়ং মৎপ্রাণদা প্রাণভূতা ত্র্যক্ষরশালিনী ॥ ১২
সর্ব্বসম্পত্তিশুভদা সর্ব্বেপ্সিতফলপ্রদা ।
শিবো বৃহস্তানুগতঃ শশাঙ্কপরিমণ্ডিতঃ ॥ ১৩
মহামায়া লতাক্রান্তঃ কথিতঃ কামদো মনুঃ ।
একাক্ষরী সমা নাস্তি বিদ্যা ব্রহ্মাণ্ডমধ্যতঃ ॥ ১৪
তারো মায়া রমা কামঃ শক্তিতারঃ সরস্বতী ।
পাশাঙ্কুশৌ ষোড়শার্ণা পঞ্চবিংশাক্ষরী পরা ॥ ১৫
মায়ামন্ত্রময়ী বিদ্যা তব স্নেহাদিহোদিতা ।
বিধিনা দীক্ষণাদস্যাঃ শিবত্বং প্রাপ্নুয়াৎ কিল ॥ ১৬

ওঁ স্বাহা। হ্রীং স্বাহা। শ্রীং স্বাহা। ক্লীং স্বাহা। ঐং স্বাহা। ওঁ নমঃ। হ্রীং নমঃ। শ্রীং নমঃ। ক্লীং নমঃ। ঐং নমঃ। ৯-১০

চতুরক্ষরী বিদ্যা ছয়টী যথা,—

ওঁ হ্রীং স্বাহা। হ্রীং শ্রীং স্বাহা। শ্রীং হ্রীং নমঃ। শ্রীং হ্রীং স্বাহা। ওঁ হ্রীং নমঃ। হ্রীং শ্রীং নমঃ। ১১

পুনশ্চ ত্র্যক্ষরী ত্রিবিধা।—শ্রীং হ্রীং ক্লীং। হ্রীং শ্রীং ক্লীং। ক্লীং শ্রীং হ্রীং। ইহা আমার প্রাণদ, প্রাণস্বরূপ এবং সমস্ত সম্পত্তি ও শুভদা। সকলের ঈপ্সিত ফলপ্রদা। ১২-১৩

একাক্ষরী বিদ্যা "হ্রীং"। এই একাক্ষরীর সমান বিদ্যা ব্রহ্মাণ্ডে নাই। ১৪

এইরূপে মূলভূত ষোড়শাক্ষরীতে তারাদি বীজ যোগ করিলে পঞ্চবিংশাক্ষরী হয়। ১৫

তোমার স্নেহে মায়ামন্ত্রময়ী বিদ্যা বলিলাম। যথাবিধানে ইহার দীক্ষায় শিবত্ব লাভ করিতে পারে। ১৬

সর্ব্বাসামেব বিদ্যানাং মেরুভূতা চ ষোড়শী।
তথৈব পঞ্চবীজানি মেরুভূতানি ভাবয় ॥ ১৭
মেরুং বিনা মন্ত্রজাতং সর্ব্বং ভবতি নিষ্ফলম্।
ত্যক্ত্বা সম্বোধনং তত্র ঙেঽবসানেঽনলপ্রিয়া ॥ ১৮
হৃদয়ং বা মহাদেব্যাঃ ষোঢ়া বিদ্যা ষড়ক্ষরী।
ইতি তে কথিতা দেব্যাঃ ষোঢ়া বিদ্যা ষড়ক্ষরী ॥ ১৯
ইতি তে কথিতং দেব্যা রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
মন্ত্রোদ্ধারঃ মহেশান্যাঃ কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২০

ইত্যন্নদাকল্পে মন্ত্রোদ্ধার-বিবরণং নাম তৃতীয়ঃ পটলঃ।

সকল বিদ্যার মেরুভূতা ষোড়শী। সেইরূপ পঞ্চবীজকে মেরুভূত জানিবে। ১৭

মেরু ব্যতীত সমস্ত মন্ত্রজাত নিষ্ফল হয়। সম্বোধন পদ ত্যাগ করিয়া চতুর্থ্যন্ত পদের সঙ্গে স্বাহা শব্দ যোগ করিলে মহাদেবীর হৃদয় স্বরূপ ষড়ক্ষরী বিদ্যা হয়। এই তোমাকে দেবীর ষড়্বিধা ষড়ক্ষরী বিদ্যা বলিলাম। ১৮-১৯

এই আমি তোমার নিকট মহেশ্বরীর মন্ত্রোদ্ধার বিবরণ কহিলাম। আর কি শুনতে বাসনা আছে বল। ২০

তৃতীয় পটল সমাপ্ত।

চতুর্থঃ পটলঃ

শ্রীব্রহ্মভৈরব উবাচ

বিদ্যামাহাত্ম্যমমলং কথয়স্ব ময়ি প্রভো।
কস্যা কীদৃক্ ফলং নাথ কিং বা জপহুতাদিকম্ ॥ ১

শ্রীশিব উবাচ

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া ব্রহ্মন্ বিদ্যামাহাত্ম্যমুত্তমম্।
ময়া সমস্তা বিদ্যানাং বাগ্‌ভিঃ স্তোতুং ন শক্যতে ॥ ২
বক্ত্রকোটি-সহস্রৈস্তু জিহ্বা-কোটিশতৈরপি।
কিং পুনঃ পঞ্চভির্ব্বক্তৈ্রঃ পঞ্চজিহ্বাভিরেব চ ॥ ৩
তথাপি কথয়িষ্যামি তব স্নেহাৎ সমাসতঃ ॥ ৪
প্রণবাদ্যা যদা বিদ্যা বাগীশত্ব-প্রদায়িনী।
ইতি সপ্তদশী বিদ্যা প্রোচ্যতেঽষ্টাদশাক্ষরী।
তার-মায়াদিকা বিদ্যা ভোগমোক্ষৈকসাধনী ॥ ৫
শ্রী-বীজাদ্যা যদা বিদ্যা তদা শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী।
কামাদ্যা সা সপ্তদশী সর্ব্বকামপ্রপূরণী ॥ ৬
মায়া-শ্রী-বীজযুগ্মাদ্যা সদা বিভববর্দ্ধিনী।
শ্রী-মায়া-বীজ-যুগ্মাদ্যা সদা সম্পত্তি-পূরণী ॥ ৭
বিদ্যাভেদান্তরাণাঞ্চ বীজযোগেন তৎ ফলম্।
নির্বীজাশ্চৈব যা বিদ্যা ভোগমোক্ষৈকভূমিকা ॥ ৮

ব্রহ্মভৈরব কহিলেন, প্রভো বিদ্যার মাহাত্ম্য এবং জপ হোমাদির বিবরণ বর্ণনা করুন। ১

শিব কহিলেন, ব্রহ্মন্! বিদ্যার মাহাত্ম্য বিষয়ে অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। কোটী সহস্র বদন ও কোটী সহস্র জিহ্বাবান্ পুরুষও বাক্যদ্বারা বিদ্যার স্তব করিতে সক্ষম নহে। তথাপি তোমার স্নেহ বশে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ২-৪

প্রণব যুক্ত বিদ্যা (ষোড়শাক্ষর মন্ত্র) বাগীশত্ব প্রদান করেন। প্রণব ও মায়াবীজ যুক্ত বিদ্যা ভোগ মোক্ষ প্রদান করেন। শ্রীবীজাদ্যা ধন সম্পত্তি,

মহাপদি মহাঘোরে মহাদারিদ্র্যসঙ্কটে ।
মহারণ্যে মহাযুদ্ধে মহাদুর্ভিক্ষপীড়নে ॥ ৯
স্মরণাদেব বিদ্যায়াঃ ক্ষয়ং গচ্ছন্তি চাপদঃ ।
ধনং ধান্যং সুতং জায়াং হয়ং হস্তিনমেব চ ।
বস্ত্রবাটীগৃহাদীংশ্চ লভেদ্বিদ্যাপ্রসাদতঃ ॥ ১০
যদি ভাগ্যবশাদ্বিদ্যা সদ্‌গুরো মুখ-পঙ্কজাৎ ।
অন্নোদ্ভবেন তীর্থেন লভ্যতে সৈব সিদ্ধিদা ॥ ১১
ধন্যং তস্য কুলং পুণ্যং পিতা তস্য সুরোপমঃ ।
কামতুল্যশ্চ নারীণাং যেনেয়ং জপ্যতে সদা ॥ ১২
হিমাচল ইব স্থৈর্য্যে তেজসা ভাস্করোপমঃ ।
দানে কল্পদ্রুমঃ সাক্ষাৎ যেনেয়ং জপ্যতে সদা ॥ ১৩
সুখসেব্যা সুখধ্যেয়া সুখারাধ্যা সুখপ্রদা ।
সুখস্বরূপা সুখিনী ভজতাং সুখদায়িনী ॥ ১৪
বৈদিকৈশ্চ সদাচারৈঃ যজ্ঞদানজপব্রতৈঃ ।
ক্ষীণাঘানাং নৃণাং বৎস বিষ্ণুভক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ১৫

কামবীজাদ্যা সর্ব কামনা পূরণ এবং নির্বীজ বিদ্যা ভোগ মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন । ৫-৮

বিপৎপাতে, দারিদ্র্যসঙ্কটে, অরণ্যে, যুদ্ধস্থলে ও দুর্ভিক্ষকালে বিদ্যার স্মরণ করিলে সমস্ত আপদ্ দূর হয় । বিদ্যাপ্রসাদে ধন, ধান্য, পুত্র, জায়া, হস্তী, অশ্ব, বস্ত্র, গৃহ ও উদ্যানাদি লাভ হয় । ৯-১০

যদি ভাগ্যবলে সদ্‌গুরুর মুখ পঙ্কজ হইতে অন্নোদ্ভব তীর্থ যোগে বিদ্যা লাভ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হয় । ১১

বিদ্যাজপকারী মানবের কুল পবিত্র হয়, পিতা স্বর্গাদি লোকে উন্নীত হয় এবং নিজে কন্দর্প তুল্য সৌন্দর্য্যশালী হয় । ১২

জপসম্পত্তিবান্ পুরুষ ভাস্করের ন্যায় তেজস্বী, হিমালয় তুল্য স্থৈর্য্যশালী এবং দানে কল্পবৃক্ষের ন্যায় হইয়া থাকেন । ১৩

কোমল-হৃদয়া মা সুখসেব্যা, সুখধ্যেয়া এবং সাধকের সুখদায়িনী । ১৪

দান, যজ্ঞ ও ব্রতাদি বৈদিক সদাচার করিতে করিতে জীবের পাপ ক্ষয় হইলে বিষ্ণুভক্তি জন্মে । ১৫

বিষ্ণুভক্তি সুবিমলা মতিরুৎপদ্যতে যদা।
তদা তস্তাগ্যযোগেন শিবভক্তির্ভবেন্নৃণাম্ ॥ ১৬
শিবার্চ্চনেন মহতা শিবত্বং প্রাপ্নুয়াদ্‌যদা।
তদা দুর্গাপদাম্ভোজে মতিরুৎপদ্যতে স্বয়ম্ ॥ ১৭
তত্রাপি নানাদুঃখাদ্যে র্বীরসাধনসম্ভবৈঃ।
পুণ্যৈর্বহুজপধ্যানৈ র্ভাগ্যতোঽন্নপ্রদাং শ্রয়েৎ ॥ ১৮
কৃতার্থস্তেন বপুষা শিবত্বং প্রাপ্য চানিশম্।
আনন্দমগ্নঃ সন্তুষ্টো নিত্যং নিত্যার্চ্চনঞ্চরেৎ ॥ ১৯
অস্তি চেদ্বহুধা বিদ্যা বহুতন্ত্রার্থগোচরাঃ।
তথাপি শাম্ভবী তন্ত্রে বিদ্যৈষা প্রাণবল্লভা ॥ ২০
কুলক্রমগতা সিদ্ধা পশ্বাচারেণ সিদ্ধিদা।
অন্নোদ্ভবেন তীর্থেন রক্তবর্ণেন যো নরঃ ॥ ২১
পূজয়েৎ পরমা ভক্ত্যা শিবো ভবতি নান্যথা ২২
নারীং সপ্তদশাব্দাং বা তথাষ্টাদশবৎসরাম্।
দেবী-বুদ্ধ্যা পূজয়িত্বা বস্ত্রালঙ্কারভোজনৈঃ ॥ ২৩

বিষ্ণু সেবায় চিত্তের মালিন্য রহিত হইলে শৈবভাবের আবির্ভাব হয়। শৈবভাবের পরিণতাবস্থায় দুর্গার চরণ সেবায় বুদ্ধি প্রবৃত্ত হয়। পরে ভগবতীর কৃপায় পশুভাব ঘুচিলে কুল-জননী অন্নপূর্ণার চরণছায়া লাভ করে। ১৬-১৮

তখন জীব শিবরূপা হইয়া কৃতার্থতা লাভ করেন। সর্বদা ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া অন্তর্বহি মাকে দেখেন এবং মায়ের গুণগান ও পূজা করেন। ১৯

বিদ্যারূপিণী মহাদেবীর বহুপ্রকার মূর্ত্তি থাকিলেও এই অন্নদা মূর্ত্তি নিরতিশয় প্রাণের আরামদায়িনী। ২০

পিতামহাদি ক্রমে তিন পুরুষ ভজনা করিলে সিদ্ধি প্রদান করেন এবং পশ্বাচারেও কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে। ২১

যে মনুষ্য অন্নজাত রক্তবর্ণ তীর্থ দ্বারা অতিশয় ভক্তি সহকারে মায়ের পূজা করে, তিনি নিশ্চয়ই শিবত্ব লাভ করেন। ২২

সপ্তদশ বা অষ্টাদশ বৎসর বয়স্কা কামিনীকে যে সাধক দেবী বুদ্ধিতে পূজা করেন এবং তাঁহার সম্মুখে মায়ের ক্রোড়ে বসিয়া থাকার আনন্দ অনুভব

তদগ্রে সাধকবরো জপেত্তদ্গতমানসঃ।
সহস্রষোড়শমিতং মন্ত্রং ধ্যানপুরঃসরম্।
সিদ্ধো ভবতি লোকেশ নান্যথা যত্নকোটিভিঃ॥ ২৪
দশাংশং হবনং কুর্য্যাৎ পায়সান্নেন সর্পিষা।
তদ্দশাংশেন তীর্থেন তর্পণং তর্পণং মতম্॥ ২৫
কুলপ্রক্ষালনাম্ভোভিস্তদ্দশাংশাভিষেচনম্।
তদ্দশাংশেন মতিমান্ পঞ্চতত্ত্বাদিনা সুধীঃ॥ ২৬
ব্রাহ্মণৌ ভোজয়েৎ সাধু সাধকৌ দেবতাপ্রিয়ৌ।
ততঃ কুমারীং সম্পূজ্য বস্ত্রালঙ্কারভোজনৈঃ॥ ২৭
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ যথাবিভবমাত্মনঃ।
তদন্তে মহতীং পূজাং কুর্য্যাৎ সাধকঃ শক্তিভিঃ॥ ২৮
ততঃ সিদ্ধমনু র্মন্ত্রী প্রয়োগাদীন্ সমাচরেৎ॥ ২৯

ইত্যন্নদাকল্পে বিদ্যা-মাহাত্ম্য-পুরশ্চরণং নাম
চতুর্থঃ পটলঃ।

করিতে করিতে ষোল হাজার জপ রূপ পুরশ্চরণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করেন। অন্য উপাসনায় তাঁহার প্রয়োজন নাই। ২৩-২৪

জপান্তে জপসংখ্যার দশাংশ (১৬০০) ঘৃত পায়স বা ঘৃতান্ন দ্বারা হোম করিবেন। পরে তদ্দশাংশ (১৬০) সন্ধ্যায় তর্পণ করিবেন। তৎপরে তদ্দশাংশ (১৬) কুল প্রক্ষালন তোয় দ্বারা নিজ মস্তকে অভিষেক করিবেন। পরে তদ্দশাংশ দুইজন ব্রাহ্মণকে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা ভোজন করাইবেন। পরে বস্ত্র, অলঙ্কার ও ভোজ্য দ্বারা একটী কুমারীর সংকার করিয়া শ্রীগুরুদেবকে যথাবিভব দক্ষিণা দিবেন। তৎপরে যথাশক্তি বিত্তশাঠ্য বর্জ্জন পূর্বক মায়ের মহতী পূজা করিবেন। এইরূপে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়া সাধক নিগ্রহানুগ্রহরূপ প্রয়োগ সমূহের ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবেন। ২৫-২৯

চতুর্থ পটল সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ পটলঃ

ব্রহ্মভৈরব উবাচ

নিত্যপূজাবিধানঞ্চ সূচিতং ন প্রকাশিতম্ ।
কথয়স্ব তদেদানীং যদি মেঽস্তি দয়া তব ॥ ১

শিব উবাচ

শৃণু ব্রহ্মন্ পরং তত্ত্বং দেব্যা নিত্যার্চ্চনং পরম্ ।
বিনা যেন ন সিদ্ধিঃ স্যাৎ দেবতা ন প্রসীদতি ॥ ২
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় কুলবৃক্ষং প্রণম্য চ ।
শিরঃপদ্মে সহস্রারে চন্দ্রমণ্ডলমধ্যকে ॥ ৩
অকথাদি-ত্রিরেখীয়ে হংসমন্ত্রস্বপীঠকে ।
ধ্যায়েন্নিজগুরুং বীরো রজতাচলসন্নিভম্ ॥ ৪
পদ্মাসীনং স্মিতমুখং বরাভয়করাম্বুজম্ ।
শুক্লমাল্যাম্বরধরং শুক্লগন্ধানুলেপনম্ ॥ ৫
বামোরু-স্থিতয়া রক্ত-শক্ত্যালিঙ্গিত-বিগ্রহম্ ।
তয়া স্বদক্ষহস্তেন ধৃতচারু-কলেবরম্ ॥ ৬

ব্রহ্মভৈরব কহিলেন, নিত্য পূজাবিধানের সূচনা পূর্বে (পূর্বাধ্যায়ে) শুনিয়াছি, এক্ষণে তাহার প্রণালী ও প্রয়োগ বিধি বর্ণনা করুন। ১

শিব কহিলেন, ব্রহ্মন্! নিত্য পূজাবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই নিত্য পূজা না করিলে সিদ্ধিলাভ ও বার্ষিক পূজাদিতে দেবীর প্রীতি জন্মে না। ২

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে* শয্যাত্যাগ করিয়া কুল বৃক্ষের† প্রণাম করিবে। পরে সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া মস্তকস্থিত সহস্রদল পদ্মান্তর্গত সুধাকর মণ্ডল মধ্যে অ—ক—থ বর্ণমালা গঠিত ত্রিকোণ মণ্ডলে হংসপীঠে নিজ গুরুর ধ্যান করিবে। গুরুদেব রজত পর্বতের ন্যায় শুক্লবর্ণ, পদ্মাসনে উপবিষ্ট, হাস্য বদন, করদ্বয়ে বর ও অভয় মুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন এবং শুক্লমাল্য ও শুক্লবসন এবং শুভ্রগন্ধানুলেপনে শোভিত আছেন। তাঁহার পত্নী বাম উরুদেশে উপবিষ্ট হইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পতির দেহ বেষ্টন করিয়া আছেন এবং বাম হস্তে একটী

---

* চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে বা পূর্ব্বদিক্ রক্তিমাভ হইলে।

† চাঁপা, কদম্ব, আম্র, অশ্বত্থ, বকুল, অশোক, আমলকী ও নিম্বাদি বৃক্ষের।

বামেনোৎপলধারিণ্যা সুরক্ত-বসন-স্রজা।
স্মিতবক্ত্র-প্রভাবিম্বং শিবদুর্গাস্বরূপিণম্ ॥ ৭
পরানন্দরসাঘূর্ণ্যং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকম্।
তারত্রয়ং সমুচ্চার্য্য হ স খ ফেঁ্র ততঃ পরম্ ॥ ৮
হসক্ষমল বরয়ূঁ হ স খ ফেঁ্র হেসৌস্ততঃ।
অমুকানন্দনাথান্তে * অমুকী দেব্যনন্তরম্ ॥ ৯
অম্বাশ্রীপাদুকাং দত্ত্বা পূজয়ামি নমোঽন্তকঃ।
অয়ং শ্রীপাদুকামন্ত্রঃ সর্ব্বেপ্সিতফলপ্রদঃ ॥ ১০
মিথুনং চিন্তয়িত্বাথ মানসৈরুপচারকৈঃ।
ভৌতিকৈঃ পূজয়েদ্বিদ্বান্ মুদ্রামন্ত্রসমন্বিতৈঃ ॥ ১১
ভূম্যাকাশমরুদ্বহ্নিবারিবর্ণৈঃ সবিন্দুকৈঃ।
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যৌ মধ্যমানামিকা তথা ॥ ১২
অঙ্গুষ্ঠেন সমাযোগান্মন্ত্রাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
পৃথিব্যাত্মকো গন্ধঃ স্যাদাকাশাত্মকপুষ্পকম্ ॥ ১৩

রক্তোৎপল পুষ্প ধারণ করিয়া আছেন। গুরুপত্নীর দেহ কান্তি রক্তবর্ণ। তিনি সুরক্ত বস্ত্র ও মালা ধারণ করিয়া আছেন। উভয়ের হাস্যপ্রভায় উভয়ের দেহে উভয়ের দেহ প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছে। উভয়ে আত্মানন্দরসে মাতোয়ারা, যেন ঘূর্ণিত লোচনে উভয়কে সহাস্যে অবলোকন করিতেছেন। এইরূপে উভয়ের শ্রীমূর্ত্তি চিন্তা করিয়া নাম গ্রহণ ও পাদুকামন্ত্র পাঠ করতঃ পূজা ও প্রণাম করিবে। পাদুকামন্ত্র যথা—"ঐং হ্রীং শ্রীং হ স খ ফ্রেং হস ক্ষ মলবর যূঁ হসখ ফ্রেং হেসৌঃ শ্রীমাতঙ্গিনী দেব্যম্বা-সহিত-শ্রীদেবানন্দ-নাথ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ"।

পরে মানস পঞ্চভূতাত্মক পঞ্চ উপচারে গুরু মিথুনের পূজা করিবে। যথা লং ভূম্যাত্মকো গন্ধঃ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ। হং আকাশাত্মকং পুষ্পং ঐং ইত্যাদি। এই প্রকারে যং বায়্বাত্মকঃ ধূপঃ ঐং ইত্যাদি। রং বহ্ন্যাত্মকঃ দীপঃ ঐং গুরবে নমঃ। বং জলাত্মকং নৈবেদ্যং ঐং ইত্যাদি। পঞ্চদ্রব্য দান

---

* ঐং হ্রীঁ শ্রীং হসক্ষমলবরযূঁ হ সং ক্ষ ফ্রেঁ হেসৌ শ্রীনৃত্যকালী-দেব্যম্বাসহিত-শ্রীযাদবানন্দ-নাথ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ইতি উদাহরণম্।

ধূপো বায়্বাত্মকঃ প্রোক্তো দীপো বহ্ন্যাত্মকঃ পরঃ ।
রসাত্মকঞ্চ নৈবেদ্যং পূজা পঞ্চোপচারিকা ॥ ১৪
ততস্তু বাগ্‌ভবং জপ্যাদষ্টোত্তরশতং সুধীঃ ।
জপং সমর্প্য বিধিবৎ প্রণমেদ্দণ্ডবৎ সুধীঃ ॥ ১৫
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১৬
অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১৭
অথ লব্ধ্বা গুরোরাজ্ঞাং চিন্তয়েন্মন্ত্ররূপিণীম্ ।
মূলাধারে কর্ণিকান্তস্ত্রিকোণং ত্রিকোণাত্মকম্ ॥ ১৮
তদ্যোনিকুহরে লিঙ্গং পশ্চিমাভিমুখং পরম্ ।
তস্যোপরি গতাং ধ্যায়েৎ স্বার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতাম্ ॥ ১৯
প্রসুপ্ত-ভুজগাকারাং বিষতন্তু-তনীয়সীম্ ।
তড়িৎ-সূর্য্যেন্দুকোটীনাং প্রভা-পূরিত-বিগ্রহাম্ ॥ ২০
মনোদণ্ডহতাং কৃত্বা হুঙ্কারেণৈব কুণ্ডলীম্ ।
পবনানলসংযোগাচ্চৈতন্যং কারয়েদথ ॥ ২১
জ্বলদ্দীপশিখাকারাং বিশ্রাম্য প্রতি পঙ্কজে
সহস্রারে হংসপীঠে পরমাত্মনি যোজয়েৎ ॥ ২২
তস্যা যোগান্নিরাকারঃ সাকারো ভবতি ক্ষণাৎ ।
ধ্যাত্বা তয়োঃ সামরস্যং মনস্তস্মাদ্বিঘট্টয়েৎ ॥ ২৩

কালে পঞ্চমুদ্রা দেখাইবে। অঙ্গুষ্ঠা কনিষ্ঠা স্পর্শে গন্ধ ; অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী স্পর্শে পুষ্প, অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা স্পর্শে ধূপ ও দীপ এবং অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা স্পর্শে নৈবেদ্য দিবে। ৩—১৪

পরে অষ্টোত্তর শত বার "ঐং" বীজ জপ করিয়া জপ সমর্পণ করণান্তে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। "অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য", "অখণ্ড-মণ্ডলাকারং" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে। পরে গুরুর আজ্ঞা লইয়া মূলাধার পদ্মস্থিত কুল-কুণ্ডলিনীর চিন্তা করিবে। কুলকুণ্ডলিনী মৃণাল সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম সূত্ররূপিণী, সার্দ্ধত্রিবলয়াকার নিদ্রিত ভুজগীর ন্যায় নিশ্চেষ্ট ও অলস। কোটি চন্দ্রের ন্যায়

চন্দ্রার্দ্ধমণ্ডলে ভালে ততঃ কুলগুরূন্ যজেৎ।
প্রহ্লাদানন্দনাথঞ্চ সনকানন্দনাথকম্ ॥ ২৪
কুমারানন্দনাথঞ্চ বশিষ্ঠানন্দনাথকম্।
ক্রোধানন্দ-সুখানন্দৌ ধ্যানানন্দং ততঃ পরম্ ॥ ২৫
বোধানন্দমথাভ্যর্চ্চ্য ধ্যায়েৎ কুলমুখোপরি।
মহারাস-রসোল্লাস-হৃদয়াঘূর্ণলোচনঃ ॥ ২৬
কুলালিঙ্গনসম্ভিন্ন-চূর্ণিতাশেষতামসঃ।
কুলশিষ্যোপরি কৃপা-পূর্ণান্তঃকরণোদ্ধতঃ ॥ ২৭
বরাভয়যুতাঃ সর্ব্বে কুলতত্ত্বার্থবেদিনঃ।
ইত্থং কুলগুরূন্ ধ্যাত্বা প্রণিপত্য পুনঃ পুনঃ ॥ ২৮
আনন্দলোলীভূতাং তাং রতিশ্রান্তাং মনোহরাম্।
পুনস্তেন পথা মূলে সংস্থাপ্য প্রণমেদনু ॥ ২৯

প্রকাশমানাং প্রথমে প্রয়াণে,
প্রতিপ্রয়াণেঽপ্যমৃতায়মানাম্।
অন্তঃপদব্যামনুসঞ্চরন্তী-
মানন্দরূপামমলাং প্রপদ্যে ॥ ৩০

স্নিগ্ধ, কোটি বিদ্যুৎ ও সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভায় তাঁহার দেহকান্তি কান্তিময়ী। "হূঁ" এই মন্ত্র সবলে উচ্চারণ করতঃ বায়ু ও অগ্নি সংযোগে কুণ্ডলিনীকে চেতনা-যুক্ত ও অনলস করিবে। প্রাপ্তচৈতন্য, অনলস কুণ্ডলিনী প্রজ্বলিত দীপশিখা সদৃশী হইয়া পঞ্চচক্রে উত্থিত ও কিঞ্চিৎ বিশ্রান্ত হইয়া সহস্রার স্থিত হংসপীঠে পরমাত্মার সহিত মিলিত হইবেন। পরমাত্মার সহিত সংযোগ হইবামাত্র নিরাকারা* সাকারা হইয়া যান। পরে উভয়ের সমরসানন্দ চিন্তা করিয়া ললাট দেশে গুরুকুলের পূজা করিবে। কুলগুরু আটটি যথা—প্রহ্লাদানন্দ, সনকানন্দ, কুমারানন্দ, বশিষ্ঠানন্দ, ক্রোধানন্দ, সুখানন্দ, ধ্যানানন্দ ও বোধানন্দ। ইঁহারা সকলে মহারাসের মহানন্দে উল্লসিত-হৃদয়, আনন্দ ঘূর্ণিত লোচন এবং কুলশক্তির আলিঙ্গনে সমস্ত পাপতাপ ও অজ্ঞান চূর্ণ করিয়া কুল শিষ্যদিগের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিতেছেন। এই প্রকার চিন্তন ও প্রণাম করিয়া

---

* নিরাকারা হওয়ায় শূন্যা, স্বরূপিণী।

মন্ত্রচৈতন্যমেতত্তু কথিতং গুরু-ভাষিতম্ ।
তৎপ্রভাপটলব্যাপ্ত-পাটলীকৃতদেহবান্ ॥ ৩১
ততস্তু সাধকো ধ্যায়েদাত্মানং দেবতাময়ম্ ।
অহং দেবী ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্ ।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্ত-স্বভাববান্ ॥ ৩২
ইত্থং সঞ্চিন্ত্য চাত্মানং জিহ্বাগ্রে দীপরূপিণীম্ ।
মূলবিদ্যাং বিভাব্যাথ জিহ্বাং তালুগতাং চরেৎ ॥ ৩৩
শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা সমর্প্য প্রণমেত্ততঃ ।
প্রাতরারভ্য সায়ান্তং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদস্তু তব পূজনম্ ॥ ৩৪
ততঃ শ্বাসানুসারেণ মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্ ।
প্রণম্য পৃথিবীং মন্ত্রী তৎপাদং ভুবি বিন্যসেৎ ॥ ৩৫
বহির্গত্বা তু মৈত্রাদি-দন্তধাবন-পূর্ব্বকম্ ।
মুখপ্রক্ষালনং কৃত্বা কুর্য্যাৎ পুষ্পাদি-সঞ্চয়ম্ ॥ ৩৬

আনন্দে লোলীভূতা, রতিশ্রান্তা* কুণ্ডলিনীকে বিলোম ভাবে সমস্ত পদ্ম গৃহে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করাইয়া মূলাধারে আনয়ন করিবে। পরে মূলের লিখিত "প্রকাশমানাং প্রথমে" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে। এই ব্যাপারের অপর নাম মন্ত্রচৈতন্য। ২৫—৩১

পরে সাধক আপনাকে দেবতেজে তেজোময় ও দেবতাস্বরূপ চিন্তা করিবেন। "অহং দেবী ন চান্যোঽস্মি" ইত্যাদি মন্ত্রার্থ চিন্তা করিয়া জিহ্বাগ্রে দীপরূপিণী মূলমন্ত্রময়ী বিদ্যার চিন্তা করিয়া জিহ্বা তালুগত করতঃ ১০৮ বার মূলমন্ত্র জপ ও জপ বিসর্জ্জন করিয়া প্রণাম করিবে।

প্রণাম মন্ত্রের ভাবার্থ,—হে জগন্মাতঃ! প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাকাল হইতে পুনঃ প্রাত পর্য্যন্ত যাহা কিছু (ঐহিক পারত্রিক) কার্য্য করি, তাহা তোমারই পূজা†। পরে, যে নাসারন্ধ্র দিয়া শ্বাস বাতাস প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, সেই দিকের চরণ অগ্রে ভূমিতে অর্পণ করিবে।

---

* ব্রহ্মানন্দে মাতোয়ারা।

† চণ্ডীকীলকে লিখিত আছে—কৃষ্ণায়াম্বা চতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং বা সমাহিতঃ। দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি নান্যথৈষা প্রসীদতি॥

গঙ্গায়াং পুণ্যনদ্যাং বা দেবখাতেঽথ নির্ঝরে।
তড়াগে পুষ্করিণ্যাং বা স্নানায় প্রযতো ব্রজেৎ ॥ ৩৭
দিবং ভুবঞ্চান্তরীক্ষং জলমাত্মানমেব চ।
সর্ব্বং বালার্ককিরণ-ব্যাপ্তং রক্তং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৩৮
মৃৎকুশান্ কুশ-পাত্রাদি গৃহীত্বা ভাবতৎপরঃ।
মলাপকর্ষণং স্নাত্বা মন্ত্রস্নানং সমাচরেৎ ॥ ৩৯
কুলপাত্রং সদূর্ব্বঞ্চ সতিলং সজলং ততঃ।
গৃহীত্বা চান্নদাপ্রীত্যৈ করিষ্যে স্নানমন্বহম্ ॥ ৪০
কৃতসঙ্কল্প এবাদৌ ষড়ঙ্গং প্রাণসংযমম্।
কৃত্বা তু পুরতস্তোয়ে কুলচক্রং লিখেদ্বুধঃ ॥ ৪১
কুলসূর্য্যাৎ সমাকৃষ্য কুলমুদ্রাঙ্কুশেন তু।
কুলতীর্থানি তত্রৈব বিন্যস্য তদনন্তরম্ ॥ ৪২
অবগুণ্ঠ্য চ সংরক্ষ্য ধেনুযোনী প্রদর্শ্য চ।
মূলেন দশধামন্ত্র্য ত্রিধা কলস-মুদ্রয়া ॥ ৪৩
মূর্দ্ধ্নি নিক্ষিপ্য তত্তোয়ং মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্।
সপ্ত ছিদ্রাণি সংরুধ্য ত্রির্নিমজ্জেজ্জলান্তরে ॥ ৪৪

মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পৃথিবীকে প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা,—(সমুদ্রমেখলে দেবি পর্ব্বত-স্তন-মণ্ডলে। বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে)। পরে শৌচাদি ও দন্তধাবন করতঃ পুষ্প বিল্বপত্রাদি চয়ন করিবে। ৩২—৩৬

স্নানার্থ গঙ্গা, সমুদ্রগামিনী কোন নদী, দেবখাত, তড়াগ, ঝরণা বা পুষ্করিণীতে গমন করিবে। গমন কালে জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, দৃশ্য সমস্ত বৃক্ষাদি-বস্তু ও নিজদেহ পর্য্যন্ত বালার্ক কিরণে রক্তবর্ণ হইয়াছে এইমত চিন্তা করিবে। ৩৭—৩৮

পরে ভক্তি গদ্‌গদ ভাবে মৃত্তিকা, কুশ ও কুশপাত্র, তামার কোশা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া মলাপকর্ষণ স্নান অগ্রে সম্পাদন করতঃ মন্ত্র স্নান করিবে। ৩৯

কুশপাত্র, দূর্বা, তিল, জল লইয়া 'অন্নদার প্রীতির নিমিত্ত আমি স্নান করিতেছি'—এইরূপ সংকল্প, প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া মূলের লিখিত মুদ্রাদি দর্শন করাইয়া তিনবার অবগাহন করিবে। ৪০—৪৪

উত্থায় গাত্রং সম্মার্জ্জ্য আচম্য তিলকী ভবেৎ।
তৎপাদাব্জরজো ধ্যাত্বা ত্রিপুণ্ড্রং বিন্দুসংযুতম্ ॥ ৪৫
কৃত্বাচম্য ততঃ সন্ধ্যাং বৈদিকীং তান্ত্রিকীং চরেৎ।
দেবান্ পিতৄন্ ঋষীন্ মর্ত্যান্ সন্তর্প্যামৃতবুদ্ধিতঃ ॥ ৪৬
অন্নদাং তর্পয়ামীতি স্বাহা-মায়াদি-তর্পণম্।
অষ্টাদশাঞ্জলিং দদ্যাৎ পশ্চাদাবরণাদিকম্ ॥ ৪৭
একৈকাঞ্জলিনা মন্ত্রী প্রত্যেকং তর্পয়েত্ততঃ।
কুলসূর্য্যায় দেবায় ত্রিধা চার্ঘ্যন্নিবেদয়েৎ ॥ ৪৮
যথাশক্তি জপেৎ পশ্চাৎ গায়ত্রীং ব্রহ্মরূপিণীম্।
মায়া নমো ভগবত্যৈ বিদ্মহে তদনন্তরম্।
মাহেশ্বরী পদঞ্চোক্ত্বা ধীমহীতি পদন্ততঃ ॥ ৪৯
তন্নোঽন্নপূর্ণে চ পদং প্রচোদয়াদনন্তরম্।
অন্নপ্রদায়া গায়ত্রী কারণানুপ্রদায়িনী ॥ ৫০
শোষিণী সর্ব্বপাপানাং মোচনী সকলাপদাম্।
দারিদ্র্যদমনী নিত্যং সুখমোক্ষপ্রদায়িনী ॥ ৫১
একোচ্চারণমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যাদি পাতকম্।
নাশমায়াতি নিয়তং জন্মান্তরসমুদ্ভবম্। ৫২
দশভির্দশজন্মোত্থং শতেন শতজন্মনঃ।
সহস্রেণ সহস্রোত্থমিত্থং পাতকনাশিনী ॥ ৫৩
সর্ব্বাগমানাং সারাণাং সারভূতা সনাতনী।
চিৎকলেয়ং সমাখ্যাতা সহস্রেণ পুরস্ক্রিয়া ॥ ৫৪

অতঃপর গাত্রমার্জ্জন ও আচমন করিয়া দেবীর পদ-রজ বুদ্ধিতে মৃত্তিকা দ্বারা বিন্দুযুক্ত ত্রিপুণ্ড্র তিলক করিবে। ৪৫

পরে যথাক্রমে বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করিবে। অন্নদা-গায়ত্রী যথা— "হ্রীং নমো ভগবত্যৈ বিদ্মহে মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নোঽন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ"। সহস্র জপে এই গায়ত্রীর পুরশ্চরণ হয়। মূলে সরল ভাষায় গায়ত্রীর ধ্যানাদি আছে, বাহুল্যভয়ে অনুবাদ করিলাম না। এইপ্রকারে নদীতীরে সন্ধ্যা সমাপন করিয়া নদীকে প্রণাম করতঃ পূজার্থে জল লইয়া মায়ের ধ্যান ও স্তব করিতে

ঋষির্ব্রহ্মাস্য গায়ত্রীচ্ছন্দশ্ছন্দঃ প্রকীর্ত্তিতম্।
দেবতান্নপ্রদা দেবী চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনী ॥ ৫৫
মায়াবীজং নমঃ শক্তিঃ কীলকং স্যাৎ প্রচোদয়াৎ।
ধ্যায়েৎ কালত্রয়ে দেবীং ত্রিগুণাং গুণভেদতঃ ॥ ৫৬
প্রাতর্ব্রাহ্মী রক্তবর্ণা দ্বিভুজা চ কুমারিকা।
কমণ্ডলুং তীর্থপূর্ণাং অক্ষমালাঞ্চ বিভ্রতীম্ ॥ ৫৭
কৃষ্ণাজিনাম্বরধরাং হংসারূঢ়াং শুচিস্মিতাম্।
মধ্যাহ্নে সা শ্যামবর্ণা বৈষ্ণবীয়ং চতুর্ভুজা।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারিণী গরুড়াসনা ॥ ৫৮
পীনোত্তুঙ্গ-কুচদ্বন্দ্বা বনমালাবিভূষিতা।
যুবতী চ সদা ধ্যেয়া মধ্যে মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে ॥ ৫৯
সায়ং সরস্বতী রূপা শুক্লা শুক্লাম্বরা সতী।
ত্রিনেত্রা বরদা পাশ-শূল-খর্পর-ধারিণী ॥ ৬০
বৃষভাসনমারূঢ়া চন্দ্রার্দ্ধকৃত-শেখরা।
অর্দ্ধাস্তমিত-মার্ত্তণ্ডে ধ্যেয়া বিগতযৌবনা ॥ ৬১
ইত্থং কালানুসারেণ ধ্যাত্বা চাষ্টোত্তরং শতম্।
দশধা বা জপেন্নিত্যং সর্ব্বপাপবিশুদ্ধয়ে ॥ ৬২
ইষ্টদেবীস্ততো ধ্যাত্বা সূর্য্যমণ্ডলবাসিনীম্।
গায়ত্রী-মূলমন্ত্রেণ ত্রিধা চার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৬৩
সংহার-মুদ্রয়া তস্মাত্তত্তেজঃ স্বহৃদি ন্যসেৎ।
পূজার্থং জলমাদায় তীর্থং নত্বা যথাবিধি ॥ ৬৪
দেবীং ধ্যায়ন্ পঠন্ স্তোত্রং যাগভূমিমথাবিশেৎ।
প্রক্ষাল্য পাদৌ পাণী চ রক্তবস্ত্রযুগন্ততঃ ॥ ৬৫
পরিধায়ার্দ্ধচন্দ্রাভং সবিন্দুং তিলকং চরেৎ।
চন্দনেন সুরক্তেন কুঙ্কুমেনাথ বা পুনঃ ॥ ৬৬

করিতে পূজা স্থানে আগমন করিবে এবং হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া রক্তবস্ত্র বা কাষায়বস্ত্র যুগল পরিধান করিয়া রক্তচন্দন অথবা কুঙ্কুম দ্বারা ত্রিরেখাযুক্ত সিন্দুর বিন্দু সমন্বিত তিলক দেবী পাদপদ্মরেণু বুদ্ধিতে ধারণ করিবে। বিন্দু

সিন্দূরবিন্দুসংযুক্তং রেখাত্রয়বিরাজিতম্ ।
দেবীপাদাম্বুজরজো ধ্যাত্বা মূলেন সাধকঃ ।
পূজাধিকারী দুর্গায়া যথাসৌ চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৬৭

ইত্যন্নদাকল্পে পূজাপ্রকরণে স্নানাদিবিবরণং
নাম পঞ্চমঃ পটলঃ ।

মধ্যে ক্ষুদ্রাকারে মূলমন্ত্র লিখিবে। এইমত বস্ত্র ও তিলক ধারণ করিলে ভগবতীর পূজায় অধিকারী হয়। ৪৬—৬৭

পঞ্চম পটল সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ পটলঃ

শ্রীশিব উবাচ

অথ পূজা-গৃহদ্বারি উপবিশ্য কুশাসনে।
আত্মবিদ্যাশিবৈ স্তত্ত্বৈ-রাচামেৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ১
মায়াবীজং মুখে দত্ত্বা বহ্নিজায়াং তথা পরে।
বৈদিকস্যানুসারেণ শেষমন্ত্যং সমাপয়েৎ ॥ ২
ততো দ্বারস্য পুরতঃ সামান্যার্ঘ্যং প্রকল্পয়েৎ।
ত্রিকোণবৃত্তং ভূবিম্বং মণ্ডলং রচয়েৎ সুধীঃ । ৩
আধারশক্তিং সম্পূজ্য তত্রাধারং প্রকল্পয়েৎ।
অস্ত্রেণ পাত্রং প্রক্ষাল্য হৃন্মন্ত্রেণ প্রপূরয়েৎ ॥ ৪
নিক্ষিপেত্তীর্থমাবাহ্য গন্ধাদীন্ প্রণবেন তু।
আধারপাত্রতোয়েষু বহ্ন্যর্ক-শশিমণ্ডলম্ ॥ ৫
পূজয়িত্বা তু দশধা মায়াবীজেন মন্ত্রয়েৎ।
দর্শয়েদ্ধেনুমুদ্রাং বৈ সামান্যার্ঘ্যমিদং স্মৃতম্ ॥ ৬
ততস্তজ্জলপুষ্পৈশ্চ পূজয়েদ্দারদেবতাঃ।
গণেশং ক্ষেত্রপালঞ্চ বটুকং যোগিন্যস্ততঃ ॥ ৭
গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চৈব লক্ষ্মীং বাণীং ততো বিশেৎ।
কিঞ্চিৎ স্পৃশন্ বামশাখাং বাম-পাদ-পুরঃসরঃ ॥ ৮
স্মরন্ দেব্যাঃ পদাম্ভোজং মণ্ডপং প্রবিশেৎ সুধীঃ .
নৈঋর্ত্যাং দিশি বাস্তীশং ব্রহ্মাণঞ্চ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৯

অনন্তর পূজাগৃহের দ্বারদেশে কুশাসনে উপবেশন করিয়া "আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, শিবতত্ত্বায় স্বাহা" এই মন্ত্রে জল পান করিয়া মূলমন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি ছিদ্র সকল স্পর্শ করিয়া আচমন শেষ করিবে। ১—২

পরে মূলের লিখিত প্রণালীতে তথায় সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে। সামান্যার্ঘ্যের জল পুষ্প দ্বারা গণেশ, ক্ষেত্রপাল, বটুক, যোগিনী, গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং দ্বার দেবতার পূজা করিবে। পরে বামপদ অগ্রে নিক্ষেপ করিয়া বামদিক ঘেসিয়া পূজার আসনে যাইয়া উপবেশন করিবে। পরে সাধক

সামান্যার্ঘ্যস্য তোয়েন প্রোক্ষয়েদ্যাগমণ্ডপম্ ।
অনন্তরং দেশিকেন্দ্রো দিব্যদৃষ্ট্যাবলোকনাৎ। ১০
দিব্যানুৎসারয়েদ্বিঘ্নান্ অপ্রাপ্তিস্বান্তরীক্ষগান্ ।
পার্ষ্ণিঘাতৈ স্ত্রিভির্ভৌমান্ ইতি বিঘ্নান্নিবারয়েৎ ॥ ১১
চন্দনাগুরুকর্পূরৈ-র্ধূপয়েত্তদনন্তরম্ ।
মণ্ডপং স্বোপবেশার্থং চতুরস্রং ত্রিকোণকম্ ॥ ১২
বিলিখ্য পূজয়েত্তত্র কামরূপায় হৃন্মনুঃ ।
কামবীজাদিকং কৃত্বা ততস্ত্বাধারশক্তিতঃ ॥ ১৩
কমলাসনায় নমো মন্ত্রেণৈবাসনং যজেৎ ।
বিশেন্মৃদ্বাসনে বিদ্বান্ প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ ॥ ১৪
বদ্ধবীরাসনো মন্ত্রী শোধয়েদ্বিজয়াং ততঃ ।
তারং মায়াং সমুচ্চার্য্য অমৃতে অমৃতোদ্ভবে ॥ ১৫
অমৃতবর্ষিণি ততোঽমৃতমাকর্ষয় দ্বিধা ।
সিদ্ধিং দেহি ততো ব্রূয়াদন্নদাম্যে ততঃ পরম্ ॥ ১৬
বশমানয় ঠদ্বন্দ্বং সম্বিদা শোধনে মনুঃ ।
মূলমন্ত্রং সপ্তবারং তস্যোপরি নিযোজয়েৎ ॥ ১৭
আবাহনাদি-মুদ্রাঞ্চ ধেনুযোনী প্রদর্শ্য চ ।
তালয়ত্রয়ং দিগ্বন্ধনং ছোটিকাভিস্ততঃ পরম্ ॥ ১৮

দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দিব্য বিঘ্ন উৎসারণ করিয়া বামপার্ষ্ণি আঘাত দ্বারা ভৌম বিঘ্ন নিবারণ করিবে। পরে চন্দন, অগুরু ও কর্পূর অগ্নিতে দিয়া ধূপ দ্বারা মণ্ডপ শোধন করিবে। পরে মূলের লিখিত মন্ত্রে আসন শুদ্ধি করিবে। পূর্ব্বমুখে অথবা উত্তরাভিমুখে বদ্ধ বীরাসনে উপবেশন করিবে। মৃত্ আসন* প্রশস্ত। অভাবে বিষ্টরাসনে বা পুষ্পাসনে ও শব বস্ত্রাসনে বসিবে। ৩—১৪

পরে "অমৃতে অমৃতোদ্ভবে" ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে বিজয়া শোধন করিবে। পরে শোধিত বিজয়া (সিদ্ধি) দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুপংক্তির সপ্তধা তর্পণ করিবে এবং হৃদয়ে ইষ্ট দেবতার তিনবার তর্পণ করিবে। পরে "ঐঁ বদ বদ বাগ্বাদিনী মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব অন্নদাং মে বশমানয় স্বাহা" এই

* ছয়মাসের মৃত শিশুর দেহ পিটাইয়া শুকাইয়া মৃত্ আসন করিতে হয়। কোমলাসন পাঁচবছরের শিশু দেহজ, চূড়াসন তদপেক্ষা ন্যূন বয়সের বালকদেহজ জানিবে।

দিব্যদৃষ্ট্যা পার্ষ্ণিঘাতৈ র্বিঘ্নানুৎসারয়েত্ততঃ ।
সপ্তধা তর্পয়েদ্ ব্রহ্মরন্ধ্রে মূলং সমুচ্চরন্ ।। ১৯
গুরুপদ্মে সহস্রারে তথা সঙ্কেতমুদ্রয়া ।
ত্রিধৈব তর্পয়েদ্দেবীং হৃদয়ে সাধকোত্তমঃ ।। ২০
ঐং বদ বদ ব্রূয়াদ্বাগ্বাদিনী পদন্ততঃ ।
মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করী ।। ২১
স্বাহান্তেনৈব মন্ত্রেণ জুহুয়াৎ কুণ্ডলীমুখে ।
ততস্তু সাধকো বামকর্ণোর্দ্ধে শ্রীগুরুং যজেৎ । ২২
দক্ষিণে চ গণেশানং মূর্দ্ধ্নি দেবীঞ্চ চিন্ময়ীম্ ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রণম্য চ যথাক্রমম্ ।। ২৩
তরুণোল্লাস-সম্পন্নো দেবীং ধ্যাত্বা হৃদি স্থিতাম্ ।
পূজাদ্রব্যাণি সর্ব্বাণি দক্ষিণে স্থাপয়েৎ সুধীঃ ।। ২৪
বামে সুবাসিতং তোয়ং কুলদ্রব্যাণি যানি চ ।
দেবতায়াঃ পৃষ্ঠদেশে স্থাপয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ ।। ২৫
প্রক্ষালনার্থং করয়োঃ পাত্রং স্বে পৃষ্ঠদেশকে ।
ঘৃতপ্রজ্জ্বলিতান্ দীপান্ দেবতাদক্ষিণে দিশি ।। ২৬
বামে তৈলপ্রজ্জ্বলিতান্ রক্তবর্ত্তিসমন্বিতান্ ।
ধূপান্নানাবিধান্ মন্ত্রী স্থাপয়িত্বা যথাবিধি ।। ২৭
দীক্ষিতাভিঃ কুলীনাভির্যুবতীভিঃ কুলাত্মভিঃ ।
দেবতাগুরুভক্তাভিঃ সঞ্চিতং যাগভূমিষু ।। ২৮

মন্ত্রে কুণ্ডলীমুখে এক পাত্র প্রদানরূপ হোম করিবে। এইরূপে তর্পণ করতঃ তরুণোল্লাস সম্পন্ন হইয়া বামে গুরুপংক্তির, দক্ষিণে গণেশের এবং সম্মুখে (মস্তকে) ইষ্টদেবীর প্রণাম করিবে। ১৫—২৩

পরে পূজা দ্রব্য নিজ দক্ষিণে রাখিবে। বামদিকে সুবাসিত জল এবং কুলদ্রব্য দেবতার পশ্চাদ্ভাগে রাখিবে। হস্তপ্রক্ষালনের জন্য নিজ পৃষ্ঠ দেশে একটী পাত্র রাখিবে। দেবতার দক্ষিণে ঘৃত প্রজ্বালিত দীপ এবং বামে রক্ত-বর্ত্তি যুক্ত তৈল প্রজ্বালিত দীপ রাখিবে। দীক্ষিতা কুলীনা পত্নী বা অন্য কোন স্ত্রীলোক দ্বারা পূজা দ্রব্যাদি প্রস্তুত করাইবে। ২৪—২৮

অশ্রান্তমূলমন্ত্রেণ সামান্যার্ঘ্যোদকেন চ।
সংপ্রোক্ষ্য স্থাপয়েৎ সর্ব্বং বেষ্টনং জলধারয়া।। ২৯
বহ্নিবীজেন প্রাকারং বহ্নেঃ সঞ্চিন্তয়েদথ।
পুষ্পং চন্দনসংযুক্তমাদায় করয়োর্দ্ধয়োঃ।। ৩০
অস্ত্রেণ ঘর্ষয়িত্বাথ প্রক্ষিপেৎ করশুদ্ধয়ে।
তর্জ্জনীমধ্যমাভ্যাঞ্চ বামপাণিতলে ততঃ।
উর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রিতয়ং দিগ্বন্ধস্তদনন্তরম্।
অস্ত্রেণ ছোটিকাভিশ্চ ভূতশুদ্ধিমথাচরেৎ।। ৩১
স্বাঙ্কে নিধায়াত্মকরাবুত্তানৌ দেশিকোত্তমঃ।
মনো নিবেশ্য মূলেন হুঙ্কারেণৈব কুণ্ডলীম্।। ৩২
উত্থাপ্য হংসমন্ত্রেণ পৃথিব্যা সহিতং ততঃ।
সাধিষ্ঠানং সমানীয় নাসিকোপস্থসংযুতাম্।। ৩৩
পাদাদিঘ্রাণসংযুক্তাং পৃথিবীমপ্সু সংহরেৎ।
রসাদি জিহ্বয়া সার্দ্ধং জলমগ্নৌ বিলাপয়েৎ।। ৩৪
রূপাদি চক্ষুষা সার্দ্ধমগ্নিং বায়ৌ বিলাপয়েৎ।
সমীরমম্বরে বিদ্বান্ স্পর্শাদি ত্বক্‌সমন্বিতম্।। ৩৫
অহঙ্কারে হরেদ্ ব্যোমশব্দস্রোতস ইত্যপি।
মহত্তত্ত্বঞ্চ প্রকৃতৌ তাং ব্রহ্মণি বিলাপয়েৎ।। ৩৬
ইত্থং সংস্কৃত্য তত্ত্বানি বামকুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ।
পুরুষং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ রক্তশ্মশ্রু-বিলেপনম্।
খড়্গচর্ম্মধরং ক্রুদ্ধমঙ্গুষ্ঠপরিমাণকম্।। ৩৭
সর্ব্বপাপাত্মকং রূপং সর্ব্বদাধোমুখস্থিতম্।
ততস্তু বামনাসায়াং যং বীজং ধূম্রবর্ণকম্।। ৩৮
সঞ্চিন্ত্য পূরয়েত্তেন বায়ুং ষোড়শমাত্রয়া।
তেন পাপাত্মকং দেহং শোষয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ।। ৩৯

পরে করশুদ্ধি, তালত্রয়, দিগ্‌বন্ধন আদি কার্য্য করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবে।

নাভৌ রং রক্তবর্ণন্তু ধ্যাত্বা তজ্জাতবহ্নিনা।
চতুঃষষ্ট্যা কুম্ভকেন দহেৎ পাপেন তাং তনুম্ ॥ ৪০
ভ্রূমধ্যে বারুণং বীজং শুক্লবর্ণং বিচিন্ত্য চ।
দ্বাত্রিংশতা রেচকেন প্লাবয়েদমৃতাম্ভসা ॥ ৪১
আপাদতলপর্য্যন্তং সংপ্লাব্য তদনন্তরম্।
উৎপন্নং ভাবয়েদ্দহং নবীনং দেবতাময়ম্ ॥ ৪২
পৃথ্বীবীজং পীতবর্ণং মূলাধারে বিচিন্ত্য চ।
তেন দিব্যাবলোকেন দৃঢ়ীকুর্য্যান্নিজাং তনুম্ ॥ ৪৩
হৃদি হস্তং ততো দত্ত্বা আং হ্রীঁ ক্রোঁ হংস ইত্যপি।
সোঽহং মন্ত্রেণ তদ্দেহে দেব্যাঃ প্রাণান্নিবেশয়েৎ ॥ ৪৪
ভূতশুদ্ধিং বিধায়েত্থং মাতৃকান্যাসমাচরেৎ।
মাতৃকায়া ঋষি র্ব্রহ্মা গায়ত্রীচ্ছন্দ ঈরিতম্ ॥ ৪৫
দেবতা মাতৃকা দেবী বীজং ব্যঞ্জনসংজ্ঞকম্।
স্বরাশ্চ শক্তয়ঃ সর্গঃ কীলকং তদনন্তরম্ ॥ ৪৬
লিপিন্যাসে বিনিয়োগঃ সাদেবমৃষ্যাদিকল্পনা।
অং আং মধ্যে ক-বর্গন্তু ইং ঈং মধ্যে চ-বর্গকম্ ॥ ৪৭
উং ঊং মধ্যে ট-বর্গন্তু এং ঐং মধ্যে ত-বর্গকম্।
ওং ঔং মধ্যে প-বর্গন্তু বিন্দুসর্গান্তরালকম্ ॥ ৪৮
যাদি-ক্ষান্তন্তু বিন্যস্য ষড়ঙ্গ মন্ত্র ঈরিতঃ।
তথান্তর্মাতৃকান্যাসঃ কণ্ঠহৃন্নাভিলিঙ্গকে ॥ ৪৯
পায়ৌ ভ্রূমধ্যকে পদ্মে ষোড়শ দ্বাদশচ্ছদে।
দশ পত্রে ষট্ পত্রে চ চতুষ্পত্রে দ্বিপত্রকে ॥ ৫০
পশ্চাচ্চ বর্ণ-বিন্যাসঃ পত্রসঙ্খ্যাক্রমাদ্ভবেৎ।
এবমন্তঃ প্রবিন্যস্য নমসাতো বহির্ন্যসেৎ ॥ ৫১
ললাটমুখবৃত্তাক্ষি-শ্রুতিঘ্রাণেষু গণ্ডয়োঃ।
ওষ্ঠদন্তোত্তমাঙ্গাস্যে দোঃপৎসন্ধ্যগ্রকেষু চ ॥ ৫২
পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠকে নাভৌ জঠরে হৃদয়েঽংশকে।
ককুদ্যংশে চ হৃৎপূর্বপাণিপাদযুগে ততঃ ॥ ৫৩

জঠরাননয়োর্ন্যসেন্মাতৃকার্ণান্ যথাক্রমাৎ ।
ললাটেঽনামিকামধ্যে বিন্যসেন্মুখবৃত্তকে ॥ ৫৪
তর্জ্জনীমধ্যমানামা বৃদ্ধানামা চ নেত্রয়োঃ ।
অঙ্গুষ্ঠং কর্ণয়োর্ন্যসেৎ কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ নসোঃ ॥ ৫৫
মধ্যাস্তিস্রো গণ্ডয়োশ্চ মধ্যমামোষ্ঠয়োর্ন্যসেৎ ।
অনামান্দন্তয়োর্ণ্যস্য মধ্যমামুত্তমাঙ্গকে ॥ ৫৬
মুখে নামাং তথা মধ্যাং পাণিপাদযুগেষু চ ।
কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠাঃ পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠকে তথা ॥ ৫৭
তাঃ সাঙ্গুষ্ঠা নাভিদেশে সর্ব্বাঃ কুক্ষৌ চ বিন্যসেৎ ।
হৃদয়ে চ তলং সর্ব্বমংশয়োশ্চ ককুৎস্থলে ॥ ৫৮
হৃৎপূর্ব্বহস্তপৎকুক্ষি-মুখেষু তলমেব চ ।
এতাস্তু মাতৃকা মুদ্রাঃ ক্রমেণ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫৯
অজ্ঞাত্বা বিন্যসেদ্ যস্তু ন্যাসঃ স্যাত্তস্য নিস্ফলঃ ।
ইত্থং লিপিং প্রবিন্যস্য প্রাণায়ামত্রয়ঞ্চরেৎ ॥ ৬০
মায়াবীজং ষোড়শধা জপ্ত্বা বামেন বায়ুনা ।
পূরয়েদাত্মনো দেহঞ্চতুঃষষ্ট্যা চ কুম্ভয়েৎ ॥ ৬১
কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠে ধৃত্বা নাসাদ্বয়ং সুধীঃ ।
দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া মন্ত্রী রেচয়েদ্দক্ষিণেন তু ॥ ৬২
ব্যুৎক্রমেণ ক্রমেণৈব পূরকুম্ভক-রেচকৈঃ ।
পুনঃ পুনঃ ত্রিধাবৃত্ত্যা প্রাণায়াম ইতি স্মৃতঃ ॥
তত ঋষ্যাদি-বিন্যাসঃ করাঙ্গন্যাস এব চ ।
ঋষির্ব্রহ্মাস্য মন্ত্রস্য গায়ত্রীচ্ছন্দ উচ্যতে ॥ ৬৪
অন্নদা দেবতা প্রোক্তা লজ্জাবীজন্তু বীজকম্ ।
শক্তিঃ স্বাহা সমাখ্যাতা নমঃ কীলকমুচ্যতে ।
শিরো বদনহৃদ্গুহ্য-পাদসর্ব্বাঙ্গকেষু চ ॥ ॥ ৬৫
দ্বিত্রিবেদৈশ্চ তত্ত্বাভ্যাং ব্যাপকেন তু বিন্যসেৎ ।
যদ্বীজাদ্যা ভবেদ্বিদ্যা তদ্বীজেনাঙ্গ-কল্পনা ॥ ৬৬

বীজযুগ্মাদিবিদ্যানাং যুগ্মাদ্যেনৈব কল্পনা।
কেবলেনৈব বীজেন চ ষড়্ দীর্ঘভাজিনা॥ ৬৭

অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং তর্জ্জনীভ্যাং মধ্যমাভ্যাং তথৈব চ।
অনামাভ্যাং কনিষ্ঠাভ্যাং করয়োস্তলপৃষ্ঠয়োঃ॥ ৬৮

নমঃ স্বাহা বষট্ হুঁ চ বৌষট্ ফট্ ক্রমতঃ সুধীঃ।
হৃদয়ায় নমঃ পূর্ব্বং শিরসে বহ্নিবল্লভা॥ ৬৯

শিখায়ৈ বষড়িত্যুক্তঃ কবচায় হুমীরিতঃ।
নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ স্যাদস্ত্রায় ফড়িতি ক্রমাৎ॥ ৭০

পীঠন্যাসং ততঃ কুর্য্যাদ্দেবতা-ভাবসিদ্ধয়ে।
আধারশক্তিং কূর্মঞ্চ শেষং পৃথ্বীন্তথৈব চ॥ ৭১

সুধাম্বুধিং মণিদ্বীপং পারিজাতবনন্ততঃ।
চিন্তামণিগৃহং তদ্বন্মণিমাণিক্যবেদিকাম্॥ ৭২

রত্নসিংহাসনং মধ্যে তদ্‌যন্ত্রং বিন্যসেদ্ হৃদি।
দক্ষাংশে তৎকটৌ বাম-কটৌ বামাংশকে তথা॥ ৭৩

ধর্ম্মং জ্ঞানন্তথৈশ্বর্য্যং বৈরাগ্যং ক্রমতো ন্যসেৎ।
মুখপার্শ্বে নাভিপার্শ্বে নঞ্-পূর্ব্বংস্তান্ প্রবিন্যসেৎ॥ ৭৪

হৃদি কন্দন্তথা পদ্মং সূর্য্যং সোমং হুতাশনম্।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব তদ্বদাত্মচতুষ্টয়ম্॥ ৭৫

হৃৎপদ্মকেশরাগ্রেষু কর্ণিকায়ান্ততঃ পরম্।
জয়া চ বিজয়া চৈব চাজিতা চাপরাজিতা॥ ৭৬

নিত্যা বিলাসিনী গোগ্ধ্রী অঘোরা সর্ব্বমঙ্গলা।
মায়াবীজাসনং তদ্বন্মূর্ত্তিং মূলেন কল্পনম্॥ ৭৭

মূলে শুদ্ধিপ্রকরণ বিশদভাবে লিখিত আছে। পরে মাতৃকান্যাস (মূলে দ্রষ্টব্য) করিবে। বর্ণবিন্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস ও

সপ্তধা ব্যাপকং কুর্য্যান্মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ।
ততশ্চৈকাগ্রমনসা ধ্যায়েত্ত্রৈলোক্যমাতরম্ ॥ ৭৮

ইত্যন্নদাকল্পে ন্যাসান্তবিবরণং নাম
ষষ্ঠঃ পটলঃ ॥

করাঙ্গন্যাস করিবে। পরে পীঠন্যাস ও ব্যাপক ন্যাস করিয়া ত্রৈলোক্য জননীর ধ্যান করিবে। ৩২—৭৮

ষষ্ঠ পটল সমাপ্ত।

সপ্তমঃ পটলঃ

শ্রীশিব উবাচ—

ব্রহ্মভৈরব সর্ব্বাত্মন্ শৃণু ধ্যানং মনোহরম্ ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা সাধকশ্রেষ্ঠো দেবীসারূপ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১

ত্রৈলোক্যমোহিনীং সৌম্যাং বালার্কারুণবিগ্রহাম্
বিচিত্রাম্বরভূষাঢ্যাং সদাষ্টাদশবৎসরাম্ ॥ ২

নানাস্থরক্তভূষাভি র্মণ্ডিতাং চন্দ্রশেখরাম্ ।
ত্রিনেত্রামরসংব্যূহ-সংস্তুতাং দ্বিভুজাং পরাম্ ॥ ৩

বামে মানিক্যচষকং কারণামৃতপূরিতম্ ।
রত্নদর্ব্বিং দক্ষকরে পলান্নঘৃতপূরিতাম্ ॥ ৪

পায়য়ন্তীং শিবং তীর্থং ভোজয়ন্তীং পলান্নকম্ ।
পীত্বা ভুক্ত্বানন্দময়ং নৃত্যন্তং শশিশেখরম্ ॥ ৫

বিলোক্য হৃষ্ট্যাং পদ্মান্তঃ ষট্‌কোণান্তর্নিষেত্নষীম্ ।
মুক্তাহারলসত্তুঙ্গ-কুচযুগ্মমনোহরাম্ ॥ ৬

সর্ব্বসৌন্দর্য্য-বসতিং সর্ব্ব-লাবণ্য-শালিনীম্ ।
বিশ্বাদ্যাং বিশ্বজননীং বিশ্বপালনতৎপরাম্ ॥ ৭

শিব বলিলেন—

হে ব্রহ্মভৈরব ! মনোহর ধ্যান এবং মন্ত্র শ্রবণ কর । * মায়ের গাত্র আভা বালসূর্যের ন্যায় অরুণবর্ণ, মা ত্রৈলোক্য-মোহিনী ও সৌম্য-দর্শনা । নানা বর্ণের সূত্র রচিত বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন । মায়ের গাত্রে নানা বর্ণের অলঙ্কার । সর্ব্বদা অষ্টাদশবর্ষ বয়স্কা বালিকার ন্যায় স্ফুটিত-যৌবনা । মা চন্দ্রশেখরা, রক্তভূষান্বিতা, দ্বিভুজা ও ত্রিনেত্রা এবং দেবগণ কর্ত্তৃক সংস্তুতা । মায়ের বাম-করে মাণিক্য নির্ম্মিত সুধাপূর্ণ পান পাত্র এবং দক্ষিণ হস্তে পলান্ন ও ঘৃতপূর্ণ রত্নখচিত দর্ব্বি (হাতা) । মা আনন্দভরে রূপকভৈরব শিবকে সুধা ও পলান্ন খাওয়াইতেছেন । শিব পান ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া পরমানন্দে নৃত্য

---

* সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে ধ্যানের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন । তামসে কট্‌কটে শব্দের প্রয়োগ, রাজসে সমাসবহুল বাক্য প্রয়োগ এবং সাত্ত্বিকে কোমল শব্দের প্রয়োগ করা নিয়ম । ধ্যান পাঠ না করিয়া দেবতার আকার মনে ভাবনা করিতে হয় ।

দুঃখদারিদ্র্যদমনীং সুখমোক্ষফল-প্রদাম্ ।
ইত্থমানন্দনিলয়াং ধ্যাত্বা নিজহৃদম্বুজে ॥ ৮
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মানসৈরুপচারকৈঃ ।
হৃৎপদ্মমাসনং দত্থাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ ॥ ৯
পাদ্যঞ্চ পাদয়োর্দদ্যান্মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ।
তেনামৃতেনাচমনং পানীয়ন্তেন চ স্মৃতম্ ॥ ১০
আকাশতত্ত্বং বস্ত্রং স্যাদ্ গন্ধং স্যাদ্ গন্ধতত্ত্বকম্ ।
চিত্তম্প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ ॥ ১১
তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থে নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাম্বুধিঃ ।
অনাহতধ্বনি র্ঘণ্টা বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্ ॥ ১২
সহস্রারম্ভবেচ্ছত্রং শব্দতত্ত্বঞ্চ গীতকম্ ।
নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যন্মনসস্তথা ॥ ১৩
সুমেখলাং পদ্মমালাং পুষ্পং নানাবিধন্তথা ।
অমায়াদ্যৈ র্ভাবপুষ্পৈ-রর্চ্চয়েদ্ভাবগোচরাম্ ॥ ১৪

করিতেছেন। শিব-নৃত্য দর্শনে মা আনন্দে অধীরা হইয়া সিংহাসনে একবার হেলিয়া পড়িতেছেন, একবার বা ব্যগ্রভাবে উপবিষ্ট হইতেছেন। মুক্তার মালা দ্বারা জগৎপরিপালক ক্ষীরভাণ্ডার (স্তনদ্বয়) সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে। লাবণ্যের খনি, সৌন্দর্য্যের আধার, বিশ্বপ্রসবিনী বিশ্বপালনতৎপরা জগদাদ্যা জগন্ময়ী দুঃখদারিদ্র্যদমনী অনায়াসে মোক্ষদায়িনী মোক্ষদার চরণ-পঙ্কজ এইপ্রকারে নিজ হৃদয় পদ্মে ধ্যান করিবে। ১-৮

পরে ভক্তিভাবে মানস উপচার দ্বারা পূজা করিবে। মানস পূজায় হৃদয়-পদ্মকে আসন কল্পনা করিবে। সহস্রার-ক্ষরিত অমৃতবারি দ্বারা মায়ের চরণদ্বয় ধৌত করিবে। নিজের মনকে অর্ঘ্য কল্পনা করিবে, সহস্রারামৃত দ্বারা আচমনীয় ও পানীয় প্রদান করিবে। ৯-১০

আকাশতত্ত্ব বস্ত্র, গন্ধতত্ত্ব গন্ধচন্দন এবং চিত্তকে পুষ্প কল্পনা করিবে। পঞ্চ প্রাণকে (প্রাণ, অপান ব্যান, উদান, সমান) পঞ্চাঙ্গ ধূপ, তেজস্তত্ত্বকে দীপ এবং সুধা-সমুদ্রকে নৈবেদ্য কল্পনা করিবে। অনাহত পদ্মের ধ্বনিকে ঘণ্টা, বায়ু তত্ত্বকে চামর ব্যজন, সহস্রারকে ছত্র, শব্দতত্ত্ব গীত, মনের চাঞ্চল্য ও ইন্দ্রিয়গণের যাবতীয় কর্ম্মকে নৃত্য কল্পনা করিবে। অমায়া, অনহঙ্কার, অরাগ,

অমায়ামনহঙ্কার-মরাগমমদন্তথা ।
অমোহকমদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকৌ ততঃ ॥ ১৫
অমাৎসর্য্যমলোভঞ্চ দশপুষ্পম্বিত্বর্বুধাঃ ।
অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ॥ ১৬
দয়া পুষ্পং ক্ষমা পুষ্পং জ্ঞানপুষ্পঞ্চ পঞ্চমম্ ।
ইতি পঞ্চদশৈর্ভাব-পুষ্পৈঃ সম্পূজয়েচ্ছিবাম্ ॥ ১৭
সুধাম্ভোধিং মাংসশৈলং মৎস্যশৈলন্তথৈব চ ।
মুদ্রারাশিং সুরক্তঞ্চ ঘৃতাক্তং পরমান্নকম্ ॥ ১৮
কুলামৃতঞ্চ তৎ পুষ্পং পঞ্চ তৎক্ষালেনাদকম্ ।
কামক্রোধৌ ছাগবাহৌ বলিন্দত্বা প্রপূজয়েৎ ॥ ১৯
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে গগনেঽথ জলান্তরে ।
যদ্‌যৎ প্রমেয়ন্তৎ সর্ব্বং নৈবেদ্যার্থন্নিবেদয়েৎ । ২০
পাতালভূতলব্যোমচারিণো বিঘ্নকারিণঃ ।
তাংস্তানপি বলিন্দত্বা নির্দ্বন্দ্বো জপমারভেৎ ॥ ২১
মালা পঞ্চাশিকাঃ প্রোক্তাঃ সূত্রং শক্তিশিবাত্মকম্ ।
গ্রন্থিঃ স্যাৎ কুণ্ডলী শক্তির্নাদান্তে মেরুসংস্থিতিঃ ॥ ২২
সবিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য্য মূলমন্ত্রং সমুচ্চারেৎ ।
অকারাদি-লকারান্ত মন্ত্রলোম ইতি স্মৃতঃ ॥ ২৩

অমদ, অমোহ, অদম্ভ, অদ্বেষ, অক্ষোভ, অমাৎসর্য্য ও অলোভ এই দশটী ভাব পুষ্পদ্বারা মালা রচনা করিয়া ভাবগোচর মাকে পড়াইবে। অহিংসা পুষ্প, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ পুষ্প, দয়া পুষ্প, ক্ষমা পুষ্প ও জ্ঞান পুষ্প এই পনেরটী ভাব পুষ্প-দ্বারা শিবসুন্দরীর পূজা করিবে। ১১-১৭

সুধাম্ভোধি মাংস ও মৎস্যশৈল, মুদ্রারাশি সঘৃতপায়স, কুলামৃত তৎক্ষালন-জল এবং ত্রিভুবনে প্রমেয় বস্তু মাত্রকে নৈবেদ্য কল্পনা করিবে। কামরূপছাগ এবং ক্রোধরূপ মহিষ বলি দিয়া বলিপ্রিয়া মায়ের পূজা করিবে। ১৮-২০

পরে ত্রিভুবন-স্থিত বিঘ্নরাশিকে বলিপ্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত করতঃ নির্দ্বন্দ্ব হইয়া জপ করিবে। ২১

অকারাদি লকারান্ত পঞ্চাশদ্বর্ণকে মালা কল্পিত করিয়া শিবশক্তাত্মক

পুনর্ল কারমারভ্য শ্রীকণ্ঠান্তং মনুঞ্জপেৎ।
বিলোম ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষকারং কেবলং জপেৎ॥ ২৪
অষ্টবর্গা হ্যষ্টবর্ণৈঃ সহমূলমথাষ্টকম্।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা সমর্প্য প্রণমেদ্ধিয়া॥ ২৫
সর্ব্বান্তরাত্মনিলয়ে স্বান্তর্জ্যোতিঃস্বরূপিণী।
গৃহাণান্তর্জপং মাতরন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে॥ ২৬
সমর্প্য জপমেতেন পঞ্চাঙ্গং প্রণমেদ্ধিয়া।
অন্তর্যাগং সমাপ্যৈবং বহির্যজনমারভেৎ॥ ২৭

ইত্যন্নদাকল্পে অন্তর্যজনং নাম
সপ্তমঃ পটলঃ॥

সূত্র দ্বারা কুণ্ডলী শক্তিকে গ্রন্থি করতঃ সবিন্দু বর্ণ সহ মূল মন্ত্র উচ্চারণ রূপ জপ করিবে। পুনরায় বিলোমভাবে লকারাদি * অকারান্ত বর্ণমালা জপ করিবে। "ক্ষ" এই যুক্ত বর্ণকে মেরু কল্পনা করিবে। এই অনুলোম ও বিলোম মাতৃকায় একবার জপে ১০০ এক শত জপ হয়। পরে অষ্টবর্গে আর অষ্টবার জপ করিয়া ইহার সহিত যোগ করিলে অষ্টোত্তর শত হইবে। † পরে মানস প্রণাম ও জপ বিসর্জ্জন করিবে! পরে বাহ্য পূজা আরম্ভ করিবে। ২২—২৭

সপ্তম পটল সমাপ্ত।

---

* অ আ হইতে অং অঃ পর্য্যন্ত অবর্গ। ক হইতে ঙ কবর্গ। চ হইতে ঞ চবর্গ। ট হইতে ণ টবর্গ। ত হইতে ন তবর্গ। প হইতে ম পবর্গ। য হইতে ব যবর্গ। শ হইতে ল পর্য্যন্ত শবর্গ। এই অষ্টবর্গে ৫০ বর্ণ।

† অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং (উচ্চারণ অমং) অঃ ৎ (উচ্চারণ অনম্)।

কং খং গং ঘং ঙং। চং ছং জং ঝং ঞং। টং ঠং ডং ঢং ণং। তং থং দং ধং নং। পং ফং বং ভং মং। যং রং লং বং। শং ষং সং হং লং। বিলোমে লং হং সং ষং ইত্যাদিক্রমে আং অং পর্য্যন্ত। অষ্টবর্গ অং কং চং টং তং পং যং শং।

অষ্টমঃ পটলঃ

শ্রীশিব উবাচ—

বিশেষার্ঘ্যস্য সংস্কারঃ কথ্যতে শৃণু ভৈরব।
যস্য স্থাপনমাত্রেণ ত্রৈলোক্যং স্থাপিতং ভবেৎ॥ ১
দৃষ্ট্বার্ঘ্যপাত্রং যোগিন্যো ব্রহ্মাদ্যা দেবতা গণাঃ।
ভৈরবা অপি নৃত্যন্তি প্রীতাঃ সিদ্ধিন্দদত্যপি॥ ২
স্ববামে পুরতো ভূমৌ সামান্যার্ঘ্যোদকেন চ।
মায়া-গর্ভত্রিকোণঞ্চ বৃত্তঞ্চ চতুরস্রকম্॥ ৩
বিলিখ্য পূজয়েত্তত্র মায়াবীজপুরঃসরম্।
ঙেন্তামাধারশক্তিঞ্চ নমঃ-শব্দাবসানিকাম্॥ ৪
নমঃ সাধারমভ্যুক্ষ্য তত্র সংস্থাপয়েদ্বুধঃ।
কালং বিন্দুসমাযুক্তং ঙেযুতং বহ্নিমণ্ডলম্॥ ৫
দশকলাত্মনে পশ্চান্নমোঽন্তেন চ পূরয়েৎ।
অস্ত্রেণ পাত্রং প্রক্ষাল্য আধারং বিনিবেশয়েৎ॥ ৬
শ্রীকণ্ঠং বিন্দুনা যুক্তং ঙেযুতং চার্কমণ্ডলম্।
দ্বাদশান্তে কলাশব্দাদাত্মনে নম ইত্যপি॥ ৭
পূজয়িত্বার্ঘ্যপাত্রন্ত মূলেনৈব প্রপূজয়েৎ।
ত্রিভাগং তীর্থতোয়েন কুলপ্রক্ষালনেন চ॥ ৮

শিব বলিলেন—

হে ভৈরব। এক্ষণ বিশেষার্ঘ্য স্থাপন প্রণালী বলিতেছি; শ্রবণ কর। যাহার স্থাপন মাত্রে ত্রৈলোক্য স্থাপিত হয়। অর্ঘ্য পাত্র দৃষ্টি করিয়া যোগিনী-গণ ব্রহ্মাদি দেবতাগণ এবং ভৈরবগণ প্রীতচিত্তে নৃত্য করিয়া থাকেন এবং সমস্ত সিদ্ধিদান করেন। ১—২

প্রথম আত্ম বামভাগে মৃত্তিকায় সামান্যার্ঘ্যোদক দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া মায়াগর্ভ (হ্রীং) ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে, তদ্বাহ্যে বৃত্ত এবং চতুরস্র করিয়া "হ্রীং আধারশক্তয়ে নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। তৎপর "নমঃ" এই মন্ত্রে আধার পাত্র প্রক্ষালিত করিয়া তদুপরি স্থাপন করতঃ "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশ-কলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া "ফট্" এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালন

বিমলেন জলেনাপি সুগন্ধিমিলিতেন চ।
ষষ্ঠস্বরং বিন্দযুতং ঙেহন্তঃ স্যাচ্চন্দ্রমণ্ডলম্ ॥ ৯
ষোড়শাদি কলাশব্দাদাত্মনে নম ইত্যপি।
পূজয়েৎ সলিলে বিদ্যান্তত্র মূলং সমুচ্চরন্ ॥ ১০
দূর্ব্বাক্ষতং গন্ধপুষ্পং জবাপুষ্পঞ্চ বর্ব্বরাম্ ।
নিক্ষিপ্যাবাহয়েত্তীর্থং ক্রোং মন্ত্রেণ চ দেশিকঃ ॥ ১১
রবিমণ্ডলমধ্যস্থং মুদ্রয়াঙ্কুশরূপয়া।
কবচেনাবগুণ্ঠ্যাথ ছোটিকাভিস্ততঃ পরম্ ॥ ১২
অস্ত্রমন্ত্রেণ সংরক্ষ্য বং ধেন্বা চামৃতীকৃতিম্।
সঞ্ছাদ্য মুদ্রয়া মৎস্যরূপয়া দশধা জপেৎ ॥ ১৩
মূলমন্ত্রং ততস্তত্র দেবতাবাহনঞ্চরেৎ।
মূলেন পুষ্পাঞ্জলিভিঃ পূজয়েত্তত্র দেবতাম্ ॥ ১৪
মায়য়া যোনিমুদ্রাঞ্চ দর্শয়েত্তদনন্তরম্।
ইত্যর্ঘ্যসাধনং প্রোক্তং মন্ত্রিণাং মন্ত্রসিদ্ধিদম্ ॥ ১৫

করিয়া "অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ" বলিয়া পূজা করতঃ মূল মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। পরে তীর্থতোয় (মদ্য) ও কুল-প্রক্ষালিত জল দ্বারা অর্ঘ্য পাত্রের ত্রিভাগ এবং সুগন্ধপুষ্প মিশ্রিত বিমল জল দ্বারা অর্ঘ্যপাত্রের চতুর্ভাগ পূর্ণ করিয়া তাহার উপরে "উং চন্দ্রমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে। তৎপরে মূল মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ দূর্ব্বা, আতপ তণ্ডুল, গন্ধপুষ্প, জবাপুষ্প অথবা ধুস্তুর পুষ্প দ্বারা অর্ঘ্য স্থাপন করিয়া 'ক্রোং' মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা রবিমণ্ডল মধ্যস্থ তীর্থাবাহন করিবে। ৩-১১

পরে "হুং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন করিয়া ছোটিকা দ্বারা দশদিগ্বন্ধন 'ফট্' এই মন্ত্রে সংরক্ষণ, 'বং' মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ এবং মৎস্য মুদ্রাদ্বারা আচ্ছাদন করতঃ মূলমন্ত্র দশবার জপ করিয়া দেবীর আবাহন করিবে। এবং দেবীকে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দিবে। ১২-১৪

পরে হ্রীং মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ যোনিমুদ্রা দর্শন করাইবে। এই আমি তোমার নিকট অর্ঘ্যস্থাপন প্রণালী বলিলাম। ১৫।

পূজাসমাপ্তিপর্য্যন্তং চালয়েন্ন কদাচন।
ধূপদীপৌ প্রদর্শ্যাথ প্রণমেদ্দেবতাধিয়া ॥ ১৬
তদম্বু প্রোক্ষণীপাত্রে ক্ষিপেৎ কিঞ্চিচ্চ সাধকঃ।
আত্মানং যাগবস্তূনি প্রোক্ষয়েত্তেন মন্ত্রবিৎ ॥ ১৭

ইত্যন্নদাকল্পে বিশেষার্ঘ্য-সংস্কারো
নাম অষ্টমঃ পটলঃ।

পূজা সমাপ্তি পর্য্যন্ত অর্ঘ্যপাত্র চালন করিবে না। ধূপদীপ প্রদর্শন করিয়া দেবতাকে প্রণাম করিবে এবং সাধক অর্ঘ্যপাত্রস্থ জল প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিবে এবং স্বশরীর ও যাগবস্তুসমূহ প্রোক্ষণ করিবে। ১৬-১৭

অষ্টম পটল সমাপ্ত।

নবমঃ পটলঃ

শ্রীশিব উবাচ—

ততো লিখেৎ যন্ত্ররাজং সমস্তপুরুষার্থদম্।
যোনিযুগ্মং লিখেৎ বিদ্বান্ শিবশক্ত্যাত্মকং ততঃ॥ ১
তন্মধ্যে বিলিখেন্মায়াং তদ্বাহ্যে বৃত্তযুগ্মকম্।
তয়োর্ম্মধ্যে যুগ্মযুগ্মক্রমাৎ ষোড়শকেশরম্॥ ২
তদ্বাহ্যেঽষ্টদলং পদ্মং তদ্বাহ্যে ভূপুরং লিখেৎ।
চতুর্দ্বারসমাযুক্তং কোণেষ্বষ্টত্রিশূলকম্॥ ৩
জ্ঞাত্বৈব মুক্তিমাপ্নোতি যন্ত্ররাজং ন সংশয়ঃ।
স্বর্ণে বা রাজতে তাম্রে কুণ্ডগোলবিলেপিতে॥ ৪
স্বয়ম্ভূকুসুমৈর্যুক্তে চন্দনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ।
রক্তেন চন্দনেনাথ বিলিপ্তে সুমনোহরে॥ ৫
শলাকয়া স্বর্ণময্যা বিল্বকণ্টককেন বা।
মূলং সমুচ্চরন্মন্ত্রী চক্ররাজং সমুদ্ধরেৎ॥
অথবোৎকীর্ণরেখাভিঃ প্রবালবিদ্রুমে তথা।
বৈদূর্য্যে কারয়েদ্‌যন্ত্রং কারুকেণ সুশিল্পিনা॥ ৭

অনন্তর সমস্ত পুরুষার্থপ্রদ যন্ত্র অঙ্কিত করিবে। যন্ত্র অঙ্কিত করিবার প্রণালী এইরূপ;—প্রথমতঃ শিবশক্ত্যাত্মক যোনিযুগ্ম অর্থাৎ উর্দ্ধাধোভাবে ত্রিভুজদ্বয় আঁকিবে, তন্মধ্যে মায়াবীজ (হ্রীং), তদ্বহি বৃত্তদ্বয়, তাহার মধ্যে দুই দুইটী করিয়া ষোলটী কেশর, বৃত্তবহির্ভাগে অষ্টদল পদ্ম এবং তাহার বাহিরে ভূপুর অঙ্কিত করিবে। এবং উহা চতুর্দ্বার সমাযুক্ত করিয়া প্রত্যেক কোণে দুইটী করিয়া ত্রিশূল অঙ্কিত করিবে। উক্ত যন্ত্র স্বর্ণ, রৌপ্য বা তাম্র নির্ম্মিত পাত্রের উপর চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম, রক্তচন্দন অথবা কুণ্ড, গোল ও স্বয়ম্ভূ কুসুম * বিলেপিত করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক স্বর্ণশলাকা অথবা বিল্বকণ্টক দ্বারা

---

* জীবদ্‌ভর্ত্তৃকনারীণাং পঞ্চমং কারয়েৎ প্রিয়ে। তস্যা ভগস্য যদ্দ্রব্যং তৎ কুণ্ডোদ্‌ভবমুচ্যত॥ মৃতভর্ত্তৃকনারীণাং পঞ্চমঞ্চৈব কারয়েৎ। তস্যা ভগস্য যদ্দ্রব্যং তদ্‌গোলোদ্‌ভবমুচ্যতে॥ স্ত্রীণাং ঋতুঃ প্রথমতো যস্মিন্ বয়সি জায়তে। গৃহ্নীয়াদাশু সুভগে ব্রহ্মাদীনাঞ্চ দুর্লভম্। স্বয়ম্ভুকুসুমং নাম দেবতাপ্রীতয়ে সদা॥ সময়াচার তন্ত্র—২য় পটল।

শুভপ্রতিষ্ঠিতং কৃত্বা স্থাপয়েদ্ভবনান্তরে।
নশ্যন্তি দুষ্টভূতানি গ্রহরোগভয়ানি চ ॥ ৮
পুত্র-পৌত্র-সুখৈশ্বর্য্যৈ র্মোদতে তস্য মন্দিরম্।
সদান্নসুখসমৃদ্ধিঃ স্যাদ্দুঃখং তত্র ন তিষ্ঠতি ॥ ৯
দাতা ভোক্তা যশস্বী চ ভবেদ্‌যন্ত্রপ্রসাদতঃ।
এবং যন্ত্রং সমুদ্ধৃত্য পুরতঃ প্রোক্তমণ্ডলে ॥ ১০
রত্নসিংহাসনে রম্যে সংস্থাপ্য যজনঞ্চরেৎ।
আধারশক্তিং কূর্ম্মঞ্চ শেষং পৃথ্বীমনন্তরম্ ॥ ১১
সুধাসিন্ধুং মণিদ্বীপং চিন্তামণিগৃহন্ততঃ।
পরিতঃ পারিজাতানাং বনানি রত্নভূরুহাম্ ॥ ১২
অভ্যন্তর্মণিমাণিক্যবেদিকাং সুপরিষ্কৃতাম্।
রত্নসিংহাসনং তত্র পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১৩
ধর্ম্ম জ্ঞানং তথৈশ্বর্য্যং বৈরাগ্যং ক্রমতো যজেৎ।
পীঠবহ্ন্যাদিকোণেষু দিক্ষু পূর্ব্বাদিকন্ততঃ ॥ ১৪

চক্ররাজ অঙ্কিত করিবে ; অথবা সুশিল্পকার দ্বারা স্ফটিক, প্রবাল বা বৈদুর্য্যের উপর সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত করাইবে। ১—৭

পরে উক্ত যন্ত্র প্রতিষ্ঠাবিধানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গৃহে স্থাপন করিবে। এই প্রতিষ্ঠিত যন্ত্ররাজের প্রভাবে রোগভয়, গ্রহ ও ভূতভীতি দূর হইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে অন্নবৃদ্ধি ও নানা সুখ সমৃদ্ধি হয়। সাধক এই যন্ত্ররাজ প্রভাবে দাতা, ভোক্তা ও যশস্বী হন। মনোহর সিংহাসনে যন্ত্রস্থাপন করিয়া পূজা করিবে। প্রথম আধারশক্তি হইতে কূর্ম্ম, শেষ, পৃথ্বী, সুধাসিন্ধু, মণিদ্বীপ, তন্মধ্যে চিন্তামণি নির্ম্মিত গৃহ, চতুর্দ্দিকে রত্নময় পারিজাতাদি বৃক্ষ ও তন্মধ্যে মাণিক্য রচিত বেদিকার পূজা করিবে। ৮-১৩

পরে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য, বৈরাগ্য ও অবৈরাগ্য * ইহাদিগের পূজা পীঠগাত্রে ও বহ্ন্যাদি কোণে ক্রমে করিবে। সিংহাসন মধ্য-ভাগে মায়ের পাদ-পদ্ম রাখিবার পদ্মের পূজা করিবে। এই পদ্মের কন্দ আনন্দ-

---

* মায়ের চরণ প্রান্তের এমনি প্রভাব যে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মী জ্ঞান অজ্ঞানাদি বৈরভাব ভুলিয়া বন্ধুভাবে ক্রীড়া করে।

অধর্ম্মঞ্চ তথাঽজ্ঞানমনৈশ্বর্য্যমতঃ পরম্ ।
অবৈরাগ্যং ততো মন্ত্রী পীঠগাত্রেষু পূজয়েৎ ॥ ১৫
মধ্যে চানন্দকন্দঞ্চ সম্বিন্নালং ততঃ পরম্ ।
প্রকৃত্যাত্মকপত্রঞ্চ বিকারমেব কেশরম্ ॥ ১৬
সর্ব্বতত্ত্বাত্মকং পদ্মং সোমং সূর্য্য-হুতাশনম্ ।
পূজয়েন্মণ্ডলং তেষাং কলাভিঃ সহ মন্ত্রবিৎ ॥ ১৭
আং আত্মনে নমঃ অং অন্তরাত্মনে নমঃ ।
পং পরমাত্মনে নমো মায়াবীজপুরঃসরম্ ॥ ১৮
জ্ঞানাত্মনে নমঃ পশ্চাৎ পীঠশক্তিং সমর্চ্চয়েৎ ।
জয়া চ বিজয়া চৈব অজিত চাপরাজিতা ॥ ১৯
নিত্যা বিলাসিনী দোগ্ধ্রী ঙেনমোন্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
নিজনামাদিবীজাঢ্যাঃ কেশরেষু সমর্চ্চয়েৎ ॥ ২০
ততস্তৎকর্ণিকামধ্যে পূজয়েৎ সর্ব্বমঙ্গলাম্ ।
হ্রীঁ বীজেনাসনং দত্ত্বা মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ ॥ ২১
তস্যাং মূর্ত্তৌ যজেদ্দেবীং ধ্যানাবাহনপূর্ব্বকম্ ॥ ২২

ইত্যন্নদাকল্পে পীঠার্চ্চনং নাম
নবমঃ পটলঃ ॥

স্বরূপ, নাল সম্বিৎশক্তি, পাপড়ি প্রকৃতি, কেশর বৈকারিক তত্ত্ব। এই সর্ব্বতত্ত্বাত্মক পদ্মে সোমকলা, অগ্নিকলা ও সূর্য্যকলা এবং আত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মার পূজা করিবে। পরে ঐ পদ্মকেশরে জয়া, বিজয়া, অজিতা, অপরাজিতা, নিত্যা, বিলাসিনী, দোগ্ধ্রী প্রভৃতি পীঠশক্তির পূজা করিবে। পদ্মের কর্ণিকা অর্থাৎ বীজকোণে সর্ব্বমঙ্গলা অন্নপূর্ণার ধ্যানাবাহনাদি করিয়া মায়াবীজ দ্বারা আসন প্রদান পূর্ব্বক মূল মন্ত্রে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সেই মূর্ত্তিতে দেবীর পূজা করিবে। ১৪—২২

নবম পটল সমাপ্ত।

দশমঃ পটলঃ

শ্রীশিব উবাচ—

কলসস্থাপনং বক্ষ্যে চক্রানুষ্ঠানমেব চ।
যেনানুষ্ঠিতমাত্রেণ দেবতা সুপ্রসীদতি ॥ ১
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নূনং কামসিদ্ধিশ্চ জায়তে।
কার্য্যসিদ্ধি র্ভক্তিসিদ্ধি র্ভাবসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ২
কলাং কলাং গৃহীত্বা চ দেবানাং বিশ্বকর্ম্মণা।
নির্ম্মিতোঽয়ং সুরৈর্যস্মাৎ কলসস্তেন উচ্যতে ॥ ৩
ষট্ত্রিংশদঙ্গুলায়ামং ষোড়শাঙ্গুলমুচ্চকম্।
চতুরঙ্গুলমুচ্চকং কণ্ঠং মূলং তস্য ষড়ঙ্গুলম্ ॥
সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং কাংস্যজং কাচসম্ভবম্।
পাষাণং মৃন্ময়ং বাপি ঘটমব্রণশালিনম্ ॥
কারয়েদ্দেবতাপ্রীত্যৈ বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪
সৌবর্ণং ভোগদং প্রোক্তং রাজতং মোক্ষদং তথা।
তাম্রং প্রীতিকরং প্রোক্তং কাংস্যজং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
কাচং বশ্যকরং প্রোক্তং পাষাণং স্তম্ভকর্ম্মণি।
মৃন্ময়ং সর্ব্বকার্য্যেষু সুবক্ত্রং সুপরিষ্কৃতম্ ॥ ৫

শিব বলিলেন—কলসস্থাপন এবং চক্রানুষ্ঠান বলিতেছি। যাহার অনুষ্ঠানমাত্র দেবতা সুপ্রসন্ন হন এবং মন্ত্রসিদ্ধি, কামনাসিদ্ধি, কার্য্যসিদ্ধি, ভক্তিসিদ্ধি ও ভাবসিদ্ধি হয়। ১—২

দেবগণ নিজ নিজ অংশগ্রহণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মাদ্বারা ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এই জন্য ইহাকে কলস বলে। ৩

ইহার বেধ ছত্রিশ অঙ্গুল, উচ্চতা ষোল অঙ্গুল, কণ্ঠ চারি অঙ্গুল এবং মূলভাগ ছয় অঙ্গুল পরিমিত করিবে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য, কাচ, পাষাণ বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত নির্দ্দোষ ঘট দেবতা প্রীতির জন্য আধারে স্থাপন করিবে কিন্তু কদাচ বিত্তশাঠ্য করিবে না। সৌবর্ণ ঘট ভোগপ্রদ, রৌপ্য ঘট মোক্ষদ, তাম্র ঘট প্রীতিপ্রদ, কাংস্য ঘট পুষ্টিবর্দ্ধক এবং কাচনির্ম্মিত ঘট বশ্যকার্য্যে, পাষাণঘট স্তম্ভনকার্য্যে এবং মৃন্ময় ঘট সমস্ত কার্য্যে প্রশস্ত জানিবে। ৪—৫

স্ববামভাগে ষট্‌কোণং তন্মধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্রকম্ ।
তদ্বহি র্বৃত্তমালিখ্য চতুরস্রং ততো বহিঃ ।
সিন্দুররজসা মন্ত্রী রক্তচন্দনকেন চ ।
নির্ম্মায় মণ্ডলং তত্র যজেদাধাররূপিণীম্ ।
মায়ামাধারশক্তিঞ্চ ঙে-নমোঽন্তাং সমুদ্ধরেৎ ॥ ৬
নমসা ক্ষালিতাধারং স্থাপয়েদ্দেবতাধিয়া ।
রক্তচন্দন-সিন্দুর-রক্তমাল্যানুলেপনৈঃ ॥ ৭
ভূষয়িত্বা যজেত্তত্র পূর্ব্ববন্মণ্ডলং রবেঃ ।
মূলং সমুচ্চরন্ মন্ত্রী তীর্থতোয়ৈঃ প্রপূরয়েৎ ॥
অন্নোদ্ভবৈশ্চ গুড়জৈ র্মাধ্বিকৈর্ব্বা সুরক্তকৈঃ ।
পূজয়েৎ পূর্ব্ববৎ সোম-মণ্ডলং তত্র কারণে ॥ ৮
ততঃ পঞ্চাকৃতিং কৃত্বা প্রণমেৎ পঞ্চমুদ্রয়া ।
ফটা দর্ভেণ সন্তাড্য হুঁ বীজেনাবগুণ্ঠনম্ ॥
হ্রীঁ দিব্যদৃষ্ট্যা সংবীক্ষ্য নমসাভ্যুক্ষণঞ্চরেৎ ।
মূলেন গন্ধদানং ত্রিঃ পঞ্চীকরণমীরিতঃ ॥ ৯
চতুরস্রা সুবৃত্তাসা সংপুটা চ পুটাঞ্জলিঃ ।
যোনিমুদ্রেতি বিখ্যাতা মুদ্রাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।

নিজ বামভাগে ষট্‌কোণ, তন্মধ্যে বিন্দু অঙ্কিত করিয়া তদ্বাহ্যে বৃত্ত ও তদ্বহি চতুরস্র করিয়া সিন্দূর অথবা রক্তচন্দন দ্বারা রঞ্জিত করিবে। পরে "আধার-শক্তয়ে নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে এবং নমঃ এই বলিয়া আধার পাত্র প্রক্ষালন করিয়া তাহার উপর স্থাপন করিবে। তদনন্তর রক্তচন্দন, সিন্দূর ও রক্তমাল্য দ্বারা ঘট ভূষিত করিয়া পূর্ব্ববৎ "অং অর্কমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে এবং মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক রক্তবর্ণ অন্নোদ্ভব, গুড়জ ও মাধ্বিক মদ্য দ্বারা ঘট প্রপূরিত করিয়া মদ্যের উপর সোমমণ্ডলের পূজা করিবে। ৬-৮

অনন্তর পঞ্চীকরণ করিয়া পঞ্চমুদ্রার সহিত প্রণাম করিবে। ফট্ এই মন্ত্রে কুশ দ্বারা দ্রব্যকে সন্তাড়িত করিয়া হুঁ এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা প্রদর্শন, হ্রীং মন্ত্রে দিব্য দৃষ্টির দ্বারা দর্শন, নমঃ বলিয়া অভ্যুক্ষণ এবং মূল মন্ত্রে গন্ধ দান ইহাই পঞ্চীকরণ। এই পঞ্চীকরণ তিনবার করিবে। ৯

চতুরস্রা, সুবৃত্তা, সংপুটা, পুটাঞ্জলি ও যোনিমুদ্রা এই পঞ্চ মুদ্রা করিয়া "হ্রীং

হ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ক্লীঁ সঃ স্বরূপং প্রণমেৎ পঞ্চভিস্ততঃ।
প্রণবেন জবাপুষ্পং দর্ভং দত্ত্বা বিশোধয়েৎ ॥ ১০
একমেবাদিভির্মন্ত্রৈঃ কাব্যশাপ-বিমোচনম্।
বারুণেন চ বীজেন ষড়্‌দীর্ঘস্বরভাজিনা।
ব্রহ্মশাপ-বিশব্দান্তে মোচিতায়ৈ পদং বদেৎ।
সুধাদেব্যৈ নমঃ পশ্চাৎ দশধা ব্রহ্মশাপলুক্ ॥ ১১
অঙ্কুশং দীর্ঘষট্‌কেন যুতং শ্রীমায়য়ান্বিতম্।
সুধাশব্দাৎ কৃষ্ণশাপং মোচয়েতি পদন্ততঃ।
অমৃতং শ্রাবয়-দ্বন্দ্বং দ্বিঠান্তো মনুরুত্তমঃ।
কৃষ্ণশাপ বিমুক্তিঃ স্যাৎ সূর্য্যবারং জপেদ্যদি ॥ ১২
হংস ইত্যাদিনা চৈব ঋচা শুদ্ধিং ত্রিধাচরেৎ।
তস্মিন্নানন্দশব্দাদি-ভৈরবং ভৈরবীন্তথা।
ধ্যাত্বা প্রপূজয়েন্মন্ত্রী তত্তন্মন্ত্রেণ দেশিকঃ।
হসক্ষমল-শব্দান্তে বরযূঁ মিলিতং লিখেৎ।

হ্রীং ক্লীং ক্লাং সঃ" বলিয়া প্রণাম করিবে। পরে প্রণব (ওঁ) দ্বারা জবাপুষ্প ও দর্ভ প্রদান করিয়া বিশোধন করিবে। ১০

"একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময়ং ধ্রুবম্। কচোদ্‌ভবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহং।" এইমন্ত্রে, "সূর্য্যমণ্ডলসম্ভূতে বরুণালয়সম্ভবে। অমাবীজময়ে দেবি শুক্রশাপাদ্বিমুচ্যতাম্।" এইমন্ত্রে এবং "দেবানাং প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দময়ং যদি। তেন সত্যেন তে দেবি ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতু।" এইমন্ত্রে সুরার অভিমন্ত্রণ করিয়া "ওঁ বাং বীং বৌং বঃ ব্রহ্মশাপবিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ" বলিয়া দ্রব্যোপরি দশবার জপ করিয়া ব্রহ্মশাপ বিমোচন করিবে। এবং "শাং শীং শূং শৌং শঃ ব্রহ্মশাপবিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ" এই মন্ত্র দ্রব্যের উপর দশবার জপ করিয়া শুক্রশাপ বিমোচন এবং "হ্রীং শ্রীং ক্রাং ক্রীং ক্রূং ক্রৈং ক্রৌং ক্রঃ সুধা কৃষ্ণশাপং বিমোচয় শ্রাবয় শ্রাবয় স্বাহা।" এই মন্ত্র সুরার উপর দ্বাদশবার জপ করিয়া কৃষ্ণশাপ মোচন করিবে। ১১-১২

পরে "ওঁ হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরীক্ষসদ্ধোতা বেদীষদতিথির্দুরোণসৎ নৃষদৃত-সদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ।" এই মন্ত্রে তিনবার সুরার অভিমন্ত্রণ করিয়া তদুপরি আনন্দভৈরব ও আনন্দ ভৈরবীর ধ্যান করত "হ স ক্ষ

আনন্দভৈরবং ঙেহন্তং বষড়ন্ত-মনু র্মতঃ।
অস্যাস্যং বিপরীতঞ্চ শ্রবণে বামলোচনাম্।
সুধাদেব্যৈ বৌষড়ন্তো মন্ত্রস্তস্যাঃ প্রপূজনে।
ত্রির্গন্ধপুষ্পৈঃ সম্পূজ্য ধ্যায়েত্তত্র পরাং কলাম্॥ ১৩
অকথাদি-ত্রিরেখীয়াং হলক্ষ-ত্রয়ভূষিতাম্।
সামরস্যং তয়োস্তত্র ধ্যাত্বা তদমৃতং প্লুতম্।
দেবীং বিচিন্ত্য তস্যোর্দ্ধে চাষ্টধাপ্যমৃতং জপেৎ।
অষ্টধা মূলমন্ত্রঞ্চ জপেদ্ধৃত্বা ঘটং পুনঃ।
মূলেন দেবতাবুদ্ধ্যা দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ।
দর্শয়েদ্ ধূপদীপৌ চ ঘণ্টাবাদন-পূর্ব্বকম্॥ ১৪
ইত্থং তীর্থস্য সংশুদ্ধিঃ সর্ব্বদা দেবপূজনে।
হোমে চ তর্পণে চৈব কৃত্বা শুদ্ধিং লভেৎ ধ্রুবম্॥ ১৫
শুদ্ধিং মীনং তথা মুদ্রাং পঞ্চমী-কুসুমামৃতম্।
ফটাভ্যুক্ষ্য বায়ুবহ্নিবীজাভ্যাং ত্রির্নিমন্ত্রয়েৎ।
কবচেনাবগুণ্ঠ্যাথ রক্ষণঞ্চাস্ত্রমন্ত্রতঃ।

ম ল ব র য়ূং আনন্দভৈরবায় বষট্" এই মন্ত্রে আনন্দভৈরব ও "হ স ক্ষ ম য ল ব র যীং সুধাদেব্যৈ বৌষট্" এই মন্ত্রে অনন্দভৈরবীর পূজা করিবে। গন্ধ পুষ্প দ্বারা তিনবার পূজা করিবে। ১৩

সুধার উপরি ভাগে ত্রিকোণ চক্র অঙ্কিত করত তাহার উপরে তিন পঙ্‌ক্তি করিয়া অকারাদি ষোড়শ বর্ণ, ক হইতে ত পর্য্যন্ত ষোড়শ বর্ণ এবং থ হইতে স পর্য্যন্ত ষোড়শ বর্ণ লিখিয়া হং লং ক্ষং লিখিবে। ঐ দ্রব্য মধ্যে শিব শক্তির ধ্যান করিয়া সুরাকে অমৃতময়ী ভাবনা করিবে এবং পুনর্ব্বার ঘট ধারণ করিয়া আটবার মূল মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর দেবতা জ্ঞানে মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করত ঘণ্টাধ্বনি পূর্ব্বক ধূপ দীপ দর্শন করাইবে। ইহাই দ্রব্য শুদ্ধি। ১৪

এই দ্রব্য শুদ্ধি সর্বদা দেব পূজনে, হোমে ও তর্পণে করিবে। ১৫

শোধিত দ্রব্য, মৎস্য, মুদ্রা (ভ্রষ্ট বস্তু) ও স্বয়ম্ভু কুসুমকে ফট্ মন্ত্রদ্বারা অভ্যুক্ষণ বং ও রং বীজের দ্বারা তিনবার নিমন্ত্রণ, হুং মন্ত্রে অবগুণ্ঠন, ফট্

বং ধেন্বা চামৃতীকৃত্য স্বমূলং সপ্তধা জপেৎ।
ইতি শুদ্ধ্যাদিসংস্কার ঋচা বা শোধনঞ্চরেৎ ॥ ১৬
অকৃত্বা পঞ্চতত্ত্বনাং শোধনং পূজনঞ্চরেৎ।
বৃথা তস্য ভবেৎ পূজা দেবী-শাপঃ প্রজায়তে।
ইহ লোকে দরিদ্রঃ স্যাৎ পরে চ নরকং ব্রজেৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তত্ত্বানাং শোধনঞ্চরেৎ।
ততঃ পূজা প্রকর্ত্তব্যা ভুক্তিমুক্তি-প্রসিদ্ধয়ে ॥ ১৭

ইত্যন্নদাকল্পে তীর্থাদি-শোধনং
নাম দশমঃ পটলঃ ॥

মন্ত্রে রক্ষণ, বং মন্ত্রে অমৃতীকরণ করিয়া নিজ মূল মন্ত্র সাত বার জপ করিবে। এই শুদ্ধি সংস্কার তিন বার বা একবার করিবে। ১৬

যে ব্যক্তি এইরূপ শোধন না করিয়া পূজা করে, দেবীশাপ বশতঃ তাহার পূজা নিষ্ফল হয়। সুতরাং ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধির জন্য সর্বপ্রযত্নে এই শোধন কার্য্য করিবে। ১৭

দশম পটল সমাপ্ত

একাদশঃ পটলঃ

শ্রীশিব উবাচ—

ততোঽষ্টাদশবর্ষীয়াং নারীমানীয় মন্ত্রবিৎ।
গৌরাঙ্গীং যৌবনোন্মত্তাং সুবেশীং চারুহাসিনীম্॥ ১
বিচিত্ররক্তবসনাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্।
গুরুদেবরতাং ভক্তাং দীক্ষিতাং কুলজাং শুভাম্॥ ২
স্বকান্তাং পরকান্তাং বা স্ববামে স্থাপয়েদ্‌বুধঃ।
তস্যা গাত্রে স্বকল্পোক্তন্যাসান্ বিন্যস্য মন্ত্রবিৎ॥ ৩
অভিষিঞ্চেৎ কারণেন বিশেষার্ঘ্যোদকেন চ।
আদৌ বালাং সমুচ্চার্য্য ত্রিপুরায়ৈ সমুচ্চরেৎ॥ ৪
নমঃ শব্দং সমুচ্চার্য্য ইমাং শক্তিং ততো বদেৎ।
পবিত্রীকুরু শব্দান্তে মম শক্তিং কুরু দ্বিঠঃ॥ ৫
শক্তিশুদ্ধিরিতি খ্যাতা পরকীয়া-বিশোধনে।
অনেন মনুনাষিচ্য পরকীয়াং বিশোধয়েৎ॥ ৬
রমমাণো ভবেন্নিত্যং সর্ব্বসিদ্ধিমুপালভেৎ।
অদীক্ষিতা যদা নারী কর্ণে মায়াং ত্রিরুচ্চরেৎ॥ ৭

শিব কলিলেন,—অনন্তর অষ্টাদশ বর্ষীরা গৌরাঙ্গী, যৌবনান্বিতা, সুবেশা, মৃদুমন্দহাসিনী, বিচিত্ররক্তবসনপরিধানা, সর্বালঙ্কার-ভূষিতা, গুরুপরায়ণা, ভক্তিমতী, দীক্ষিতা, সৎকুলোৎপন্না ও শুভ-দর্শনা স্বকীয় বা পরকীয় রমণী আনয়ন করিয়া নিজ বামে স্থাপিত করিবে। ১-৩

পরে মন্ত্রবিৎ সাধক সেই রমণীর গাত্রে স্বকল্পোক্ত ন্যাস করিয়া মদ্য ও বিশেষার্ঘ্য জল দ্বারা অভিসেচন করিবে। "ঐং ক্লীং সৌঃ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ইমাং শক্তিং পবিত্রীকুরু স্বাহা॥" এই মন্ত্র দ্বারা পরকীয়া রমণীর বিশোধন করিবে। এতাদৃশী রমণী সহবাসে সর্বসিদ্ধি হইয়া থাকে। ৪-৬

ঐ নারী যদি অদীক্ষিতা হয়, তবে তাহার কর্ণে তিন বার মায়াবীজ (হ্রীং) বলিবে। ৭

শ্রীপাত্রস্থাপনং কুর্য্যাৎ তয়া সহ সুসাধকঃ।
অথাত্মযন্ত্রয়োর্মধ্যে মায়া-গর্ত্ত-ত্রিকোণকম্ ॥ ৮
বৃত্তং ষট্‌কোণমালিখ্য চতুরস্রং ততো বহিঃ।
চতুরস্রে পূর্ণশৈলমুড্ডীয়ানঃ তথৈব চ ॥ ৯
জালন্ধরং কামরূপং স চতুর্থী নমোঽন্তকম্।
নিজনামাদি বীজাঢ্যং পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১০
ষট্‌কোণেষু ষড়ঙ্গানি মূলেনৈব ত্রিকোণকম্।
মায়ামাধারশক্তিঞ্চ ঙে-নমোঽন্তাং প্রপূজয়েৎ ॥ ১১
নমসা ক্ষালিতাধারং তত্র সংস্থাপ্য পূর্ব্ববৎ।
ত্রিকোণ-বৃত্ত-ষট্‌কোণং বিলিখেত্তত্র সাধকঃ ॥ ১২
ষট্‌কোণেষু ষড়ঙ্গানি মূলেনৈব ত্রিকোণকম্।
বৃত্তোপরি যজেদ্বহ্নেঃ কলয়াদিভিরক্ষরৈঃ ॥ ১৩
ধূম্রার্চ্চিরুষ্মা জ্বালিনী জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী।
সুশ্রীঃ সুরূপা কপিলা হব্যকব্যবহে অপি ॥ ১৪
সচতুর্থী নমোঽন্তাঃ স্যুর্দশধর্ম্মপ্রদায়িকাঃ।
মং বহ্নিমণ্ডলায়েতি ততো দশকলাত্মনে ॥ ১৫

উক্ত সাধক সেই রমণীর সহিত শ্রীপাত্র স্থাপন করিবে। ৮

তাহার প্রণালী এইরূপ ঃ—নিজ আসন ও যন্ত্রের মধ্যে হ্রীংকারগর্ভ ত্রিকোণ, তদ্‌বহির্ভাগে ক্রমে বৃত্ত, ষট্‌কোণ ও চতুরস্র অঙ্কিত করিয়া, চতুরস্রে "পূর্ণশৈলায় নমঃ, উড্ডীয়ানায় নমঃ, জালন্ধরায় নমঃ এবং কামরূপায় নমঃ" এই বলিয়া পূজা করিয়া পরে দেবীর বীজযুক্ত নাম উল্লেখ করিয়া পূজা করিবে। ৯-১০

ষট্‌কোণে ষড়ঙ্গের পূজা ও মূলমন্ত্রে ত্রিকোণের পূজা করিয়া আধার শক্তির পূজা করিবে এবং নমঃ বলিয়া আধার পাত্র প্রক্ষালন করিয়া পূর্ববৎ ত্রিকোণ, বৃত্ত, ও ষট্ কোণান্বিত পাত্র স্থাপন করতঃ মূলমন্ত্রে ষট্‌কোণে ষড়ঙ্গের, ত্রিকোণের এবং বৃত্তমধ্যে "যং ধূম্রার্চ্চিষে নমঃ, বং উষ্মায়ৈ নমঃ, লং জ্বলিন্যৈ নমঃ, বং জ্বালিন্যৈ নমঃ, শং বিস্ফুলিঙ্গিন্যৈ নমঃ, ষং সুশ্রিয়ৈ নমঃ, সং স্বরূপায়ৈ নমঃ, হং কপিলায়ৈ নমঃ, লং হব্যবহায়ৈ নমঃ,। ক্ষং কব্যবহায়ৈ নমঃ" বলিয়া পূজা করিয়া আধারে "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। ১১-১৫

নম ইত্যেবমাধারে পূজয়েদ্বহ্নিমণ্ডলম্।
ততোঽর্ঘ্য-পাত্রমাদায় ফট্‌কারেণ বিশোধয়েৎ ॥ ১৬
পূর্ব্ববদ্‌যন্ত্রমালিখ্য ষট্‌কোণেষু ষড়ঙ্গকম্।
মূলেনৈব ত্রিকোণঞ্চ তদ্বৃত্তে রবিমণ্ডলে ॥ ১৭
কভাদি বর্ণবীজেন ঠ-ডান্তেন প্রপূজয়েৎ।
তপিনী তাপিনী ধূম্রা মরীচি র্জ্বলিনী রুচিঃ ॥ ১৮
সুষুম্না ভোগদা বিশ্বা বোধিনী ধারিণী ক্ষমা।
অং সূর্য্যমণ্ডলায়েতি দ্বাদশাত্মকলাত্মনে ॥ ১৯
নমোঽন্তেণার্ঘ্যপাত্রান্তঃ পূজয়েদ্ভানুমণ্ডলম্।
বিলোমমাতৃকাং তদ্বন্মূলং মন্ত্রং সমুচ্চরন্ ॥ ২০
ত্রিভাগং পূজয়েন্মন্ত্রী কলসস্থামৃতেন চ।
তত্রাপি পূর্ব্ববদ্‌যন্ত্রং লিখিত্বা পূজনঞ্চরেৎ ॥ ২১
ষড়ঙ্গেন চ মূলেন তদ্বৃত্তে সোমমণ্ডলম্।
ষোড়শপূর্ব্ববীজেন নামমন্ত্রেণ দেশিকঃ ॥ ২২
সচতুর্থী নমোঽন্তেন কলাং সোমস্য পূজয়েৎ।
অমৃতা মানদা পূষা তুষ্টি-পুষ্টি রতির্ধৃতিঃ ॥ ২৩

অনন্তর ফট্‌মন্ত্রে অর্ঘ্য পাত্র শোধন করিয়া পূর্ব্ববৎ যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া ষট্‌কোণে ষড়ঙ্গের ও মূল মন্ত্র দ্বারা ত্রিকোণের বৃত্তমধ্যে "কং ভং তপিন্যৈ, খং বং তাপিন্যৈ, গং ফং ধূম্রায়ৈ, ঘং পং মরিচ্যৈ, ঙং নং জ্বালিন্যৈ, চং ধং রুচ্যৈ, ছং দং সুষুম্নায়ৈ, জং থং ভোগদায়ৈ, ঝং তং বিশ্বায়ৈ, ঞং ণং বোধিন্যৈ, টং ঠং ধারিণ্যৈ, ঠং ডং ক্ষমায়ৈ" এই পর্যন্ত সূর্য্যের দ্বাদশকলার পূজা করিয়া "অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ" এই বলিয়া পূজা করিবে। ১৬-১৯

পরে বিমোল মাতৃকাবর্ণ ও মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া ঘটস্থ অমৃতদ্বারা অর্ঘ্যপাত্রের তিন ভাগ পূরণ করিবে। পুনরপি পূর্ব্ববৎ যন্ত্র লিখিয়া ষড়ঙ্গের ও ত্রিকোণের পূজা করতঃ মূলের লিখিত চন্দ্রের ষোড়শকলার পূজা করিবে। যথা,—"অং অমৃতায়ৈ নমঃ, এই প্রকার আং মানদায়ৈ, ইং পূষায়ৈ, ঈং তুষ্ট্যৈ, উং পুষ্ট্যৈ, ঊং রত্যৈ, ঋং ধৃত্যৈ, ৠং শশিন্যৈ, ঌং চন্দ্রিকায়ৈ, ৡং কান্ত্যৈ, এং জ্যোৎস্নায়ৈ, ঐং শ্রিয়ৈ, ওং প্রীত্যৈ, ঔং অঙ্গদায়ৈ, অং পূর্ণায়ৈ,

শশিনী চন্দ্রিকা কান্তিঃ জ্যোৎস্না শ্রীঃ প্রীতিরঙ্গদা।
পূর্ণাপূর্ণামৃতা কামদায়িন্যঃ শশিনঃ কলাঃ ॥ ২৪
দূর্ব্বাক্ষতং রক্তপুষ্পং বর্ব্বরামপরাজিতাম্।
মায়য়া নিক্ষিপেৎ পাত্রে তীর্থাবাহনমাচরেৎ ॥ ২৫
গঙ্গে চেত্যাদি মন্ত্রেণ মুদ্রয়াঙ্কুশসংজ্ঞয়া।
রবিমণ্ডল-মধ্যাচ্চ কুলতীর্থানি চালয়েৎ ॥ ২৬
কবচেনাবগুণ্ঠ্যাস্ত্রমনুনা রক্ষণঞ্চরেৎ।
বং ধেন্বা চামৃতীকৃত্য ছাদয়ন্মৎস্যমুদ্রয়া ॥ ২৭
মূলং সংজপ্য দশধাবাহয়েদ্দেবতাং ততঃ।
পুষ্পাঞ্জলিত্রয়েণৈব পূজয়েদিষ্টদেবতাম্ ॥ ২৮
অখণ্ডাদ্যৈঃ পঞ্চমন্ত্রৈর্মন্ত্রয়েত্তদনন্তরম্।
ওঁ অখণ্ডৈকরসাকারে পরে রসসুধাত্মনি।
স্বচ্ছন্দস্ফুরণামত্র নিধেহ্যকুলনায়িকে।
অকুলস্থা মৃতাকারে শুদ্ধজ্ঞানকলেবরে।
অমৃত ত্বং নিধেহ্যস্মিন্ বস্তুনি ক্লিন্নরূপিণি।
তদ্রূপেণৈকরস্যঞ্চ কৃত্বা হ্যেতৎস্বরূপিণীম্।
ভুক্ত্বা পরামৃতাকারং ময়ি বিস্ফুরণং কুরু।
ব্রহ্মাণ্ডরসসম্ভূত-মশেষরস-সম্ভবম্।
আপূরিতং মহাপাত্রং পীযূষ-রসমাবহম্।
অহন্তা-পাত্রভরিত-মিদন্তা-পরমামৃতম্।

অঃ পূর্ণামৃতায়ৈ"। পরে "ঔং চন্দ্রমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। ২০-২৪

অনন্তর দূর্বা, আতপ চাউল, রক্তপুষ্প, ধূস্তুর ও অপরাজিতা পুষ্প মায়াবীজ (হ্রীং) উচ্চারণপূর্বক নিক্ষেপ করিয়া "গঙ্গে চ" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কুশ মুদ্রাদ্বারা রবিমণ্ডল মধ্য হইতে কুলতীর্থের আবাহন করিয়া হুং মন্ত্রে অবগুণ্ঠন, ফট্‌মন্ত্রে রক্ষণ, বং মন্ত্রে ধেনু মুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ ও মৎস্য মুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করত দশবার মূলমন্ত্রজপ করিয়া (ক) চিহ্নিত ওঁ অখণ্ডৈক ইত্যাদি মন্ত্রে দেবতার আমন্ত্রণ করিয়া তাহাতে শিব শিবার সমাযোগ মনে

পরাহন্তাপয়েদ্বহ্নৌ হোমস্বীকার-লক্ষণম্ ।
(ক) ইত্যামন্ত্র্য ততস্তস্মিন্ শিবয়োঃ সামরস্যকম্ ॥ ২৯
পূর্ব্ববৎ পূজনং কৃত্বা ধূপদীপৌ প্রদর্শয়েৎ ॥
ইতি শ্রীপাত্রসংস্কারঃ সর্ব্বত্র কুলপূজনে ॥ ৩০
অকৃত্বা পাপভাঙ্মন্ত্রী পূজা চ বিফলা ভবেৎ ॥ ৩১

ইত্যন্নদাকল্পে শ্রীপাত্রশোধনং নাম
একাদশঃ পটলঃ ॥ *

করিয়া পূর্ববৎ পূজা করত ধূপ দীপ দর্শন করাইবে। কুল পূজাতে এই প্রকার শ্রীপাত্র সংস্কার জানিবে। যে সাধক ইহা না করিয়া পূজা করে, তাহার পূজা বিফল হয় এবং সে পাপী হয়। ২৫—৩১

একাদশ পটল সমাপ্ত

দ্বাদশঃ পটলঃ

শ্রীশিব উবাচ—

ঘট-শ্রীপাত্রয়োর্ম্মধ্যে পাত্রাণি স্থাপয়েত্ততঃ।
গুরুপাত্রং ভোগপাত্রং শক্তিপাত্রং ততঃ পরম্ ॥ ১
যোগিনী-বীরপাত্রে চ বলিপাত্রং ততঃ পরম্।
পাদ্যমাচমনার্থন্তু শ্রীপাত্রেণ নব ক্রমাৎ ॥ ২
সামান্যার্ঘ্যস্য বিধিনা পাত্রাণাং স্থাপনঞ্চরেৎ।
কলসস্থামৃতেনৈব ত্রিভাগং পরিপূর্য্য চ ॥ ৩
মাষপ্রমাণং পাত্রেষু শুদ্ধিখণ্ডং নিযোজয়েৎ।
বামাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যামমৃতং পাত্রসংস্থিতম্ ॥ ৪
গৃহীত্বা শুদ্ধিখণ্ডেন দক্ষয়া তত্ত্বমুদ্রয়া।
সর্ব্বত্র তর্পণং কার্য্যং বিধিরেষ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫
শ্রীপাত্রাৎ পরমং বিন্দুং গৃহীত্বা শুদ্ধিসংযুতম্।
আনন্দভৈরবং দেবং ভৈরবীঞ্চ প্রতর্পয়েৎ ॥ ৬
তত্তন্মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য সহস্রারে প্রতর্পয়েৎ।
অমুকং তর্পয়ামীতি মন্ত্রান্তে নামসংস্থিতিঃ ॥ ৭
গুরুপাত্রামৃতেনৈব তর্পয়েৎ গুরুসন্ততিম্।
সহস্রারে নিজগুরুং সপত্নীকং প্রতর্প্য চ ॥ ৮
বাগ্‌ভবাদ্যং স্বস্বনাম্না তদ্বদ্‌গুরুচতুষ্টয়ম্।
ততঃ স্বহৃদয়াম্ভোজে ভোগপাত্রামৃতেন তু ॥ ৯

শিব বলিলেন, অতঃপর ঘট ও শ্রী পাত্র মধ্যে গুরুপাত্র, ভোগপাত্র, শক্তি-পাত্র তৎপর যোগিনীপাত্র, বীরপাত্র, বলিপাত্র এবং পাদ্য ও আচমনীয় পাত্র সামান্যার্ঘ্য স্থাপন ক্রমে স্থাপন করিবে। কলসস্থ অমৃত দ্বারা পাত্রের ত্রিভাগ পূর্ণ করত মাষ প্রমাণ শুদ্ধিখণ্ড (মদ) তাহাতে প্রদান করিবে। পরে শ্রীপাত্রস্থ কারণামৃত গ্রহণ করিয়া তত্ত্ব মুদ্রায় মস্তকদেশে আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর তর্পণ করিবে। ১-৬

গুরুপাত্রস্থ অমৃত দ্বারা গুরু সন্ততির, মস্তকে গুরু ও গুরুপত্নীর এবং গুরু চতুষ্টয়ের তর্পণ করিবে। অতঃপর স্বহৃদয়ে ভোগপাত্রস্থ অমৃত দ্বারা

অন্নদাং তর্পয়ামীতি মায়াবীজাদিকেন চ।
স্বাহান্তেন ত্রিধা মন্ত্রী তর্পয়েদিষ্টদেবতাম্ ॥ ১০
শক্তিপাত্রামৃতৈস্তদ্ব-দঙ্গাবরণতর্পণম্।
যোগিনী-পাত্রসংস্থেন সায়ুধাং সপরীকরাম্ ॥ ১১
ততঃ স্ববামভাগে চ সামান্যং মণ্ডলং লিখেৎ।
সম্পূজ্য মণ্ডলং তত্র স্থাপয়েদ্বলিপঞ্চকম্ ॥ ১২
তারত্রয়ঞ্চ বঁ বীজং বটুকায় নমঃ পদম্।
সংপূজ্য পূর্ব্বভাগে চ বটুকস্য বলিং হরেৎ ॥ ১৩
ত্রিতারং যাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহান্তো দক্ষিণে হরেৎ।
ষড়্দীর্ঘযুক্তং সক্ষন্তং ক্ষেত্রপালায় হৃন্মনুঃ ॥ ১৪
পশ্চিমে তদ্বলিং দত্ত্বা উত্তরস্যাং সমাহরেৎ।
গাং গীং গূং গণপতয়ে স্বাহান্তেন প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৫
মধ্যে তথা সর্ব্বভূতবলিং দদ্যাদ্ যথাবিধি।
হ্রীং শ্রীং সর্ব্বপদঞ্চোক্ত্বা বিঘ্নেভ্যশ্চ ততঃ পরম্ ॥ ১৬
সর্ব্বভূতেভ্য ইত্যুক্ত্বা স্বাহা হুঁ চ মনুর্মতঃ।
ততঃ শিবায়ৈ বিধিবদ্বলিমেকং প্রদাপয়েৎ ॥ ১৭

"হ্রীং শ্রীমৎ অন্নদাং তর্পয়ামি স্বাহা" বলিয়া তিন বার তর্পণ করিবে। শক্তি পাত্রামৃত দ্বারা আবরণ দেবতার, যোগিনী পাত্রামৃত দ্বারা সায়ুধ সপরিবার মূল দেবতার তর্পণ করিবে। ৭-১১

অনন্তর স্বীয় বামভাগে সামান্য মণ্ডল আঁকিয়া মণ্ডলের পূজা করত তদুপরি বলিপঞ্চক স্থাপন করিবে। ১২

পরে "ওঁ ওঁ ওঁ বং বটুকায় নমঃ" বলিয়া পূর্বদিগ্‌ভাগে বটুকের বলি প্রদান করিবে। ১৩

এই রূপে "ওঁ ওঁ ওঁ যাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহা" বলিয়া দক্ষিণে, "সাং সীং সূং সৈং সৌং সঃ ক্ষাং ক্ষীং ক্ষূং ক্ষৈং ক্ষৌং ক্ষঃ ক্ষেত্রপালায় নমঃ" বলিয়া পশ্চিমে এবং "গাং গীং গূং গণপতয়ে স্বাহা" বলিয়া উত্তরদিকে বলি প্রদান করিবে। ১৪-১৫

অতঃপর "হ্রীং শ্রীং সর্ববিঘ্নেভ্যঃ সর্বভূতেভ্যঃ স্বাহা হুং" বলিয়া মধ্যে সর্ব্বভূতকে বলিদান করিবে। ১৬-১৭

গৃহ্ণ দেবি মহাভাগে শিবে কালাগ্নিরূপিণি।
শুভাশুভফলং ব্যক্তং ব্রূহি গৃহ্ণ বলিং তব॥ ১৮
মূলমেষ বলিঃ পশ্চাৎ শিবায়ৈ নম ইত্যপি।
চক্রানুষ্ঠানমেতদ্ধি কথিতং গুরুভাষিতম্॥ ১৯
ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং রক্তচন্দনাগুরুমিশ্রিতম্।
নীত্বা হৃদম্বুজে ধ্যায়েন্মুদ্রয়া কূর্ম্মসংজ্ঞয়া॥ ২০
ধ্যাত্বা হৃদব্জে দেবীঞ্চ সুষুম্না ব্রহ্মবর্ত্মনা।
সহস্রারে পরশিবে নীত্বা তাং ধারয়েৎ পরাম্॥ ২১
পায়য়িত্বা পরানন্দং শ্বাসমার্গেণ সাধকঃ।
পুষ্পাঞ্জলৌ নিবেশ্যাথ যন্ত্রমধ্যে নিধাপয়েৎ॥ ২২
ধ্যানং যথা প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বাম্নায়নমস্কৃতম্।
ধ্যানেন শিব-সাযুজ্যং প্রাপ্নুয়াৎ সাধকোত্তমঃ॥ ২৩

রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়া-
মন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাম্।
নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্॥ ২৪

অনন্তর "গৃহ্ণ দেবি মহাভাগে শিবে কালাগ্নিরূপিণি, শুভাশুভফলং ব্যক্তং ব্রূহি গৃহ্ণ বলিং তব হ্রীং শিবায়ৈ নমঃ" বলিয়া বলি প্রদান করিবে। গুরু-কথিত চক্রানুষ্ঠান পদ্ধতি এইরূপ জানিবে। ১৮-১৯

পরে রক্তচন্দন ও অগুরু মিশ্রিত পুষ্পাঞ্জলি কূর্ম্ম মুদ্রা যোগে গ্রহণ করিয়া হৃৎপদ্মে দেবীর ধ্যান করত দেবীকে সুষুম্নাপথে সহস্রারে আনয়ন করিয়া সাধক শ্বাস মার্গ দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি মধ্যে আনয়ন পূর্বক যন্ত্র মধ্যে স্থাপন করিবে। ২০-২২

দেবীর ধ্যান এইরূপ—ইহার শরীর রক্তবর্ণ, বিচিত্র বস্ত্র পরিধান, এবং কপালে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজমান আছে, ইনি সর্বদা অন্নদানে নিযুক্তা এবং দেহযষ্টি স্তনভারে বিনম্র, ইনি অর্দ্ধ চন্দ্রাভরণ নর্ত্তনশীল শিবকে অবলোকন করিয়া হৃষ্টা থাকেন, এবম্ভূতা ভবদুঃখবিনাশিনী ভগবতীকে ভজনা করি। ২৩-২৪

এবং ধ্যাত্বা যজেদ্দেবীং বক্ষ্যমাণেন বর্ত্মনা।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামধিকারী ভবেন্নরঃ ॥ ২৫

ইত্যন্নদাকল্পে চক্রানুষ্ঠানং নাম
দ্বাদশঃ পটলঃ ॥

এই প্রকার ধ্যান করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রণালী ক্রমে যে মানব দেবীকে পূজা করে সে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাধিকারী হয়। ২৫

দ্বাদশ পটল সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ পটলঃ

শ্রীশিব উবাচ—

ততো যন্ত্রে সমাদায় কৃতাঞ্জলিপুটো নরঃ।
আবাহয়েদন্নপূর্ণাং সায়ুধাং সপরীকরাম্ ॥ ১
দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে।
যাবৎ ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব ॥
(ক) হ্রীং অন্নপূর্ণে মাহেশ্বরি পরিবারাদিভিঃ সহ
ইহাগচ্ছ দ্বিধা চোক্ত্বা ইহ তিষ্ঠ দ্বিধা পুনঃ ॥ ২
ইহ শব্দাৎ সন্নিধেহি ইহ সন্নিপদান্ততঃ।
রুধ্যস্ব-পদমাভাষ্য মম পূজাং গৃহাণ চ ॥ ৩
অত্রাধিষ্ঠানমাভাষ্য কুরু-যুগ্মমতঃ পরম্।
ইত্থমাবাহনং প্রোক্তং প্রতিষ্ঠা প্রোচ্যতেঽধুনা ॥ ৪
পাশাঙ্কুশপুটা শক্তিঃ স্বাহান্তা পুরতো ভবেৎ।
অমুষ্যা অন্নপূর্ণায়াঃ প্রাণা ইহ ততঃ পরম্ ॥ ৫
প্রাণা ইতি পুনঃ পঞ্চ বীজানি তদনন্তরম্।
অমুষ্যা জীব ইহ চ স্থিত ইত্যুচ্চরেৎ পুনঃ ॥ ৬
পঞ্চবীজানি চামুষ্যাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ কীর্ত্তয়েৎ।
পুনস্তৎ পঞ্চ বীজানি ততোঽমুষ্যাঃ পদন্ততঃ ॥ ৭
বাঙ্-মনো-নয়ন-ঘ্রাণশ্রোত্রত্বক্‌পাণিপাদতঃ।
বুদ্ধিঃ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু ঠদ্বয়ম্ ॥ ৮

শিব কহিলেন,—অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া মূলের লিখিত দেবেশি ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্র পাঠ করিয়া "হ্রীং অন্নপূর্ণে মাহেশ্বরি পরিবারাদিভিঃ সহ ইহাগচ্ছ২ ইহ তিষ্ঠ২ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব মম পূজাং গৃহাণ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু কুরু" এই মন্ত্রে আবাহন করিবে। ইহাই আবাহন বিধি এক্ষণ প্রাণপ্রতিষ্ঠা বিধি বলিতেছি। ১-৪

"আং হ্রীং ক্রোং হং সঃ অমুষ্যা অন্নপূর্ণায়া প্রাণা ইহ প্রাণাঃ" পুনর্ব্বার "আং হ্রীং ক্রোং হং বঃ অমুষ্যা অন্নপূর্ণায়া জীব ইহ স্থিতঃ", পুনশ্চ "আং হ্রীং ক্রোং হং সঃ অমুষ্যা অন্নপূর্ণায়াঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি" পুনরপি "আং হ্রীং ক্রোং

ইতি দ্বিধা যন্ত্রমধ্যে লেলিহানাখ্যমুদ্রয়া।
সংস্থাপ্য বিধিবৎ প্রাণান্ কৃতাঞ্জলিপুটো বদেৎ॥ ৯
অন্নপূর্ণে স্বাগতন্তে সুস্বাগতমিদন্তব।
আসনঞ্চেদমত্র ত্বমাস্যতাং পরমেশ্বরি (ক)॥
ততো বিশেষার্ঘ্যজলে ত্রিধা মূলং সমুচ্চরন্।
প্রোক্ষয়েদ্দেবশুদ্ধ্যর্থং যড়ঙ্গৈঃ সকলীকৃতৈঃ॥
ততঃ সম্পূজয়েদ্দেবীং ষোড়শৈরুপচারকৈঃ।
পাদ্যার্ঘ্যমাচমনীয়ঞ্চ স্নানং বসনভূষণে॥
গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যাচমনানি চ।
তাম্বূলমমৃতং পাত্রং তর্পণঞ্চ নতিক্রিয়া॥
প্রযোজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারাংস্তু ষোড়শ।
মায়াবীজমিদং পাদ্য-মন্নদায়ৈ নমঃ পদম্॥ ১০
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ শিরস্যর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।
স্বাহা মন্ত্রেণ মতিমান্ স্বধেত্যাচমনীয়কম্॥ ১১
মুখে নিযোজয়েন্মন্ত্রী মধুপর্কং মুখাম্বুজে।
বং স্বধেতি চ মন্ত্রেণ পুনরাচমনং মুখে॥ ১২
স্নানীয়ং সর্ব্বগাত্রেষু বসনং ভূষণানি চ।
নিবেদয়ামি মনুনা দদ্যাদেতানি দেশিকঃ॥ ১৩
মধ্যমানামিকাভ্যাঞ্চ গন্ধং দদ্যাদ্ হৃদম্বুজে।
নমোঽন্তেন চ মন্ত্রেণ বৌষড়ন্তেন পুষ্পকম্॥ ১৪

হং সঃ অমুষ্যা অন্নপূর্ণায়াঃ বাঙ্মনো-নয়ন-ঘ্রাণ-শ্রোত্র-ত্বক্-পাণি-পাদ-বুদ্ধি-প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা” বলিয়া লেলিহানাখ্য মুদ্রাদ্বারা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া (ক) চিহ্নিত মন্ত্র পাঠ করিবে। ৫-৯

পরে মূলের লিখিত ষোড়শ উপচার দ্বারা পূজা করিবে, যথা, “অন্নপূর্ণে স্বাগতন্তে সুস্বাগতম্”—এই মন্ত্রে স্বাগত, “ইদম্ আসনম্ আস্যতাং পরমেশ্বরি” —এই মন্ত্রে আসন দিবে। পরে বিশেষার্ঘ্য জলে মূলমন্ত্রে তিনবার প্রোক্ষণ করিবে। পরে “হ্রীং পাদ্যং অন্নদায়ৈ নমঃ” বলিয়া পাদ্য দেবীর চরণে প্রদান করিবে। শিরে স্বাহা মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ অর্ঘ্য, স্বধা মন্ত্রে আচমনীয়, মুখ-পদ্মে

ধূপদীপৌ চ পুরতঃ সংস্থাপ্য প্রোক্ষণাদিভিঃ।
নিবেদয়ামি মন্থনা চোৎসৃজ্য তদনন্তরম্ ॥ ১৫
জয়ধ্বনি ততো মন্ত্রমাতঃ স্বাহেতি মন্ত্রতঃ।
সম্পূজ্য ঘণ্টাং বামেন বাদয়ন্ দক্ষিণেন তু ॥ ১৬
গন্ধং মুদ্রাধো নিধায় নীচৈর্ধূপং নিবেদয়েৎ।
দীপন্ত দৃষ্টিপর্য্যন্তং দশধা বিনিবেদয়েৎ ॥
ততঃ পাত্রং সমাদায় শুদ্ধামৃতযুতং করে।
মূলং সমুচ্চরন্ মন্ত্রী যন্ত্রমধ্যে নিবেদয়েৎ ॥ ১৭
পরমং বারুণীকল্পং কোটীকল্পান্তকারিণি।
গৃহাণ শুদ্ধিসহিতং ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ দেহি মে (ক) ॥ ১৮
ইত্যনেন চ মন্ত্রেণ মূলমন্ত্রেণ দেবতাম্।
ত্রিবারমর্পয়েৎ পাত্রং সদ্বিতীয়ং সমন্ত্রকম্ ॥ ১৯
ততঃ সামান্যবিধিনা পুরতো মণ্ডলং লিখেৎ।
তস্যোপরি ন্যাসেৎ পাত্রং নৈবেদ্যপরিপূরিতম্ ॥
প্রোক্ষণঞ্চাবগুণ্ঠঞ্চ রক্ষণঞ্চামৃতীকৃতিম্।
মূলেন সপ্তধামন্ত্র্য অর্ঘ্যাদ্ভির্বিনিবেদয়েৎ ॥ ২০
মূলমেতত্তু নৈবেদ্যং সর্ব্বোপকরণান্বিতম্।
নিবেদয়াম্যন্নদায়ৈ জুষাণেদং হবিঃ শিবে (খ) ॥ ২১

মধুপর্ক, স্বধা মন্ত্রে মুখে পুনরাচমীয়, সর্বগাত্রে নিবেদয়ামি বলিয়া স্নানীয় ও বসন ভূষণাদি, মধ্যমা ও অনামিকাদ্বারা গন্ধ গ্রহণ করিয়া নমঃ মন্ত্রে, বৌষট্ মন্ত্রে পুষ্প, প্রোক্ষণ করত অগ্রে নিবেদয়ামি বলিয়া গন্ধমুদ্রাদ্বারা ধূপ নীচের দিকে এবং দৃষ্টি পর্যন্ত দীপ নিবেদন করিবে। পরে বামহস্তে ঘণ্টা ধারণ করত "জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা" বলিয়া ঘণ্টা অর্চ্চনা করিয়া সেই ঘণ্টা বাম হস্তে আনয়ন করিয়া বাদিত করিবে। তৎপর শুদ্ধামৃতযুক্ত পাত্র দক্ষিণ হস্তে লইয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক (ক) চিহ্নিত মন্ত্রে এবং মূলমন্ত্রে তিনবার অর্পণ করিবে। ১০-১৯

তৎপর সামান্য বিধি অনুসারে সম্মুখে মণ্ডল করিয়া তদুপরি নৈবেদ্য প্রপূরিত পাত্র স্থাপন করিবে এবং প্রোক্ষণ, অবগুণ্ঠন ও অমৃতীকরণ করতঃ

ততঃ গ্রাসাদি-মুদ্রাভিঃ পঞ্চভিঃ প্রাশয়েদ্ধবিঃ।
বামেন গ্রাসমুদ্রাঞ্চ বিকচোৎপলসন্নিভাম্ ॥ ২২
দর্শয়েন্মূল-মন্ত্রেণ পানার্থং তীর্থপূরিতম্।
কলসং বিনিবেদ্যাথ পুনরাচমনীয়কম্ ॥ ২৩
দত্ত্বা ততস্তু তাম্বূলং প্রোক্ষণাদিবিশোধিতম্।
নিবেদয়াম্যন্নদায়ৈ মূলমন্ত্রেণ দাপয়েৎ ॥ ২৪
ততঃ শ্রীপাত্রসংস্থেনামৃতেন ত্রিঃ প্রতর্পয়েৎ।
উত্তমাঙ্গে হৃদাধারপদে সর্ব্বাঙ্গকে ক্রমাৎ ॥ ২৫
পত্র-পুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাৎ মূলমন্ত্রেণ দেশিকঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েদিষ্টদেবতাম্ ॥ ২৬
তবাবরণদেবাংশ্চ পূজয়ামি নমঃ পদম্।
অগ্নিনির্ঋতি-বায়ীশ-পুরতো দিক্ষু চ ক্রমাৎ ॥ ২৭
ষড়ঙ্গানি চ সংপূজ্য গুরুপংক্তীঃ সমর্চ্চয়েৎ।
গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাপরগুরুন্ততঃ ॥ ২৮
পরমেষ্ঠিগুরুং তদ্বদ্ যজেৎ কুলগুরুন্তথা।
বারাহী চ তথেন্দ্রাণী চামুণ্ডা সপ্তমী তথা ॥ ২৯
অষ্টমী চ মহালক্ষ্মীঃ প্রাগাদিষু দলেম্বিমাঃ।
অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধশ্চোন্মত্তসংজ্ঞকঃ ॥ ৩০

মূলমন্ত্রে সাতবার আমন্ত্রণ করিয়া অর্ঘ্যাদি দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া (খ) চিহ্নিত মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে গ্রাসাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা গ্রাসন করাইবে। বিকচ উৎপলনিভ গ্রাসমুদ্রা দর্শন করাইয়া মূলমন্ত্রদ্বারা তীর্থপূরিত কলস পানীয় ও পুনরাচমনীয়ার্থ নিবেদন করিবে। পরে শোধিত তাম্বূল "হ্রীং অন্নদায়ৈ নিবেদয়ামি" বলিয়া দিবে। ২০-২৪

অতঃপর শ্রীপাত্রস্থ অমৃতদ্বারা দেবতার তিনবার তর্পণ করিবে। পরে মূলমন্ত্রে পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া "তবাবরণদেবাংশ্চ পূজয়ামি নমঃ" বলিয়া প্রার্থনা করিবে। তৎপর অগ্ন্যাদিকোণে ষড়ঙ্গের পূজা করিবে এবং বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা, সপ্তমী, অষ্টমী ও মহাষ্টমীর পূজা পূর্বাদি দলক্রমে করিয়া অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ ও

কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারশ্চাষ্ট-ভৈরবাঃ।
ইন্দ্রাদীন্ দশদিক্পালান্ ভূপুরান্তঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ৩১
তেষামস্ত্রাণি তদ্বাহ্যে পূজয়েত্তর্পয়েত্ততঃ।
বটুকং ক্ষেত্রপালঞ্চ যোগিনীগণ-নায়কম্ ॥ ৩২
পূর্ব্বাদিচতুর্দ্বারেষু পূজয়েত্তর্পয়েৎ পুনঃ।
পঞ্চোপচারান্ দত্ত্বা তু পাত্রং শুদ্ধিযুতং পুনঃ ॥ ৩৩
ততঃ সংপূজয়েন্মন্ত্রী সায়ুধাং সপরীকরাম্।
সর্ব্বোপচারৈঃ সংপূজ্য তর্পয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৪
বলিদানং ততঃ কুর্য্যাদ্দেবতাভাবসিদ্ধয়ে।
নরশ্ছাগশ্চ মহিষো মেষঃ শূকর এব চ ॥ ৩৫
শশকঃ শল্লকী গোধা খড়্গী কূর্ম্মো দশ স্মৃতাঃ।
সুলক্ষণং পশুং দেব্যা অগ্রে সংস্থাপ্য মন্ত্রবিৎ ॥ ৩৬
অর্ঘ্যোদকেন সংপ্রোক্ষ্য ধেনুমুদ্রামৃতীকৃতিম্।
কৃত্বা ছাগাদিপশবে নম ইত্যমুনা সুধীঃ ॥ ৩৭
পূজয়েদ্গন্ধসিন্দুরপুষ্পাদ্যৈ-স্তদনন্তরম্।
গায়ত্রীং দক্ষিণে কর্ণে জপেৎ পাশবিমোচিনীম্ ॥ ৩৮

সংহার ভৈরবের এবং ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের ভূপুরান্তে পূজা করিবে এবং তদ্বাহ্যে ইহাদের অস্ত্রসমূহের পূজা ও দেবতার তর্পণ করিবে। পুনর্বার পূর্ব্বাদি চতুর্দ্বারে যথাক্রমে বটুক, ক্ষেত্রপাল, যোগিনী ও গণনায়কের পূজা করিবে। পুনরপি পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া মদ্য প্রদান করিবে। পরে সায়ুধ সপরিবার দেবীর পূজা করিয়া পুনঃ পুনঃ তর্পণ করিবে। ২৫—৩৪

অনন্তর বলিদান করিবে। যথা,—নর, † ছাগ, মহিষ, মেষ, শূকর, শশক, শল্লকী (শজারু), গোধা (গোসাপ) খড়্গী (গণ্ডার) ও কুর্ম্ম, এই দশটী বলিই বিধিবোধিত। মন্ত্রবিৎ সাধক সুলক্ষণ পশু দেবতার অগ্রে স্থাপন করিয়া অর্ঘ্যজল দ্বারা প্রোক্ষণ, ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করিয়া "ছাগপশবে নমঃ" বলিয়া

---

† যামলে বলিয়াছেন, "রাজা নরবলিং দদ্যান্নান্যোঽপি পরমেশ্বরি। সিংহব্যাঘ্রনরান্ দত্ত্বা ব্রাহ্মণো নরকং ব্রজেৎ॥" এই বচনদ্বারা রাজা ভিন্ন অন্যের নরবলি নিষেধ করা হইল।

পশুপাশায় শব্দান্তে বিদ্মহে তদনন্তরম্ ।
বিশ্বকর্ম্মপদং ঙেঽন্তং ধীমহীতি পদং বদেৎ ॥
ততঃ সমুচ্চরেন্মন্ত্রী তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ ।
এষা স্যাৎ পশুগায়ত্রী পশুপাশবিনাশিনী ॥ ৩৯

ততঃ খড়্গং যজেন্মন্ত্রী কূর্চ্চবীজপুরঃসরম্ ।
অগ্রে বাগীশব্রহ্মাণৌ লক্ষ্মীনারায়ণৌ ততঃ ॥ ৪০

উমামহেশ্বরৌ মূলে সচতুর্থী-নমোঽন্তকৌ ।
পূজয়িত্বা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব-শক্তিযুতায় চ ॥
খড়্গায় নম ইত্যন্তমনুনা খড়্গপূজনম্ ।
মহাবাক্যং ততঃ কৃত্বা চোৎসৃজ্য বলিমুত্তমম্ ॥
যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্তু সমর্পিতম্ (ক) ।
ইত্থং নিবেদ্য চ পশুং ধৃত্বা চোর্দ্ধমুখন্ততঃ ॥ ৪১

মূলং সমুচ্চরন্ খড়্গং ঘর্ষয়েচ্ছেদয়েৎ পশুম্ ।
যথাবত্তুষ্করুধিরং পশু-কণ্ঠ-বিনির্গতম্ ॥ ৪২

ধারারূপং যন্ত্রমধ্যে পতেদ্দেবীমুখে মুহুঃ ।
মাংসখণ্ডং ততো দত্ত্বা ভূমিষ্ঠং রুধিরন্ততঃ ॥ ৪৩

গন্ধ, সিন্দুর ও পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। তৎপর পশুর দক্ষিণ কর্ণে "পশুপাশায় বিদ্মহে বিশ্বকর্ম্মণে ধীমহি তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ।" এই পশুগায়ত্রী বলিবে। অনন্তর খড়্গ পূজা করিবে। যথা,—খড়্গের অগ্রদেশে "হূং বাগীশ্বরী-ব্রহ্মভ্যাং নমঃ" মধ্যে "হূং লক্ষ্মীনারায়ণাভ্যাং নমঃ" এবং মূলে "উমা-মহেশ্বরাভ্যাং নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। পরে "ব্রহ্মবিষ্ণুশিবশক্তিযুক্তায় খড়্গায় নমঃ" বলিয়া খড়্গের পূজা করিবে। পরে সঙ্কল্প করিয়া বলি উৎসর্গ করত "যথোক্তেন" ইত্যাদি মূলের লিখিত (ক) চিহ্নিত মন্ত্রে পশুনিবেদন করতঃ পশু ধারণ করিয়া কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিবে এবং মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক পশুগলে খড়্গ স্পর্শ করাইয়া ছেদন করিবে। ছিন্ন স্থান হইতে ধারাপতিত রুধির যন্ত্রমধ্যে প্রদান করিবে এবং মাংস গ্রহণ করিয়া দেবীকে দান করিবে। ভূপতিত রুধির চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়া বটুকাদি বলিপ্রদান করিবে। এইরূপ বলিবিধি

চতুর্ভাগং বিধায়াথ বটুকাদিবলিং হরেৎ।
এবং বলিবিধিঃ প্রোক্তঃ কুলীনানাং কুলালয়ে।
অন্যথা দেবতাপ্রীতি র্জায়তে ন কদাচন ॥ ৪৪

ইত্যন্নদাকল্পে বলিদানান্তং নাম
ত্রয়োদশঃ পটলঃ

কথিত হইল, এই বলিবিধি কুলীনদিগের সম্বন্ধে জানিবে। অন্যথা দেবতা-প্রীতি জন্মিবে না *। ৩৫—৪৪

ত্রয়োদশ পটল সমাপ্ত

---

* এই বলিবিধি অনেকের নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু এ কথা স্মরণ করা উচিত যে, সম্প্রদায় ভেদে বিধি স্বতন্ত্র।

চতুর্দ্দশঃ পটলঃ

শ্রীশিব উবাচ—

অথ জপরহস্যঞ্চ শৃণুষ্ব ব্রহ্মভৈরব।
জপ্তেন যেন বিধিনা শীঘ্রং দেবী প্রসীদতি।
দেবতাগুরুমন্ত্রাণামৈক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া।
যো মন্ত্রো গুরুরেবাসৌ যো গুরুঃ স চ দেবতা॥ ১
অভেদেন জপেৎ যস্তু তস্য সিদ্ধিরনুত্তমা।
ইত্থং বিভাব্য মতিমান্ জপকর্ম্ম সমারভেৎ।
গুরুশিরসি সংচিন্ত্য হৃদয়ে দেবতাং স্মরন্।
মুলমন্ত্রময়ীং ধ্যায়েজ্জিহ্বায়াং দীপরূপিণীম্॥ ২
ত্রয়াণাং তেজসাত্মানং তেজোরূপং বিভাব্য চ।
তারেণ সম্পুটীকৃত্য সপ্তধা মূলমন্ত্রকম্।
সংস্মৃত্য মতিমান্ পশ্চাৎ মাতৃকাপুটিতং স্মরেৎ।
মায়াবীজন্তু দশধা জপেৎ শিরসি চাত্মনঃ॥ ৩
প্রাণায়ামং বিধায়াথ মালামাদায় চাত্মনঃ।
প্রবালবিক্রমভবামথ বৈদূর্য্যসম্ভবাম্।
অভাবে স্ফাটিকীং মালামথ রুদ্রাক্ষসম্ভবাম্।
আসামেকতমাং মালাং শোধিতাং সাধকোত্তমঃ॥ ৪

শিব কহিলেন, হে ভৈরব! অতঃপর তোমার নিকট জপরহস্য বলিতেছি। যে বিধিদ্বারা জপ করিলে দেবতা পরিতুষ্ট হয়েন, তাহা শ্রবণ কর। দেবতা, গুরু ও মন্ত্রের ঐক্য ভাবনা করিবে,—অর্থাৎ যে মন্ত্র সে গুরু, এবং যিনি গুরু তিনিই মন্ত্র, এইরূপ অভেদ কল্পনা করিয়া যে ব্যক্তি জপ করিবে, তাহার অনুত্তমা সিদ্ধি লাভ হয়। শিরস্থানে গুরুকে চিন্তা করিয়া স্বহৃদয়ে দেবতা স্মরণ করত দীপশিখারূপিণী মূলমন্ত্রময়ীকে জিহ্বাগ্রে অবস্থিতা চিন্তা করিবে। ১-২

গুরু, দেবতা ও মন্ত্র, ত্রিতয়ের আভায় নিজ বাহ্যাভ্যন্তর তেজোময় হইয়াছে এইরূপ ভাবনা করিয়া মূলমন্ত্রের পূর্ব্বে ও পরে প্রণব (ওঁ) পুটিত করিয়া সাতবার স্মরণ করিবে। পরে মতিমান্ সাধক মাতৃকাবর্ণ দ্বারা মায়াবীজ (হ্রীং) পুটিত করিয়া স্বমস্তকে দশবার জপ করিবে। ৩

এবং প্রাণায়াম করতঃ প্রবাল, বিদ্রুম, বৈদূর্য্য (বিড়ালের চোখের ন্যায়

গৃহীত্বা পূজয়েত্তান্ত মন্ত্রমেনং সমুচ্চরন্ ।
ওঁ মালে মালে মহামালে সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণি ।
চতুর্ব্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্তস্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব ।
(ক) ইতি সম্পূজ্য তাং মালাং শ্রীপাত্রস্থামৃতেন চ ॥ ৫
ত্রিধা মূলেন সন্তর্প্য স্থিরচিত্তো জপঞ্চরেৎ ।
অষ্টোত্তরং সহস্রং বাথ বাষ্টোত্তরকং শতম্ ।
প্রাণায়ামং পুনঃ কৃত্বা শ্রীপাত্রজলপুষ্পকৈঃ ।
গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎ-কৃতং জপম্ ।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি (খ) ।
ইতি মন্ত্রেণ তদ্দেব্যা বামহস্তে সমর্পয়েৎ ।
তেজোরূপং জপফলং ততোঽষ্টাঙ্গং নমেদ্ভুবি ।
ততঃ কৃতাঞ্জলি ভূর্ত্বা স্তোত্রঞ্চ কবচং পঠেৎ ॥ ৬
ত্রিধা প্রদক্ষিণীকৃত্য বিশেষার্ঘ্যেণ সাধকঃ ।
বিলোমার্ঘ্যপ্রদানেন স্বাত্মানঞ্চ সমর্পয়েৎ ।
ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতঃ ।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যন্তে অবস্থাসু প্রকীর্ত্তয়েৎ ॥ ৭

কৃষ্ণপীতবর্ণ মণিবিশেষ), অভাবে স্ফটিক বা রুদ্রাক্ষমালা ইহাদের একমত শোধিত মালা গ্রহণ করিয়া ওঁ মালে ইত্যাদি মূলের লিখিত (ক) চিহ্নিত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মালার পূজা করিয়া শ্রীপাত্রস্থ অমৃতদ্বারা মূলমন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবে। স্থিরচিত্তে ১০০৮ বার বা ১০৮ বার জপ করিবে। পুনর্বার প্রাণায়াম করতঃ শ্রীপাত্রস্থ জলপুষ্প গ্রহণ করিয়া গুহ্যাতি ইত্যাদি মূলের লিখিত (খ) চিহ্নিত মন্ত্রে দেবীর বাম হস্তে জপফল অর্পণ করিবে। অনন্তর মৃত্তিকাতে অষ্টাঙ্গ নমস্কার * করিবে। অতঃপর কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তব কবচ পাঠ করিবে। ৪-৬

পরে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া বিশেষার্ঘ্য হস্তে লইয়া বিলোম অর্ঘ্যপ্রদান দ্বারা "ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতঃ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ কৃতং যদুক্তং যৎ স্মৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু মাং মদীয়ং সকলং অন্নদাদেব্যাঃ পাদ-পদ্মে অর্পণং অস্তু

---

* দোর্ভ্যাং পদ্ভ্যাঞ্চ পাণিভ্যাং উরসা শিরসা দৃশা ।
মনসা বচসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥

মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ চ।
শিশ্না যৎকৃতমিত্যুক্ত্বা যদুক্তং যৎ স্মৃতং তথা।
সমুচ্চার্য্য বদেৎ পশ্চাৎ তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মশব্দতঃ।
অর্পণং ভবতু প্রোচ্য মাং মদীয়ং ততো বদেৎ॥ ৮
সকলঞ্চান্নদাদেব্যাঃ পাদ-পদ্মেঽর্পণং ততঃ।
অস্তু ওঁ তৎ সৎ মন্ত্র আত্মার্পণমিদং ভবেৎ॥ ৯
হ্রীমন্নদে পূজিতাসি ক্ষমস্বেতি বিসৃজ্য চ।
সংহারমুদ্রয়া পুষ্পমাঘ্রায় স্থাপয়েদ্ হৃদি।
ঐশান্যাং মণ্ডলং কৃত্বা ত্রিকোণং সুপরিষ্কৃতম্।
ততঃ সংপূজয়েদ্দেবীং নির্ম্মাল্যপুষ্পবারিণা॥ ১০
হ্রীং নির্ম্মাল্য-পদঞ্চোক্ত্বা বাসিন্যৈ নম ইত্যপি।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভ্যঃ সর্ব্বদেবেভ্য এব হি।
নির্ম্মাল্যং বিতরেৎ পশ্চাৎ গৃহ্ণীয়াৎ শক্তিসাধকঃ।
যন্ত্রলেপং ব্রহ্মরন্ধ্রে নৈবেদ্যং ভক্ষয়েত্ততঃ॥ ১১
সুপরিস্কৃতনৈবেদ্যং কুমার্য্যৈ শক্তয়ে দদেৎ।
হৃদি সাঽহং সদা ধ্যায়ন্ বৈষ্ণবাচারতৎপরঃ।
চৌরবদ্বিহরেদেকো নিঃশঙ্কঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ॥ ১২

ইত্যন্নদাকল্পে পূজাদিবিবরণং নাম
চতুর্দ্দশঃ পটলঃ॥

ওঁ তৎ সৎ" এই বাক্যে আত্ম সমর্পণ করিবে। "হ্রীং অন্নপূর্ণে পূজিতাসি ক্ষমস্ব" বলিয়া দেবীকে বিসর্জ্জন করতঃ সংহারমুদ্রা দ্বারা পুষ্প আনয়ন পূর্বক আঘ্রাণ করিয়া স্বহৃদয়ে স্থাপন করিয়া পরে ঈশানকোণে ত্রিকোণ মণ্ডল করতঃ তদুপরি নির্ম্মাল্য পুষ্প ও জল দ্বারা "হ্রীং নির্ম্মাল্যবাসিন্যৈ নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। শক্তিসাধক ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদি দেবতাকে শক্তি নির্ম্মাল্য বিতরণ করিয়া পশ্চাৎ গ্রহণ করিবে। পরে ব্রহ্মরন্ধ্রে যন্ত্রলেপ করিয়া সুপরিষ্কৃত নৈবেদ্য কুমারীদিগকে দান করিয়া ভক্ষণ করিবে। হৃদয়ে সাঽহং বলিয়া দেবীর সহিত অভেদ ভাবনা করিয়া বাহ্য ব্যবহারে বৈষ্ণবাচার তৎপর হইয়া অশঙ্কচিত্তে নিঃসঙ্গাবস্থায় একাকী চোরবৎ বিচরণ করিবে। ৭—১২

চতুর্দ্দশ পটল সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ পটলঃ

ব্রহ্মভৈরব উবাচ—

পূজাবিধানং পরমং শ্রুতং তব মুখাম্বুজাৎ।
সাধনানি বদেদানীং যদি তেঽস্তি দয়া ময়ি ॥ ১

শ্রীশিব উবাচ—

যদ্‌যদুক্তং ময়া বৎস প্রাতঃ কৃত্যাদি পূজনং।
তৎ সর্ব্বং শাম্ভবীতন্ত্রে স্বয়ং দেব্যা প্রকাশিতম্ ॥ ২
সাধনানি চ পুণ্যানি জপপূজাহুতাদিভিঃ।
কথয়ামি তব স্নেহাৎ যথা দেব্যা মুখাৎ শ্রুতম্ ॥ ৩
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় কৃত্বাবশ্যং সুসংযতঃ।
জিহ্বায়াং ভাবয়েৎ বিদ্যাং তেজোমালাং সমুজ্জ্বলাম্ ॥ ৪
অমৃতস্যন্দিনী বাণী তস্য সর্ব্ববিধা ভবেৎ।
মণ্ডলাৎ কবিতাসিদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥
অব্দাচ্চতুর্ব্বিধং তস্য পাণ্ডিত্যমুপজায়েত।
শতমষ্টোত্তরঞ্চৈব জপেন্নিয়তমানসঃ ॥ ৫

ব্রহ্মভৈরব বলিলেন,—হে দেব! তোমার মুখ-পদ্ম বিনির্গত পরম পূজা-বিধান শ্রবণ করিয়াছি, আমাতে যদি তোমার দয়া থাকে, তবে ইদানীং আমার নিকট সাধনবিধি বর্ণন কর। ১

শিব বলিলেন, হে বৎস! প্রাতঃকৃত্যাদি যাহা যাহা আমি তোমার নিকট বলিয়াছি, তাহা সমস্তই শাম্ভবীতন্ত্রে দেবী স্বয়ং বলিয়াছেন। ২

এই জপাদি সাধন তত্ত্ব যাহা আমি দেবীর মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি, তৎসমস্তই আমি স্নেহপ্রবণ হইয়া তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। ৩

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উত্থিত হইয়া নিত্যকর্ম্ম সমাপন করত সুসংযত হইয়া নিজ জিহ্বায় মূলমন্ত্রময়ীকে সমুজ্জ্বল তেজোমালার ন্যায় ভাবনা করিবে। এই রূপ ভাবনাকারী ব্যক্তির সর্ববিধ অমৃতস্রাবিণী বাণী ও কবিতা সিদ্ধি হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি নিয়ত সংযতচিত্তে ১০৮ বার জপ করে, সেই ব্যক্তির বৎসর মধ্যে চারিশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য জন্মে। ৪—৫

অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি সাধনং ভুবি দুর্লভম্।
প্রাতঃ প্রাতঃ পিবেত্তোয়ং শতমষ্টোত্তরং জপন্ ॥ ৬
ন বিস্মরতি মেধাবী শ্রুতান্ বেদাগমানপি।
ষন্মাসস্য প্রয়োগেন নরঃ শ্রুতিধরো ভবেৎ ॥ ৭
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় কৃত্বা নিত্যক্রিয়াং বুধঃ।
নদ্যাঃ পুণ্যোদকে তীর্থে স্নাত্বা নিয়তমানসঃ।
কিঞ্চিদভ্যুদিতে সূর্য্যমণ্ডলে স্বেষ্টদেবতাম্।
বিভাব্য মানসৈস্তত্র পূজয়িত্বা যথাবিধি।
শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা সমর্প্য হৃদয়ে নয়েৎ।
এবং প্রতিদিনং কুর্য্যান্মাঘে মাসি সুসাধকঃ ॥ ৮
সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভূত্বা দেব্যাঃ প্রিয়তরো ভবেৎ।
মার্গশীর্ষেঽথ পূর্ণায়াং সায়ংসন্ধ্যাসু সাধকঃ। ৯
হৃদয়ে দেবতাং ধ্যাত্বা পূজয়েন্মানসেন চ।
ততস্তু পুরতো বহ্নিং সংস্থাপ্য স্থণ্ডিলোপরি ॥ ১০

এখন তোমার নিকট মনুষ্য-দুর্লভ অন্যপ্রকার সাধন বলিতেছি। যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালে সলিলোপরি ১০৮ বার জপ করিয়া সেই জল পান করে, সেই মেধাবী শ্রুত বেদাগমাদি বিস্মৃত হয় না। অপিচ ষণ্মাস পর্যন্ত এইরূপ প্রয়োগ করিলে শ্রুতিধর হয়। ৬—৭

পণ্ডিত ব্যক্তি ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উত্থিত হইয়া নিত্যক্রিয়াদি সমাপন করতঃ নদীর পুণ্যজলে স্নান করিয়া সংযতচিত্তে সূর্য্যমণ্ডল কিঞ্চিৎ উদিত হইলে মনে মনে নিজ ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া যথাবিধি পূজা করিবে। ১০৮ বার মূলমন্ত্র জপ করিয়া হৃদয় দেশে দেবীকে আনয়ন করিবে। সাধক মাঘমাসের প্রত্যেক দিন এই প্রকার অনুষ্ঠান অবশ্য করিবে। ৮

এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তি সর্বসিদ্ধীশ্বর ও দেবীর প্রিয় হইতে পারে। অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমাতিথিতে সায়ংকালে সাধক স্বহৃদয়ে দেবতার ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিবে। অতঃপর সাধক সম্মুখে স্থণ্ডিল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি অগ্নিস্থাপন করত মধুরত্রয় (চিনি, মধু ও গুড়) যুক্ত শালীমঞ্জরী (ধানের শীষ) দ্বারা ১০৮ বার হোম করিলে ধান্য ও শ্রীযুক্ত হইয়া দাতা, ভোক্তা ও যশস্বী বলিয়া বিখ্যাত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। শালিতণ্ডুল

মধুরত্রয়সংযুক্তাং জুহুয়াৎ শালিমঞ্জরীম্।
অষ্টোত্তরশতং হুত্বা ধান্যশ্রিয়মবাপ্য চ।
দাতা ভোক্তা যশস্বী চ জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
শালিতণ্ডুলহোমেন ভবেদন্নসমৃদ্ধিমান্।
দূর্ব্বাতিলাজ্যহোমেন দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ।
শুক্লপুষ্পস্য হোমেন শান্তির্ভবতি শাশ্বতী ॥ ১১

রক্তপ্রসূন-হোমেন বশয়েদখিলং জগৎ।
পীতপুষ্পস্য হোমেন স্তম্ভয়েদ্বায়ুমপ্যথ ॥
পূজয়িত্বার্ঘপাত্রন্তু মূলেনৈব প্রপূরয়েৎ।
কৃষ্ণপুষ্পস্য হোমেন শত্রূণাং নাশনং মতম্ ॥ ১২

এষু হোমেষু সংখ্যোক্তা গজান্তকসহস্রিকা।
পায়সেন ঘৃতাক্তেন সহস্রং যদি হোময়েৎ ॥ ১৩

সর্ব্বান্ মনোরথান্ মন্ত্রী সংপ্রাপ্য মুক্তিমাপ্নুয়াৎ।
পলান্নঞ্চ সুধাযুক্তং সহস্রং যদি হোময়েৎ ॥ ১৪

অপি দেবা বশং যান্তি কিং পুনর্মানুষাদয়ঃ।
জুহুয়াদমৃতাখণ্ডৈঃ সদ্যো রোগাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫

শ্রীফলঞ্চ ত্রিভিঃ খণ্ডৈঃ ত্রিমধ্বক্তৈর্জুহোতি যঃ।
মহতীং শ্রিয়মাপ্নোতি ভবেদ্বৈশ্রবণোপমঃ ॥ ১৬

দ্বারা হোম করিলে অন্নবৃদ্ধি হয়। সঘৃততিল মিশ্রিত দূর্ব্বা দ্বারা হোম করিলে দীর্ঘায়ু ও শুক্ল পুষ্প দ্বারা হোম করিলে শান্তি লাভ, রক্তপুষ্প দ্বারা হোম করিলে নিখিল জগৎ বশীভূত হয়, পীত পুষ্প দ্বারা হোম করিলে স্তম্ভন, কৃষ্ণপুষ্প হোমে শত্রুনাশ হইয়া থাকে। ৯-১২

এই সকল পুষ্প হোমের সংখ্যা আট হাজার কথিত হইয়াছে। ঘৃতাক্তপায়স দ্বারা সহস্র হোম করিলে দেবগণ বশতাপন্ন হন। মনুষ্যগণ ত সামান্য কথা। অমৃতাখণ্ড (গুলঞ্চখণ্ড) দ্বারা হোম করিলে সদ্য রোগমুক্ত হয়। ১৩-১৫

বিল্ব ফল তিনখণ্ড করিয়া চিনি, মধু ও গুড় সংযোগে যে ব্যক্তি হোম করে, সে মহতী শ্রী লাভ করতঃ কুবেরের ন্যায় হয়। ১৬

নারিকেলফলং হুত্বা পৃথুকেন সমন্বিতম্।
মুষ্টিখণ্ডমিতেনাশু পুষ্টিমাপ্নোতি শাশ্বতীম্॥ ১৭
কদলীফলহোমেন পক্কাম্রফলহোমতঃ।
যদ্‌যৎ কাময়তে কামী তত্তদাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥ ১৮
মরীচ-লাজ-লবণৈ র্জুহুয়াদ্ গৌরসর্ষপম্।
শতযোজনদূরস্থাং নারীমাকর্ষয়েদ্ ধ্রুবম্॥ ১৯
জবাপুষ্পেণ সাজ্যেন শতমষ্টোত্তরং হুনেৎ।
সপ্তাহক্রমযোগেন ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ॥ ২০
শাল্যন্নং সূপসংমিশ্রং ঘৃতাক্তং জুহুয়াদ্ যদি।
নির্জ্জনে কাননে বাপি প্রাপ্নুয়াদন্নসঞ্চয়ম্॥ ২১
জাতীফলস্য হোমেন শতান্যূনেন নিত্যশঃ।
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং মণ্ডলান্নাত্র সংশয়ঃ।
তিলমোদকহোমেন বলপুষ্টিধনং লভেৎ।
মিষ্টপক্কান্নহোমেন যাবজ্জীবং সুখী ভবেৎ।
সম্বিদাং মধুরোপেতাং শতমষ্টোত্তরং হুনেৎ।
বশয়েদখিলান্মন্ত্রী সদেবাসুরমানুষান্॥ ২২

মুষ্টিপরিমিত চিপিটক (চিড়া) যুক্ত নারিকেল ফল দ্বারা হোম করিলে শীঘ্র শাশ্বতী পুষ্টি লাভ হয়। ১৭

কদলীফল ও পক্ক আম্রফল দ্বারা হোম করিলে নিশ্চিত সর্বকামনা সিদ্ধি হয় এবং মরীচ, খৈ, লবণ ও গৌর সর্ষপ দ্বারা হোম করিলে শতযোজন দূরবর্ত্তিনী কামিনীকে আকর্ষণ করা যায়। ১৮-১৯

ঘৃতযুক্ত জবা পুষ্প দ্বারা ক্রমে সপ্তাহ ১০৮ বার হোম করিলে ত্রৈলোক্য বশীভূত হয়। ২০

সূপমিশ্রিত ঘৃতাক্ত শালিধানের অন্নদ্বারা নির্জ্জনদেশে হোম করিলে অন্নলাভ ফল। ২১

জাতি ফল দ্বারা নিত্য অনূ্যন শত হোম করিলে বন্ধ্যা স্ত্রীর পুত্রলাভ হয়, ইহাতে সংশয় নাই। তিলের মোয়া দ্বারা হোমে বল, পুষ্টি ও ধনলাভ মিষ্টপকান্ন হোমে যাবজ্জীবন সুখী হয়। মধুর দ্রব্য যুক্ত সম্বিদা (সিদ্ধি)

পঞ্চতত্ত্বস্য হোমেন ভবেৎ পঞ্চাননঃ স্বয়ম্।
দীর্ঘজীবী জরামৃত্যু-রোগশোকবিবর্জ্জিতঃ॥ ২৩
নারীং রজোঽন্বিতাং কৃত্বা পর্ণানাং শতকং সুধীঃ।
প্রত্যেকং দশধা জপ্ত্বা হোময়েত্তদনন্তরম্॥ ২৪
যুগানামযুতং তেন চান্নদা পূজিতা ভবেৎ।
মাতৃবৎ পালয়েন্নিত্যং সাধকং পুত্রবৎ সদা।
ইতি সামান্যতঃ প্রোক্তো বিশেষবিধিরুচ্যতে॥ ২৫

ইত্যন্নদাকল্পে পঞ্চদশঃ পটলঃ

দ্বারা ১০৮বার হোম করিলে দেব, অসুর ও মানুষ সহিত অখিল জগৎ বশতাপন্ন হয়। ২২

পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা হোম করিলে শিবতুল্য হওয়া যায় এবং রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু বর্জ্জিত হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করে। ২৩

রজস্বলা স্ত্রী রচিত এক শত তাম্বুলের প্রত্যেকটীকে দশবার অভিমন্ত্রিত করিয়া তদ্দ্বারা হোম করিলে অযুত যুগ পর্য্যন্ত অন্নদা পূজার ফল লাভ হয় এবং দেবী সাধককে পুত্রবৎ পালন করেন। এই আমি সামান্য বিধি বলিলাম, এখন বিশেষ বিধি বলিব। ২৪-২৫

পঞ্চদশ পটল সমাপ্ত।

ষোড়শঃ পটলঃ

শ্রীশিব উবাচ—

অথ কাম্যবিধিং বক্ষ্যে শ্রূয়তাং ব্রহ্মভৈরব।
সাধকঃ সাধয়েৎ সিদ্ধিং দেবানামপি দুর্লভাম্ ॥ ১
সুন্দরীং যৌবনোন্মত্তাং সুনাসাং চারুহাসিনীম্।
দ্বিরষ্টবর্ষদেশীয়াং সদা কামাভিলাষিণীম্ ॥ ২
সমানীয়াভিষিচ্যাথ পুরতো রক্তকম্বলে।
উপবিশ্য তদঙ্গেষু ন্যাসান্ স্বকল্পোক্ত-তদ্গতান্ ॥ ৩
বিধায় দেবতাবুদ্ধ্যা পূজয়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্।
ততঃ প্রত্যঙ্গমালোক্য জপেন্নিয়তমানসঃ ॥ ৪
পদ্মং দৃষ্ট্বা তথা বিম্বং চারমং শিখরং তথা।
খঞ্জরিং রবিবিম্বঞ্চ তিলপুষ্পং সরোবরম্ ॥ ৫
ত্রিসূত্রং বীক্ষ্য জপ্ত্বা তু শতশঃ শুদ্ধভাবতঃ।
মুখপ্রসাদং সুমুখং সুলোচনং সুহাস্যকম্ ॥ ৬

শিব বলিলেন,—হে ব্রহ্মভৈরব! এখন তোমার নিকট কাম্য বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। যদ্দ্বারা সাধক দেব-দুর্লভ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। ১

যৌবনান্বিতা, উত্তম নাসিকাযুক্ত, চারুহাসিনী, সর্বদা কামভিলাষিণী ষোড়ষবর্ষা সুন্দরী কামিনী * আনয়ন করিয়া অভিষেক করত সম্মুখে রক্তকম্বলাসনে উপবেশন করাইয়া তদঙ্গে স্বকল্পোপ্ত ন্যাসাদি করিয়া ঐ কামিনীকে দেবতা জ্ঞানে বিধিপূর্বক পূজা করিবে। তৎপরে দেবীরূপিণী ঐ কামিনীর প্রত্যেক অঙ্গ দর্শন করিয়া সংযত মনে জপ করিবে। ২—৪

পদ্ম (মুখ), বিম্ব (ওষ্ঠ), চামর (কেশকলাপ), শিখর (মস্তক), খঞ্জরি (চক্ষু), রবিবিম্ব (সিন্দূরের ফোটা), তিলপুষ্প (নাসিকা), সরোবর (নাভি-

---

* গুরুদেবঃ শিবঃ সাক্ষাৎ তৎপত্নী পরমেশ্বরী। মনসা কর্ম্মণা বাচা রমণং তত্র বর্জ্জয়েৎ। তস্যা বরপ্রদে ভক্তো মুক্তিং প্রাপ্য পরাং ব্রজেৎ। গুরোঃ স্নুষা গুরোঃ কন্যা তথা চ মন্ত্রপুত্রিকা। এতস্যা রমণং বর্জ্জ্যং ব্রহ্মঘ্নং মানসেঽপি চ। কৌলিকস্য চ পত্নী যা সা সাক্ষাদীশ্বরী শিবে। তস্যা রমণমাত্রেণ কৌলিকো নারকী ভবেৎ। মাতাপি গৌরবাদ্বর্জ্জ্যা অন্যা বা বিহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ * * শিবহীনা চ যা শক্তির্দূরং তাং পরিবর্জ্জয়েৎ। স্ত্রীগণের মধ্যে এই সমস্ত স্ত্রী অবশ্য বর্জ্জন করিবে।

সুকেশং সুগতিং গন্ধং সুজনং সুখমেব চ।
লভতে চ যথাসংখ্যং শৃণু ভৈরব চাদ্ভুতম্ ॥ ৭
রজোবস্থাং সমানীয় তদ্‌যোনৌ স্বেষ্টদেবতাম্।
পূজয়িত্বা মহারাত্রৌ ত্রিদিনং প্রজপেন্মনুম্ ॥ ৮
শতত্রয়ং ষট্‌ত্রিংশদধিকং প্রত্যহং জপন্।
শবসাধনসাহস্রং ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ ॥ ৯
দৃষ্ট্বা যোনিং জপং কুর্য্যান্ন ভোগে মানসং ভবেৎ।
ঋতুযুক্তাং লতাং পশ্যন্নযুতং যস্তু সাধয়েৎ ॥ ১০
অনর্গলাপি তদ্বাণী গদ্যপদ্যময়ী ভবেৎ।
ছন্দোবহা পরা বাণী তস্য সর্ব্ববিধা ভবেৎ ॥ ১১
তন্নাম্না সুধিয়ঃ সর্ব্বে প্রণমন্তি মুদান্বিতাঃ।
তস্য বাক্যস্য বৈশিষ্ট্যাজ্জড়া ভবন্তি বাগ্মিনঃ ॥ ১২
অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি প্রয়োগং ভুবি দুর্লভম্।
স্বনারীং দীক্ষিতাং মত্তাং সমানীয় স্বতল্পকে ॥ ১৩
নিশীথে প্রত্যহং মন্ত্রী পূজয়েদ্দেবতাধিয়া।
ভূত্বা স্বয়ং শিবময়ো দেবীং তামন্নদাং স্মরন্ ॥ ১৪

কূপ) ও ত্রিসূত্র (ত্রিবলি) প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া যিনি শুদ্ধ ভাবে একশতবার জপ করেন, হে ভৈরব! তাঁহার যথাক্রমে মুখের প্রসন্নতা, উত্তমমুখ, সুচক্ষু, উত্তম হাস্য, সুকেশ, সুগতি, গন্ধ, সুজন ও সুখ লাভ হইয়া থাকে। ৫—৭

রজস্বলা স্ত্রীর যোনিদেশে ইষ্টদেবতার অবস্থিতি ভাবনা করিয়া মহানিশায় তিন দিন পূজা করত প্রত্যহ ৩৩৬ বার জপ করিলে সহস্র শব সাধনের ফল লাভ হয়। যোনি দর্শন করিয়া জপ পূজাদি করিবে কিন্তু ভোগ বাসনা করিবে না। যে ব্যক্তি ঋতুমতী নারী দর্শন করিয়া অযুত জপ করে, তাহার ছন্দোযুক্ত সর্ববিধ গদ্য পদ্যময়ী বাণী মুখ হইতে অনর্গল বহির্গত হইতে থাকে এবং সুধিগণ তন্নামোচ্চারণ পূর্বক হর্ষযুক্ত হইয়া তাহাকে প্রণাম করে ও তাহার বাক্য বৈচিত্র্য দর্শনে, পণ্ডিত ব্যক্তির মুখ জড়ভাবাপন্ন হয়। ৮—১২

এখন তোমার নিকট মনুষ্যদুর্লভ অন্য প্রকার প্রয়োগ বলিতেছি। দীক্ষিতা প্রমত্তা নিজ স্ত্রীকে স্বীয় শয্যায় আনয়ন করত দেবতা বুদ্ধিতে প্রত্যহ পূজা করিবে। নিজেকে শিবময় এবং স্ত্রীকে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার ন্যায় ভাবিয়া স্ত্রীর

হৃদয়ে হৃদয়ং দত্ত্বা যোনৌ লিঙ্গং নিবেশ্য চ।
মুখে মুখন্তু সংযোজ্য গাঢ়ালিঙ্গনযোগতঃ ॥ ১৫
শতমষ্টোত্তরং নিত্যং যো জপেৎ প্রয়তো নরঃ।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেত্তস্য মাসমাত্রেণ নিশ্চিতম্ ॥ ১৬
কাম্যসিদ্ধির্দ্বিমাসেন ত্রিমাসেনার্থসিদ্ধিকৃৎ।
চতুর্মাসেন বাক্‌সিদ্ধি র্দেহসিদ্ধিস্তু পঞ্চমে ॥ ১৭
ষষ্ঠে মাসি মনঃসিদ্ধিরিচ্ছাসিদ্ধিস্তু সপ্তমে।
অষ্টমেঽষ্টৌ মহাসিদ্ধি র্নবমে নিধিপো ভবেৎ ॥ ১৮
দশমে দশদিগ্‌জেতা বিজয়ী বিনয়ী ভবেৎ।
একাদশে তু রুদ্রাণামধিপো জায়তে ধ্রুবম্।
শিবত্বং দ্বাদশে মাসি প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯
অব্দেন সিদ্ধয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্তি ন সংশয়ঃ।
স ভূমিবলয়ে নিত্যং নিত্যং ভুবি পুরন্দরঃ ॥ ২০
ইচ্ছামৃত্যুর্ভবেত্তস্য চিরজীবী নিরাময়ঃ।
অন্নদা পুত্রপৌত্রান্তং তস্য গেহে স্থিরা ভবেৎ ॥ ২১
অথান্যৎ সাধনং বক্ষ্যে সাবধানাবধারয়।
পরকীয়লতাচক্রে সংপূজ্য স্বেষ্টদেবতাম্ ॥ ২২

হৃদয়ে হৃদয়, যোনিতে লিঙ্গ ও মুখে মুখ যোজনা করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্বক সংযত হইয়া যে ব্যক্তি প্রত্যহ ১০৮ বার জপ করে, মাসমধ্যে নিশ্চয়ই তাহার মন্ত্র সিদ্ধি হইয়া থাকে। ১২—১৬

এইরূপে দুইমাসে কাম্য সিদ্ধি, তিন মাসে অর্থ সিদ্ধি, চতুর্থ মাসে বাক্ সিদ্ধি, ষষ্ঠ মাসে মন সিদ্ধি, সপ্তমে ইচ্ছাসিদ্ধি, অষ্টমে অষ্টসিদ্ধি এবং নবমে নিধিপতি, দশমে দশদিগ্‌জয়ী, বিজয়ী ও বিনয়ী, একাদশে রুদ্রগণের অধিপতি এবং দ্বাদশ মাসে শিবত্ব লাভ এবং সংবৎসরে সকল সিদ্ধি হয়, ইহাতে সংশয় নাই। এইরূপ সাধক মর্ত্ত্যে পুরন্দর তুল্য হইয়া বিরাজ করে। তাহার ইচ্ছা মৃত্যু হয় এবং রোগ শূন্য হইয়া চিরজীবিত্ব লাভ করে। অন্নদাদেবী তাহার গৃহে পুত্র পৌত্রান্ত পর্যন্ত স্থিরা হইয়া বসতি করেন। ১৬—২১

এক্ষণ অন্য প্রকার সাধন প্রণালী বলিতেছি, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। পরকীয় স্ত্রীকে যন্ত্ররূপে ভাবনা করিয়া তাহাতে নিজে ইষ্ট দেবতার পূজা

অষ্টোত্তরং শতং পূর্ব্বং চক্রবক্তে, জপেদ্বুধঃ।
ততস্তান্ নব পুষ্পেন যজন্নষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ২৩
ততঃ পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা জপেদষ্টোত্তরং শতম্।
ষোড়শাহেন চ ভবেৎ সত্যং দেব্যা নিদেশনম্ ॥ ২৪
অথান্যৎ সাধনং পুণ্যং শৃণু তৎ পরমং মহৎ।
অন্নে যোনৌ তথা মদ্যে মাংসে মৎস্যে চ সাধকঃ।
রক্তবস্ত্রে রক্তপুষ্পে সুরক্তে সূর্য্যমণ্ডলে।
নিজেষ্টদেবতাং তত্র ধ্যাত্বা চাষ্টশতং জপেৎ।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেত্তস্য নির্ব্বিকল্পেন চেতসা ॥ ২৫
এষু সর্ব্বেষু সততং জাতিবৃত্তিং ন চিন্তয়েৎ।
নির্ব্বিকল্পো ভবেদ্‌যস্য স ভবেদন্নদাপ্রিয়ঃ ॥ ২৬
এবমন্যৎ প্রবক্ষ্যামি মহাচীনসমুদ্ভবম্।
যেনানুষ্ঠিতমাত্রেণ শীঘ্রং দেবী প্রসীদতি ॥ ২৭
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং কুহ্বাং বা রবিসংক্রমে।
কুমারীপূজনং কুর্য্যাদ্ যথাবিভবমাত্মনঃ ॥ ২৮
বস্ত্রালঙ্করণাদ্যৈশ্চ ভক্ষ্যৈ র্ভোজ্যৈঃ সুবিস্তরৈঃ।
পঞ্চতত্ত্বাদিভিঃ সম্যগ্‌দেবীবুদ্ধ্যা সুসাধকঃ ॥ ২৯

করিয়া ১০৮ বার যন্ত্রমুখে মূলমন্ত্র জপ করিবে। অতঃপর নবপুষ্প দ্বারা ১০৮ পূজা করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্বক ১০৮ বার মূল মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ ষোড়শ দিন অনুষ্ঠানের দ্বারা সাধক ধনধান্, বলবান্,বাগ্মী ও সকল স্ত্রীদিগের প্রিয়কর হয়। ইহাই দেবীর আদেশ। ২২—২৪

পুনর্বার পরম পুণ্যপ্রদ অন্যপ্রকার সাধন শ্রবণ কর। অন্ন, যোনি, মদ্য, মাংস, মৎস্য, রক্তবস্ত্র, রক্তপুষ্প ও সুরক্ত সূর্য্যমণ্ডলে সাধক নির্ব্বিকল্প মানসে নিজ ইষ্টদেবতার ধ্যান করিয়া ১০৮ বার মূলমন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে মন্ত্র-সিদ্ধি হইয়া থাকে, এই কার্য্যে জাতি বিচার করিবে না। নির্ব্বিকল্প মানসে যে ব্যক্তি এইরূপ অনুষ্ঠান করে, সে অন্নদার প্রিয়পাত্র হয়। ২৫—২৬

পুনশ্চ অন্য প্রকার মহাচীন ক্রম বলিতেছি. যাহার অনুষ্ঠান মাত্র দেবী শীঘ্র সন্তুষ্টা হয়েন। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও সংক্রান্তি দিনে স্ববিভবানুসারে

একবর্ষা ভবেৎ সন্ধ্যা দ্বিবর্ষা তু সরস্বতী।
ত্রিবর্ষা চ ত্রিধামূর্ত্তিশ্চতুর্বর্ষা চ কালিকা ॥ ৩০
সুভগা পঞ্চবর্ষ চ ষড়্‌বর্ষা চ উমা ভবেৎ।
সপ্তভির্মালিনী সাক্ষাদষ্টবর্ষা চ কুব্জিকা ॥ ৩১
নবভিঃ কালসন্দর্ভা দশভিশ্চাপরাজিতা।
একাদশে তু রুদ্রাণী দ্বাদশাব্দে তু ভৈরবী ॥ ৩২
ত্রয়োদশে মহালক্ষ্মী দ্বিসপ্তা পীঠনায়িকা।
ক্ষেত্রজ্ঞা পঞ্চদশভিঃ ষোড়শে চান্নদা মতা ॥ ৩৩
এবং ক্রমেণ সংপূজ্যা যাবৎ পুষ্পং ন জায়তে।
পুষ্পিতা বাপি সংপূজ্য তৎপুষ্পদানকর্ম্মণি ॥ ৩৪
বাগ্‌ভবেন জলং দত্ত্বা মায়য়া পাদশোধনম্।
শ্রীবীজেনার্ঘ্যদানঞ্চ যচ্চাচমনমীতিরম্ ॥ ৩৫
চন্দনং কামবীজেন বৌষড়ন্তেন পুষ্পকম্।
পরপ্রাসাদবীজেন ধূপদীপৌ নিবেদ্য চ ॥ ৩৬
মূলেন কারণং শুদ্ধিং নৈবেদ্যং বিনিবেদয়েৎ।
পূর্ব্ববৎ পুনরাচমনং তাম্বুলং মূলমন্ত্রতঃ ॥ ৩৭

বস্ত্র, অলঙ্কার, ভোক্ষ্য, ভোজ্য ও পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা সাধক দেবী জ্ঞানে কুমারী পূজা করিবে। ২৭—২৯

একবর্ষা কুমারীকে সন্ধ্যা বলে, এইরূপ দ্বিবর্ষা সরস্বতী, ত্রিবর্ষা ত্রিমূর্ত্তি, চতুবর্ষা কালিকা, পঞ্চবর্ষা সুভগা, ষড়্‌বর্ষা উমা, সপ্তবর্ষা মালিনী, অষ্টবর্ষা কুব্জিকা, নবমবর্ষা কালসন্দর্ভা, দশবর্ষা অপরাজিতা, একাদশবর্ষা রুদ্রাণী, দ্বাদশবর্ষা ভৈরবী, ত্রয়োদশবর্ষীয়া মহালক্ষ্মী, চতুর্দ্দশবর্ষা পীঠনায়িকা, পঞ্চদশ-বর্ষীয়া ক্ষেত্রজ্ঞা এবং ষোড়শবর্ষীয়া রমণী অন্নদা নামে অভিহিতা। যে পর্যন্ত রজোদর্শন না হয় সেই পর্যন্ত এই ক্রমে পূজা করিবে। কিন্তু পুষ্পদান কর্ম্মে পুষ্পিতার (রজোযুক্তার) পূজা করিবে। যথা,—ঐং মন্ত্রে জল দিয়া হ্রীং মন্ত্রে পদশোধন, শ্রীং মন্ত্রে অর্ঘ্য দান, বং মন্ত্রে আচমনীয়, ক্লীং বীজে চন্দন, বৌষট্ মন্ত্রে পুষ্প, প্রাসাদ বীজে (হৌঁ) ধূপদীপ নিবেদন করিয়া মূলমন্ত্রে কারণ (মদ্য) নিবেদন করিবে। পূর্ব্ববৎ পুনরাচমনীয়, মূলমন্ত্রে তাম্বুল, পুনর্বার মূলমন্ত্রে মাল্য, গন্ধ ও পুষ্প নিবেদন করিবে। মুখ, হৃদয়, আধার, পদ

পুনর্মূলেন মালাঞ্চ গন্ধং পুষ্পং নিবেদয়েৎ।
উত্তমাঙ্গহৃদাধার-পাদসর্ব্বাঙ্গকে ক্রমাৎ ॥ ৩৮
পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা প্রণমেদ্দেবতাধিয়া।
অষ্টোত্তরশতং মূলং জপ্ত্বা তদ্‌গতমানসঃ ॥ ৩৯
জপং সমর্পয়েত্তস্যাঃ পাদ-পদ্মে বিচক্ষণঃ।
ততঃ স্বদেবতা-স্তোত্রৈঃ সংস্তূয় জগদম্বিকাম্ ॥ ৪০
প্রদক্ষিণ-প্রণামঞ্চ কৃত্বা সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
পশ্চাচ্চ দক্ষিণাং কুর্য্যাৎ রজতস্বর্ণমৌক্তিকৈঃ ॥ ৪১
ঘ্নন্তি বিঘ্নান্ পূজিতাস্তু তথা শত্রুং মহোৎকটম্।
ব্যাধয়ঃ সর্ব্বরিষ্টানি তন্নিমিত্তানি যানি চ ॥ ৪২
ডাকিন্যো দুর্গ্রহা নাগা ভূতা বেতালচেটকাঃ।
রাক্ষসাঃ প্রেতগন্ধর্ব্বাঃ কুষ্মাণ্ডা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥ ৪৩
পলায়ন্তে ততঃ ক্ষিপ্রং স্থিতা নশ্যন্তি নিশ্চিতম্।
ব্রহ্মাণ্ডোদরমধ্যস্থা দেবা দেব্যশ্চ সর্ব্বশঃ।
কুমারীপূজনাদেব পূজিতাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ ॥ ৪৪
অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণু ব্রহ্মন্ সমাহিতঃ।
ন চ যোষিৎসমো ধাতা ন বিষ্ণুর্নাপি শঙ্করম্।
স্ত্রিয়ো দেবাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রাণাঃ স্ত্রিয় এব বিভূষণম্।

ও সর্বাঙ্গে পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করত দেবতা জ্ঞানে প্রণাম করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি তদ্গত চিত্তে ১০৮ বার জপ করিয়া তাঁহার পাদ-পদ্মে জপ সমর্পণ করিয়া নিজ ইষ্টদেবতার স্তবপাঠ পূর্বক জগদম্বার তুষ্ট সম্পাদন করত প্রদক্ষিণ ও প্রণামাদি করিয়া সর্বসিদ্ধীশ্বরত্ব লাভ করিবে। পরে রৌপ্য, স্বর্ণ ও মুক্তার দ্বারা দক্ষিণা করিবে। এইরূপ পূজা দ্বারা সর্ববিঘ্ন, মহোৎকট শত্রু, ব্যাধিসমূহ ও সকল অরিষ্ট বিনষ্ট হয় এবং ডাকিনী, দুষ্টগ্রহ, নাগ ,ভূত, বেতাল, চেটক, রাক্ষস, প্রেত, গন্ধর্ব, কুষ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মরাক্ষসগণ শীঘ্র দূরে পলায়ন করে ও নিশ্চিতই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই কুমারী পূজার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড মধ্যস্থ দেবতাগণ পূজিত হয়েন, ইহাতে সংশয় নাই। ৩০—৪৪

হে ব্রহ্মন্! অন্য প্রকার সাধন প্রণালী বলিতেছি, সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা মহেশ্বর কেহই যোষিতের তুল্য নহেন। স্ত্রীই দেবতা, প্রাণ ও

স্ত্রীসঙ্গিনা সদা ভাব্যমন্যথা ন প্রসীদতি।
ক্ষুব্ধায়াং যোষিতি ক্ষুব্ধা সদা দেবী ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫
সা চেদ্ভবতি সংক্ষুব্ধা ধনমায়ুশ্চ নাশয়েৎ।
বৃথা সদক্ষিণো হোমো যস্ত্বপ্রিয়করঃ স্ত্রিয়াঃ।
বুদ্ধির্ব্বলং যশোরূপ-মায়ুর্ব্বিত্তং সুতাদয়ঃ।
নশ্যন্তি তস্য সর্ব্বাণি যোষিন্নিন্দাপরস্য চ।
মাতাপিত্রোর্বরং ত্যাগস্ত্যাজ্যঃ শম্ভুস্তথা হরিঃ।
বরং দেবী পরিত্যাজ্যা নৈব ত্যাজা স্বকামিনী ॥ ৪৬
বরং জনমুখান্নিন্দা বরং বা গর্হিতং যশঃ।
বরং প্রাণাঃ পরিত্যাজ্যা ন কুর্য্যাদপ্রিয়ং স্ত্রিয়াঃ ॥ ৪৭
ন ধাতা নাচ্যুতঃ শম্ভু র্ন চ বা সা সনাতনী।
যোষিদপ্রিয়কর্ত্তারং রক্ষিতুং ন ক্ষমো ভবেৎ ॥ ৪৮
শ্মশানসাধনং নাত্র ন চিতা-শবসাধনম্।
যোষিৎপূজনমাত্রেণ অন্নপূর্ণা সুসিদ্ধিদা ॥ ৪৯

ইত্যন্নদাকল্পে সিদ্ধিসাধনাদি-বিবরণং নাম
ষোড়শঃ পটলঃ।

ভূষণ স্বরূপ। সর্বদা স্ত্রীসহকারে দেবতার ভাবনা করিবে, অন্যথা দেবতা প্রীত হইবেন না। স্ত্রী ক্ষুব্ধা হইলে দেবী সর্ব্বদা ক্ষুব্ধা হন, ইহাতে সংশয় নাই। তিনি ক্ষুব্ধা হইলে ধন ও আয়ু বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং যিনি স্ত্রীর অপ্রিয়কার্য্য করেন, তাঁহার ন্যাস, পূজা বৃথা, জপ স্তব ও সদক্ষিণ হোম সমস্তই বৃথা জানিবে। অধিকন্তু স্ত্রী-নিন্দাকারী ব্যক্তির বুদ্ধি, বল, যশ, রূপ, আয়ু, বিত্ত এবং সুতাদি সমস্ত বিনষ্ট হয়। মাতা ও পিতাকে ত্যাগ করিবে, হরি-হরকে ত্যাগ করিবে, এমন কি নিজ ইষ্ট দেবীকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবে, তথাপি নিজ কামিনীকে ত্যাগ করিবে না। বরং লোকনিন্দা বা অযশ গ্রহণ করিবে, বরং নিজ প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিবে, তথাপি স্ত্রীর অপ্রিয় কার্য্য করিবে না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বা সেই সনাতনী ভগবতী দেবীও যোষিৎ-অপ্রিয় ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন। অন্নপূর্ণা সাধন বিষয়ে শ্মশান সাধন, চিতা সাধন বা শব সাধনের প্রয়োজন নাই, একমাত্র স্ত্রী দ্বারাই অন্নপূর্ণা সিদ্ধিপ্রদা হয়েন। ৪৫—৪৯

ষোড়শ পটল সমাপ্ত।

সপ্তদশঃ পটলঃ

শ্রীব্রহ্মভৈরব উবাচ

সাধনানি চ সর্ব্বাণি শ্রুতানি তব সুব্রত
ইদানীং বদ দেবেশ স্তোত্রাণি কবচানি চ ।। ১

শ্রীশিব উবাচ—

কথয়ামি তব স্নেহাৎ স্তোত্রাণি কবচানি চ ।
অন্নপূর্ণাপ্রীতিদানি সাবধানাবধারয় ।। ২
হ্রীংকারং প্রথমং নমো ভগবতী স্বাহাবসানাং ধ্রুবম্ ।
মন্ত্রং সপ্ত দশাক্ষরং জপতি তে মাহেশ্বরি প্রোক্ষিতম্ ॥
ধ্যায়েহম্ব ! তরুণারুণং তব বপুর্নিত্যান্নপূর্ণে শিবে
গেহে তস্য বিরাজতে সরভসং দিব্যান্নরাশির্ধ্রুবম্ ।। ৩

হ্রীঁকার-মূর্ত্তিং কমনীয়বক্ত্রাং
চন্দ্রাঙ্করেখান্বিতভালভাগাম্
ঈশানকান্তাং প্রণমামি নিত্যাম্
লক্ষ্মীবিলাসাস্পদপাদপীঠাম্ ।। ৪
নমোঽস্তু তুভ্যং গিরিরাজকন্যে
নমোঽস্তু কামান্তকবল্লভায়ৈ ।

ব্রহ্মভৈরব বলিলেন,—হে সুব্রত ! সমস্ত সাধন বিষয় তোমার নিকট শ্রবণ করিলাম । ইদানীং স্তোত্র ও কবচ কীর্ত্তন কর । ১

শিব বলিলেন,—তোমার স্নেহ হেতু অন্নপূর্ণার প্রীতিপ্রদ স্তব কবচ বলিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর ।—হে মাহেশ্বরি ! যে ব্যক্তি "হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা" তোমার সপ্তদশাক্ষর এইমন্ত্র জপ করে এবং হে অন্নপূর্ণে শিবে ! তোমার নবোদিত সূর্য্য সদৃশ শরীর যে ধ্যান করে, তাহার গৃহে দিব্য অন্নরাশি বিরাজ করে । ২—৩

তোমার হ্রীঁ-কার মূর্ত্তি, কমনীয় অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত ললাট, তুমি শিব-গৃহিণী, তুমি নিত্য এবং তোমার পাদ-পীঠে লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন, তোমাকে আমি নমস্কার করি । ৪

হে গিরিরাজপুত্রি ! তোমাকে নমস্কার । তুমি শিববল্লভা, তোমাকে

নমোঽস্তু পঙ্কেরুহলোচনায়ৈ
নমঃ শিবায়ৈ শশিভূষণায়ৈ ।। ৫
বামে করেঽমৃতময়ং কলসঞ্চ দক্ষে
কনককল্পিতপলান্নময়ীঞ্চ দর্ব্বীম্ ।
বিচিত্রবর্ণবসনাং গিরিশস্য কান্তাম্
সৎপদ্মপত্রনয়নাং মনসাহমীড়ে ।। ৬
বামে মাণিক্যপাত্রং মধুরসভরিতং বিভ্রতীং পাণিপদ্মে
দিব্যৈরন্নৈঃ প্রপূর্ণাং মণিময়বলয়ে দক্ষিণে রত্নদর্ব্বীম্ ।
রক্তাঙ্গীং পীনতুঙ্গ-স্তনভরবিলসৎ-তারহারাং ত্রিনেত্রাম্ ।
বন্দে পূর্ণেন্দুবিম্ব-প্রতিনিধিবদনা-মম্বিকামন্নপূর্ণাম্ ।। ৭
ভগবতি ভব-রোগাৎ পীড়িতং দুষ্কৃতোত্থাৎ
সুত-দুহিতৃকলত্রোপদ্রবেণানুজাতাৎ ।
বিলসদমৃতদৃষ্ট্যা বীক্ষ্য বিভ্রান্তচিত্তম্
সকলভুবনমাত স্ত্রাহি মামন্নপূর্ণে ।। ৮
মাহেশ্বরীমাশ্রিতকল্পবল্লীমহং
ভবচ্ছেদকরীং ভবানীম্ ।

নমস্কার। তুমি পদ্মাক্ষী, তোমাকে নমস্কার, তুমি মঙ্গলপ্রদা এবং তোমার ললাট চন্দ্রদ্বারা শোভিত, তোমাকে নমস্কার। ৫

তোমার বাম করে অমৃতময় কলস, দক্ষিণ হস্তে পলান্নযুক্ত লৌহদর্ব্বী (হাতা) তুমি বিচিত্র বর্ণ বসনধারিণী, তুমি শিবের কান্তা এবং পদ্মপত্রাক্ষী, তোমাকে মনে মনে স্মরণ করিতেছি। তুমি বাম হস্তে মাণিক্যময় মধুররসযুক্ত পাত্র ধারণ করিয়াছ, তুমি দিব্যান্ন-পূর্ণা, তোমার মণি-নির্ম্মিত বলয়যুক্ত দক্ষিণ হস্তে রত্নদর্ব্বী (হাতা), তুমি রক্তবর্ণা, তোমার স্থূলোন্নত স্তন যুগল তারা-হারভারে বিনত, তুমি ত্রিনেত্রা, তোমার মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল। তোমাকে বন্দনা করিতেছি। ৬—৭

হে ভগবতি! আমি পুত্র, কন্যা ও স্ত্রী জনিত পাপময় ভব-রোগে পীড়িত এবং বিভ্রান্ত চিত্ত, হে সকল-ভুবন-জননি! তুমি তোমার অমৃত নিস্যন্দিনী দৃষ্টি দ্বারা আমাকে অবলোকন করতঃ ত্রাণ কর। ৮

তুমি মাহেশ্বরী, তুমি আশ্রিতের কল্পলতাস্বরূপা, তুমি ভবদুঃখ-ছেদনকরী

ক্ষুধার্ত্তজায়াতনয়াভ্যুপেত-
স্ত্বামন্নপূর্ণাং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৯
দারিদ্র্য-দাবানল-দহ্যমানং
নমোঽন্নপূর্ণে গিরিরাজকন্যে।
কৃপাম্বুবর্ষৈরভিষিঞ্চ ত্বং ত্বৎ-
পাদ-পদ্মার্পিত-চিত্তবৃত্তিম্ ॥ ১০
ইত্যন্নপূর্ণাস্তবরত্নমেতৎ
শ্লোকাষ্টকং যঃ পঠতীহ ভক্ত্যা।
তস্মৈ দদাত্যন্নসমৃদ্ধিরাশিং
শ্রিয়ঞ্চ বিদ্যাঞ্চ পরত্র মুক্তিম্ ॥ ১১

ইত্যন্নদাকল্পে অন্নপূর্ণাস্তোত্রং সমাপ্তম্

শ্রীশিব উবাচ—

কবচং কথয়িষ্যামি ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্।
যদুক্তং শাম্ভবীতন্ত্রে স্বয়ং দেব্যা ময়া শ্রুতম্ ॥ ১
ত্বমেব ঋষিরস্যেহ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ।
অস্যাঃ সমস্তবিদ্যানাং কবচানাঞ্চ ভৈরব ॥ ২

এবং ভবানী, তুমি অন্নদা, আমি ক্ষুধার্ত্ত-স্ত্রী-পুত্র দ্বারা যুক্ত, আমি তোমার স্মরণ লইতেছি। ৯

আমি দারিদ্র্যরূপ দাবানলে দহ্যমান, হে অন্নপূর্ণে গিরিরাজপুত্রি! কৃপা-বারিবর্ষণ দ্বারা তোমার পাদ-পদ্মে অর্পিত আমার চিত্তবৃত্তিকে অভিষিক্ত কর। ১০

এই অন্নপূর্ণার শ্লোকাষ্টক স্তব-রত্ন যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করে, অন্নদা তাহাকে অন্নরাশি, শ্রী, বিদ্যা ও অন্তে মুক্তিদান করেন। ১১

অন্নপূর্ণাস্তোত্র সমাপ্ত।

শিব বলিলেন,—হে ভৈরব! শাম্ভবী তন্ত্রে দেবী নিজে যা আমাকে বলিয়াছিলেন, সেই ত্রিলোক দুর্লভ কবচ আমি বলিতেছি। এই অন্নদা দেবীর সমস্ত কবচের তুমিই ঋষি হইবে; ইহাতে সংশয় নাই। আমার যদি সহস্র

কবচস্যাস্য মাহাত্ম্যং বক্তুং নাহং মহেশ্বরঃ।
বক্ত্রকোটিসহস্রৈস্তু জিহ্বাকোটিসহস্রকৈঃ ॥ ৩
যস্য প্রসাদাৎ গরলং পীত্বা নাহং মৃতিং গতঃ।
ত্বমস্য জগতঃ কর্ত্তা ভবিষ্যসি পুনঃ পুনঃ ॥ ৪
ভাব্যর্থো ভূতবদ্বাপি গৃহ্যতে শাস্ত্রসঞ্চয়ে।
তেন ত্বং ঋষিরদ্যৈব ভব নূনং ময়া কৃতঃ ॥ ৫
অস্য সর্ব্বভূতসিদ্ধিপ্রদস্য কবচস্য ব্রহ্ম ঋষির্গায়ত্রী-
ছন্দোঽন্নপূর্ণা দেবতা ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষে বিনিয়োগঃ।
হ্রীঁ-কারো মে শিরঃ পাতু নমো ভালং সদাবতু।
ভগবতি শ্রুতী পাতু মাহেশ্বরি চ চক্ষুষী ॥ ৬
অন্নপূর্ণে মুখং পাতু স্বাহা জিহ্বাং সদাবতু।
সপ্তাধিক-দশার্ণা মে নাসিকে পাতু সর্ব্বদা ॥ ৭
অমায়া প্রণবাদ্যৈষা তথা সপ্তদশাক্ষরী।
কণ্ঠং গ্রীবাং তথা স্কন্ধৌ ভুজৌ মে পাতু সর্ব্বদা ॥ ৮
শ্রীবীজাদ্যা সপ্তদশী হৃদয়ং স্তনযুগ্মকম্।
পায়ান্নিত্যঞ্চান্নপূর্ণা শ্রীসৌভাগ্যপ্রদায়িনী ॥ ৯
কামাদ্যা সা সপ্তদশী উদরং নাভিমণ্ডলম্।
পার্শ্বে ৗ কুক্ষিযুগং পাতু সর্ব্বকামপ্রদায়িনী ॥ ১০

কোটি মুখ ও সহস্র কোটি জিহ্বাও হয় তথাপি আমি এই কবচের মাহাত্ম্য বলিতে সমর্থ হইব না। যাঁহার প্রসাদে আমি বিষ পান করিয়াও মৃত্যুসদনে গমন করি নাই এবং যাঁহার অনুগ্রহে তুমি পুনঃ পুনঃ জগতের কর্ত্তা হইবে। তাঁহার কবচের মাহাত্ম্য কি প্রকারে বলিব ? শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে যে, ভাবী বিষয় অতীতের ন্যায় কথিত হইয়া থাকে। সুতরাং ভবিষ্যতে তুমি ঋষি হইলেও অদ্যই তুমি আমাকর্ত্তৃক ঋষিপদ বাচ্য হইতেছে। ১—৫

এই সর্ব্বভূত সিদ্ধিপ্রদ কবচের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দ গায়ত্রী, অন্নপূর্ণা দেবতা এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষার্থে ইহার বিনিয়োগ। হ্রীঙ্কার আমার মস্তক রক্ষা করুন, নমঃ শব্দ আমার ললাট রক্ষা করুন, ভগবতি আমাকে রক্ষা করুন, মাহেশ্বরি আমার চক্ষুদ্বয় রক্ষা করুন, অন্নপূর্ণা আমার মুখ, স্বাহা আমার জিহ্বা, "হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা" এই সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র

গুহ্যং লিঙ্গং মুষ্কযুগ্মং সক্থীনি পাতু সর্ব্বদা।
বাগ্ভবাদ্যা মহাদেবী মূলাধারনিবাসিনী ॥ ১১
তারমায়াবীজযুগ্ম-পূর্ব্বিকাষ্টাদশাক্ষরী।
ঊরুদ্বয়ং জানুযুগ্মং জঙ্ঘাযুগ্মং সদাবতু ॥ ১২
মায়াশ্রীবীজপূর্ব্বা সা পুনরষ্টাদশাক্ষরী।
গুল্ফৌ পাদৌ পাদতলং পায়াদাধাররূপিণী ॥ ১৩
শ্রীমায়াবীজযুগ্মাদ্যা সা পরাষ্টাদশাক্ষরী।
পৃষ্ঠং কঙ্কালদেশঞ্চ সন্ধিস্থানং সদাবতু ॥ ১৪
তারমায়ারমাপূর্ব্বা সোনবিংশাক্ষরী পরা।
নখরোমাণি দন্তাংশ্চ তৎসন্ধানবতাৎ সদা ॥ ১৫
তারো মায়া রমা কামঃ ষোড়শার্ণা সনাতনী ॥
শিরসঃ পাদপর্য্যন্তং সর্ব্বাঙ্গমভিতোঽবতু ॥ ১৬
একাক্ষরী ব্রহ্মরন্ধ্রে মায়াবীজস্বরূপিণী।
মায়া নমো ভ্রুবোর্মধ্যে ত্র্যক্ষরী পরমা কলা ॥ ১৭
হ্রীং স্বাহা ত্র্যক্ষরী পাতু বিশুদ্ধে কণ্ঠমণ্ডলে।
হ্রীঁ শ্রীঁ স্বাহা হৃদি সদা পাতু মে চতুরক্ষরী ॥ ১৮
তারাদ্যা সৈব পঞ্চার্ণা মণিপুরে সদাবতু।
তারো মায়া রমা কামঃ স্বাহান্তা সর্ব্বসিদ্ধিদা ॥ ১৯

সর্বদা আমার নাসিকা রক্ষা করুন। প্রণবাদি উক্ত সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র আমার কণ্ঠ, গ্রীবা, স্কন্ধযুগল ও ভুজদ্বয়, শ্রীং-বীজাদি উক্ত সপ্তদশাক্ষর মন্ত্রময়ী, শ্রী ও সৌভাগ্যদায়িনী অন্নপূর্ণা দেবী আমার হৃদয় ও স্তনযুগল, কামবীজাদি উক্ত সপ্তদশাক্ষর মন্ত্রময়ী সর্বকাম-প্রদায়িনী দেবী আমার পার্শ্বদ্বয় ও কুক্ষিযুগল, ঐং বীজাদি উক্ত সপ্তদশাক্ষর মন্ত্রময়ী মূলাধার-নিবাসিনী মহাদেবী আমার গুহ্যদেশ, লিঙ্গ, অণ্ডকোষদ্বয় ও ঊরুদ্বয়, এবং "ওঁ হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা" এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র আমার ঊরুদ্বয়, জানুদ্বয় ও জঙ্ঘাদ্বয়, শ্রী ও মায়াবীজাদ্য অষ্টদশাক্ষর মন্ত্র পৃষ্ঠ, কঙ্কালদেশ ও সন্ধিস্থান, ওঁ ক্রোং শ্রীং বীজাদি ঊনবিংশাক্ষর মন্ত্র আমার নখ, রোমসমূহ, দন্তসমুদায় ও সর্বাঙ্গ, ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং বীজাদি ষোড়শাক্ষর মন্ত্রময়ী সনাতনী দেবী আমার মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ রক্ষা করুন। হ্রীং বীজরূপিণী দেবী ব্রহ্মরন্ধ্র, হ্রীং নমঃ ভ্রূমধ্য, হ্রীং

ষড়্দলে কমলে পাতু স্বাধিষ্ঠানে ষড়ক্ষরী।
লক্ষ্মীর্মায়া বহ্নিজায়া মূলাধারে চতুর্দ্দলে ॥ ২০
গুহ্যদেশে সদা পাতু চতুরক্ষররূপিণী।
তারো মায়া রমা পাতু বাতপিত্তকফেষু চ ॥ ২১
নাড়ীসংস্থা ত্র্যক্ষরীয়ং পায়ান্নাড়ীগণেষু মে।
ওঁ হ্রীঁ শ্রী ক্লীঁ ঐঁ নমোঽন্তা সপ্তার্ণা সপ্তধাতুষু ॥ ২২
ত্বগসৃগ্‌মাংসমেদাস্থি-মজ্জাশুক্রেষু রক্ষতু।
তারং বাণী চ ভুবনা লক্ষ্মীঃ কামো বধূস্তথা ॥ ২৩
হৃদ্বহ্নিললনা পাতু দশবর্ণস্বরূপিণী।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ দশ সদা পাতু শঙ্করবল্লভা ॥ ২৪
ব্রাহ্মী পূর্ব্বে সদা পাতু বহ্নৌ মাহেশ্বরী মম।
দক্ষিণে পাতু কৌমরী বৈষ্ণবী নৈর্ঋতেঽবতু ॥ ২৫
পশ্চিমে পাতু বারাহী বায়ব্যাং বায়বী তথা।
উত্তরে পাতু চামুণ্ডা মহালক্ষ্মীঃ শিরোঽবতু ॥ ২৬
ঊর্দ্ধাধঃ সর্ব্বদা পাতু দেবী পাদদ্বয়ং মম।
ইন্দ্রাদ্যা দশদিক্‌পালা বজ্রাদ্যাশ্চায়ুধা বহিঃ ॥ ২৭
রক্ষন্তাং মে দিক্‌বিধিক্ষু বহিঃ সর্ব্বত্র গোচরাঃ।
ইতি তে কথিতং পুণ্যং সারাৎসারতরং মহৎ ॥ ২৮

স্বাহা কণ্ঠদেশ, হ্রীং শ্রীং স্বাহা হৃদয়, ওঁ হ্রীং শ্রীং স্বাহা এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র মণিপুর, ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীঁ স্বাহা এই ষড়ক্ষর মন্ত্রময়ী সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেবী আমার ষড়্দল-কমল ও উক্ত ষড়ক্ষর মন্ত্র আমার স্বাধিষ্ঠান পদ্ম, শ্রীং হ্রীং স্বাহা এই মন্ত্র চতুর্দ্দল মূলাধার, উক্ত চতুরক্ষর রূপিণী দেবী গুহ্যদেশ, ওঁ হ্রীং শ্রীং মন্ত্র আমার বাত পিত্ত ও কফ, উক্ত ত্র্যক্ষর মন্ত্র আমার নাড়ী সমূহ, ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ঐং নমঃ এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র আমার সপ্তধাতু. ত্বক্, অসৃক্ (রক্ত), মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র ; ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং নমঃ স্বাহা এই দশবর্ণময়ী শঙ্করপ্রিয়া আমার দশ ইন্দ্রিয় রক্ষা করুন। ব্রাহ্মী পূর্বদিক্, মাহেশ্বরী অগ্নিকোণ, কৌমারী দক্ষিণদিক্, বৈষ্ণবী নৈর্ঋতকোণ, বারাহী পশ্চিমদিক্, বায়বী বায়ুকোণ ও চামুণ্ডা উত্তরদিক্ রক্ষা করুন। মহালক্ষ্মী আমার মস্তক, ঊর্দ্ধ ও অধোদিক্ রক্ষা করুন। অন্নদা দেবী আমার পদদ্বয়, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল ও বজ্রাদি আয়ুধগণ দিগ্‌বিদিক্ ও

সর্ব্ব সিদ্ধিপ্রদং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্ ।
একদ্বিত্রিচতুষ্কালং ক্রমান্নিত্যং পঠেদ্ যদি ॥ ২৯
স ভূমিবলয়ে বৎস ভবেদ্ভূমি-পুরন্দরঃ ।
পুত্রবান্ ধনবান্ শ্রীমান্ গোমহিষসমৃদ্ধিমান্ ॥ ৩০
গজাশ্বরথপত্তীনাং নরাণামধিপো ভবেৎ ।
অষ্টোত্তর-শতঞ্চাস্য পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩১
ভূর্জ্জে বিলিখ্য তদ্‌যন্ত্রং মধ্যে ষট্‌কোণমণ্ডলম্ ।
বিলিখেদ্ বীজযুগান্তঃ সাধ্যসাধকয়োর্লিপিম্ ॥ ৩২
দলেষ্বষ্টস্ু সংলিখ্য যুগশঃ ষোড়শস্বরান্ ।
তদ্বহির্মাতৃকাবর্ণৈঃ পুটিতং ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ৩৩
বিলিখ্য পুরতো বাহ্যে সংবেষ্ট্য কবচং লিখেৎ ।
রক্তবস্ত্রেণ সংবেষ্ট্য বধ্নীয়াদ্রক্ততন্তুনা ॥ ৩৪
লাক্ষয়া রক্তবর্ণেন সংবেষ্ট্য গুটকীকৃতম্ ।
প্রাণপ্রতিষ্ঠাবিধিনা প্রাণাংস্তত্র নিযোজয়েৎ ॥ ৩৫
যোনিগর্ভান্তরালে তাং গুটিকাং স্থাপয়েদ্বুধঃ ।
কুলাচারবিধানেন পুজয়েদন্নদাং পরাম্ ॥ ৩৬
শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা সমর্প্য তত্র সাধকঃ ।
পঠেৎ কবচমেতত্তু ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্‌ধ্রুবম্ ॥ ৩৭

আমার বাহ্য অভ্যন্তর রক্ষা করুন। হে বৎস! এই মহৎ সারতম সর্বসিদ্ধিপ্রদ অদ্ভুত কবচ বলিলাম। যে ব্যক্তি চারিকাল ক্রমান্বয়ে এই স্তব পাঠ করে, সে মর্ত্ত্যলোকে ইন্দ্রের ন্যায় বিচরণ করে এবং সে পুত্রবান্, ধনবান, শ্রীমান্, গো, মহিষ, অশ্ব ও হস্ত্যাদি সমৃদ্ধি যুক্ত ও মনুষ্যদিগের অধিপতি হয়। ১০৮ বার এই কবচ পাঠ করিলে দেবীর পুরশ্চরণ হয়। ৬—৩১

ভূর্জপত্রে দেবতার ষট্‌কোণ মন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে বীজযুক্ত দেবতা ও সাধকের নাম, পদ্মের অষ্টদলে দুই দুইটী করিয়া ষোড়শ স্বরবর্ণ ও বহিস্থঃ ভূপুরে মাতৃকাবর্ণ দ্বারা পুটিত করিয়া চতুর্দ্দিকে কবচ লিখিবে। পরে রক্ত বস্ত্র দ্বারা বেষ্টিত করিয়া রক্তসূত্র দ্বারা বন্ধন করিবে। রক্তবর্ণ লাক্ষা দ্বারা সম্বদ্ধ করিয়া গুটিকার ন্যায় প্রস্তুত করিবে। তৎপরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা

যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচঃ শিবতুল্যো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ।
এষা তু গুটিকা পশ্চাৎ স্বর্ণসংপুটসংগতা ॥ ৩৮
ধারণীয়া সাধকেন তত্র যদ্‌যৎ ফলং লভেৎ ।
শিরঃস্থিতা যশোদাত্রী বিদ্যাদাত্রী ললাটগা ॥ ৩৯
কণ্ঠস্থাখিলসৌভাগ্যসুখমঙ্গলদায়িনী ।
পুত্রপ্রদা হৃদিস্থা চ রোগহা চোদরস্থিতা ॥ ৪০
নাভৌ স্তম্ভনকর্ত্রীয়ং ভুজস্থা সর্ব্বসিদ্ধিদা ।
ইত্থং কবচমাহাত্ম্যং বক্তুং নালং যথোচিতম্ ।
বক্ত্রকোটিসহস্রৈস্তু জিহ্বাকোটিশতৈরপি ॥ ৪১

ইত্যন্নদাকল্পে অন্নপূর্ণাকবচং সমাপ্তম্ ॥

ইত্যন্নদাকল্পে স্তবকবচাদি-বিবরণং নাম
সপ্তদশঃ পটলঃ ॥

করিবে। যোনিগর্ত্তের অন্তরালে উক্ত গুটিকা স্থাপন করিয়া কুলাচার বিধান ক্রমে অন্নদার পূজা করিয়া ১০৮ বার জপ করিয়া জপ সমাপন করিবে, এবং এই কবচ পাঠ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবে, যদি কবচসিদ্ধি হয়, তবে সে সাধক নিশ্চয় শিবতুল্য হইবে সন্দেহ নাই। এই গুটিকা স্বর্ণ মাদুলীতে ভরিয়া ধারণ করিবে। শিরে ধারণ করিলে দেবী যশোদাত্রী, ললাটে ধারণ করিলে বিদ্যাদাত্রী, কণ্ঠে ধারণ করিলে দেবী অখিল সুখ-সৌভাগ্য ও মঙ্গলদায়িনী, হৃদয়ে ধারণ করিলে পুত্রপ্রদাত্রী, উদরে ধারণ করিলে রোগনাশিনী, নাভিতে ধারণ করিলে স্তম্ভনকারিণী, ভুজে ধারণ করিলে সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী হন। আমার কোটিমুখ ও কোটি জিহ্বা হইলেও আমি এই কবচের যথোচিত মাহাত্ম্য বলিতে সমর্থ নহি। ৩২—৪১

সপ্তদশ পটল সমাপ্ত।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ ॥

॥ নবভারত তন্ত্র-প্রকাশ গ্রন্থমালা ॥

অন্নদাকল্পতন্ত্র ॥ ৬·০০
আগমসার
আনন্দ লহরী
উড্ডামেশ্বর
উড্ডীশতন্ত্র
উৎপত্তিতন্ত্র
কঙ্কালমালিনীতন্ত্র
কামধেনুতন্ত্র
কামকলাবিলাস
কামাখ্যাতন্ত্র
কালীবিলাসতন্ত্র
কৈবল্যতন্ত্র
কৈলাসতন্ত্র
কুলার্ণবতন্ত্র ॥ ৩০·০০
কুব্জিকাতন্ত্র
কুলার্চ্চন চন্দ্রিকা
কুলামৃততন্ত্র
কৌলাবলীতন্ত্র
ক্রিয়োড্ডীশতন্ত্র
গন্ধর্বতন্ত্র
গায়ত্রীতন্ত্র
গুপ্তসাধনতন্ত্র ॥ ৫·০০
গৌতমীয়তন্ত্র
তন্ত্রতত্ত্ব ॥ ২৫·০০
তন্ত্রসার
তন্ত্ররাজতন্ত্র
তারারহস্য
তোড়লতন্ত্র ॥ ৬·০০
নিত্যষোড়শিকার্ণবতন্ত্র
নির্বাণতন্ত্র
নিরুত্তরতন্ত্র
নীলতন্ত্র
পরশুরাম কল্পসূত্র ও
নিত্যোৎসবতন্ত্র

পৌষ্করাগম্
ফেৎকারিণীতন্ত্র
বর্ণবীজকোষ
বিশ্বসারতন্ত্র
বীজকোষ
বীজ নির্ঘণ্টু
বীজাভিধান
বৃহন্নীলতন্ত্র
ভূতডামরতন্ত্র ॥ ৬·০০
ভৈরবযামল
মন্ত্রার্থাভিধান
মহাকাল সংহিতা
মন্ত্রকোষ
মাতৃকাভেদতন্ত্র
মন্ত্রমহোদধি
মায়াতন্ত্র
মুণ্ডমালাতন্ত্র
মুদ্রানির্ঘণ্টু
যোগিনীতন্ত্র
যোগিনীহৃদয়
যোগতারাবলী
রুদ্রযামল
শক্তিযামল
শারদাতিলক
শ্যামারহস্য
শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি
সনৎকুমারতন্ত্র
সরস্বতীতন্ত্র ॥ ৩·০০
সময়াচারতন্ত্র
ষট্চক্রনিরূপণ ॥ ৪·০০

॥ পুরাণ ॥

দেবীপুরাণ
দেবীভাগবত
কালিকাপুরাণ

মূল্য : ছয় টাকা।